# আফগান-আমির-চরিত্র।

## প্রথম ভাগ।

"নেপালের বিবরণ", "মিসর কাহিনী", "তুরস্ক ভ্রমণ", "নব্য তুর্কি", "চাঁদ সুলতানা", "উজির নন্দিনী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীআবু নাসের সইদুল্লা প্রণীত।

প্রকাশক—

ইস্‌লামিয়া পাব্‌লিশিং কোম্পানী।

ঘোড়াশাল; ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৫৯ নং কড়েয়া রোড্;

রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ২।।০ টাকা মাত্র।

# ভূমিকা।
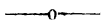
খোদাতা-লার কৃপায় আফ্‌গান-আমির-চরিতের প্রথমভাগ পাঠক পাঠিকা গণের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহা আফ্‌গান স্থানের ভূতপূর্ব্ব নরপতি পরলোকগত হজরত যেয়া-অল্ মিল্লাতে অদ্দিন হিজ্ হাইনেস্ আমির আব্দর রহমান খান জি, সি, বি; জি, সি, এস্, আই মহোদয়ের স্বহস্ত লিখিত আত্ম-জীবনী। মূল গ্রন্থ পার্সী ভাষায় লিখিত; ইহার প্রথম একাদশ অধ্যায় আমির স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন; অবশিষ্ট অংশগুলি তিনি মুখে মুখে বর্ণন করিয়া যান, ও তদীয় মীর মুন্‌শী (আফ্‌গান স্থানের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট্ সেক্রেটরি) সোলতান মোহাম্মদ খান ব্যারিষ্টার-এট-ল পার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তৎপর বিলাতে,—বিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশক জন্ মরে সাহেবের চেষ্টায় পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার সাহেব ইহা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ও ১৯০০ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। উর্দ্দু ভাষায়ও এ পর্য্যন্ত কয়েক খানা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বঙ্গভাষাভিজ্ঞ অনেক হিন্দু মুসলমান ইহার সংবাদও অবগত নহেন।

এই গ্রন্থ খানা পাঠ করিয়া আমার মনে ইহা বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিবার বাসনা জন্মে এবং তাহার ফলেই আজ ইহা প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ বা সুযশঃ অর্জ্জনের দুরাশা আমার নাই। তেমন শিক্ষা,—সাধনা ও প্রতিভা সম্পন্ন হওয়ার কল্পনা আমার পক্ষে আকাশ-কুসুম মাত্র। সমাজের এক নিভৃত কোণে সাড়াহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া জীবনের মহামূল্য সময়গুলি নিরর্থক কাটাইয়াছি; দীর্ঘ-সূত্রীতা প্রভাবে নিষ্ফল বিধাতার বহু অন্ন ধ্বংশ করিয়াছি; তাহার সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হই নাই; কিম্বা চেষ্টাও করি নাই। আজ স্বজাতি-হিতৈষিতার বশবর্ত্তী হইয়া —উপযুক্ততা না থাকা সত্বেও এই দুঃসাহস-ক ব্রতী হইলাম। ভরসা করি, পাঠক পাঠিকাগণ স্ব স্ব উদারতা-গুণে মদীয় ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থের ভাষা যথাসম্ভব মোলায়েম করা হইল; আরবী পারসী বহু শব্দ, —যাহা মুসলমান সমাজে সাধারণরূপে ব্যবহার্য্য ও যাহার ঠিক অর্থবাচক শব্দ বঙ্গভাষায় নাই—ইহাতে সংযোজনা করিয়াছি। বোধ হয় এজন্য হিন্দু পাঠক পাঠিকাগণ পুস্তকখানা পাঠ করিতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ করিবেন; কিন্তু তাহা তেমন গুরুতর নহে। কোন শিক্ষিত মুসলমানের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার অর্থ জানিয়া লইতে পারিবেন।

আমির নিজেই গ্রন্থের অভ্যন্তরস্থ ঘটনা গুলির বক্তা; ফুটনোট গুলি আমাদের সংগৃহীত।

এখন গ্রন্থ খানার আদর-অনাদরের ভার পাঠক পাঠিকাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি

ঘোড়াশাল; ঢাকা
১৩১৭। ২৮ ভাদ্র

বিনয়াবত
শ্রীআবু নাসের সইদুল্লা।

## আমাদের বক্তব্য।

এই খণ্ডে কয়েকখানা উৎকৃষ্ট হাফ্‌টোন চিত্র দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে সময় ও ব্যয় বাহুল্য হয় দেখিয়া এই সংস্করণে সেই সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। দয়াময়ের দয়া হইলে ২য় সংস্করণে উহা দেওয়া যাইবে।

## আফ্‌গান-আমির-চরিত ২য় ভাগ ঃ—

বর্ত্তমান খণ্ডে অনেক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখই হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে উহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে। উহা পাঠ না করিলে আফ্‌গান রাজ্য ও আমিরকে প্রকৃতভাবে বুঝা যাইবে না। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্রও তাহাতে সংযোজিত থাকিবে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার হইবে।

বিনীত—
ইস্‌লামিয়া পাব্লিশিং কোম্পানী।

# সূচী।

# শুদ্ধিপত্র।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই পুস্তকের ছাপায় কিছু কিছু ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে গুরুতর কয়েকটী এস্থলে প্রদর্শিত হইল। পাঠকগণ পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে ইহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

| পৃষ্ঠা | | ছত্র | | ভ্রম | | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯ | ... | ২৩ | ... | তাবারা | ... | তাহারা। |
| ২১ | ... | ২৯ | ... | গুলি | ... | তোপ। |
| ২২ | ... | ১ | ... | তোপ | ... | গুলি। |
| ৩১ | ... | ৬ | ... | "হবক" | ... | "হেবক"। |
| ঐ | ... | ১৬ | ... | উপস্থিত | ... | বিদ্রোহ। |
| ঐ | ... | ঐ | ... | বিদ্রোহ | ... | উপস্থিত। |
| ৩২ | ... | ৫ | ... | বথদশানের | ... | বদথশানের। |
| ৩৬ | ... | ২৭ | ... | "শোরঅব" | ... | "শোরআব।" |
| ৩৭ | ... | ৩ | ... | পলায়নে | ... | পলায়নের। |
| ৪১ | ... | ৭ | ... | একজত | ... | একজন। |
| ঐ | ... | ১৬ | ... | আমর | ... | আমার। |
| ৪৫ | ... | ২৬ | ... | একথা | ... | একথা। |
| ৫২ | ... | ২৪ | ... | আলি | ... | অলি। |
| ঐ | ... | ২৭ | ... | সেথানে | ... | সেখানে। |
| ৫৮ | ... | ১৬ | ... | বুজ | ... | মুজ। |
| ৬৬ | ... | ২৮ | ... | অবস্থায়ই | ... | অবস্থারই। |
| ৭৭ | ... | ৫ | ... | লিলিত | ... | মিলিত। |
| ৭৮ | ... | ৩ | ... | সলর্থ | ... | সমর্থ। |
| ঐ | ... | ১৪ | ... | থানা | ... | থান। |
| ৮২ | ... | ১৬ | ... | 'হাজরা' | ... | 'হাজারা'। |
| ৮৮ | ... | ২৩ | ... | বহু | ... | এই। |
| ৯১ | ... | ৯ | ... | ঘেরেতর | ... | ঘোরতর। |

| পৃষ্ঠা | | ছত্র | | ভ্রম | | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯১ | ... | ১২ | ... | অপরস্তু | ... | বেলা। |
| ৯২ | ... | ২৪ | ... | তত্বাবধারণ | ... | তত্বাবধান। |
| ৯৪ | ... | ২৮ | ... | 'চশমায়ে পাঞ্জশের' | ... | 'চশমায়ে পঞ্জক' |
| ৯৫ | ... | ৬ | ... | পলায়ল | ... | পলায়ন |
| ৯৭ | ... | ৪ | ... | যদি কাহাকেও | ... | যদি তাহাদিগকে |
| ১০৪ | ... | ১৬ | ... | ভয়ে | ... | ন্যায় |
| ঐ | ... | ২৯ | ... | পশ্চাদ্ভাগে | ... | পশ্চাদ্ভাগ |
| ১০৫ | ... | ১২ | ... | আলী | ... | অলি |
| ১০৮ | ... | ১৪ | ... | কাবুলের | ... | হিরাতের। |
| ১১২ | ... | ৬ | ... | করিল | ... | করিয়াছিল |
| ১১৯ | ... | ২৩ | ... | একান্ত | ... | একান্ত অনিচ্ছায় |
| ঐ | ... | ২৪ | ... | "নাওকাগ" | ... | "বাওকাগ" |
| ১২৮ | ... | ২৭ | ... | আহা | ... | আমা |
| ১২৯ | ... | ১০ | ... | গ্রহণে লইতে | ... | গ্রহণ করিতে |
| ১৩০ | ... | ২৭ | ... | নিষ্ঠরতা | ... | নিষ্ঠুরতা |
| ১৪০ | ... | ৬ | ... | ত্রিশটী | ... | বিশটী |
| ২১৪ | ... | ১৬ | ... | কৃতার্থন্মনা | ... | কৃতার্থম্মন্য |
| ২১৭ | ... | ২৮ | ... | এইজনা | ... | এইজন্য |
| ২৫৫ | ... | ৫ | ... | হইরাছে | ... | হইয়াছে |
| ২৫৭ | ... | ২৭ | ... | আমি | ... | আমির |
| ২৮০ | ... | ১৫ | ... | কি | ... | কিন্তু |
| ২৮৬ | ... | ২১ | ... | পালক | ... | পলক |
| ২৯২ | ... | ২৮ | ... | বে, | ... | যে, |
| ৩০২ | ... | ২৭ | ... | জেনারে | ... | জেনারেল |
| ৩২১ | ... | ২ | ... | উদ্ভম | ... | উত্তম ও |
| ৩৩৭ | ... | ১৯ | ... | দেখুন | ... | দেমুন |

আফগান-আমির চরিত।

আমির আবদুর রহমান খান।

*From a photograph made between 1870 and 1880.*

# আফ্‌গান-আমির-চরিত

( যেয়াউল্ মিল্লতে অদ্দিন আমির আব্দুর
রহমান খানের জীবনী। )

## প্রথম অধ্যায়।

### প্রথম জীবন।

১৮৫৩—১৮৬৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত।

শিশু কালের কথা বলিতে পারি না, কৈশোরে—৯ বৎসর বয়সে (১) পিতা আমাকে কাবুল হইতে বল্‌খে যাইবার জন্য বলিয়া পাঠান। তিনি তখন বল্‌খ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। (২) বল্‌খে পঁহুছিয়া শুনিলাম, পিতা "শবরগান" নামক স্থান অবরোধ কার্য্যে নিরত; সুতরাং আমাকে বল্‌খেই থাকিতে হইল। দুই মাস পরে "শবরগান্" অধিকার করিয়া যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, আমি তখন শহরের দক্ষিণে ১০ মাইল দূরে—"দস্তে এমাম" নামক এক জায়গায় গিয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম। আমাকে মঙ্গল মত পাইয়া তিনি খোদা-তা-লার দরগায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন; আমরা উভয়ে একত্রে বল্‌খে ফিরিয়া আসিলাম। কয়েক দিন পর তাঁহার আদেশানুসারে আমাকে লেখা পড়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

প্রত্যহ রীতিমত পরিশ্রম করিতে লাগিলাম; কিন্তু পড়ায় উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইলাম না। আমার স্মৃতিশক্তি বড় ক্ষীণ ছিল; পড়ায় একেবারেই মন

---

(১) আমির আবদুর রহমান খান ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) Governor and Viceroy—বা বড় লাট।

লাগিত না। আজ যাহা পড়ি—কাল তাহা ভুলিয়া যাই; কেবল ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা প্রভৃতি অভিলাষই আমার অন্তরে অনুক্ষণ একচ্ছত্র আধিপত্য করিত। এই সকল আমোদ উপভোগ করিয়া আমি নিজেকে সাতিশয় সুখী মনে করিতাম। কিন্তু ওদিকে পিতার আদেশ পালন না করিয়াও গত্যন্তর ছিল না; সুতরাং প্রকৃত পক্ষে পিতার ভয়ে, বাধ্য হইয়া অনিচ্ছায় লেখা পড়া করিতে লাগিলাম। এই দুঃসহ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করার কোন উপায় দেখিলাম না। আমার শিক্ষক আমাকে পড়াইতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি না থাকিলে উত্তম বীজ বপন করিলে কি হইবে? তাহাতে কোন ফল প্রসব করিত না।

এক বৎসর পর শহরের এক পার্শ্বে, "তখ্তাপুল" নামক স্থানে আমার জন্য একটী বাগান প্রতিষ্ঠা করা হইল। আমার "মক্তব" (পাঠশালা) এখানেই স্থাপিত হইল। বল্‌খ পুরাতন ধরণের শহর; জল বায়ুও উত্তম নহে। আমার পিতা প্রায়ই হজরত সুলতান-অল্-আউলিয়া আলি মর্‌তজা রহমতল্লাহে আলায়হে মহোদয়ের সমাধিতে 'অজিফা' পড়িতে ও 'জেয়ারত' করিতে যাই-তেন। এই পবিত্র স্থান বল্‌খ হইতে দূরত্বের তুলনায় 'তখ্তাপুল' এর অতি সন্নিহিত ছিল। এই সকল কারণ বশতঃ পিতা এই নূতন স্থানটী মনোনয়ন করিলেন। ধীরে ধীরে এখানে "হরম সরা" (১), সৈনিক ছাউনি ও কাচারি স্থাপিত হইল; বহু সংখ্যক কারখানা নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে লাগিল; বাগান রোপিত হইল। তিন বৎসর সময়ের মধ্যে ইহা অতি সুন্দর—নয়নাভিরাম ও সুষমা পূর্ণ শহরে পরিণত হইল।

চতুর্থ বৎসর চলিতেছে। বসন্ত কাল; পিতা আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের (আমার পিতামহের) সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাবুলে গমন করি-লেন। তিনি আমাকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। আমি ইহার পর-বর্ত্তী ছয় মাস কাল সময়ের বিভাগ এইরূপ করিলাম। পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত লেখা পড়ায় ব্যাপৃত থাকা; ৮ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত দরবার; দরবার ভঙ্গের পর শয়ন এবং সন্ধ্যা সমীপবর্ত্তী হইলে, অশ্বারোহণে বায়ু সেবন

(১) "হরম সরা"—মুসলমান বড় বড় লোকের অন্তঃপুর; পুরমহিলাগণকে যাহাতে বাহিরের কোন লোক দেখিতে না পায়, তজ্জন্য ইহার চতুষ্পার্শ্বে অত্যুচ্চ প্রাচীর থাকে।

জন্য বাহির হওয়া। শীত কালের প্রারম্ভে পিতা পত্র লিখিলেন—"তোমার পিতামহ অসামান্য মহত্ব ও কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক তোমাকে বিশেষ সম্মানকর "তাশকরগান" এর গভর্ণর পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব তুমি এক হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার পদাতিক ও ছয়টী তোপ সহ সত্বর সেই স্থানে চলিয়া যাও।"

আমি আর গৌণ না করিয়া "তাশকরগান" এর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। সেখানে পঁহুছিবামাত্র সর্দ্দার মোহাম্মদ আমেন খান (১) গভর্ণরের সমুদয় চার্জ্জ আমাকে প্রদান করিয়া, কাবুলের পথ অনুসরণ করিলেন। আমার পিতা হয়দর খানকে আমার সহযোগী স্বরূপ এখানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁনি "কজলবাশ্" সম্প্রদায়ের এক জন ধীর প্রকৃতি ও প্রভুভক্ত সর্দ্দার। ইঁহার নিজস্ব সমর পতাকা, সামরিক ব্যাণ্ড ও দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা ছিল। ইঁহার পিতা মোহাম্মদ খান খুব উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। কাবুলের বহুসংখ্যক লোক পূর্ণ একটী প্রধান সম্প্রদায় তাঁহার অধীন ও অনুগত ছিল। হয়দর তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র।

এই সময়ে কার্য্যের সময় বিভাগ এইরূপ করিলাম;—সূর্য্যোদয় হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুস্তক পড়া; ৯টা হইতে অপরাহ্ন ২টা পর্য্যন্ত দরবার—মোকদ্দমাদি মীমাংসা; ২ টার পর শয়ন। তৎপর বিবিধ সামরিক কায়দা শিক্ষা; শিকার করা, ঘোড়ায় চড়া, লক্ষ্য ভেদ প্রভৃতি কার্য্যে কাল কাটাইতাম। শুক্রবার ছুটী; এই অবসর কাল প্রায়ই সারা দিন শিকার খেলিয়া রাত্রে "তাশকরগান" এর কেল্লায় ফিরিয়া আসিতাম। আমার কার্য্যে নিযুক্তির পাঁচ মাস পর, আমাকে দেখিবার জন্য মদীয় পিতা ও মাতা সাহেবাগণ "তাশকরগান"এ পদার্পণ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কত যে সুখী হইলাম, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার নহে। বসন্ত কাল পর্য্যন্ত পিতা আমার নিকটেই অবস্থান করিলেন। তৎপর গর্ভধারিণীকে আমার নিকট রাখিয়া, তিনি "বল্খ" এ চলিয়া গেলেন। আমি নিয়ম মত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়াও চলিতে লাগিল।

আমি সৈন্য ও অধীনস্থ প্রজাদিগের উপর অনুক্ষণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে

---

(১) ইনি উজির মোহাম্মদ আকবর খানের ভ্রাতা।

আরম্ভ করিলাম। এই জন্য "তাশকরগান" এর বহু লোক আমার অনুগত ভৃত্য স্বরূপ হইয়া পড়িল। আমি সেখানকার অধিবাসীদের সহিত খুব ভদ্র ব্যবহার করিতে থাকিলাম। দুর্ভিক্ষের সময় আমি অনেকের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব হইতে কিছু কিছু মাফ্ করিয়া দিলাম।

দুই বৎসর পর পিতা এখানে আসিয়া রাজ্যের হিসাব পত্র তলব করিলেন। আমার কোমল ব্যবহার ও মাফ্ করা দেখিয়া, যে পরিমিত কর আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম, তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন না। আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিলাম,—"আমার মাফ করা রাজস্ব যেন আদায় না করা হয়।" কিন্তু পিতা তাঁহা শুনিলেন না। বরং বলিলেন, "রাজ্যের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল; আমদানী বড় অল্প, কিন্তু সৈন্য সংখ্যা অত্যধিক। এ সময়ে নির্দ্দিষ্ট কর অবশ্যই আদায় করা হইবে।" তিন মাস কাল তথায় থাকিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা অর্থাৎ যাহা আমি মাফ্ করিয়াছিলাম,—তাহা উসুল করিয়া তিনি "বল্‌খ" এ চলিয়া গেলেন। তিনি যাওয়ার পরই আমি গভর্ণরী পদে ইস্তফা প্রদান করিলাম। পদত্যাগ পত্রে লিখিলাম,—"যখন আমি স্বাধীন প্রবৃত্তি মূলে কিছুই করিতে সমর্থ নহি, আমি যাহা করিয়াছি, তাহারও উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তখন আমি আর কিছুতেই এই কার্য্য করিব না।"

অতঃপর আমার সহযোগীকে আমার কার্য্য প্রদান করিয়া "তখ্‌তাপুলে" ফিরিয়া আসিলাম। পুনরপি লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। বৃহস্পতিবার রাত্রি কালে সর্ব্বদাই শিকার করিতে যাইতাম। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা কালে,—এক রাত্রি দুই দিন বাহিরে থাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম। শিকারের সময় অনুমান দুই শত কুকুর, শিক্‌রা (১), বাজ, অন্যান্য শিকারী পক্ষী, একশত পরিচারক ও অশ্বারোহী সৈন্য—মোট প্রায় পাঁচ শত (মনুষ্য ও শিকারী পশু) আমার সঙ্গে থাকিত। জৈহুন নদীর তীরে যে জঙ্গল আছে, আমি তাহাতে প্রায়ই শিকার করিতাম। তবে কখনও কখনও 'বল্‌খ'

---

(১) শিক্‌রা—বাজের ন্যায় এক প্রকার পক্ষী বিশেষ। আবার বাজ হইতে অনেক বড়; শিকার করিতে গেলে ইহা যথাস্থলে ছাড়িয়া দিতে হয়। তখন ইহা আকাশে উড্ডীন হইয়া, নিম্নে জঙ্গলে কোন পশু আছে কি না দেখিয়া, অতি দ্রুত তাহার নেত্রদ্বয়ে ঝম্প প্রদান করে এবং অন্ধ করিয়া দেয়। পরে শিকারীরা অতি সহজে তাহা বধ করিয়া থাকে।

প্রদেশস্থ “হজ্‌দাহ নহর” জেলার একমাত্র নদী “বুবিন কারাতে” মৎস্য শিকার করিতাম।

এই সময়ে হিরাতের গভর্ণর উজির ইয়ার মোহাম্মদ খান পিতাকে পত্র লিখিলেন,—আমার বড় সুখের বিষয় হইবে, যদি আমার কন্যার সহিত আবদুর রহমানের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়; পিতা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। বিবাহ সুস্থির হইয়া গেল। এই নূতন সম্বন্ধের ফলে উজির ইয়ার মোহাম্মদ খানের সহিত আমার পিতার আরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল।

সর্দ্দার আবদুর রহিম খান নামক এক ব্যক্তি আমার পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। সর্দ্দার রহিমদাদ খানের বংশে ইহার জন্ম। এই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর কুচক্রী ও প্রবঞ্চক প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক ছিল। পর-চর্চ্চা ও পরশ্রীকাতরতা তাহার বংশ পরম্পরায় মৌরুশি স্বত্বে প্রাপ্ত রোগ। পিতার দরবারে আমার প্রাধান্য বৃদ্ধি তাহার নিকট বড়ই অপ্রীতিকর ও আশঙ্কাপ্রদ হইল। তাহার এইরূপ দৃঢ় ধারণা ছিল, যদি আমি সৈন্যাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার সমুদয় ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য সে প্রায়ই আমার মিথ্যা নিন্দা ও দুর্নাম রটনা করিত; এমন কি, কতকগুলি অলীক দোষারোপও আমার উপর করিয়াছিল। এতন্নিমিত্ত কোন কোন সময় পিতা বিনা কারণে আমার উপর বিরূপ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিতেন।

জেনারেল শের মোহাম্মদ খান নামক এক ব্যক্তি আমার পিতার সৈন্য দলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম মিঃ কেম্পবেল;—জাতিতে ইংরেজ। পূর্ব্ব পুরুষাগত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইঁনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। হিজরী ১২৫০ সালে, শাহ সুজার সহিত “কান্দাহারে” ইংরেজদের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মদীয় পিতামহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া কাবুলে লইয়া আইসেন। ইঁনি সমর কৌশলে সুনিপুণ ও সুদক্ষ ডাক্তার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই ইংরেজ যোদ্ধা দেখিতে যেমন প্রকাণ্ড কায়, তেমনি সাহসী ছিলেন। ইঁনি আমার সহিত বড় সদ্ব্যবহার করিতেন। সে সময়ে এত বড় উপযুক্ত ও আদর্শ স্থানীয় আর কোন সেনাপতি না থাকায়, তিনিই বল্‌খের সমুদয় সৈন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে সেখানকার সৈন্য সংখ্যা ৩০৫০০ ত্রিশ হাজার পাঁচ শত ছিল; তন্মধ্যে পনুর হাজার নিয়মিত—‘বাকায়দা’

সৈন্য। অশ্বারোহী, পদাতিক ও তোপখানা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশিষ্ট মিলিশিয়া (১) সিপাহী। উজবক, দোররাণী, কাবুলী এই তিন জাতীয় সৈন্য ও আশিটী তোপ এই দলে ছিল। এতন্মধ্যে বারটী তোপ সর্দ্দার আক্রম খানের গভর্ণরী কালে কাবুল হইতে প্রেরিত হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি আমার পিতার তত্ত্বাবধানে কাবুলে নির্ম্মিত হয়। সৈন্যদের অবস্থা উত্তম ছিল। প্রত্যহ নিয়মিত রূপে—কামাই না করিয়া তাহাদিগকে কাওয়াত শিক্ষা দেওয়া হইত।

এক দিন শের মোহাম্মদ খান পিতার নিকট বলিলেন, "আবদুর রহমানকে আমার হস্তে প্রদান করুন। আমি স্বীয় জীবন কালে নিজের সমগ্র বিদ্যায় তাঁহাকে উত্তম রূপে শিক্ষা প্রদান করিব।" পিতা তাঁহার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা কাল তাঁহার নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আমাকে বলিয়া দিলেন। ইহা দ্বারা কেবল আমার শিক্ষা লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নিষ্কর্ম্মা ভাবে অনর্থক বসিয়া থাকিয়া আমি সময়ক্ষেপ করিতে সুবিধা না পাই, ইহাই তাঁহার অন্যতম বাসনা ছিল। আমি অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, উৎফুল্ল হৃদয়ে এই নবীন শিক্ষকের নিকট যাইতে লাগিলাম।

চিকিৎসা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করিতে দুই তিন বৎসর লাগিল। পিতা কয়েক জন বন্দুক নির্ম্মাতা কাবুল হইতে আনয়ন করিয়া, আমার "মকতব" (পাঠশালা) এর নিকটে একটী কারখানা খুলিলেন। দুই প্রহরের সময়ে আমি পড়া শেষ করিয়া স্বহস্তে লৌহের কাজ শিক্ষা করিতে লাগিলাম। শেষে আমি বন্দুকের কাজে এইরূপ শিক্ষিত হইলাম যে, নিজেই তিনটা পূর্ণ বন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলাম। এই বন্দুকত্রয় আমার শিক্ষকদের দ্বারা নির্ম্মিত বন্দুক হইতে উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

আবদুর রহিম খান,—যাহার কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি,—ইহা দেখিয়া ঈর্ষাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছিল। এখন আমার বিরুদ্ধে আরও উঠিয়া পড়িয়া ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন সে পিতাকে বলিল,—"আপনার

(১) মিলিশিয়া—দেশ রক্ষক জাতীয় সৈন্য; প্রয়োজনের সময় কার্য্যে লাগে। নতুবা নিয়মিত সৈন্যের ন্যায় ইহাদিগকে সদা সর্ব্বদা কার্য্য করিতে হয় না।

পুত্রের চরিত্র নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। সে সুরা পান ও গঞ্জিকা সেবন পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়াছে।" (ফলতঃ আমি কখনও এরূপ কার্য্য করি নাই;) কিন্তু তখন আমি নব যুবক মাত্র। পিতা সতত আমার উপর অসন্তুষ্ট থাকায় আমার মনে বড়ই ক্ষোভ ও কষ্ট হইত; আমি বল্‌খ হইতে হিরাতে—শ্বশুরের নিকট পলাইয়া যাইতে মনস্থ করিলাম। আমি গুপ্ত ভাবে সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় আমার অনুচরগণ পিতার নিকট এ কথা প্রকাশ করিয়া দিল। তিনি এ বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেন। ঘটনা প্রকৃত বলিয়াই প্রমাণিত হইল। আমি বন্দী হইলাম। আমার সৈন্য, চাকর বাকর, দাস দাসী সকলকেই আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। আমার এই নির্ব্বুদ্ধিতার নিমিত্ত, আবদুর রহিম আমার সম্বন্ধে যে সকল কুৎসা রটনা করিয়াছিল, তাহা সত্য বলিয়া সকলেই বুঝিল। পূর্ণ একটী বৎসর বেড়ী পায়ে আমি আবদ্ধ রহিলাম। এই সময় আমার জীবন দুর্ব্বিসহ যাতনাময় হইয়া পড়িয়াছিল।

এই রূপে এক বৎসর চলিয়া যাওয়ার পর, শের মোহাম্মদ খান পরলোক গমন করিলেন। আবদুর রহিমের একান্ত আশা—এখন এই পদ তাহাকে দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহার উপর পিতার আর তেমন বিশ্বাস ছিল না। এজন্য তিনি "তুখি কবিলা" সম্প্রদায়ের প্রধান স্থানীয় ও কার্য্যদক্ষ এক জন কর্ম্মচারীকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। ইঁহার নাম আবদুর রউফ্ খান। ইঁহার পিতা জফর খান এক জন বলীষ্ঠ বীর সিপাহী ছিলেন। তিনি কান্দাহারের যুদ্ধে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ইঁনি কান্দাহারাধিপতি শাহ হোস্‌সাম গলজেই মহোদয়ের উজীরের বংশধর। আবদুর রউফ্ খান সৈন্যাপত্য পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "শাহ্‌জাদার পক্ষে এক বৎসরের কারাবাস যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। এখন শের মোহাম্মদ খানের পদ তাঁহাকে প্রদান করুন।" পিতা প্রথমতঃ ইহা মঞ্জুর করিলেন না। বলিলেন—"আবদুর রউফ খানের নিশ্চয়ই বুদ্ধি বিকৃতি ঘটিয়াছে; নতুবা সে এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিবে কেন?" কিন্তু বহুক্ষণ বাদ প্রতিবাদের পর তিনি সম্মত হইলেন। আমাকে ডাকিয়া পাঠান হইল। আমি জেলখানা হইতে সোজাসুজি,—মাথায় রুক্ষ কেশ, হাত মুখ অধৌত ও বেড়ি পদ সংলগ্ন অবস্থায়, যে পোষাকে ছিলাম

শেষবার আমাকে দেখিয়াছিলেন,—সেই পোষাকেই পিতার সম্মুখে হাজির হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রু পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"পুনরায় কেন তুমি এরূপ মর্ম্ম বেদনা প্রদান করিতেছ?" আমি উত্তর দিলাম,—"পিতঃ! আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমার এইরূপ দুর্দ্দশার মূল সেই ব্যক্তি,—যে নিজেই নিজকে আপনার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।" এই কথা বলিতেছি, অমনি আবদুর রহিম দরবারে আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; উত্তেজিত ভাবে বলিলাম,—"এই সেই প্রবঞ্চক—যাহার নিমিত্ত আমার অদৃষ্টে বেড়ি লাভ ঘটিয়াছে! সময় দেখাইয়া দিবে, এই ব্যক্তি কি আমি সত্যবাদী।" ইহা শুনিয়া ক্রোধে ও ভয়ে আবদুর রহিমের চেহারার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। পিতা সমুদয় সৈনিক অফিসারদিগকে সম্মুখে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমি আমার এই পাগল পুত্রকে তোমাদের সর্দ্দার রূপে নিযুক্ত করিতেছি।" সকলেই উত্তর দিল—"খোদা এমন না করুন, হুজুরের পুত্র কেন পাগল হইবেন! আমরা বিশেষ ভাবে জানি, তিনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। হুজুরও ক্রমে ক্রমে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। আর ইহাও জানিতে পারিবেন যে, তাঁহার দুর্নামকারী বিশ্বাসঘাতক কি না!" ইহার পর পিতা আমাকে বিদায় দিলেন; আমার নূতন কার্য্যের জোগাড় যন্ত্র করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আমি উল্লাসিত চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া "হাম্মামে" (স্নানাগার) গমন করিলাম। আমার ভৃত্যগণও আসিয়া পৌঁছিল এবং চারি দিক হইতে শত শত সুখ-শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে লাগিল।

পরদিন সৈন্য বিভাগের চার্জ্জ বুঝিয়া লইলাম। কারখানা ও ম্যাগাজিন সমূহ পরিদর্শন করিলাম। জেনারেল আমির আহ্‌মদ খানকে—যিনি তোপখানার অফিসার ছিলেন এবং পরে ভারতবর্ষে আমার 'সফির' (দূত) নিযুক্ত হন,—কারখানা সমূহের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত করিলাম। মোহাম্মদ জমান খানকে মেগাজিন সমূহের কর্ত্তৃত্ব ভার দেওয়া হইল। সেকেন্দর খান—যিনি কিছু দিন পরে রুষ ও বোখারা পতির সহিত যুদ্ধে জীবন দান করেন এবং যাঁহার ভ্রাতা গোলাম হায়দর খান এ সময় কাবুলের প্রধান সেনাপতি (১) ও

---

(১) জেনারল গোলাম হায়দর খান ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন।

এই নামীয় "বারকজেই" সম্প্রদায়ের অপর এক ব্যক্তি—এই উভয়কে পদাতিক সৈন্যের খাস অফিসার পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি নিজে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিভাগ পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। যে সকল উন্নতি দৃষ্ট হইতে লাগিল, তাহা রোজ রোজ পিতাকে জানাইতে লাগিলাম। এই কারণ বশতঃ তিনি দিন দিন আমার উপর সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইতে লাগিলেন। আমার অক্লান্ত চেষ্টায় সৈন্য বিভাগে এত উন্নতি ও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল যে, ইহার পূর্ব্বে বা পরে কখনও আফগান সৈন্যের অবস্থা এত উত্তম হয় নাই। ইহার এক কারণ আজ কালকার অফিস্যরেরা প্রয়োজনাতিরিক্ত আরাম কামনা ও পসন্দ করিয়া থাকেন। আমির শের আলীর রাজত্ব কালে ইহারা বিপক্ষ হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করিত। এখন যে বেতন দেওয়া হয়, তাহাতেই তাহাদিগের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং স্বীয় কার্য্য মনোযোগের সহিত সুন্দর রূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এক জন বুদ্ধিমান কবি সত্যই লিখিয়াছেন :—

"জিনেহার আজ করিনে, বদ জেনহার,
অকেনা রব্বানা আজাবান্নার।"

"মন্দ লোকের সংশ্রবই নরক ; হে খোদা ! আমাকে নরক-যন্ত্রণা হইতে বাঁচাও।"

খোদাতা-লার অনুগ্রহে আমার একান্ত ভরসা, আমার প্রজাগণ আমার উপদেশ দ্বারা উপকৃত হইবে এবং ধীরে ধীরে অবশ্য উন্নতি করিতে থাকিবে।

আমার সৈন্য বিভাগের সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, পিতা সমুদয় সৈন্যের উপর পূর্ণ ক্ষমতা আমায় প্রদান করিলেন। কেবল হিসাব পত্র ও রাজ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্য্য নিজের হস্তে রাখিলেন। অল্প দিন পর পিতা "তাশকরগান" এ গমন করিলেন। আমি আমার শরীর রক্ষক ( বডি গার্ড ) সহ তাঁহার সঙ্গে গেলাম। সেখানে পঁহুছিলে মীর আতালিকের ভ্রাতা এক খানি পত্র ও উপঢৌকন সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতা খুব প্রীতিপূর্ণ চিত্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং এই প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন যে, "তোমার রাজ্য জৈহুন নদীর তীরবর্ত্তী এবং আফগানস্তানের সহিত সম্পূর্ণ এক সীমান্তে মিলিত। এই জন্য তোমার অবশ্য

কর্ত্তব্য যে, তুমি নিজেই বোখারা পতির স্থলে কাবুলের আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের আয়ত্তাধীন বলিয়া আপনাকে জ্ঞান কর এবং আমির সাহেবের নামে "খোৎবা"ও পাঠ কর। আমির সাহেবের নামে "খোৎবা" না পড়িলে—প্রকারান্তরে আফগানস্তানেরই অমর্য্যাদা করা হয়।" এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, মীর আতালিক একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় ভ্রাতার উপর এত অসন্তুষ্ট হইলেন যে, তাহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিলেন। সে "তাশকরগান" অভিমুখে পলায়ন করিল; কিন্তু মীর আতালিকের অশ্বারোহী পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া,—"আবদান" নামক এক জায়গায় তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ফেলিল। আমি এই সংবাদ শুনিয়া তাহার-সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলাম। কিন্তু সৈন্যেরা পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাহাকে বধ করা হইয়াছিল। যাহা হউক আমার সৈন্যগণ মীর আতালিকের সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া তাহার ভ্রাতার মৃতদেহ লইয়া ফিরিয়া আসিল। এই পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া মীর আতালিক বোখারা-পতি আমির মজফ্‌ফরের নিকট গমন করিয়া শেকায়েৎ (দোষারোপ) করিলেন। আমির মজফ্‌ফর সেই বৎসর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন এবং কোন বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে "হেসার"এ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি মীর আতালিকের অভিযোগ শুনিয়া, একটী পতাকা ও তাঁবু প্রদান করিয়া বলিলেন,—"যাও, তোমার নিজের রাজ্যে এই তাঁবু ফেল এবং ইহার সম্মুখে এই পতাকা উড়াইয়া দাও; আফগানেরা ইহাতেই ভীতি-বিহ্বল হইয়া যাইবে।" এই সাহায্যই যথেষ্ট বলিয়া সেই নির্ব্বোধ মীরের বিশ্বাস হইল; সে "কতাগান" এ ফিরিয়া আসিয়া দর্পভরে আমাদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল। পিতা স্বীয় আমিরের নিকট এই বিষয় জানাইলেন। হুকুম আসিল, "কতাগানে সৈন্য প্রেরণ করা হউক।" এই আদেশ পাইয়া পিতা মদীয় পিতৃব্য "কোরম খোস্ত" এর গবর্ণর সর্দ্দার আজম খানকে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিখিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমাকে "হেবক"এ প্রেরণ করিলেন।

তখন বসন্ত কাল; যুদ্ধ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ছয় দিনের ছুটী লইয়া, সৈন্য দলের অবস্থা, যুদ্ধের উত্তেজনা, অস্ত্র শস্ত্র ও রসদাদি ঠিক আছে কি না, পরিদর্শন করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, সৈন্যগণ একান্ত উৎসাহিত, উত্তেজিত, অস্ত্র শস্ত্র সম্বন্ধে সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া রহিয়াছে। আমি পিতার নিকট

প্রার্থনা করিলাম, যেন তিনি নিজেও সমুদয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। আমার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণ মণ্ডিত সাজ ও জিন সহ একটী অশ্ব,—একটা বহুমূল্য মণি মুক্তা খচিত পেটী ও এক খানি তরবারী আমাকে প্রদান করিলেন। বলিলেন,—"যাও, খোদা হাফেজ, আমি তোমাকে খোদার নিকট সঁপিলাম।" আমি তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া বিদায় হইলাম। দুই দিন পরে পিতৃব্য আজম খানের অধীনে সৈন্য দলের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া সেখান হইতে যাত্রা করিলাম। "তাশকরগান" এর লোকেরা আমাকে বড়ই ভালবাসিত। আমরা যখন তথায় পঁহুছিলাম, সকলে সাদরে সোৎসাহে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি স্বীয় সৈন্য সহ নামাজ পড়িবার মাঠে তাঁবু ফেলিলাম এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য শহরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলাম। এই সকল লোকেরা আমার ও আমার সৈন্যদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু রূপে পরিণত হইল। পনর দিন পর পিতৃব্যও আসিয়া আমার সহিত মিলিলেন। আমরা উভয়ে "হেবক" এর দিকে রওয়ানা হইলাম। সেখানে পঁহুছিয়া তিন দিন অবস্থান করিলাম এবং রসদ ও বারবরদারীর বন্দোবস্ত করিয়া "গোরির" কেল্লার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। এই স্থানে মীর আতালিকের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সমূহ সমবেত ছিল। পাঁচ দিন 'কুচ' করার পর কেল্লা দেখা যাইতে লাগিল। সেখানে গিয়া প্রথমতঃ শত্রুদিগকে ভীতিগ্রস্ত করিবার জন্য, আমার কুড়ি হাজার সৈন্য, চল্লিশটী কামান সহ কেল্লার সম্মুখে কাতারে কাতারে স্থাপন করিলাম। একটী নিরাপদ স্থানে তাঁবু ফেলা হইল। বেলা তৃতীয় প্রহরে,—কতিপয় অফিসার সহ কেল্লা আক্রমণের সুবিধা জনক স্থান সমূহ দেখিলাম। কোথায় কোথায় কামানাদি স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিলাম। মুরুচাবন্দী করিবার জন্য আদেশ করা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিলাম, যেন কেল্লার পরিখার অভিমুখে কতকগুলি সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। রাতারাতি—প্রভাতের পূর্ব্বেই অবশ্য এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়, চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ মীর আতালিক পাহাড়ের চূড়ায় আগমন করিলেন, এবং নিজে প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া

কেল্লার সৈন্যদিগকে দেখা দিলেন। উদ্দেশ্য—তাহাকে দেখিতে পাইলে কেল্লার সৈন্যেরা আরও অধিকতর সাহসী হইবে এবং সোৎসাহে ও প্রাণপণে আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিবে। তাহাদিগকে সেখানে দেখিয়া এবং তাহারা আমাদের মুরুচা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই, আমি দুই হাজার অশ্বারোহী, অশ্বতর বাহিত বার বেটারি তোপ ও চারি পল্টন পদাতিক সৈন্য লইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিলাম। আমাদের বড় বড় তোপগুলি অগ্র্যদ্গীরণের পূর্ব্বে মীর এই আক্রমণের বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না! বিপক্ষ সৈন্যেরা আমার সৈন্যাল্পতার কথা জানিতে না পারায় অকস্মাৎ আক্রমণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। আমরা শিবিরে ফিরিলাম। রাত্রি একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত খনিত সুড়ঙ্গ সমূহ পরিদর্শন করিলাম। শাস্ত্রীরা স্ব স্ব স্থানে পাহারায় নিযুক্ত আছে দেখিয়া শয়ন করিতে গেলাম। অতি প্রত্যুষে পুনঃ সৈন্যদিগের কার্য্য পরীক্ষা করিলাম এবং দুই সহস্র উৎকৃষ্ট সৈন্যকে অগ্রগামী প্রহরী সৈন্য রূপে কার্য্য করিবার জন্য দ্বাদশ মাইল দূরে প্রেরণ করিলাম। আমার ভারবাহী পশুগুলি সাবধানে রক্ষা করা, শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং কোন্ সময়ে কি ঘটনা ঘটে, তাহা আমাকে জানাইবার জন্য ইহাদিগকে আদেশ করা হইল। তিন দিন পর সংবাদ পাইলাম,—পঞ্চদশ মাইল ব্যবধানে,—"চশমায়ে শির" নামক জায়গায় আট সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমার ভারবাহী পশুগুলি ও রসদের দ্রব্য জাত লুণ্ঠন করিয়া আমাকে নিঃসম্বল করাই বোধ হয় শত্রুদের অভিসন্ধি ছিল। ইহাদিগকে অবিলম্বে আক্রমণ করিবার জন্য মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া গোলাম মোহাম্মদ খান 'পুপলজি' ও মোহাম্মদ আলম খানকে চারি সহস্র অশ্বারোহী ও দুইটী তোপ সহ প্রেরণ করিলাম। এই সৈন্য দল সামান্য যুদ্ধেই শত্রুদিগকে শোচনীয় রূপে পরাভূত করিল; এবং দুই সহস্র বিদ্রোহীকে বন্দী করিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিল। অবশিষ্ট শত্রু সৈন্য "বগ্‌লানে" পলাইয়া গিয়াছিল; সেখানে তাহাদের মীর অবস্থিতি করিতেছিল।

যখন এই সংবাদ "কতাগান" এ পঁহুছিল, তখন মীর আতালিক সেখান হইতে অষ্টাদশ মাইল দূরে। তাহার মনে শঙ্কা ও ভয় জন্মিল। সে 'কন্দজ' এর দিকে চলিয়া গেল।

"চশমায়ে শির" এ প্রেরিত অশ্বারোহীদের এক সহস্র সৈন্য বগলান দখল করিয়া রহিল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা উল্লাসিত চিত্তে স্ব স্ব শিবিরে ফিরিয়া আসিল। যাহারা খুব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, উপযুক্ততা বুঝিয়া পিতৃব্য তাহাদের কাহাকেও নগদ পুরস্কার, কাহাকেও খেলাৎ প্রদান করিলেন।

সেদিন অপরাহ্নে মুরুচা সমূহ পরিদর্শন করিলাম এবং উহার পশ্চাতে গিয়া কেল্লার সিপাহীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"তোমরা মুসলমান, আমিও মুসলমান; তোমাদের মীরের কিরূপ পরাভব হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে তোমরা দেখিয়াছ। এখন যদি তোমরা আমার সঙ্গীয় মুসলমানদিগকে বধ কর এবং তাহাদের দ্বারা তোমাদের নিধন হয়, তবে বড় নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে। কেল্লা পরিত্যাগ কর, আমি এমন সব সর্ত্তে চুক্তিবদ্ধ হইব, যাহা তোমাদের পসন্দ হইবে।" তাহারা কোন উত্তর দিল না।

অতি প্রত্যুষে কেল্লা আক্রমণ করিতে হইবে বলিয়া স্থির করিলাম। সন্ধ্যা কালে কয়েক জন অফিসারকে নিম্ন-লিখিত প্রণালীতে কার্য্য করিবার জন্য আদেশ করা হইল।

আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য স্থান "সকিলা"। ইহা আভ্যন্তরীণ কেল্লার পরিখার বহির্দ্দেশে অবস্থিত। 'সকিলার' চতুর্দ্দিকেও পরিখা খনিত ছিল। এই আক্রমণের পূর্ব্বে সূর্য্যোদয় কাল হইতে বড় বড় তোপ চালাইতে হইবে; যেন শত্রুরা ভীতিগ্রস্ত হইয়া যায়। তাহারা বাধা দিতেই অল্প অল্প অশ্বারোহী কেল্লার বিভিন্ন অংশ আক্রমণ করিবে। চারি দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া শত্রুরা আমার সৈন্যের গতি রোধ করিবার জন্য অবশ্য ছড়াইয়া পড়িবে। তখন শত্রুরা 'সকিলা' সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ রাখিতে পারিবে না; অপর দিকে প্রবল যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। এই সুযোগে আমার সৈন্য দলের বৃহৎ অংশ নিঃশব্দে সুড়ঙ্গ দিয়া 'সকিলায়' প্রবেশ করিবে এবং কেল্লার ফসিলের (প্রাচীরের) উপর উঠিয়া "ইয়া চার ইয়ার" শব্দে জয়ধ্বনি করিবে।

প্রত্যুষে এই আদেশ সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হইল। শত্রু সৈন্য বিষম বিপদ দেখিয়া কেল্লার বাহ্য অংশ হইতে অভ্যন্তর প্রদেশে পলায়ন করিল। "সকিলা" হইতে কেল্লায় প্রবেশ করিতে যে পরিখা, উহা দশ গজ গভীর ও ত্রিশ গজ প্রশস্ত। সৌভাগ্য বশতঃ ইহার জল খুব পরিষ্কার ছিল। অফিসারেরা দেখিতে

পাইল, এক গজ জলের নিম্নে বেত্রমুষ্টি নির্ম্মিত একটা সেতু নির্ম্মিত রহিয়াছে। অমনি তাহারা আনন্দ সূচক চীৎকার করিয়া জলে ঝাপাইয়া পড়িল ও পরিখা পার হইয়া গেল। সিপাহীরাও তাহাদের অনুসরণ করিল। বাজার অধিকৃত হইল; কেল্লার দেয়ালে ছিদ্র করিয়া তদ্দ্বারা অভ্যন্তরস্থ লোকদিগের উপর বন্দুকের গুলি বর্ষণ চলিতে লাগিল।

সে দিকে ত এইরূপ চলিতেছিল, এদিকে আমি কেল্লার গবর্ণরকে পত্র লিখিলাম,—"যদি তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর, আমি তোমাদের সৈন্যের প্রাণ ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করিব এবং নিজের প্রজা বলিয়া মনে করিব।" জনৈক বন্দীর দ্বারা ইহা প্রেরণ করিয়া, কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করিতে হুকুম দিলাম। গবর্ণর ও কেল্লার অন্যান্য খাস অফিসারগণ বাহিরে আগমন করিলেন। আপোষের কথা বার্ত্তা চলিল। তাহারা আমার সর্ত্ত সমূহ মঞ্জুর করিলেন। কেল্লার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং বহুসংখ্যক লোক বাহিরে আগমন করিল। তাহাদের মধ্য হইতে অনেক লোককে পিতৃব্যের নিকট প্রেরণ করিলাম। তিনি সর্দ্দারদিগকে খেলাত দিয়া বিদায় করিলেন। কেল্লার লোক সংখ্যা দশ সহস্রের ন্যূন ছিল না। মীর আতালিক সমর বিদ্যায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন; এজন্য তিনি কেবল দশ দিনের উপযুক্ত রশদ কেল্লায় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, যদি আমি দশ দিন আক্রমণ না করিয়া, কেল্লা অবরোধ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া আমার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে হইত। তবে বোধ হয় মীরের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, বোখারা পতির প্রদত্ত তাঁবু ও পতাকায় এমন কোন দুর্লভ শক্তি নিহিত ছিল—যাহা একটী সুবৃহৎ সৈন্য দলের জীবন রক্ষার পক্ষে সমূহ উপায়! আশ্চর্য্য—খোদা এমন লোকও সৃজন করিয়াছেন!!

মীর আতালিকের সঙ্গিগণ আমার সদয় ব্যবহার অবলোকন করিয়া যত না আনন্দিত হইল, ততোধিক বিস্মিত! তাহাদের সর্দ্দারেরা আফগান জাতির পাষাণ হৃদয়ের বহু অলীক কাহিনী শুনাইয়া আমাদের সম্বন্ধে সকলকে ভ্রম ধারণাশীল করিয়া তুলিয়াছিল। এখন প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া অনেকেই মীরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইল।

অতঃপর আতালিক "কত্তাগান" ত্যাগ করিয়া 'রোশতাক' গমন করি-

গেন। সঙ্গে মাত্র কতিপয় বিশ্বাসী সহচর রহিল। এই সময়ে তিনি 'বদখ্-শানের'' মীরগণের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে 'গোরি' হইতে তাহার রাজধানী 'বগলানে' গমন করিলাম। সেখানে পঁহুছিয়া রাজ্যের সমুদয় সর্দ্দারদিগকে পত্র লিখিলাম যে, "হে অধিবাসিগণ! তোমরা কোন চিন্তা করিও না; আমরা তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিব।" কাহাকেও কাহাকেও খেলাৎ দেওয়া গেল। আমরা নগরের গভর্ণর, কাজী প্রভৃতি পদে লোক নিযুক্ত করিলাম। অতঃপর এখান হইতে 'খান-আবাদ' গিয়া * * * নদীর তীরে কিছু উচু ধরণের জায়গায় আমাদের শিবির সন্নিবিষ্ট করিলাম এবং দুই পণ্টন পদাতিক, এক সহস্র মিলিশিয়া 'উজবক' অশ্বারোহী, পাঁচ শত আফগান অশ্বারোহী, পাঁচ শত মিলিশিয়া পদাতিক, ছয় বেটারি খচ্চর বাহিত তোপ, 'তালকান' এর দিকে রওয়ানা করিলাম। আমার পিতৃব্য, আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের পুত্র মাহাম্মদ আমেন খানকে এই সৈন্য দলের সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। 'বার্গি' নদী পার হইয়া এই সৈন্য দল 'তালকানে' উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ মুরুচা বন্দী করিয়া কেল্লা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল।

পিতৃব্য ও আমি 'খান আবাদে' রহিলাম। একটা নব বিজিত শহরে যে সকল বন্দোবস্ত ও পরিবর্ত্তনাদি করা প্রয়োজন, তাহা সুচারু রূপে সম্পন্ন করা হইল। এখানে আমার পিতামহের নামে 'খোৎবা' পাঠ প্রচলন করিলাম।

অল্প কাল অতীত না হইতেই মীর আতালিক ও বদখশানের মীরদিগের প্ররোচনায় 'আন্দর আব' ও 'খোস্ত' এর অধিবাসিরা বিদ্রোহী হইল এবং স্থানীয় গবর্ণরকে আক্রমণ করিল। আমি তাঁহার সাহায্যের জন্য সর্দ্দার মোহাম্মদ ওমর প্রভৃতির অধীনে 'খান আবাদ' হইতে চারি সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলাম। ও দিকে পিতামহ সর্দ্দার মোহাম্মদ শরিফ খানকে দুইটা পণ্টন, এক সহস্র মিলিশিয়া পদাতিক, এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ও ছয়টা তোপ সহ কাবুল হইতে প্রেরণ করিলেন। 'বজ্‌দরবাহ্' নামক স্থানে এই উভয় সৈন্য মিলিত হইল এবং বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে উত্তম রূপ শাস্তি প্রদান করিল। ইহাতে বিপক্ষের দুই সহস্র লোক আহত ও নিহত হইল। যাহা হউক এই বিজয় লাভের

পর কাবুলের সৈন্ত কাবুল ও আমার প্রেরিত সৈন্ত 'খান আবাদে' ফিরিয়া আসিল। 'আন্দর আবের' গবর্ণরের সাহায্যার্থ পাঁচ শত বীর সেনা সেখানে অবশিষ্ট রহিল।

'তালকান' জয়ের অবস্থা শুনিয়া মীর আতালিক 'রোস্‌তাক' ও ছাড়িলেন এবং জৈহুন নদী পার হইয়া কোঁলাবের সন্নিহিত 'সৈয়দ' নামক স্থানে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিলেন। তখন 'কোলাবের' শাসনকর্ত্তা মীর সারা বেগ (১)—ইঁনি মীর আতালিকের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—এই জন্য তিনি মীরকে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত প্রদান করিলেন। বদখশানের অধিবাসীরাও প্রায় এই রূপই সাহায্য করিল। এতদ্ভিন্ন দুই হাজার নিজস্ব সিপাহী মীর আতালিকের নিকট ছিল। এই সমুদয় সৈন্ত লইয়া মীর আমার শিবির-সন্নিহিত স্থান সমূহ ও 'হজরত' 'এমাম' ও 'তালকান' এর কেল্লাগুলি আক্রমণ করিল এবং আমার রসদ ও ভারবাহী পশুগুলি যতদূর সুযোগ পাইল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। আমি যে অশ্বারোহী সৈন্ত দলকে অগ্রবর্ত্তী সৈন্ত রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, মীর আতালিকের সিপাহিদের সহিত তাহাদের প্রায়ই যুদ্ধ বাঁধিতে লাগিল। শত শত, দুই শত দুই শত, করিয়া লোক উভয় পক্ষে মারাও পড়িতে আরম্ভ করিল। বন্দীকৃত বিদ্রোহীদিগকে আমি তোপ দ্বারা উড়াইয়া দিতে লাগিলাম। এই বিদ্রোহ তিন বৎসর কাল বর্ত্তমান রহিল। এই সময় মধ্যে পাঁচ সহস্র লোক পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে তোপ মুখে সমর্পিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দশ সহস্র লোক আমার সৈন্যদের তীক্ষ্ণ ধার তরবারি মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

উপরোক্ত বিদ্রোহ দমন করিতে একটী বৎসর চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে সর্দ্দার আমেন খান পত্র লিখিলেন যে, "বদখশানের পঞ্চ দশ সহস্র অধিবাসীর সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত সৈন্ত আমার নিকট নাই; অতএব আমার সাহায্যার্থ যেন সৈন্ত প্রেরণ করা হয়; নতুবা আমাকে পশ্চাতে হটিয়া আসিতে হইবে।" ইহার উত্তর না পাইয়া অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই তিনি 'খান আবাদে' চলিয়া আসিলেন। আমি ও পিতৃব্য একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলাম। আমি

(১) ইনি কিছু কাল পর বোখারাপতি কর্ত্তৃক পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া কাবুলে আগমন করেন এবং আমার দরবারে খুব সম্মানিত হন।

বলিলাম,—"যদি আমি তাঁহার স্থলে প্রেরিত হই, বিধাতার কৃপায় কেবল পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী ও ছয়টী তোপ সাহায্যেই সমুদয় দেশে শান্তি স্থাপিত করিয়া দিতে পারি।"

পিতৃব্য :—"বৎস, ইহা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য; তুমি আজও অজাতশ্মশ্রু বালক মাত্র। এইরূপ সাহসের ফলে তোমার সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা!"

আমি—"ইহা কতদূর সত্য তাহা আমি দেখাইব।"

সেই দিনই রওয়ানা হইলাম। লম্বা লম্বা কুচ্ করিয়া "তাল্কান" পঁহুছিলাম। সৈন্যেরা আমায় দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইল। সর্দ্দার আমেন খান আমার সহিত আসিয়া মিলিলেন। যদিও সম্পর্কে তিনি আমার পিতৃব্য,—বয়সেও আমা হইতে অতি প্রাচীন, কিন্তু এই কার্য্য হইতেই তাঁহার সাহস হীনতা ও কাপুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"আপনি স্বীয় পিতা দোস্ত মোহাম্মদ খানের ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তির নামে এমন কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করিয়াছেন, যাহা আর বলিবার নয়।" ইহা ভিন্ন আমি আর তাঁহাকে কিছুই বলিলাম না।

"তালকান" পঁহুছিবার দুইদিন পর মীর শাহ ফয়েজ আবাদীর ভ্রাতা ইউছুফ আলীর প্ররোচনায় "রোস্তাক" ও "বদখ্শানের" লোকেরা, দুই তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যকে আমার শিবিরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ও নিকটস্থ স্থানগুলিতে লুঠ তরাজ করিতে নিযুক্ত করিল। পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী ও দুই শত মিলিশিয়া সৈন্যের রক্ষণাধীনে আমার রশদ পূর্ণ ভারবাহী উষ্ট্র ও টাট্টু সমূহ আসিতেছিল; ইহারা যুগপৎ উহাও আক্রমণ করিল। আমার সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ এই ঘটনার সংবাদ আমার নিকট পাঠাইয়া, যথাসাধ্য শত্রুদের গতি রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি তাহাদের সাহায্যার্থ সাত শত সৈন্য প্রেরণ করিলাম; শত্রুরা পরাভূত হইল; আমার সমুদয় পশু গুলি নিরাপদে আসিয়া পঁহুছিল।

শত্রুগণ দুই দিন পর—যে সকল গ্রাম আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহাও আক্রমণ করিল। আমি পুনরায় বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলাম। উহারা শত্রুদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দশ জন বিদ্রোহী ও দুই শত অশ্ব বন্দী করিয়া লইয়া আসিল।

এইরূপে তিন মাস অতীত হইয়া গেল। এক দিন কত্তাগানের মীর-দিগের জনৈক ধর্ম্মগুরু (পীর) আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তিন শত নিয়মিত ও দুইশত মিলিশিয়া অশ্বারোহী সৈন্য সহ তাঁহার বাড়ী গমন করিলাম। আমার শিবির হইতে এই বাটী প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী। সাবধানতার নিমিত্ত এক শত অশ্বারোহীকে দূর হইতে বাড়ীটী বেষ্টন করিয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। আমার নিমন্ত্রণকারী ইহা ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারিল না।

অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পর "দস্তরখান" পাতা হইল; কিন্তু এই সময়েই আমার বার্ত্তাবাহক এক সিপাহী আসিয়া বলিল—"হুজুর, আমাদের অশ্বারোহী-গণ বিপুল শত্রু সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং তাহারা বাধ্য হইয়া ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছে।" আমি তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণকারী ও তদীয় পুত্রদিগকে বন্দী করিয়া আমার লোকের সাহায্যের নিমিত্ত রওয়ানা হইলাম এবং এই বলিয়া এক জন অশ্বারোহী সৈন্যকে অতি দ্রুত শিবিরে পাঠাইয়া দিলাম যে, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া যেন এক সহস্র অশ্বারোহী, এক পল্টন পদাতিক দুইটী তোপ সহ চলিয়া আসে। আরও হুকুম দিলাম,—পদাতিক সৈন্য ও তোপ যেন অশ্বারোহীদের পশ্চাতে থাকে; কারণ এই ব্যবস্থায় অশ্বারোহী সৈন্য দল ত্বরায় সমর স্থলে পঁহুছিতে পারিবে। আমি দেখিলাম, বিদ্রোহীদিগের সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র হইবে। এই সৈন্যদল ক্রমাগত আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আমি আমার ক্ষুদ্র সৈন্য দলকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক সেনাদলকে অপর সেনাদল হইতে অল্প অল্প দূরে,—এই ভাবে স্থাপন করিলাম। সৈন্য দলের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ আমার নিকট রহিল। সর্ব্বপ্রথম অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদিগকে গুলি চালাইতে আদেশ করিলাম। ইহাতে প্রথম দল শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইল। তাহার পর দ্বিতীয় দল আক্রমণ করিল। যখন উহারাও শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইল, তখন তৃতীয় দল বন্দুক ছুড়িতে আরম্ভ করিল। এই রূপে ক্রমশঃ এক দলের পর আর এক দল যুদ্ধে যোগদান করিতে করিতে, শেষে সকলেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইহার পর আমি স্বীয় সৈন্য দল সহ তরবারী যুদ্ধে অগ্রসর হইলাম।

এই সময় মধ্যে শিবির হইতেও সাহায্য আসিয়া পঁহুছিল। আমিও সেই সময়ে আক্রমণ করিয়াছি। শত্রুরা এই প্রবল শক্তি রোধ করিতে সাহসী হইল

না। উহারা এতগুলি সৈন্য দলের সহিত বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে ত্রাসগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং শেষে পলায়নপর হইল। বিষম আশঙ্কা ও ব্যতিব্যস্ততা গতিকে তাহারা স্বীয় দলের আহত সৈন্যদিগকেও রণভূমে ফেলিয়া চলিয়া গেল। এই যুদ্ধে শত্রু পক্ষীয় এক শত লোক নিহত হয়; চারি শত বন্দী হয়। আমার পক্ষে কেবল এক শত সিপাহী জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

আমি খোদাতা-লার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম; এত বিপুল সংখ্যক শত্রু সৈন্যের সহিত যুদ্ধে আমার সম্পূর্ণ বিজয় লাভ তাঁহারই অপার করুণা! আমার সঙ্গীরা সকলেই এই আকস্মিক জয়ে অতীব আনন্দিত হইল।

বন্দীদের মধ্যে ১০।১২ জন "রোসতাক" এর সর্দ্দার ছিল। তাহারা পবিত্রাত্মা পীর নানকে,—উদ্দেশ্যে বড়ই ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিতেছিল, কেবল শুধু ইহার গতিকেই তাহাদের এই বিপদপাত হইয়াছে! সে কতাগানের মীরদিগকে লিখিয়াছিল,—"আমি আফগান সেনাপতিকে নিমন্ত্রণ করিব। যদি আপনারা তাহার শরীর রক্ষক সৈন্যদিগকে পরাজিত করার উপযুক্ত সৈন্য প্রেরণ করেন, তবে তাহাকে বন্দী করিয়া আপনাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিব।" এইরূপ সফলতার আশায় এই সর্দ্দারেরা দশ সহস্র সৈন্য সহ আমাকে বন্দী করিবার জন্য প্রেরিত হয়; কিন্তু বিধির বিধানে তাহারাই নিজে বন্দী হইল।

শিবিরে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া পড়িল। পিতৃব্যের নিকট 'খান-আবাদে' এই অসম্ভাবিত জয়ের সংবাদ জানাইলাম। আমার নিমন্ত্রকারীকেও বন্দী স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলাম। আহত শত্রু সৈন্যদিগকে আমার ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইলাম। আরোগ্যের পর কাহাকেও কাহাকেও খেলাৎ প্রদান করা গেল। অন্যান্য লোকদিগকে 'সফরের' ব্যয় দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। কিন্তু তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া দিলাম,—"যেন তাবারা স্ব স্ব পরিবারের লোকদিগকে লুণ্ঠন ও হত্যাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখে।" সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মীরকেও বলিয়া পাঠাইলাম,—"যদি তোমার যুদ্ধ করিবারই প্রকৃত বাসনা হইয়া থাকে, তবে তোমার ভ্রাতাকে সহ প্রকাশ্য যুদ্ধে বল পরীক্ষা করিয়া দেখ। তোমার এ কিরূপ ধূর্ত্ততা যে, তুমি এক ব্যক্তিকে 'তখ্‌তাপুলে' আমার পিতার নিকট প্রেরণ করিয়া তোমার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার প্রতিপন্ন করিয়াছ—আর এদিকে অনবরত বিদ্রোহ-বহ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে নিযুক্ত

আছ। যদি পিতা আমাকে বদখশান অধিকার করিতে আদেশ প্রদান করেন, তবে আমার সহিত ছয় ঘণ্টা কাল যুদ্ধ করিতেও তোমার সাধ্য হইবে না!” “কতাগানের” বন্দীদিগকে মুক্তি দিলাম না। তাহাদের আত্মীয়দিগকে—যাহারা বাসস্থান ছাড়িয়া বোখারার আমিরের রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল,—জানাইলাম,—যদি তোমরা শীঘ্র স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া না আইস, তবে সমুদয় বন্দীরই শিরশ্ছেদ করা হইবে।” বন্দী দিগের দ্বারা ও তাহাদের পরিচিত ও বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি দিগকে নির্ভয়ে দেশে চলিয়া আসার জন্য পত্র প্রেরণ করা হইল। ফলে কতাগানের কতিপয় মোল্লা স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে সর্ত্ত নির্দ্ধারণ জন্য আগমন করিলেন। আমি শপথ করিয়া বলিলাম,—“যদি তাহারা আফগান রাজ শক্তির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না করে, এবং শান্ত শিষ্ট ভাবে বিশ্বাসী প্রজার ন্যায় থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদের সহিত স্বীয় প্রজার সমতুল্য সদ্ব্যবহার করিব; তাহাদের স্বত্ব সমূহ সাবধানতার সহিত রক্ষা করিব।” এইরূপ নির্দ্ধারণের পর মোল্লারা ফিরিয়া গেলেন। সমুদয় লোকেরাই,—প্রায় দুই সহস্র পরিবার দেশে প্রত্যাগমন করিল এবং স্থায়ী ভাবে রীতি মত “তালকানে” বসবাস করিতে লাগিল।

“বদখশানের” বন্দীদিগের দ্বারা মীর ইউসফ আলীর নিকট যে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। সে পূর্ব্বের ন্যায় লুণ্ঠন ও হনন কার্য্য চালাইতে লাগিল।

কয়েক সপ্তাহ শান্তিতে থাকার পর সে “কতাগান” ও “কোলাব” এর মীর গণের এবং স্বীয় ভ্রাতা “মীর শাহ” এর সঙ্গে আমাকে পরাজিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য পরামর্শ করিল। সিদ্ধান্ত হইল, একটী মাত্র পথ আছে। তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সৈন্য একত্র করিয়া এক সময়ে প্রবল ঝটিকা পাতের ন্যায় আমার অধীনস্থ “তালকান” ও “চাল” নামক দুই বিভিন্ন স্থান আক্রমণ করিতে হইবে। শেষোক্ত স্থানে চারি শত পদাতিক, চারি শত মিলিশিয়া, পাঁচ শত অশ্বারোহী, দুই বেটারি অশ্বতর বাহিত তোপ ছিল। বহুদর্শী ও বিশ্বস্ত অফিসার সর্দ্দার মোহাম্মদ আলম খান ইহার অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন।

শত্রুগণ আক্রমণের এইরূপ পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। অল্প সংখ্যক সৈন্য আশে পাশে লুঠ তরাজ করিতে থাকিবে। ইহাতে আমি ধোকায় পড়িয়া মনে করিব যে, শত্রুদের কোন বৃহৎ ও সুশিক্ষিত সৈন্য দল আগমন করে নাই;

কেবল কিয়ৎ সংখ্যক লুণ্ঠনকারী অত্যাচার করিতেছে মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে আমার খুব নিকটে—তালকানের বৃহৎ বৃহৎ বাগান গুলিতে রাত্রি কালে ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া লুকাইয়া থাকিবে। ফলতঃ পরামর্শ অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল। মীর আলি অলি,—মীর আতালিকের খুল্লতাত ভ্রাতা এই সৈন্য দলের সেনাপতি পদে বরিত হইয়া আসিল। পর দিন অতি প্রত্যুষে এই বৃহৎ সৈন্য দলের এক শত সৈন্য গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইল এবং চরিবার নিমিত্ত আমার যে সকল উট ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে এক শত উষ্ট্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। আমার অগ্রবর্ত্তী সৈন্য দলের অফিসারেরা দুই শত অশ্বারোহী সৈন্যকে ভবিষ্যতে উষ্ট্র সমূহ সাবধানে রক্ষা করিবার জন্য পশ্চাতে পাঠাইয়া দিল। যখন আমি এই সংবাদ জানিতে পারিলাম, তখন তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলাম,—"শত্রু সৈন্যদের পরিমাণ অবগত না হইয়া এত অল্প সংখ্যক লোক প্রেরণ করা বিবেচনার কার্য্য হয় নাই। কেবল মাত্র এক শত সিপাহী, আমার অগ্রবর্ত্তী সৈন্য দলের এত নিকটে আসিয়া উষ্ট্র লুণ্ঠন করিতে সাহসী হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস যোগ্য কথা নহে। নিশ্চয়ই তাহাদের অধিক সংখ্যক সৈন্য নিকটে কোথাও লুক্কায়িত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সমুদয় সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলাম। অচিরে আমার ধারণা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। আমরা যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতেই কতিপয় অশ্বারোহীকে দ্রুত ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিতে দেখা গেল। ইহারা ১৬০ জন লোক জনৈক সুচতুর অফিসারের নেতৃত্বাধীনে পলাইয়া আসিয়াছিল। শত্রুদের চল্লিশ সহস্র সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিল। আমি পূর্ব্বাহ্নেই সাবধানতার সহিত দুই শত পদাতিক সৈন্য সহ আমার সমুদয় তোপগুলি "আর্ত্তাবুজ" নামক পাহাড়ের শিরোদেশে স্থাপন করিয়াছিলাম। আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত যেন তোপ চালকেরা গোলা ছুড়িতে বিরত থাকে, এইরূপ বলিয়া দেওয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন শত্রুদিগের দক্ষিণ পার্শ্বে এক সহস্র পদাতিক ও বাম পার্শ্বে পাঁচ শত সৈন্য সমাবেশ করিলাম। অবশিষ্ট পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সহ আমি মুরুচার বাহিরে শত্রুর সম্মুখীন হইলাম। যুদ্ধ যখন ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল,—আমি তখন আমার সমুদয় গুলি

তোপ শত্রু দিগের অলক্ষ্যে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে স্থাপন করিলাম। যে সকল সৈন্য শত্রুদিগের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বন্দুক ছুড়িতে হুকুম দেওয়া গেল। এদিকে আমি আরও প্রবল বেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলাম। শত্রুগণ আমার সৈন্যের পরিমাণ অবগত ছিল না। দেখিল, চতুর্দ্দিক হইতেই তাঁহাদের উপর অজস্র গোলা গুলি বর্ষিত হইতেছে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে শত শত লোক গোলাঘাতে ভূ শায়ী হইতেছে; সুতরাং ভয়ে তাহাদের বুদ্ধি লোপ পাইল; সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল; কিন্তু সে দিকেও আমার কামানগুলি হইতে ভীষণ ভাবে অনল বর্ষণ চলিতেছিল; একটী পিপীলিকাও তাহার মধ্য দিয়া অক্ষত যাইবার সাধ্য ছিল না; এই জন্য তাহারা বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল! আমি অশ্বারোহীদিগকে উত্তেজিত করিয়া প্রবল ভাবে আর এক বার আক্রমণ করিলাম। এই আক্রমণে শত্রুদিগের ব্যূহ সমূহ ভগ্ন ও তাহারা ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন—বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। নয় ঘণ্টা কাল এই যুদ্ধ স্থায়ী ছিল; কিন্তু ইহাতে শত্রুদের তিন সহস্র সৈন্য নিহত হয়। আমার কেবল এক শত মাত্র সৈন্য জীবন বিসর্জ্জন করে। অল্প সংখ্যক আহতও হইয়াছিল। ছয় শত শত্রু ও পাঁচ সহস্র অশ্ব বন্দী হয়। আমি নিহত বিদ্রোহীদিগের মস্তক কর্ত্তন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা একটা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলাম; কারণ ইহাতে জীবিত বিদ্রোহীদিগের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদিত হইবে। ইহার পর পিতৃব্যের নিকট এই গৌরবান্বিত বিজয় লাভের সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আমার এই অপূর্ব্ব সফলতায় ধন্য ধন্য করিলেন।

"চাল" এর বিদ্রোহীদিগের সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র ছিল। এই জন্য তাহারা সামান্য মাত্র যুদ্ধ করে। মীর বাবা বেগ ও মীর সুলতান মোরাদ এই সৈন্যদের অধ্যক্ষতা করিয়াছিল। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং স্বীয় দলস্থ আহত সৈন্যদিগকে লইয়া পলায়ন করে। তাহারা এক শত মৃত দেহ সমর ক্ষেত্রে ফেলিয়া গিয়াছিল। মীর বাবা বেগ অশ্ব হইতে পতিত হইয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

এই প্রসিদ্ধ বিজয় লাভের পর বদখশানের মীরগণ বুঝিতে পারিলেন, সুশিক্ষিত আফগান সৈন্যদের সহিত ময়দানের যুদ্ধে জয়ী হওয়া তাহাদের পক্ষে কখনও সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি কিছু করিতে সাহসী হন, তবে সে লুণ্ঠন, হত্যা

ও প্রবঞ্চনা দ্বারা। ইতিমধ্যে বোখারাপতি মীর মজফ্ফর, বদখ্শানের অধিবাসীদের সহিত আফগানেরা কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা জানিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি "জৈহুন" নদী পার হইয়া "চারাহ্কার" এ আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। তথন পিতার নিকট কেবল সাড়ে দশ হাজার সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। শাহ্ মজফ্ফরের পক্ষকেও বিশ্বাস ছিল না। এই জন্য তিনি পিতৃব্যকে লিখিলেন,—"আপনার নিকট যে বিশ সহস্র সৈন্য আছে, তাহা হইতে দ্বাদশ সহস্র 'চর্খি' সৈন্য নিজের নিকট রাখিয়া, বাকী আট সহস্র সৈন্য সহ আবদুর রহমানকে আমার সাহায্যের জন্য রওয়ানা করুন। অবশিষ্ট সৈন্য দ্বারা সুন্দর রূপে রাজ্য রক্ষা করা যাইবে এবং লুণ্ঠনকারীদের সহিত যুদ্ধ করিতেও ইহা যথেষ্ট হইবে।"

এই জন্য আরও একটা ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল যে, এই সুযোগে আমাদের 'উজবক' জাতীয় প্রজাগণ কোথাও বা বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিতে প্রস্তুত না হয়! কারণ বোথারাপতি ও তাহারা এক সম্প্রদায়েরই লোক। পিতৃব্য তুর্কীস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। এই সঙ্কট পূর্ণ অবস্থা দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আমাকে লিখিলেন,—"তালকান ছাড়িয়া দাও এবং সমুদয় সৈন্য সহ "খান-আবাদ" এ রওয়ানা হও।" আমি উত্তর লিখিলাম,—"কত কষ্টে, কত ভয়ানক বিপদপাত সহ্য করিয়া, যে রাজ্য জয় করিয়াছি, কিছু মাত্র সৈন্য না রাখিয়া অমনি তাহা ছাড়িয়া চলিয়া আসা বিবেচনা সঙ্গত কার্য্য হইবে না। তবে আমি এমন ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিব যে, প্রয়োজন হইবা মাত্র যেন রওয়ানা হইতে পারি।" কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার কথা শুনিলেন না। পুনরায় শীঘ্র চলিয়া যাইবার জন্য দৃঢ় ভাবে লিখিলেন। সুতরাং এবার তাঁহার আদেশ পালন ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিলাম না।

পর দিন অতি প্রত্যূষে সমুদয় সৈন্য সহ 'কুচ্' করিলাম। গোলা বারুদ বহন করিবার জন্য আমার নিকট যথোপযুক্ত ভারবাহী পশু ছিল না; এজন্য অতিরিক্ত দ্রব্যগুলি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলাম। উহারা সকলেই কিছু কিছু করিয়া লইয়া চলিল। পরে মনে হইল, পথে সমুদয় সৈন্যের রশদ জোগান ভার হইবে। এই জন্য এক শত অশ্বারোহী

সৈন্যকে হুকুম দিলাম, যেন তাহারা লুণ্ঠনাদি করিতে করিতে "আর্ত্তাবুজ" বাসী-দের পনর সহস্র ভেড়ার গোষ্ঠ হইতে যতগুলি ভেড়া ধরিতে সমর্থ হয়, তাহা লুটিয়া লইয়া আসে।

ইহার পর সৈন্যদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। অগ্রবর্ত্তী রক্ষী সৈন্য দলের সৈন্যাপত্যে সর্দ্দার 'আমেন মোহাম্মদ খানের পুত্র সর্দ্দার শমস্ উদ্দীন খানকে নিযুক্ত করিলাম। মিলিশিয়া পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের একাংশ চারিটী তোপ সহ সৈন্য দলের মধ্যবর্ত্তী অংশ রূপে নিরূপণ করিলাম। তৃতীয় অংশে সম্পূর্ণ তোপগুলি, অবশিষ্ট পদাতিক ও এক তৃতীয়াংশ অশ্বারোহী সহ পশ্চাতে রহিল।

যে সকল সৈন্য ভেড়া আনয়ন জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা "খাজা চঙ্গল" নামক গ্রামে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল।

আমরা সকলেই হঠাৎ "তালকান" ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছি দেখিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। তাহাদের ৫।৬ হাজার অশ্বারোহী সেনা আমাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। আমি দেখিলাম, এই আর এক বিপদ উপস্থিত! ইহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না; সুতরাং উহাদিগকে লক্ষ্যচ্যুত করিবার জন্য আর এক ফন্দী আটিলাম।

সদল বলে সড়ক দিয়া যাইতেছি, সুবিধা জনক স্থান বুঝিয়া সড়কের পার্শ্ব-স্থিত একটী বৃহৎ গহ্বরে এক পল্টন সৈন্য লুক্কায়িত রাখিলাম। হুকুম দিলাম— "যখন এই স্থান দিয়া বিদ্রোহীরা চলিয়া যাইতে থাকে, তখন যেন তাহারা তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে।" ফলতঃ তাহাই হইল। বন্দুকের আওয়াজ শুনিবামাত্র আমার সৈন্যেরা ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখ দিক হইতে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। উহারা দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল, এবং যে যে দিকে পারিল উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। এমন কি, কোন কোন অশ্বারোহী আমাদের গুলি হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া নদীতে ঝাপাইয়া পড়িল। কেহ কেহ পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিল। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের প্রায় চারি শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমরা অবাধে—নিঃশঙ্ক চিত্তে "খান আবাদের" দিকে চলিলাম। রাত্রিকালে নদী পার হইতেছি, অকস্মাৎ একটা তোপ জলে পড়িয়া গেল। সৈন্যেরা অনেক চেষ্টায় ও তাহা তুলিতে পারিল না। আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, জন-কয়েক লোকের সাহায্যে তোপটী কিনারা পর্য্যন্ত টানিয়া আনিলাম। আমার পরিধেয় সম্পূর্ণ ভিজিয়া গেল। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেও পারিলাম না। সৈন্যেরা বনে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্ব স্ব বস্ত্র শুষ্ক করিয়া লইল।

প্রায় দুই ঘটিকার সময় 'খান আবাদের' সন্নিকটে আসিয়া উপর্য্যুপরি গোলা-বর্ষণের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। বোধ হইল, পিতৃব্য যে দিকে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই দিক হইতেই শব্দ আসিতেছে। সর্দ্দার শমস্ উদ্দীন খান বলিল—"ইহা 'উজবক' অশ্বারোহী সৈন্যদের বন্দুকের আওয়াজ। তাহারা নিশ্চয়ই আপনার পিতৃব্যের সৈন্যদিগকে হটাইয়া দিয়াছে। অতএব চলুন, আমরা কাবুলের দিকে পলায়ন করি; নতুবা এখানে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে।" আমি উত্তর দিলাম—"১২৫৭ হিঃ অব্দে, ইংরেজের সহিত যুদ্ধে তোমরা যেরূপ অপূর্ব্ব সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলে, আমি লোক মুখে প্রায়ই তাহার প্রশংসা বাদ শ্রবণ করিয়া থাকি। আজ তোমাদের সেই বাহা-দুরি কোথায় অন্তর্হিত হইল?" ইহা শুনিয়া সে একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল;—আর কোন উত্তর দিল না।

আমি পিতৃব্য সন্নিধানে ছয় জন অশ্বারোহী প্রেরণ করিলাম এবং বলিয়া পাঠাইলাম—"আপনার দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ আসিতেছে; এইজন্য আমি এখন যেখানে আছি, সেই স্থানেই শিবির সংস্থাপন করিব; কিন্তু আপ-নার অভিপ্রায় হইলে, যেখানে আবশ্যক হয়, যুদ্ধ করিতেও প্রবৃত্ত হইতে পারি।" এক ঘণ্টা অন্তর একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া আসিতেছে দেখা গেল। সে আসিয়া বর্ণনা করিল,—"পিতৃব্য নিজেই বন্দুক আওয়াজ করি-বার আদেশ দিয়াছেন। বোখারাপতি "বুসাগাহ্" হইতে জৈহুন নদীর অপর তটে পলায়ন করিয়াছেন; তদুপলক্ষেই বন্দুক ছুড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইতেছে।"

ঘটনাটী এইরূপ; গোলাম আলী খান নামক পিতার জনৈক উপযুক্ত কর্ম্ম-চারী,—জৈহুন নদীর তীরবর্ত্তী আফগান সীমান্ত স্থিত চৌকিগুলির তত্ত্বাবধান কার্য্যে

নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য ময়দানের যুদ্ধে ইঁনি বিপুল শক্তিশালী সিংহ তুল্য। ইঁনি "হজ্‌দাহ নহরের" তিনটী নহরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। দৈবক্রমে তিনি "কর্‌কি" ও "বুসাগাহ্" স্থিত সীমান্ত চৌকিগুলি পরিদর্শন করিতে গমন করেন। পথে বোখারাপতির দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা কোন দুরভিসন্ধি বশতঃ সেখানে উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ আফগান সৈন্যদিগকে গুলি চালাইতে আদেশ প্রদান করেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বারোহিগণ মীর মজফ্‌ফরের শিবিরের দিকে পলায়ন করিল। এই অবস্থা দর্শন করিয়া মীর নিজেও বোখারার পথ অনুসরণ করিলেন। তিনি বহু প্রকার আসবাব ও তাঁবু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। এই সমুদয় দ্রব্যাদি বীরবর গোলাম আলীর হস্তগত হইল। তিনি সমুদয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত দ্রব্যের ন্যায় সমুদয় সৈন্যদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন এবং 'শাহ্' এর পরিত্যক্ত তাঁবুগুলি পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইলাম এবং পিতৃব্যের নিকটে পৌঁছিয়া আমাদের এই সৌভাগ্য লাভ জন্য আনন্দ জ্ঞাপন করিলাম।

পর দিন পিতৃব্যের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দুই পল্টন পদাতিক, এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী, দুইটী তোপ ও পাঁচ শত মিলিশিয়া সৈন্য "তালকান" প্রেরণ করিলাম। উদ্দেশ্য সেখানকার অধিবাসীরা বুঝুক যে, আমরা তাহাদের শহর ত্যাগ করি নাই। আমি বলিয়া পাঠাইলাম,—"যদি পুনরায় "বদখ্‌শানের" লোকেরা অবাধ্যতা প্রকাশ করে, তবে আমি অবিলম্বে বিপুল সৈন্য সহ সেখানে উপস্থিত হইব।"

আমি 'খান আবাদে'ই রহিলাম। পাঁচ মাস যাবৎ এখানকার সৈন্য বিভাগ পরিদর্শন করিতে পারিনাই। এখন উহার প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম।

'তালকান' বাসীরা দেখিতে পাইল, আফগান সৈন্য পুনরাগমন করিয়াছে! আফগান রাজশক্তির অধীনতা হইতে বাঁচিবার আর কোন পন্থা নাই; তখন তাহারা এক ভিন্ন পথ অনুসরণ করিল।

মীর শাহের একটী রূপবতী অনূঢ়া খুল্লতাত ভগ্নী ছিল। এই সুযোগে

তাহারা মদীয় পিতৃব্যের নিকট তাঁহার পাণি গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। পিতৃব্য সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। আমি এই পরিণয়ের বিশেষ ভাবে বিরোধী হইলাম। এই সকল প্রবঞ্চক প্রকৃতির লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে যে সকল কুফল উৎপন্ন হইতে পারে, আমি স্পষ্টরূপে একে একে, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সম্মুখে বিবৃত করিলাম। "বদ্‌খশানের" লোকেরা সাতিশয় ধূর্ত্ত; ইহাদের উপর কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। মুখে মুখে ইহারা আমাদের পক্ষপাতী,—আমাদের খুব বাধ্য; কিন্তু সুযোগ পাইলে, দারুণ অনিষ্ট করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। অতএব আমার বিবেচনায় যুদ্ধ করিয়া "বদখশান" অধিকার করা কর্ত্তব্য। কাঁটা ফুটিলে যেমন বিষম যাতনা জনিত একটা অস্বাচ্ছন্দ্যতা বদনে প্রস্ফুটিত হয়,—ধীরে ধীরে অসুস্থতা বাড়িতে থাকে,—তেমনি এই সকল প্রচ্ছন্ন হৃদয় শত্রুর অনিষ্টকারিতা বিনষ্ট করিতে না পারিলে,—বিষধর সর্পের বিষদন্ত ভগ্ন না করিতে পারিলে,—নিরাপদ হইতে পারা যাইবে না"। কিন্তু 'বদখশান' অধিকারের আজ্ঞা প্রদান করা দূরে থাকুক; তিনি আমার কোন কথাই শুনিলেন না। বরং সাগ্রহে বিবাহের 'শিরণি' ( মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ ) গ্রহণ করিলেন।

বদখশানের মীরগণ দেখিল, অনুকূল বায়ু বহিয়াছে। এখনই উদ্দেশ্য সিদ্ধির মহা সুযোগ উপস্থিত! তাঁহারা উল্লাসিত চিত্তে বাধ্যতা ও আত্মীয়তা বন্ধনের দৃঢ়তা প্রদর্শন জন্য, মীর ইউসফ নামক জনৈক ধূর্ত্ত লোককে বহু উপঢৌকন সহ পিতৃব্যের নিকট প্রেরণ করিল। মীর প্রবরের তোষামোদ পূর্ণ কথায় তাঁহার মন একেবারে আর্দ্র হইয়া গেল। বদখশান জয়ের যে ক্ষীণ আশা টুকু এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল, ইহা হইতে তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইল।

দেশে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া, এই সুযোগে মাতা আমায় দর্শন করিবার জন্য পিতার নিকট বাসনা প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে আহ্বান করিবার জন্য বলিলেন। পিতা স্বীকৃত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলেন—"বাবা, তুমি সত্বর "তখ্‌তাপুলে" আসিয়া তোমার মাতার পদচুম্বন কর। তোমায় দেখিবার জন্য তাঁহার একান্ত সাধ।"

আমি সৈন্যদিগকে কর্ণেল ও অন্যান্য অফিসার দিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া

চারিশত অশ্বারোহী সহ রওয়ানা হইলাম। পথে "তাশকরগান" এ বিশ্রাম করিয়া, সেখান হইতেই হজরত সুলতান-অল্ আওলিয়া মহোদয়ের পবিত্র সমাধি 'জেয়ারত' করিতে গমন করিলাম। আমি এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সমাধিতে পুনঃ পুনঃ কপোল-দেশ ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম—যেন ইহার আধ্যাত্মিক প্রভায় আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলীত হয়,—হৃদয় আলোকিত হয়;—এবং মহাপুরুষের পবিত্র আত্মার প্রভাবে আমার মনে যেন শক্তি আসে ও সুখ শান্তি লাভ হয়! ইহার পর "তথ্তাপুল" রওয়ানা। সেখানে পৌছিয়া মাননীয় পিতা ও জননীর হস্ত চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমায় মঙ্গল মতে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা খুব দান ধ্যানাদি করিলেন। অন্যান্য পর-মাত্মীয়েরাও স্বস্ব অভিরুচি অনুরূপ দান খয়রাৎ করিলেন।

পরদিন "মেগাজিন" ও কারখানা সমূহ এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামের গুদাম-গুলি পরিদর্শন করিলাম। এই সকলের অবস্থা খুব ভাল ছিল। প্রত্যেক কারখানার অধ্যক্ষের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া গেল। পবিত্র চরিত্র ব্যক্তিদিগকে "খেলাৎ" প্রদান করা হইল। আমার "কতাগানের" সৈন্য দিগের জন্য যত-গুলি তাঁবু ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল, তাহা এই কারখানা গুলিতে প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিলাম। এক মাস পূর্ণ না হইতেই উহা প্রস্তুত করিয়া যথাস্থলে প্রেরণ করা হইল।

এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত "তথ্তাপুলের" সৈন্যদিগের বিবিধ সংস্কারের ভার আমার হস্তে রহিল। ইহার পর,—বসন্তকালে "কতাগান" রওয়ানা হই-লাম। পথে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল;—তাহা এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। "গজোনিয়াজ" নামক একস্থানে আমরা অবস্থান করি। পশু-গুলি চরিবার উদ্দেশে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি বায়ু সেবনার্থ পাহা-ড়ের দিকে চলিয়া গেলাম;—সেখানে আমাদের পশুগুলিও চরিতেছিল। ক্রমশঃ আমি চলিতে চলিতে সৈন্যদল হইতে অনেক দূর গিয়া পড়িলাম। অকস্মাৎ একটা উষ্ট্র আমায় আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল! আমার সঙ্গে তখন একটা "পেশ্ কবজ্" ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। নিরূপায় হইয়া একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম। উষ্ট্রটাও সেই ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার অনুসরণ করিল। ক্রমশঃ হিংস্র পশুটা আমায় এত

বেগে দৌড়াইতে লাগিল যে, শেষে বিষম পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া যাই আর কি? সেদিকে সিপাহীদেরও কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না! তখন আমার মনের কি ভীষণ অবস্থা,—কল্পনা করুন। প্রাণ যাইতে বসিয়াছে; ভয়,—চিন্তা—বিবেক কোথায়? আমি মরিয়া হইয়া উঠিলাম! এই বিষম সঙ্কট পূর্ণ সময়ে,—জীবনের অন্তিমকালে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দৃঢ় ভাবে উষ্ট্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম এবং একটা সুবৃহৎ প্রস্তর উত্তোলন করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে উষ্ট্রের কর্ণোপরি নিক্ষেপ করিলাম। উহার আঘাতে উষ্ট্রটা সম্মুখের দুই পা বক্র করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল; আর উঠিতে পারিল না। আমি তৎক্ষণাৎ "পেশ কবজ্" বাহির করিয়া উহার গলদেশে সজোরে বসাইয়া দিলাম। রক্তস্রোতে আমার সমুদয় পরিধেয় রঞ্জিত হইয়া গেল! সেই ভীষণ উষ্ট্রটাকে সম্মুখে মরিতে দেখিয়া এবং আমি নিজেও এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, বিষম অবসাদে, শীঘ্রই অচেতন হইয়া পড়িলাম! প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমি বহির্জ্জগত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—অসাড় হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলাম! পরে চেতনা লাভ করিয়া, উষ্ট্রটাকে সেইস্থলে মৃত অবস্থায় পতিত দেখিলাম;—মনে বড় আনন্দ হইল। আমার ভৃত্যেরা এত বিলম্বে ও আমার খোঁজ লয় নাই! আমি শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া ইহার শাস্তি স্বরূপ প্রত্যেককে ৩০ঘা বেত্রাঘাত করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ নিয়ম করা হইল যে, যদি আমি কোন বিশেষ কারণে স্বীয় শরীর রক্ষকগণ হইতে কিছু কালের জন্যও বিচ্ছিন্ন হই, তবে যেন দুই তিন জন বিশ্বাসী লোক আমার নিকটে নিকটে থাকে! সত্যই পৃথিবী বিপদ সমূহে পূর্ণ!!

"কতাগানের" সিপাহীরা আমায় দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তাহাদিগকে পিতার এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম যে,—"আমার পিতা তোমাদিগকে স্বীয় পুত্র তুল্য মনে করেন। আমি,—আবদুর রহমানকে তিনি যেরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন, তোমাদের প্রতিও তাঁহার সেই ভাব—কোন অংশে ন্যূন নহে।" ইহা শুনিয়া তাহারা আনন্দ সূচক উচ্চধ্বনি করিয়া বলিল—"আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি, এই মহামান্য সর্দ্দার আফজল খানের জন্য প্রাণদান করিতে প্রস্তুত।" পিতৃব্যকে ও পিতার 'সালাম' ও অভিলষিত নানা কথা

জ্ঞাপন করিলাম। ইহার পর আমি স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে সৈন্যেরা আমায় ভোজ দিবার আয়োজন করিয়াছিল। 'খানা' শেষ হওয়ার পর আতশবাজী ছাড়া হইল।

আমি পর দিন নিয়ম মত "মেগাজিন" "তোপখানা" প্রভৃতি পরিদর্শন করিলাম। সকল বন্দোবস্ত ঠিক পাইয়া খোদাতা-লার দরগায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। ইহার একদিন পর আদেশ করিলাম—"আমার দর্শনের নিমিত্ত সমুদয় সৈন্য যেন এক স্থলে সমবেত হয় ও কাওয়াত করে।"

এক সপ্তাহ অন্তর "তাল্কান" গমন করিলাম। সৈন্যদিগের অবস্থা উত্তম ছিল। "বদখশানের" মীরগণ আমার আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া ছয়-জন অল্প বয়স্ক রূপবান দাস,—রৌপ্যের সাজ ও 'জিন' সহ নয়টী অশ্ব,—নয় "মশ্কিজাহ্" (১) মধু, পাঁচটী শিক্‌রা,—ও দুইটী তাজী কুকুর উপঢৌকন স্বরূপ আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে 'খেলাৎ' ও অন্যান্য উপহার পাঠাইয়া দিলাম; এবং একখানা পত্র লিখিয়া স্মরণ করাইয়া দিলাম যে,—"আমি যখন শেষবার "তাল্কান" ছিলাম; তখন আপনারা কতকগুলি খনি,—যাহার মধ্যে একটী "পাথ্রাজ,"—একটী সোলেমানি" প্রস্তর,—একটী "লাজোর্দ" ও পাঁচটী স্বর্ণ খনি ছিল, তাহা আমাদের অধীনে ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু পিতৃব্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—উহা আজও আমাদের অধিকারে আইসে নাই।" আমার পত্র পাইয়াই তাঁহারা আমাকে উহা দখল করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহা তখনই কার্য্যে পরিণত করা হইল। আমি খনি হইতে কতিপয় বহুমূল্য প্রস্তর উত্তোলন করাইয়া নানাবিধ উপঢৌকন সহ তাহা পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

ইহার পর দুই বৎসর কাল কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই; কিন্তু এই সময়ের শেষ ভাগে পিতা পিতৃব্যকে তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে বলিয়া

---

(১) মস্কিজাহ্,—এক প্রকার চর্ম্ম নির্ম্মিত আধার বিশেষ; ইহাতে মধু প্রভৃতি ভরিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। পথিকেরাও পান করিবার জন্য ইহাতে জল ভরিয়া লয়।

পাঠাইলেন এবং স্বীয় খুল্লতাত ভ্রাতা সর্দ্দার আবদুল গেয়াস্ খানকে (১) তাঁহার স্থলে গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন। পিতৃব্য অল্পদিন 'কাবুলে' থাকিয়া পরে স্বীয় এলাকা "কোরম খোস্ত"এ রওয়ানা হন। পথে, 'সুরি' নামক স্থানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। এখানে পিতারও একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি আমাকে "হবক্" যাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহার সঙ্গে বলখ্' যাওয়ার কথাও পত্রে উল্লিখিত ছিল। যাহা হউক "খান আবাদের" অফিসার দিগকে সৈন্য দিগের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিয়া আমি 'হেবক'এ পৌঁছিলাম; পিতার কর চুম্বন করিলাম এবং উভয়ে "তথ্ তাপুল" যাত্রা করিলাম। এখানে সম্পূর্ণ শীত কালটী কাটাইলাম।

বসন্তকাল; প্রসিদ্ধ "নওরোজ" উৎসবের দিন সমাগত; হঠাৎ প্লেগ রোগাক্রান্ত হইয়া আবদুল গেয়াস খান পরলোক গমন করিলেন। 'হিরাতে' ও বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জলিত হইল। আমার পিতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র সর্দ্দার সুলতান আহ্মদ খান ও পারস্যের শাহ মহোদয়ের জনৈক কর্ম্মচারী তখন সেখানকার গভর্ণর। সুলতান আহ্মদ খানের ষড়যন্ত্রে 'কান্দাহারে'ও উপস্থিত বিদ্রোহ হইয়াছিল। এই জন্য পিতামহ দোস্ত মোহাম্মদ খান, আমার খুড়াকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে হিরাতে যাত্রা করিলেন। কয়েক মাস পর্য্যন্ত হিরাতের কেল্লা অবরোধ করিয়া রাখা হইল।

মার্চ্চ মাস; আমরা তখন 'বল্খে'। এখানে থাকিয়াই 'ফরহ্' (২) নামক স্থান জয়ের সুসংবাদ শুনিতে পাইলাম। পিতা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, আমাকে খান আবাদের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করিলেন। আমি সেখানে গিয়া দেখিলাম, দেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়; প্রত্যেক নগরের শাসনকর্ত্তা স্ব স্ব জেলার রাজস্ব আত্মসাৎ করিতেছেন; সর্দ্দার আবদুল গেয়াস্ খান তাহার কোন সংবাদই রাখিতেন না। মৃত সর্দ্দার

(১) ইহার পুত্র আবদুর রশিদ খানকে ১৮৯৭ খৃঃ অঃ আমির আবদুর রহমান "জালাল্ আবাদের" গভর্ণর নিযুক্ত করেন, কিন্তু বিষম কঠোরতা ও অত্যাচার অবলম্বন করায় তাহাকে পদচ্যুত করা হয়।

(২) 'ফরহ'—হিরাতস্থিত একটী প্রদেশের নাম।

প্রবর চিকিৎসা কার্য্যে নিজের অধিক সময় ব্যয় করিতেন। গভর্ণরী করিবার উপযুক্ত নাড়ী ও তাঁহার ছিল না। তিনি এত ভীরু ও সাহসহীন ছিলেন যে, একবার জনৈক চোর আফগান পুলিশের হস্তে ধৃত হয়; তাহার পাপের উপযুক্ত শাস্তি স্বরূপ তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু বখদশানের মীরের ভয় প্রদর্শনে তিনি ভীতিগ্রস্থ হইয়া অগোণে সেই চোরকে মুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য হন।

পূর্ব্বোক্ত মীরের নাম 'মীরশাহ'; ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তৎস্থলে তদীয় পুত্র জাহান্দার শাহ শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। আমার 'খান আবাদ' যাইবার এক বৎসর পূর্ব্বে, মীর শাহের ভ্রাতা মীর ইউছফ আলীকে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মীর শাহ সৈয়দ বধ করিয়াছিল। ইহাতে 'জাহান্দার শাহ' স্বীয় নিহত পিতৃব্যের রাজ্য ও লাভ করেন; ইনি কথঞ্চিৎ উন্মত্ততাগ্রস্থ,—অহিফেন সেবি ও মদ্যপায়ী ছিলেন। "কশম"এর শাসনকর্ত্তা মীর বাবা বেগ খান (১) মীর শাহের বিধবা পত্নীর উপর আশক্ত হন; কিন্তু যখন প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করা হইল, তখন জাহান্দার শাহ বিষম ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি অবিলম্বে "কশম" আক্রমণ পূর্ব্বক 'বাবাবেগকে' বন্দী করিলেন এবং স্বীয় অহঙ্কার বজায় রাখিবার নিমিত্ত ও প্রতিযোগীকে অপদস্থ করার মানসে বিমাতার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই ঘটনার অল্প-কাল পরে এবং আমার পৌঁছিবার অল্পদিন পূর্ব্বে ইনি কারাগার হইতে কৌন উপায়ে পলাইয়া "খান আবাদে" আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এখন একথা থাক্; আমি বুঝিতে পারিলাম, সিপাহীদিগের গত বৎসরের ৮ আট মাসের ও চলিত বর্ষের চারি মাসের মাহিনা প্রদত্ত হয় নাই। এই জন্য আমার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল—গভর্ণর দিগের নিকট রাজস্ব ও অন্যান্য বাবত যে টাকা আছে তাহা সংগ্রহ করা। এই টাকা হইতে সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিয়া ফেলিলাম।

এখানে পিতৃব্যের চারিশত অশ্বারোহীও দুইটী পল্টনের অফিসারগণ বাস করিতেছিল। পরলোক প্রাপ্ত সর্দ্দারের অমনোযোগীতায় ইহারা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, বহুপরিমিত রাজস্ব আদায় পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছিল। আমি যাওয়ার

(১) ইহাঁর পিতা পূর্ব্বোক্ত উভয় ভ্রাতার পূর্ব্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হন।

পর তাহাদের এই স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হইয়া গেল। স্বার্থে আঘাত পড়িলে কে না অসন্তুষ্ট হয়? তাহারাও আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। ইহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রথমতঃ সৈন্যদিগকে বিদ্রোহী হইয়া কাবুলে চলিয়া যাইবার জন্য প্ররোচনা প্রদান করিতে লাগিল।

আবদুল গেয়াসের পুত্র মীর আজিজ এই সময়ে "খান আবাদে" ছিল। তাহার বয়স মাত্র একাদশ বৎসর। সে স্বীয় পিতার সৈন্যদলের নাম মাত্র সর্দ্দার ছিল। এই যুবক তাহার শিক্ষক ও অভিভাবকদের হস্তের ক্রীড়া পুত্তল ও সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল। পূর্ব্বোক্ত সৈন্যদলের অফিসার দিগের সহিত ইহারাও ষড়যন্ত্র করিতেছিল। এই সকল খল প্রকৃতির লোকেরা সিপাহী দিগকে বলিল, দেশ তাহাদের প্রভুর; আবদুর রহমান কে যে তাহারা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে? এই জন্য তাহাদের মূল প্রভুর পুত্র মীর আজিজের সঙ্গে সকলেরই কাবুলে চলিয়া যাওয়া উচিত।"

অশিক্ষিত সিপাহী দিগের হৃদয়ে, তাহাদের এই কুমন্ত্রণা কতকটা কার্য্যকরী হইল। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়ে পিতামহের পরলোক প্রাপ্তি সংবাদও আসিয়া পৌঁছিল। ইহাতে বিদ্রোহোন্মুখ সিপাহীদিগের সাহস আরও বর্দ্ধিত হইল। একদিন পূর্ব্বোক্ত দুইটী পল্টনের সিপাহী ও রেসালাগুলি আমাকে বধ করিবার জন্য আমার বাড়ী বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কতকগুলি সিপাহী বড় বড় প্রস্তরাঘাতে আমার ঘরের দরজা ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। সৌভাগ্য বশতঃ এই সময়ে আমার সৈন্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিদ্রোহীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। উহারা সকলেই কাবুলে চলিয়া গেল। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যগণের ধূর্ত্ত অফিসারগণ,—যাহাদের উত্তেজনায় তাহারা বিদ্রোহাবলম্বন করিয়াছিল,—উহারা আর তাহাদের সঙ্গে যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিল না। সৈন্যগণ তিন দিবস তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল; কিন্তু যখন দেখিল অফিসারগণ গিয়া দলভুক্ত হইল না, তখন তাহাদের মনে সংশয় ও বিষম ভীতি সঞ্চারিত হইল। তাহারা পত্র লিখিয়া এই দুষ্কার্য্যের জন্য আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহারা প্রকাশ করিল যে, কেবল অফিসার দিগের প্ররোচনায়ই তাহারা এই অন্যায় কার্য্য করিতে সাহসী হইয়াছিল। আমি ইহার উত্তরে লিখিলাম "যে সকল লোক তোমাদিগকে বিদ্রোহে

উত্তেজিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের নাম জানিতে চাহি। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, এই বিপ্লব প্রিয় লোকদিগকে ভিন্ন আর সকলকেই ক্ষমা করিব। যদি তোমরা তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হও, তবে তোমাদের দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হইলে তোমরা কাবুলে চলিয়া যাইতে পার।" ইহার উত্তরে তাহারা আমার নিকট এক খানা নামের তালিকা প্রেরণ করিল। উহাতে আট জন কাপ্তান, কতিপয় নিম্ন শ্রেণীস্থ অফিসার ও সৈন্যদিগের কয়েকজন সর্দ্দারের নাম লিখিত ছিল। মোহাম্মদ আজিজ-এর শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ইহারা একত্র সম্মিলিত হইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ জন্য কোরাণ শরিফ স্পর্শ করতঃ শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। এই উত্তর পাইয়া আমি সিপাহীদিগের অপরাধ ক্ষমা করিলাম। পূর্ব্বোক্ত আট জন কাপ্তানকে তোপ দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া হইল। সর্দ্দারদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম; কারণ তাহারা পিতৃব্যের 'মোসাহেব' ছিল।

এইরূপে সেই সময়ে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

আমার পিতামহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মীর আতালিক তদীয় পুত্র সুলতান মোরাদ খাঁকে "কতাগান" প্রেরণ করিলেন। উদ্দেশ্য অধিবাসী দিগকে বিদ্রোহী হইবার জন্য উৎসাহিত করা; আমি একটী বিরাট চমূ,—যাহাতে তিন পল্টন পদাতিক, বারটী তোপ, এক সহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র মিলি-শিয়া পদাতিক ছিল,—সর্দ্দার মোহাম্মদ আলম ও সর্দ্দার গোলাম খানের অধিনায়কতায় বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। "শোর আব্"এর পথে "তারিণ" নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়া শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া আমি মনস্থ করিয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বক্ষণেই একটা মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

সর্দ্দার আলম খানের একটা বড় মন্দ অভ্যাস ছিল। সে 'কুচ্' করিবার কালে দুই শত সওয়ার সহ স্বীয় বাহিনীর অগ্রে অগ্রে গমন করিত। আমি পুনঃ পুনঃ তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে,—একজন চিফ্ অফিসারের পক্ষে সম্মুখে অগ্রবর্ত্তী-রক্ষী-সৈন্যদল প্রেরণ না করিয়া, এইরূপে অরক্ষিত অবস্থায় অগ্রসর হইয়া নিজকে শত্রুর লক্ষ্যস্থল করা সম্যক্ রূপে অপরিণাম

দর্শিতার কার্য্য; কিন্তু তথাপি সে সাবধান হয় নাই। একদিন সে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে,—অকস্মাৎ একটা পাহাড়ের অন্তরাল হইতে দুই সহস্র 'কতাগানী' সৈন্য বাহির হইয়া আসিয়া বিদ্যুৎ-গতিতে তাহাকে আক্রমণ করিল। 'আলম'এর সঙ্গীগণ দেখিল, প্রচুর শত্রু সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে,—আজ আর রক্ষা নাই;—শত্রুরা একটী প্রাণীকেও জীবন লইয়া যাইতে দিবেনা; সুতরাং তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু মহাবীর আলম নিজে,—যাহার সমর ক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের অভ্যাস কখনও ছিল না,—সে কতিপয় সাহসী অনুচর সহ যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হইল। সে ও তাহার সহচরগণ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল; শেষে শত্রু-দিগের তরবারি আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিল, কিন্তু তথাপি এক পা টলিল না!

আমি এই শোচনীয় সংবাদ অবগত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই অশ্বারোহী সৈন্য দলের এক অংশ ঘটনাস্থলে দ্রুতগতি প্রেরণ করিলাম। বিদ্রোহীরা সর্দ্দারের মৃতদেহ লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাহারা গিয়া যথাস্থলে পৌঁছিল এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর শত্রুগণকে পরাজিত করিল। অতঃপর 'কতাগানী' সওয়ারগণ "তারিণ"এর দিকে পলাইয়া গেল। সমর ক্ষেত্রে শত্রুগণ তিন শত মৃত ও আহত লোক ফেলিয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার পর দিন "তারিণ"এ একটা ভয়াবহ যুদ্ধ হইয়া গেল। তাহাতে চল্লিশ হাজার বিদ্রোহী সমবেত হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষে শত্রুগণ আমাদিগকে আক্রমণ করে; বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ সমভাবে চলিতে থাকে। পরিশেষে আমরাই জয়লাভ করিলাম। অবশ্য শত্রুগণ প্রাণপণে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল,—হতাশ না হইয়া ক্রমান্বয়ে একের পর আর—এইরূপ ভাবে উপর্য্যুপরি আক্রমণের উপর আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু শেষে তাহাদিগকেই পলায়ন করিতে হইল। শত্রুদিগের তুলনায় আমার ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ছিল। সর্দ্দার গোলাম খান সহ আমার পক্ষে কেবল ত্রিশ জন লোক আহত ও নিহত হয়। এরূপ স্বল্প পরিমিত ক্ষতির কারণ,—আমার সৈন্যগণ সমর বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও সারি সারি ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পক্ষান্তরে শত্রু সৈন্যগণ যুদ্ধ বিদ্যায় কিছুমাত্র শিক্ষিত ছিল না।

এই কারণ বশতঃ তাহারা সকলেই এক যায়গায় জড় ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। ইহার ফলে আমার তোপগুলি অত্যন্ত সফলতা প্রদর্শন করিল। সেই দিন আমি আমার সৈন্যদিগের কার্য্যতৎপরতা দর্শন করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়াছিলাম। তাহাদের সমরপদ্ধতি ও কৌশল বস্তুতঃ প্রশংসা যোগ্য। সেই সকল লোকেরাই কেবল ইহা বুঝিতে সক্ষম, যাহারা এতগুলি লোক দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও কিছুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত না হয়! একটা সুবিস্তৃত প্রান্তরে চল্লিশ হাজার লোকের সমাগম,—দেখিলে বোধ হয় যেন আস্ত একটা পর্ব্বত চলিয়া আসিতেছে!

আমি সংবাদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল গুপ্ত চরকে "কতাগান"এ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে সুলতান মোহাম্মদ খান বন্দী করিয়া রাখেন। যখন আমার জয়লাভ বার্ত্তা 'কতাগান' পঁহুছিল, তখন সে কোন উপায়ে কারাগার হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিল এবং একটা অশ্ব সংগ্রহ করিয়া সোজাসোজি আমার নিকট চলিয়া আসিল; কিন্তু আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার উত্তম রূপ চেতনা সঞ্চার হইলে সে প্রকাশ করিল যে, বন্দীকাল মধ্যে প্রত্যহ তাহাকে ৪০ ঘা করিয়া কশাঘাত করা হইত। প্রমাণ স্বরূপ সেই ব্যক্তি বস্ত্র উন্মোচন করিয়া শরীর দেখাইল। দেখিলাম, তাহার সমুদয় গাত্র অঙ্গার সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে! সে আমাকে বলিল—"কতাগানের সমুদয় অধিবাসী আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শহর ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।" আমি তৎক্ষণাৎ নায়েব গোলাম খান দোররাণীকে,—অশ্বারোহী সৈন্য ও তোপখানা সহ, যে সড়ক দিয়া 'তাল্‌কান'বাসিগণ শহর ছাড়িয়া বদখশান যাইতে ছিল, তাহা অধিকার করিতে প্রেরণ করিলাম। নায়েব গোলাম অবশ্য একজন সুচতুর অফিসার, কিন্তু তাহার প্রকৃতি কিছু অলস ছিল। তাল্‌কান এর পদাতিক সৈন্যদিগকেও তাহার সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত আদেশ দেওয়া গেল। এইরূপে আমি তাহাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া "কুন্দুজ"এর কাজীকে—'বদখশানের' দুই তিন জন মীর সহ "শোর অব্"এর পথে পাঠাইয়া দিলাম। ইহাদিগকে 'কতাগান' বাসীরা অত্যন্ত সম্মান, ভক্তি ও বিশ্বাস করিত। আমি তাহাদের সঙ্গে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম যে, "আমি বিদ্রোহীদিগকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিব;

এ সম্বন্ধে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি।" যখন অধিবাসীরা দেখিতে পাইল, তাহাদের পলায়নে পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব পর নয়, এবং তাহাদের এত সৈন্যও নাই যে, আমার সহিত যুদ্ধে আটিয়া উঠিতে পারিবে; তদুপরি কাজী, মীর প্রভৃতিদের দ্বারা আমি যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাও সন্তোষ কর; এই সকল বিবেচনা করিয়া তাহারা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সলজ্জ হৃদয়ে স্ব স্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ইহার উত্তরে আমি ঘোষণা প্রচার করিলাম—দুইটী সর্ত্তে আমি এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে আর কোন প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি। প্রথমতঃ তাহারা খোদা ও রসুলের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউক যে, তাহারা নিজেও তাহাদের বংশধরগণ আফগান গভর্ণমেণ্টের হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ত প্রজা হইবে এবং আপনাদের সর্দ্দার ও মীর দিগের কুমন্ত্রণায় কখনও আফগান গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে না। দ্বিতীয় সর্ত্ত,—তাহারা স্ব স্ব অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ ১২০০০০০৲ বার লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করিবে।

অল্পক্ষণ পরেই আমি তাহাদের উত্তর পাইলাম। তাহারা সকলে এক-বাক্যে আমার সর্ত্ত সমূহ স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং লিখিয়াছে—"আমরা সদা সর্ব্বদা আপনার ও আপনার পুত্রগণের বশে থাকিব এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করিব। আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রাণপাতের ভয় করিব না।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আমার এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল যে, আমি তাহাদের মাল পত্রাদি,—যাহার মধ্যে বহু সংখ্যক উষ্ট্র ও অশ্ব ছিল এবং যাহার মূল্য প্রায় ২০০০০০০০৲ দুই কোটী টাকা হইবে,—উহা সরকারে 'বাজেয়াপ্ত' করি নাই।

আমি এই সন্ধি পত্র খানা পিতার নিকট প্রেরণ করিলাম। স্থানীয় লোকেরা আমার অনুগত থাকিয়া বেশ সুখে শান্তিতে জীবনাতিবাহিত করিতে লাগিল।

প্রজাদের নিকট ১৫০০০০০৲ পনর লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়া ছিল। আমি প্রথমতঃ উহা আদায় করিয়া সৈন্যদিগের বেতন পরিশোধ করিলাম।

ইতিমধ্যে বদখশানবাসী এক শ্রেণীর কতকগুলি বস্ত্র ব্যবসায়ী আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। যে সকল সওদাগর 'বদখশান' ও 'কতাগান'এর মধ্যে বাণিজ্য করিত, তাহারা প্রায়ই অশ্বারোহণ করিয়া সপ্তাহ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দুই চারি দিন পূর্ব্বোক্ত নগর দ্বয়ে যাতায়াত করিত; কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছিল যে, দীর্ঘ কাল হইতে সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে পূর্ব্বোক্ত পথে একটা না একটা মৃত দেহ পাওয়া যাইত। এই নিদারুণ অত্যাচার রোধ কল্পে এবং ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার নিমিত্ত আমি কতকগুলি সিপাহীকে সেই পথে নিযুক্ত করিলাম। উদ্দেশ্য, উহারা লুক্কায়িত থাকিয়া সেই রাজপথের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্যকে সাদা পোষাকে সেই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে আদেশ করিলাম। উহাদিগকে বলিয়া দিলাম,—যদি কেহ তাহাদের উপর আক্রমণ করে, তবে যেন তাহারা অবিলম্বে লুক্কায়িত সিপাহী দিগকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করে। আমি যাহা অনুমান করিয়া ছিলাম, দৈবাৎ একদিন তাহাই সত্যে পরিণত হইল!

সাধারণ লোকের ন্যায় বেশ পরা সিপাহীরা প্রায়ই সেই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। ইহারা যে আফগান সৈন্য কিম্বা কোন উদ্দেশ্য বশতঃ এই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলনা। যেমন সওদাগরেরা এই রাস্তা দিয়া গমনাগমন করে,—সাধারণ লোকেরাও প্রয়োজন বশতঃ এ দিকে সেদিকে গতায়াত করিয়া থাকে,—ইহারাও সেইরূপ পথিক মাত্র! কে কি উদ্দেশ্যে কোথায় যায়, তাহার অনুসন্ধান কে লইয়া থাকে? ইহারা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সেই সড়ক দিয়া যাতায়াত করিতেছে,—অকস্মাৎ একদিন পথিমধ্যে 'বদখশান' বাসী কতকগুলি সওদাগর আমার সাধারণ পোষাক পরা সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিল। তদ্দণ্ডেই তাহারা একজন লোককে দ্রুতগামী একটী অশ্ব প্রদান করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত সিপাহী দিগকে তাহাদের এই বিপদ বার্ত্তা জ্ঞাপন জন্য পাঠাইয়া দিল। ফলে সৈন্যগণ ত্বরিৎ গতিতে অকুস্থলে পৌঁছিয়া পঞ্চাশ জন ডাকাত সওদাগরকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ফেলিল এবং তাহার পর উহাদিগকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। আমি তাহাদের অস্ত্র, শস্ত্র,—'জিন্'ও বল্লা অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলাম। অশ্বগুলি তোপখানায় প্রেরণ

করিলাম। আকাতদের নিকট যে দশ হাজার টাকা পাওয়া গেল, তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারী তহবিল ভুক্ত করা হইল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে দস্যুগণ স্বীকারোক্তি করিল যে, বিগত দুই বৎসর যাবৎ তাহারা এই প্রকার 'রাহাজানী' বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। কারণ উহারা আফ্‌গান দিগকে অবহেলা-নেত্রে দর্শন করিয়া থাকে।

দস্যুগণ তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য প্রত্যেকে দুই হাজার টাকা করিয়া আমাকে প্রদান করিতে চাহিল; কিন্তু তাহারা আমার নিরপরাধ প্রজা দিগের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল; এই লক্ষ মুদ্রা কি তাহাদের পাপের উপযুক্ত দণ্ড হইতে পারে? আমি তাহাদিগকে তোপ দ্বারা উড়াইয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলাম। এই শাস্তি ঠিক বাজারের দিন প্রদান করা হইল;—যেন তাহাদের দেহাবশিষ্ট মাংস কুকুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় এবং হাড় গুলি বাজার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে!

হাড়গুলি সমাহিত হইলে মীর জাহান্দার শাহ,—যিনি এই সকল ঘটনার কথা কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না,—এক ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। 'এই লোকটাই ইতিপূর্ব্বে আবদুল গেয়াস্ খানকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সেই কারারুদ্ধ চোরদিগকে মুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এবার সে একখানা পত্র লইয়া আসিল। এই পত্রে মীর জাহান্দর শাহ আমাকে লিখিয়াছেন—"আমার প্রজাদিগকে বন্দী করিতে কিরূপে তোমার সাহসে কুলাইল। পত্র পাইবা মাত্র বন্দীদিগকে ত্বরায় আমার 'হাওলা' করিয়া দিবে। নতুবা আমি তোমার পিতা ও পিতৃব্যকে লিখিয়া জানাইব যে, তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'বদখ্‌শান'বাসী দিগকে বিদ্রোহে উত্তেজনা দান করিতেছ।" আমি এই পত্র খানা উচ্চৈঃস্বরে সাধারণ দরবারে পাঠ করিলাম এবং পত্র বাহককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"যে সময়ে মীর এই পত্র খানা লিখিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাল ছিল? তিনি কি তখন সজ্ঞান ছিলেন? না, তাঁহার জ্ঞানাভাব হইয়াছিল?" সে বলিল—"আমার প্রভু মীর সাহেব শীঘ্র কয়েদি দিগকে লইয়া যাইবার জন্য আমায় আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যদি আপনি তাহাদিগকে না দেন, তবে তিনি আপনার বিরুদ্ধে অবিলম্বে সৈন্য প্রেরণ করিবেন।"

আমি বলিলাম—"বাপু রাগ হইও না, একটু ভাবিয়া লও।"

সে আমার কোন কথা শুনিল না; পরন্তু অভদ্রতার সহিত পুনরায় দর্পভরে বলিতে লাগিল,—"আপনি এই মুহূর্ত্তে কয়েদি দিগকে প্রদান করুন; আপনার কত বড় সাহস যে, আমাদের লোক বন্দী করিয়া রাখেন?"

একথা শুনিয়া আমি আর তাহাকে কিছু বলিলাম না; কেবল ভৃত্য-দিগকে আদেশ দিলাম, যেন তাহারা উহার শ্মশ্রু ও গুম্ফ উৎপাটন করিয়া লয় এবং ভ্রূ গুলিতে স্ত্রীলোকের ন্যায় রং পরাইয়া দেয়।

অতঃপর তাহাকে,—যেখানে সওদাগরদিগের হাড়গুলি সমাহিত করা হইয়াছিল,—সেই যায়গায় লইয়া গেলাম। তাহার দাড়ি ও মোচের কেশগুলি একখণ্ড "জর্-বাফ্তের" (১) মধ্যে প্রদান করিয়া বলিলাম—"যাও,—ন্যায় মত শাসন ও সতর্কতা শিক্ষার নিমিত্ত এবং পত্রোত্তর স্বরূপ ইহা লইয়া গিয়া তোমার মীরকে প্রদান কর।"

আমি তাহার সঙ্গে, মোহাম্মদ জমান খান ও সেকেন্দর খানের অধিনায়ক-তায় দুই পল্টন পদাতিক, দুই হাজার অশ্বারোহী, এক হাজার 'উজ্বক'—অশ্বারোহী, দুই হাজার 'উজ্বক' পদাতিক ও বারটী তোপ 'তালকান' প্রেরণ করিলাম। নায়েব গোলাম আহ্মদ খানকে ও তাহাদের সঙ্গে দেওয়া হইল। তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া সেই পত্র বাহককে মীর জাহান্দর শাহের নিকট পাঠাইয়া দিল।

মীর সাহেব প্রথমতঃ তাহাকে একদফা খুব গালাগালি প্রদান করিলেন এবং বন্দীদিগকে না আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে আপন মুখ উন্মুক্ত করিয়া দেখাইল এবং জরবাফ্ত বস্ত্র খণ্ড মীরের পদোপরি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাওয়ায়, আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। যদি আপনি আত্মরক্ষার জন্য অবিলম্বে সতর্ক না হন, তবে অচিরে এই অবস্থা আপনারও হইবে।"

মীর ইহা দেখিয়া একেবারে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে সৈন্যদিগকে "খান আবাদ" অধিকার করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু সেই সময়েই এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল—"হুজুর, আফগান সৈন্য অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে; প্রজাগণও তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে!"

(১) স্বর্ণ রৌপ্যের কারুকার্য্য খচিত বহুমূল্য বস্ত্র বিশেষ।

যখন মীর অনুসন্ধান করিয়া এই সংবাদ সত্য বলিয়া অবগত হইলেন—কোথায় রহিল তাঁহার সেই দর্প! আর কোথায় বা রহিল তাঁহার সেই সাহস!! তিনি নিতান্ত শংকিত হইয়া পড়িলেন। আতঙ্কে একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তদীয় সর্দ্দারগণ নানারূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়া বলিল—"আপনার পিতা এই ভয়ঙ্কর ব্যক্তির খুড়াকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। আপনি তাঁহার নিকট এইরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করিয়া সাংঘাতিক ভ্রমের কার্য্য করিয়াছেন।"

মীর ব্যাকুলিত চিত্তে বলিলেন—"তোমরা আমার পিতার পরামর্শদাতা ছিলে। এই সময়ে আমার কি করা উচিত, তৎ সম্বন্ধে ন্যায় সঙ্গত পরামর্শ প্রদান করিয়া আমাকে উপস্থিত মহা বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

অতঃপর সকলে পরামর্শ করিয়া, নিম্ন-লিখিতরূপ সিদ্ধান্ত করিল।

মীরের ভ্রাতা বিশজন সর্দ্দার, চল্লিশটী দাসী, চল্লিশটী অল্প বয়স্ক দাস সঙ্গে লইয়া আমাকে 'সালাম' করিতে আসিবেন। বহু পরিমিত বিলাসোপকরণ,—যেমন চীন দেশীয় রেশমী দ্রব্য, কালিন (গালিচা), চিনির সুদৃশ্য বাসন ইত্যাদি উপঢৌকন স্বরূপ আমাকে প্রদান করা হইবে। মীর জাহান্দর শাহ্ পত্র লিখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন এবং স্বীয় সহোদরা বা খুল্লতাত ভগ্নী কিম্বা কোন মাতুল কন্যাকে আমার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিবেন। এই ছলে তিনি বাঁচিবেন এবং তাঁহার রাজ্যও রক্ষা পাইবে। ইহাতে মীর আতালিকের ন্যায় আর তাঁহাকে মহা দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হইবে না।

মীর জাহান্দর শাহের আর কোন উপায় অবলম্বন করিবার সুবিধা ছিল না; সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে হইল। তিনি অবিলম্বে স্বীয় ভ্রাতাকে উপঢৌকন ও ক্ষমা প্রার্থনা-পত্র সহ রওয়ানা করিলেন। সঙ্গে লঙ্গে আমার ফৌজি অফিসার দিগকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে—"খোদার নামে তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা 'খান আবাদে' উপস্থিত না হন এবং সেখান হইতে তোমাদের উপর দ্বিতীয় আদেশ না আসে,—আমার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিওনা।" আমার অফিসারগণ 'বদখ্শানের' অন্তর্গত "গলুগান" নামক স্থানে থাকিয়া এই পত্র প্রাপ্ত হইল। এখানে তাহারা তিন দিন 'কুচ্' করিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। উহারা

সেখানে থাকিয়াই এই সংবাদ জ্ঞাপন জন্য জনৈক লোককে আমার নিকট প্রেরণ করিল।

এই সময় মধ্যে মীরের ভ্রাতা তিন হাজার ভৃত্য ও পত্র সহ আমার এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পত্রে মীর এই হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে,—"আমি সদাসর্ব্বদা সুরা পানে মত্ত থাকি; এই জন্য আমি যে সকল অন্যায় আচরণ করিয়াছি, উহা আমার জ্ঞানকৃত কার্য্য নয়। ফলতঃ আমি যে কি করিতেছি, তখন তৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অতএব ইহা আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়া ক্ষমার যোগ্য হইবে।" আমি হাসিয়া সর্দ্দার দিগকে বলিলাম,—"আমার বিবেচনায় ও তাহার ক্ষমা প্রার্থনার যথার্থ হেতু আছে। "খান আবাদ" এর অধিবাসীদের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিবার সত্যই কোন কারণ নাই!"

আমি সংবাদ বাহকের উপর খুব অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলাম; মীরের অপরাধ মার্জ্জনা করা হইল। তাঁহাকে খেলাৎ প্রদান করিলাম। কেবল মীরের ভগ্নীর সহিত আমার পরিণয় সম্বন্ধে এই বলিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম যে, 'তোমার বংশের একটী মেয়ে আমার পিতৃব্যের সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন। উভয় বংশে এই সম্বন্ধই যথেষ্ট।' যাহা হউক 'বদখ্‌শান' সমস্যার এইবার এইরূপেই পরিসমাপ্তি হইল।

এই সময় মধ্যে এমন একটা অচিন্তনীয় ও আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গেল, যাহা এস্থলে প্রকাশ করা প্রয়োজন। উহা বর্ণনা করিতেও আমার মনে কত আনন্দ ও সুখের সঞ্চার হয়!

এক দিন আমি দরবার করিতেছি, এমন সময় আমির আজম খানের তনয়ার নিকট হইতে একখানা পত্র পাইলাম। এই মহিয়সী মহিলা তখন কাবুলে বাস করিতেছিলেন। ইঁহার সহিত আমার পরিণয় প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। রাজকুমারী তাঁহার পত্র বাহককে বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন সে আমার নিজ হস্তে পত্রখানা প্রদান করে এবং অপর কোনও ব্যক্তিকে না দেখাইয়া আমার দ্বারা উহার উত্তর লেখাইয়া ও বন্ধ করাইয়া যেন তাহা লইয়া যায়। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, লেখা পড়ায় আমার কোন কালেই স্পৃহা ছিল না; যে সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাও এই সময় মধ্যে

সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম; এই পত্র পাইয়া আমি কত যে লজ্জিত হইলাম, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করিতে অসমর্থ। আমি কতদূর হতাশ হইয়া পড়িলাম, তাহা পাঠকগণ মনে মনে উপলব্ধি করিয়া লউন।

আমার হৃদয় প্রকম্পিত হইতে লাগিল। আমি নিজেই নিজকে নিন্দা করিতে ও পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলাম;—আমার বড় অহঙ্কার যে, আমি একজন শ্রেষ্ঠ লোক; কিন্তু হায়! প্রকৃতপক্ষে আমি কাপুরুষ,—মনুষ্য নামেরও অযোগ্য; মনুষ্যত্ব আমা হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছে,—কারণ আমি অশিক্ষিত,—বর্ব্বর! একটী নারীর গৌরব পর্য্যন্ত আমার মধ্যে বর্ত্তমান নাই!

সেই দিন রাত্রে যখন শয়ন করিবার জন্য গমন করিলাম, তখন শয্যায় পড়িয়া বহুক্ষণ কাঁদিলাম। নিতান্ত দীনতার সহিত সকাতরে দয়াময়ের কৃপা প্রার্থনা করিলাম; সেই অগতির গতি,—বিপন্নের চির সুহৃদের নিকট অনুরোধ করিবার জন্য মহর্ষি (অলি-আল্লাহ্) দিগের আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করিলাম। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম,—'হে পবিত্র খোদা! হে অন্তর্য্যামী! আমাকে আলোক প্রদান কর,—যেন আমর অন্তরাত্মা আলোকে মণ্ডিত হইয়া যায়! যেন আমি লেখা পড়ায় শিক্ষিত হই! হে দয়াময়! আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—তুই আমাকে কদাচ স্বীয় সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিতে লজ্জিত, হেয় ও অপদস্থ করিবি না।' শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি প্রভাতের অল্প পূর্ব্বে নেত্র পল্লবদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল; নিদ্রা ঘোরে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম; নিদ্রা তদীয় প্রিয় সহচর স্বপ্নকে লইয়া আসিয়াছিল।

স্বপ্নে কি দেখিলাম?—দেখিলাম, এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাপুরুষ,—দেহাকৃতি নাতি দীর্ঘ নাতি ক্ষুদ্র; কিন্তু খুব সরল। চক্ষুর্দ্বয় বাদাম সদৃশ; ভ্রূ যুগল সুন্দর; শ্মশ্রু দীর্ঘ; বদন মণ্ডল ডিম্বের ন্যায়; অঙ্গুলি গুলি সুচিক্কণ ও লম্বা। মস্তকে পাটকিলে বর্ণের একটী পাগড়ি। একখানা ডোরা টানা কাপড় দ্বারা কোমর বেষ্টিত। হস্তে একটী লম্বা 'আশা' (১) উহার মাথায় একটী লৌহ কীলক নিবদ্ধ ছিল। বোধ হইল যেন মহাত্মা আমার শিয়রে

(১) 'আশা'—দণ্ড বিশেষ।

দাঁড়াইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিতেছেন—"আবদুর রহমান উঠ্ ও লিখিতে আরম্ভ কর্।" তৎক্ষণাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। উঠিয়া পড়িলাম; কিন্তু দেখিলাম—কোথাও কেহ নাই! সুতরাং শয়ন করিলাম। পুনরায় নিদ্রাচ্ছন্ন হইতেই সেই মহাপুরুষ আগমন করিলেন এবং একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলি-লেন—"আমি তোকে লিখিবার জন্য বলিতেছি; আর তুই শয়ন করিতে-ছিস্?" আমি যেন কেমন হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। কথা বলিতে গিয়াও থতমত খাইয়া কিছু বলিতে পারিলাম না; কি বলিব তাহাও ভাবিয়া পাইলাম না—জাগিয়া উঠিলাম। চারিদিকে নেত্র-পাত করিলাম,—সেখানে জন প্রাণীর চিহ্ন মাত্রও বর্ত্তমান নাই! একটু বিস্মিত হইয়া দ্বিতীয় বার শয্যাশ্রয় করিলাম। পুনঃ নিদ্রামগ্ন হইতেই—তৃতীয়বার মহাপুরুষ আসিয়া দর্শন দান করিলেন। এবার আর সেই সৌম্য মূর্ত্তি—ধীরভাব নাই। তিনি বিশেষ অসন্তুষ্টির সহিত কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"যদি তুই এইবার শয়ন করিস্, তবে এই 'আশার' অগ্রভাগ দ্বারা তোর বক্ষঃস্থল ছিদ্র করিয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া আমি বড়ই ভীত, শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। একেবারে, বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম। নিদ্রার মোহ কাটিয়া গেল; বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল; আর শয়ন করিলাম না। ভৃত্য দিগকে ডাকিয়া কাগজ কলম আনাইয়া লইলাম এবং পাঠশালায় (মক্তবে) যে যে অক্ষর লিখিতাম—তাহাই লিখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মহিমা-ময়ের কি অপার মহিমা,—তাঁহার কি অসম্ভাবিত দয়া! সেই অদৃশ্য শক্তি প্রভাবে সমুদয় অক্ষর গুলির আকৃতি আমার নয়নের সম্মুখে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আমার স্মরণ শক্তিও তখন সাহায্য করিতে লাগিল। আমি বহুদিন পূর্ব্বে যাহা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাও ধীরে ধীরে মনে আসিতে আরম্ভ করিল। এক এক শব্দ করিয়া আমি কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এই উপায়ে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ৬০।৭০ ছত্র লিখিয়া ফেলিলাম। কোন কোন অক্ষর উত্তমরূপে মিলাইতে পারি নাই; কোন কোন অক্ষর ঠিকও হয় নাই; কিন্তু যখন তাহার উপর নেত্রপাত করিলাম,—দেখি আমি সকলই বেশ পড়িতে পারি। ভ্রম গুলিও সুন্দররূপে আমার বোধগম্য হইল। অবশ্য এই লেখায় অনেক ভুল ছিল।

আমি কাগজ খানা ছিন্ন করিয়া পুনরায় লিখিলাম। তখন আর আমার আনন্দ দেখে কে ? সেই অপূর্ব্ব উল্লাস আমি আর হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। উহা একেবারে কুল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল !

সেই দিন প্রভাতে উঠিয়া আমি গভর্ণর দিগের দুই একখানা পত্র—যাহা আমার নামে আসিয়াছিল,—খুলিলাম এবং উহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম দেখিয়া আরও দশগুণ আহ্লাদিত হইলাম।

দরবারের সময় হইলে আমার সেক্রেটারি পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মত চিঠি-পত্র পড়িতে আগমন করিল ; কিন্তু আমি বলিলাম—"আমি অদ্য আমার নিজের পত্রাদি নিজেই পড়িব। তুমি আমার ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া যাইতে থাক।" সে হাসিয়া কহিল—"কিন্তু আমাদের প্রভু কোথায় পড়িতে সক্ষম ?" ইহা শুনিয়া আমি একখানা পত্র খুলিয়া কহিলাম —"আচ্ছা, শুন,—আমি পড়িতে পারি কি না পারি ?" এই কথা বলিয়াই পড়িতে আরম্ভ করিলাম ও তাহার উত্তর লেখাইয়া দিলাম। আমি এইরূপে সেই দিন দুই শত পত্র পাঠ করিলাম ও এক শত পত্রের জবাব লিখাইয়া দিলাম। কয়েক দিন পর আর আমার সেক্রেটরীর সাহায্যের কোন প্রয়োজন রহিল না। আমি নিজেই আমার প্রাইভেট চিঠিগুলি পাঠ করিতে ও তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুকাল অন্তর দ্বিতীয়বার কোরাণ শরিফ পড়িলাম এবং পয়গম্বর ও দরবেশদের নামে 'দান খয়রাৎ' করিলাম। এই দৈব শক্তি লাভের সুসংবাদ পূজনীয় পিতাকেও জানাইলাম এবং স্বহস্তে পত্র লিখিয়া,—যে মাননীয় ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার অভিভাবক পদে নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহার মারফৎ উহা পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। পিতা প্রথমতঃ আমার পত্র পাঠ করিয়া সন্দীহান হইলেন ; কিন্তু ইহা দেখিয়া আমার প্রেরিত মান্যবর ব্যক্তি বলিলেন—"আপনি একথা অবগত আছেন যে, আপনার পুত্র আপনাকে কখনও কোন মিথ্যা কথা লিখিতে পারেন না। যদি তিনি আপনার সহিত মিথ্যা কথা বলেন, তবে ভবিষ্যতে কিরূপে আপনাকে মুখ দেখাইবেন ?" পরিশেষে পিতারও একথা প্রত্যয় হইল। তিনি আমার ভূতপূর্ব্ব অভিভাবককে পাঁচ হাজার 'তংগা' (১)

---

(১) 'তংগা'--বোখারা দেশীয় মুদ্রা ; চারি পেন্স, বা ১/৬ কাবুলী টাকার সমান।

ও একটী বহুমূল্য খেলাৎ প্রদান করিলেন। আমাকে একখানা স্বর্ণের কারুকার্য্য খচিত তরবারী, দশখানা 'কম্‌খাব' বস্ত্র, কয়েকখানা 'পশ্‌মি' বস্ত্র পাঠাইয়া দিলেন। আমি খোদাতা-লার গুণানুবাদ করিলাম; পিতার এই অনুগ্রহ প্রকাশ জন্য তাঁহার নিকট পত্রদ্বারা কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

"কতাগান" ও "বদখ্‌শানে" বিদ্রোহ দমিত হইয়া পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু "কোলাবে" বিদ্রোহাচরণের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। তখন উহার অধিপতি মীর শাহ খান।

শীতকালে 'কতাগান' বাসীদের ভেড়ার পাল গুলি,—যাহার মধ্যে প্রায় ১৩০০০ তের হাজার ভেড়া ছিল—জৈহন নদীর তীরে চরিয়া বেড়াইত। পূর্ব্বোক্ত মীর এই ত্রয়োদশ সহস্র ভেড়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভেড়া-গুলি শত্রুদের নিকট হইতে ছিনাইয়া রাখিয়া উহার মালিক দিগকে ফিরাইয়া দিবার জন্য দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলাম; কিন্তু শত্রুগণ ভেড়াগুলি লুণ্ঠন করিয়া নদী পার হইয়া অপর তীরে চলিয়া গিয়াছিল। আমার সৈন্যগণও ঘোড়ায় চড়িয়া এমন এক স্থান দিয়া নদী পার হইল, যেখানে জলের গভীরতা খুব কম ছিল। আমার সৈন্যগণ অপর তীরে উপনীত হইলে একটা ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইহাতে শত্রুদের পাঁচশত লোক নিহত ও বহুসংখ্যক লোক আমাদের হস্তে বন্দী হইল। ভেড়াগুলিও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল।

আমার সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল না। এই উদ্দেশ্যে তাহারা সেখানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল যে, অবশ্য আরও সৈন্য প্রেরণ করা হইবে এবং 'কোলাব' অধিকার করিবার নিমিত্ত আদেশ দেওয়া যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে পিতার নিকট হইতে আর কোন আদেশ আসিল না; সুতরাং আমি সৈন্য দিগকে ফিরিয়া আসিতে লিখিলাম।

ভেড়াগুলি উহার অধিকারী দিগকে প্রত্যর্পণ করা হইল; কিন্তু তাহারা ছয় সহস্র ভেড়া এই বলিয়া আমার নিকট 'নজর' স্বরূপ উপস্থিত করিল যে, দেশের নিয়ম,—লুণ্ঠনকারিগণ হইতে যে মাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহার এক তৃতীয়াংশের অধিকারী গবর্ণমেণ্ট হইয়া থাকেন। তথাপি আমি উহা লইতে অস্বীকার করিলাম। তবে ইহার পরিবর্ত্তে আমি তাহাদের প্রদত্ত আট হাজার

আশরফি গ্রহণ করিলাম। ইহা হইতে তিন হাজার আশরফি সৈন্ত দিগকে বণ্টন করিয়া দিলাম। অবশিষ্ট গুলি আমি নিজেই রাখিলাম।

আমি মীর শাহ্‌কে কঠোরতার সহিত জানাইলাম,—"যদি পুনরায় আর কখনও এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, আমি তোমার নিকট হইতে "কোলাব" কাড়িয়া লইব। উত্তরে মীর অত্যন্ত কাতরতার সহিত দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন,—উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন এবং আর কখনও এইরূপ হইবে না বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন।

ইহার পর আমি বন্দী দিগকে এক লক্ষ 'তংগার' বিনিময়ে ( পাঁচ হাজার পৌণ্ড বিক্রয় করিলাম। ইহাতে আমার দশ হাজার টাকা লাভ হইল।

এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত রহিল। উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া আমি এই সময়ে ভারবাহী পশুদিগের মধ্যে আরও তিন হাজার টাটু ( পনি ঘোড়া ) ও দুই হাজার উষ্ট্র বৃদ্ধি করিলাম।

এই সময়ে পিতার একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি 'কতাগান' আসিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে,—আসিবার এক মাস পূর্ব্বে আমাকে এই সংবাদ জানান হইবে। আমি উত্তর লিখিলাম—"মঙ্গলমতে এখানে 'তশরিফ' আনয়ন করুন।"

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## বল্‌খ হইতে বোখারায় পলায়ন

( ১৮৬৩—৬৫ খৃঃ অঃ )

এখন পাঠকগণকে 'হিরাতের' দিকে মনোযোগ প্রদান করিতে বলি। যে সময় এই রাজ্য আক্রমণ করা হইয়াছিল,—তখন মদীয় পিতামহ রোগ-শয্যায় শায়িত। সর্দ্দার শের আলী খান প্রাণপণে স্বীয় পিতার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন; কিন্তু আমিরের অন্যান্য পুত্রগণ,—সর্দ্দার আজম খান,—আমেন খান,—আস্‌লম খান, বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে এতই ঘৃণা করিতেন যে, এই সময়ে তাঁহারা স্বকীয় পিতার শত্রু 'হিরাতের' গভর্ণর সুলতান মোহাম্মদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন! রোগ শয্যায় পতিত পিতা তাঁহাদের এই কার্য্য দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। পুত্র হইয়া স্বীয় পিতার শত্রুদের বন্ধু হওয়া! খোদা করুন,—কখনও যেন আমার স্বভাব এমন খারাপ না হয়!

সুদিন চলিয়া গেল। আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। আফ্‌গানস্থানের ভাগ্যাকাশে পরিবর্ত্তন সূচনা হইল। সেই শীর্ণ,-জীর্ণ,—রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ আমির অশেষ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। (১) 'হিরাতে'—খাজা এন্‌সারী মহোদয়ের পবিত্র সমাধির নিকটে তাঁহাকে সমাহিত করা হইল।

ইহার পর আমিরের পুত্রগণ দেখিলেন, তাঁহাদের কাবুলের সিংহাসন প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এবং শের আলী খানকে আমির বলিয়া ঘোষণাও করা হইয়াছে। তখন তাঁহারা তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকেই স্ব স্ব এলাকায় চলিয়া গেলেন। আমির শের আলী খান দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে

---

(১) আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ৯ই জুন পরলোক গমন করেন।

ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই জন্য তিনি স্বীয় পুত্র ইয়াকুব খানকে 'হিরাতের' গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া নিজে কান্দাহার গমন করিলেন; কিন্তু সেখানেও তাঁহার ভ্রাতারা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

সর্দ্দার আস্‌লম খান 'হজদাহ নহরের' ও আজম খান 'কোরম খোস্তের' গভর্ণর ছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যস্থলে পৌছিয়া, সে স্থান হইতেই কাবুলে বিদ্রোহ সংঙ্ঘটনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন মাননীয় শের আলী খানের পুত্র সর্দ্দার মোহাম্মদ আলী খান কাবুলের গভর্ণর। আমার পিতামহ 'হিরাত' যাইবার কালে ইঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ আলী খান কান্দাহারে,—স্বীয় পিতাকে পত্র লিখিলেন, "আপনি শীঘ্র কাবুলে চলিয়া আসুন, নতুবা এখানে বিদ্রোহারম্ভ হইবে।" ইহা শুনিয়া আমির শের আলী খান ভ্রাতাদিগকে কোন শাস্তি প্রদান না করিয়াই কাবুলে রওয়ানা হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, প্রথমতঃ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। তৎপর তদীয় ভ্রাতাদিগকে দমন করা হইবে।

আমির গজনিতে পঁহুছিয়া নিজের হৃদয়ের সরলতা ও অকপট ব্যবহারের পরিচয় স্বরূপ, মদীয় পিতৃব্য সর্দ্দার আজম খানের নিকট কোরাণ শরিফ পাঠাইয়া দিলেন। (১) তৎসঙ্গে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আপনি আমার পূজনীয় ভ্রাতা। আমি সদাসর্ব্বদা আপনাকে এইরূপ সম্মান করিব। আপনি একবার গজনিতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

দ্বিতীয় বার এই কথায় প্রত্যয় জন্মাইলে,—সর্দ্দার আজম খান আমির শের আলী খানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। ইঁহারা উভয়ে পুনরায় "কালামে মুজিদ" মধ্যস্থলে রাখিয়া শপথ গ্রহণ করিলেন। তৎপর সর্দ্দার আজম খান স্বীয় এলাকায় চলিয়া গেলেন; কিন্তু তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সরওয়ার খানকে আমির শের আলী খানের নিকট রাখিয়া যাইতে হইল। ইহার পর আমির কাবুলে প্রত্যাগমন করিলেন।

যখন শের আলী খান গজনিতে উপনীত হন, সেই সময়ে সর্দ্দার আস্‌লম খান 'বামিয়ানে' ছিলেন, কিন্তু আমিরের আগমনের কথা শুনিয়া তিনি 'বল্‌খে'

(১) কোরাণ শরিফ পাঠাইয়া দেওয়া ধর্ম্মতঃ শপথ গ্রহণের বিশ্বস্ত প্রমাণ। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, প্রেরক ধর্ম্ম গ্রন্থের নামে শপথ পূর্ব্বক প্রস্তাব করিতেছেন।

পলায়ন করিলেন। সর্দ্দার প্রবর এতই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোক দিগকেও পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আমার পিতা সে সময়ে 'বল্‌খে' বাস করিতেছেন। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম—"আস্‌লম খান বিদ্রোহী; তাঁহার সহিত আপনি বাক্যালাপ করিবেন না,—তাঁহাকে কোন প্রকার সাহস প্রদান করিবেন না; এমন কি তাঁহাকে আপনার সন্নিধানেও যাইতে দিবেন না।" কিন্তু তিনি পত্রোত্তরে আমাকে জানাইলেন—"যখন এই ব্যক্তি আমার আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করিতে ইচ্ছুক, তখন আমি কিরূপে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি?"

ইতিমধ্যে আমির শের আলী খান মদীয় পিতৃব্য সর্দ্দার আজম খানের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন এবং সুদক্ষ সেনানায়ক রফিক উদ্দীনকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এক দল সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। সর্দ্দার আজম খান এত বড় সৈন্য দলের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন ছিলেন না। এই জন্য তিনি ভারতেশ্বরীর রাজ্যে,—ভারতবর্ষে পলায়ন করিলেন।

ওদিকে আমির শের আলী খান "কেটাওয়াজ", "জরমৎ" ও "লোগর" দখল করিলেন। এই তিনটী স্থান মদীয় পিতামহ আমার পিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমার পিতার প্রতিপালিত আহ্‌মদ নামক কাশ্মীর দেশীয় জনৈক লোক তখন ইহার শাসন কর্ত্তা ছিল।

আমির শের আলী খানের এইরূপ শত শত অবিচার জনক কার্য্যে তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া পড়িলেন। আর কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে বাসনা করিলেন না। কতকগুলি কপট ও ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোক এই সুযোগে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিবার সুযোগ লাভ করিল। যাহাতে আমার পিতা ও তাঁহার সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করেন, এই জন্য তাহারা অনুক্ষণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে মদীয় পিতৃব্য সর্দ্দার আস্‌লম খান, আবদুর রউফ, সর্দ্দার আমেন খান গোলন্দাজ ই (১) প্রধান ও অগ্রণী।

(১) এই ব্যক্তি মোগল সম্রাট্‌গণের তোপখানার অফিসারদের বংশের লোক। এই জন্য ইহারা পুরুষ পরম্পরায় গোলন্দাজ আখ্যায় অভিহিত।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত মত পিতা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 'খান আবাদে' আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ধূর্ত্ত ষড়যন্ত্রকারিগণও আসিয়াছিল।

এই সময়ে আহ্‌মদ আমিরের নিকট হইতে একখানা পত্র লইয়া আসিল। তাহাতে শের আলী খান পিতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে,—"আপনার নিকট হইতে তুর্কিস্তান গ্রহণ করিবার অভিলাষ কস্মিন কালেও আমার হৃদয়ে নাই; আপনার সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র মন্দভাব বা মন্দ ধারণা পোষণ করি না।"

আমার পিতার লালিত পালিত ও স্নেহের পাত্র এই আহ্‌মদ কি বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য করিল! বাহ্যতঃ যদিও সে আমিরের পত্র বাহক হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আমার পিতাকে নজরবন্দী রাখিবার জন্যই আমির কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। পিতা কোন্ সময়ে কি কার্য্য করেন, তাহার সংবাদ রাখা এবং আমির শের আলী খানের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে তাহা ধ্বংশের চেষ্টা করা তাহার নির্দ্ধারিত কার্য্য ছিল।

আমার পিতা ও তাঁহার পরামর্শ দাতাগণ সদা সর্ব্বদা একত্রিত হইয়া পরস্পর পরামর্শ করিতেন। হয় ত আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বসিব, এই আশঙ্কায় তাঁহারা আমাকে কথোপকথনে গ্রহণ করিতেন না। বরং আমাকে লুকাইয়া লুকাইয়াই পরামর্শাদি চলিত; কিন্তু তথাপি যদি আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে, সেখানে কোন বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তাহাতে বিরোধী হইতাম।

আমি একদিন ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, কাবুলের বহুসংখ্যক সর্দ্দার নাকি পিতাকে সিংহাসন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন;—এই কথা পিতার মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করা হইয়াছে। অপিচ ষড়যন্ত্রকারিগণ তাঁহাকে আরও বলিয়াছে যে, "আপনি 'কতাগান' পরিত্যাগ করিয়া মীর আতালিকের সহিত সন্ধি করুন এবং 'বলখ্' ও 'কতাগানের' সৈন্য একত্রিত করিয়া কাবুলে রওয়ানা হউন। ইহাতে আপনার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে।" এই পরামর্শ অনুরূপ মীর আতালিকের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি দান করিলেন; কিন্তু বেশী দিন অতীত না

হইতেই সংবাদ আসিল,—আমির শের আলী খান তুর্কিস্তান অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন!

পিতা আমাকে তাঁহার কার্য্যস্থল,—'তথ্‌তাপুলে' রওয়ানা করিলেন। তিনি নিজেই শের আলী খানের সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া বাসনা প্রকাশ করিলেন। আমি দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—"আপনি এই কামনা ত্যাগ করুন; আমাকে যুদ্ধে যাইতে দিন; কারণ যদি আমি পরাজিত হই, তবে আপনি আমার সাহায্য করিতে পারিবেন; কিন্তু যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনি রণক্ষেত্রে বিফল মনোরথ হন, তবে আমি সকল দিক রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না,—সকল কার্য্য সামলাইয়া উঠিতে পারিব না।" পিতা আমার প্রতিবাদ ন্যায় সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসঘাতক অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌গণ তাঁহাকে আমার মতানুসারে কার্য্য করিতে দিল না। তাহারা পিতাকে বুঝাইল,—"আপনি কাবুল বাসী লোকদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আবদুর রহমান হইতে অধিকতর অভিজ্ঞ; অতএব আপনিই তাহাদের সহিত ভালরূপে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিবেন।" এই পরামর্শ তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর কার্য্যকরী হইল। তিনি ইহাই ঠিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। আর আমার কোন বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না; আমাকে "তথ্‌তাপুলে" প্রেরণ করিলেন।

'খান আবাদে' গভর্ণর থাকা কালে আমি চতুর্দ্দশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম। সৈন্যদিগেরও সমুদয় বেতন পরিশোধ করা হইয়াছিল। পিতা এই টাকাগুলি সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য বাক্স তৈয়ার করাইলেন এবং সমুদয় টাকা সহ 'বাজগাহ' রওয়ানা হইলেন। এই স্থানটী 'কাবুল' ও 'বল্‌খের' মধ্য পথে অবস্থিত। তাঁহার সৈন্যদলের অফিসার গোলাম আহ্‌মদ, নায়েব মোহাম্মদ, কর্ণেল সোহ্‌রাব এবং কর্ণেল আলি মোহাম্মদ ছিল। পিতা এই অফিসারদিগকে এক 'কুচ'* অগ্রে পাহাড় মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ দরি পথের চতুষ্পার্শ্বস্থ গিরি চূড়া সমূহ অধিকার করিয়া ফেলিবার জন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া দিলেন, যেন তিনি নিজে সেথানে না পৌঁছা পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ করা না হয়।

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,—গোলাম আহ্‌মদ একজন উপযুক্ত ও কর্ম্মপটু

অফিসার বটে ; কিন্তু সে বড়ই অলস প্রকৃতির লোক ছিল। এই সময়েও সে পিতার উপদেশ অনুরূপ সত্বর কার্য্য করিল না। ভাবিল, পরদিন অক্লেশে পাহাড় গুলি অধিকার করিয়া লইবে ; সুতরাং সেই দিন সে নিষ্কর্ম্মাভাবে বসিয়া রহিল। অপরদিকে শের আলী খানের সুচতুর ও বহুদর্শী অফিসারগণ,—যাহাদের মধ্যে সর্দ্দার রফিক খান, জেনারেল শেখ মীরও ছিল,—প্রতিপক্ষের এই অযথা-গৌণ জনিত মহান্ সুযোগে উপকৃত হইয়া সমুদয় গিরিচূড়া গুলিতে নিঃশব্দে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করিয়া ফেলিল।

পরদিন যখন গোলাম আহ্মদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন সেই উচ্চ প্রদেশ হইতে ভীষণ গোলা সমূহ আসিয়া তাহার উপর পতিত হইতেছিল ! !

তাহার এই ভ্রমের পরিণাম আমাদের পক্ষে বড়ই বিপদ সঙ্কুল হইল। ফলতঃ এবার আমাদের সৈন্যগণের সাহস ও বীরত্ব বজায় থাকিতেও আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয় লাভ ঘটিল ; আর সেই দুষ্প্রবেশ্য পার্ব্বত্য দরিপথ শত্রুদিগের করতলগত রহিয়া গেল !

এই আকস্মিক সংগ্রামের সংবাদ পিতার নিকট পৌঁছিলে তিনি অতি দ্রুত স্বীয় অফিসার দিগের সাহায্যার্থ রওয়ানা হইলেন ; কিন্তু "কেরাকুতল" পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পলায়িত সিপাহী দিগের নিকট এই মর্ম্মান্তিক পরাজয়ের সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইলেন। পরাজিত সৈন্যদল সহ পশ্চাতে ফিরিয়া আসা ভিন্ন এঁক্ষেত্রে আর কোন উপায় রহিল না ! এই জন্য তিনি এক 'কুচ' পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন এবং 'দো-আব' নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিলেন। এখানে সৈন্যদল সমূহ ও তোপ গুলি অতি সন্তর্পণে সন্নিবেশ করা হইল এবং শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল।

সেই অকৃতজ্ঞ ও বিপ্লবপ্রিয় সর্দ্দারগণ,—যাহারা পিতাকে এই শোচনীয় দশায় উপনীত করিয়াছিল, তাহারাও এই বিপদকালে পিতার মহা শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। উহারা গুপ্তভাবে আমির শের আলী খানকে লিখিয়া জানাইল—"আবদুর রহমানের সুশিক্ষিত সৈন্যগণ এত সমরপটু যে, তাহাদের সহিত যুদ্ধে আপনি কখনও জয়ী হইতে পারিবেন না ; অতএব যদি পরাজিত হইবার বাসনা না থাকে, তবে ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচরণ ও প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা করুন।"

আমির শের আলী খান এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিলেন। তিনি সর্দ্দার খন্দল খান 'কান্দাহারীর' পুত্র সুলতান আলীকে একখণ্ড 'কালামে মুজিদ' সহ পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং শপথ করিয়া বলিলেন— "আমি আপনাকে পিতৃস্থানীয় বলিয়া মান্য করিব। আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি মহামান্য পিতা দোস্ত মোহাম্মদ খানের নামে কখনও কলঙ্কারোপ করিব না।"

পিতা তাঁহার এই শপথ অকৃত্রিম বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং কোরাণ শরিফ খানা নেত্র যুগলে লাগাইয়া ভক্তির সহিত চুম্বন করিলেন; পরন্তু এই প্রতারণা-জালে জড়িত হইয়া আমির শের আলী খানের নিকট রওয়ানা হইলেন। সৈন্যদিগকে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন; উহারা দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিতে লাগিল যে, এখন যুদ্ধ করাই উত্তম ব্যবস্থা,— কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

পিতা যখন তাঁহার ভ্রাতার শিবিরে উপস্থিত হইলেন, তখন আমির তদীয় ভ্রাতার অভ্যর্থনার জন্য বাহিরে আগমন করিয়া তাঁহার "রেকাবে" (১) চুম্বন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কতই না কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উপরন্তু এই বলিয়া অনুতাপ ব্যক্ত করিলেন যে,—"আপনি আমার পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; কিরূপে যুদ্ধের অভিলাষ আমার হৃদয়ে উৎপন্ন হইল?" তিনি স্বহস্তে চেয়ার আনিয়া পিতাকে বসিবার জন্য প্রদান করিলেন; এবং নিজে তাঁহার সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমার পিতার মনে বিন্দুমাত্রও হিংসা বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহার হৃদয়টী নিঃসন্দেহ ও স্ফটিকবৎ নির্ম্মল ছিল। উভয় ভ্রাতার মনোমালিন্য ও বিবাদ বিসম্বাদ দূরীভূত হইল ভাবিয়া তিনি খোদাতা-লার দরগায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। কয়েক ঘণ্টা তিনি সেখানে থাকিয়া স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

আমির শের আলী খানের রশদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল। পিতা শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়াই তাঁহার নিমিত্ত সাত হাজার ভেড়া, দুই হাজার গর্দ্দভের বোঝা আটা (ময়দা) এবং ঘোড়ার জন্য যব পাঠাইয়া দিলেন।

(১) অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে জিনের উপর বসিয়া উভয় পার্শ্বে যাহাতে পা আটকাইয়া রাখেন, তাহাকে "রেকাব" বলে।

পরদিন আমির শের আলী খান পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে আগমন করিলেন এবং ফিরিয়া গিয়া সুলতান-অল্-আওলিয়া মহোদয়ের পবিত্র সমাধি 'জেয়ারৎ' করিবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা পূর্ব্বক মোহাম্মদ রফিককে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন,—'মাজার শরিফের' 'জেয়ারৎ' কার্য্য শেষ করিয়া আমি 'কাবুলে' ফিরিয়া যাইব। সেখানে বহু কার্য্য অসম্পাদিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।" পিতা অনুমতি প্রদান করিলেন এবং নিজের সৈন্যদিগকে "দর্‌রাহে ইউসফের" পথে 'বলখে' রওয়ানা করিলেন। নিজে শরীর রক্ষক তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ আমির শের আলী খানের সঙ্গে যাইবার জন্য 'আফাকের' সড়ক দিয়া যাত্রা করিলেন।

যখন সৈন্যগণ 'তথ্‌তাপুলে' পঁহুছিল, আমি তখন সেখানেই ছিলাম। আমি পিতাকে পত্র লিখিলাম—"আপনি সৈন্য দিগকে নিজের নিকট হইতে দূরে পাঠাইয়া দিয়া বিষম ভ্রমের কার্য্য করিয়াছেন।" কিন্তু তিনি আমার কথার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র কর্ণপাতও করিলেন না।

আমির স্বীয় পুত্র সর্দ্দার মোহাম্মদ আলী খানকে 'মাজার শরিফে' প্রেরণ করিলেন; বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি সেখানে গিয়া তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিব; কিন্তু আমি কেবল আদর আপ্যায়ন ও শিষ্টাচার পূর্ণ বাক্য সমূহ দ্বারা একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। পত্রের উপসংহারে লিখিলাম—"যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাতের কষ্ট টুকু স্বীকার করেন, তবে আমি অপরিসীম আনন্দিত হইব।" ইহার উত্তরে তিনি লিখিলেন,—"এ সময়ে আমি পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। তবে বিধাতার কৃপা হইলে পুনরায় আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।"

পিতা 'মাজার শরিফে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার পদ চুম্বনের জন্য গমন করিলাম। এখানে আমি তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমির শের আলী খান আপনাকে কেবল প্রতারিত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায় আছেন। তাঁহার এই সকল সরল ব্যবহারের অন্তরালে নিশ্চয়ই প্রতারণা বিচরণ করিতেছে। আমাকে অনুমতি দিন, তিনি আসিলে আমি তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিব।"

পিতা কোরাণ শরিফ উত্তোলন করিয়া বলিলেন—"এই পবিত্র গ্রন্থের শপথ, কদাপি এমন লজ্জাজনক ও অসঙ্গত কার্য্য করিওনা।"

আমি বলিলাম—"আপনি দেখিবেন, আমার পিতৃব্য বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইবেন না।"

পরদিন আমির শের আলী খানও আসিয়া পঁহুছিলেন। তিনি সমুদয় রাত্রি মাজার শরিফে অতিবাহিত করিলেন।

পিতা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 'তথ্‌তাপুলে' আগমন করিলেন। এখান হইতে তিনি ভ্রাতাকে বহুবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনার সহিত শেষ বিদায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি আসিতেছি।"

আমি তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার নিমিত্ত পুনরায় নিবেদন করিলাম; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আমার পরামর্শ তাঁহার কর্ণে প্রবেশাধিকার পাইল না; তিনি "তাশ্‌করগান" চলিয়া গেলেন; কিন্তু সেখানে পৌঁছামাত্র,—কোথায় রহিল সেই সন্ধি বন্ধন,—কোথায় রহিল পূজনীয় ভ্রাতৃভাব; আমির নিজেই সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। পিতাকে বন্দী করা হইল।

সৈন্যগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভীষণ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল। তাহারা আমিরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল। আমি এই উদ্দেশ্যে সসৈন্যে 'মাজার শরিফে' রওয়ানা হইলাম। সেখানে পঁহুছিয়া তাঁবু ফেলিয়া রহিলাম। আমার পিতা একখানা পত্র লিখিয়া আমাকে জানাইলেন—"যুদ্ধ করিও না; যদি আমার এই আদেশ পালন না কর, তবে আমি তোমাকে ত্যজ্য পুত্র করিব।" এই পত্রখানা পাঠ করিয়া সৈন্যদিগকে শুনাইলাম এবং আমি এই আদেশ পালনের বাসনাও প্রকাশ করিলাম; কিন্তু ইহাতে সৈন্যেরা বিষম অসন্তুষ্ট হইল। কেবল ৫০০।৬০০ সৈন্য ভিন্ন আর সমুদয় সৈন্যই আমাকে ত্যাগ করিয়া কাবুলে চলিয়া গেল।

দুই প্রহর রাত্রির সময় পিতার আর একখানা পত্র পাইলাম। উহাতে তিনি আমাকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন—"যে সকল বিশ্বস্ত ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সহচর তোমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে লইয়া তুমি অবিলম্বে 'বোখারা' চলিয়া যাও।"

আমি আর মুহূর্ত্তমাত্রও গৌণ করিলাম না; সেই সময়েই রওয়ানা হই-লাম। বলা বাহুল্য আমি ইহার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বিদেশে যাইব বলিয়া ভ্রমেও মনে করি নাই; সুতরাং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু দেশ ছাড়িতেই হইবে। রাজত্ব এমন ঝক্‌মারী,—পদে পদে প্রাণের আশঙ্কা এত যে, কখন অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয় বলা যায় না।

আমরা সেই সময়েই জিনিস পত্র গুছাইয়া লইয়া অতি দ্রুত বেগে ধাবিত হইলাম। এত দ্রুত চলিলাম যে, সূর্য্যোদয় কালে আফ্‌গান সীমান্ত অর্দ্ধ পথ মাত্র দূরে রহিল। 'দওলত্‌ আবাদ' নামক স্থানে পৌছিয়া একটা পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বে অনুমান দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দেখিতে পাইলাম। এতদ্ভিন্ন সেই পাহাড়ের উপরও অল্প পরিমিত লোক সমবেত ছিল। ইহারা কে, জানি-বার জন্য আমি একটী লোককে প্রেরণ করিলাম। সে ফিরিয়া আসিলে শুনি-লাম, উহারা বল্‌খের 'উজবক' অশ্বারোহী সৈন্য। ইহা শুনিয়া আমি তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলাম। উহারা আমাকে দেখিয়া সালাম করিল এবং বলিল, একটী বিবাহ্ উৎসব উপলক্ষে তাহারা এখানে আগমন করিয়াছে। আমি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঐ যে পাহাড়ের শিখর দেশে কতক-গুলি সওয়ার দেখা যাইতেছে, উহারা কে, তাহা তোমরা বলিতে পার কি?" তাহারা উত্তর দিল,—"উহারা আফ্‌গান সৈন্য; উহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই।" ইহাতে আমি অনুমান করিলাম, নিশ্চয়ই সেখানে নায়েব গোলাম ও আবদুর রহিম খান রহিয়াছে। উহারা গত রাত্রে আমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে আমার সহিত আসিয়া মিলিত হইবার জন্য এক জন লোক দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলাম; কিন্তু তাহারা আসিতে অস্বীকার করিয়া বলিল,—"যে পর্য্যন্ত এই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে লিখিত প্রমাণ প্রদর্শন করা না হয়, ততক্ষণ আমরা আসিতে অক্ষম।" আমি এইবার তাহাদিগকে সন্তোষ জনক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বিশ্বাস জন্মাইলাম; উহারাও আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল।

গোলাম আহ্‌মদ একা ছিল, কারণ রাত্রি কালে তাহার অন্যান্য সঙ্গিগণ হারাইয়া গিয়াছিল।

আমরা অগোণে জৈহুন নদীর দিকে যাত্রা করিলাম। 'উজবক' সওয়ার

গণও আমাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল; কিন্তু আমি তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। তাহারা আমার সৈন্য দল ভুক্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, তাহাদের সাহায্য লওয়ার আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি পুনরায় তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

আমি উত্তম রূপে অবগত ছিলাম যে, 'উজবকেরা' আফ্গানদিগকে অন্তরে অন্তরে বড়ই ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহারা সদা সর্ব্বদা আফগানদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলে সুখী হয়। যাহা হউক উহারা আমার কথায় ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইল। অতঃপর আমরা 'কুচ্' করিলাম।

'হজদাহ নহরের' পর পথে কোন গ্রাম কিংবা জন মানব বসতি কি কোন প্রকার তরু লতা বা শস্য ক্ষেত্রের চিহ্ন মাত্রও বর্ত্তমান নাই; কেবল বালুকাময় মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। জৈহুন নদী পর্য্যন্ত এই অবস্থা। এই কারণ বশতঃ একটা মাঠে খরবুজা ক্ষেত্র দেখিতে পাইয়া আমি আমার সঙ্গীদিগকে আদেশ করিলাম যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব অশ্বের তোবড়ায় (১) দুইটী করিয়া তর-বুজ ও 'খরবুজা' ভরিয়া লয়; কারণ হয় ত মরুভূমিতে আর কোথাও জল পাওয়া যাইবে না।

আমরা জৈহুন নদীর দিকে প্রায় অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়াছি, এক স্থানে আমার অর্দ্ধ পরিমিত সওয়ার 'খরবুজা' খাইবার জন্য অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। আমি তাহাদিগকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য বলিলাম,—"এই যায়গা নিরাপদ নয়, যদি ঘোড়ার উপর বসিয়া 'খরবুজা' ভক্ষণ কর—সে উত্তম।" কিন্তু নায়েব গোলাম আহ্মদ আপত্তি করিয়া বলিল,—"কোথাও ছায়ায় বসিয়া আমরা বিশ্রাম করিব। আপনি অগ্রসর হইতে থাকুন; কিছু ক্ষণ পরেই আমরা সকলে আপনার সহিত আসিয়া মিলিত হইতেছি।" এই

(১) "তোবড়া" ঘোড়ার দানা রাখিবার আধার বিশেষ। মধ্য এশিয়ায় অনেক মরু-ভূমি আছে। আমাদের দেশের ন্যায় সেখানে সকল স্থলে ঘাস জন্মে না; এই কারণ বশতঃ দূরে কোথাও যাইতে হইলে তোবড়ায় ঘোড়ার দানা ইত্যাদি ভরিয়া লওয়া হয়। যাত্রিগণ পথে তদ্দ্বারা ঘোড়ার উদর পূর্ত্তি করিয়া লয়।

কথা বলিয়াই তাহারা বন্য তরু সমূহের ছায়ায় চাদর বিছাইয়া বসিয়া পড়িল। আমি ত্রিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য ও যতগুলি টাকা আমাদের নিকট ছিল, সমুদয় সঙ্গে লইয়া সম্মুখের দিকে রওয়ানা হইলাম। আর সেই অলস গোলাম আহ্‌মদ দুই শত চল্লিশ জন সৈন্য সহ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। তাহার এই অশ্বারোহী সৈন্য দলের উর্দ্ধতন অফিসার নাজের হায়দর, আবদুর রহিম, কর্ণেল সোহ্‌রাব, কর্ণেল নজির, কম্যাণ্ডাণ্ট সেকেন্দর চর্খিও তাহার পুত্র কম্যাণ্ডাণ্ট হায়দর, এতদ্ভিন্ন চল্লিশ জন কাপ্তান ও রেসালাদারও এই দলে ছিল।

এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, 'তথ্‌তাপুলে' আমার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রকে তাহার খুল্লতাত ভ্রাতা সর্দ্দার আজিম খানের সঙ্গে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তখন এই যুবকের বয়স পনর বৎসর। এই উভয় বালক সেকেন্দর খান 'আরকজি' ও গোলাম আলীর তত্ত্বাবধানে ছিল।

আমরা নয় কি দশ মাইল সম্মুখে চলিয়া আসিয়াছি, এমন সময় জনৈক অশ্বারোহী আমাদের পশ্চাদ্দিক হইতে দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া আসিতে লাগিল। সে ত্বরায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"আপনি যে সকল 'উজবক্‌' অশ্বারোহীকে সঙ্গে আনিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারা স্ব স্ব বাটীতে না গিয়া তৎ পরিবর্ত্তে আমাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে এবং নায়েব গোলাম ও তাহার সৈন্যদিগকে বৃক্ষ তলে শায়িত দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এখন আপনি গিয়া তাহাদের সাহায্য করুন।"

আমি বলিলাম—"আমার কর্ম্মচারীদিগের কি প্রকার বুদ্ধি বিবেচনা? যে স্থলে তাহারা নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলাইয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে, আর আমি সেই স্থানেই ফিরিয়া গিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব,—ইহাই কি তাহাদের ইচ্ছা? যুদ্ধের সময় কেবল বাহাদুরী দেখাইলেই কার্য্য হয় না। পরন্তু সিপাহীদিগের এইরূপ বিবেচনা থাকাও কর্ত্তব্য যে, প্রয়োজনের কালে প্রাণ লইয়াও সকলে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়। জীবন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে এবং যখন দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না, সেই অবস্থায় প্রাণ রক্ষা করাও সমর-নীতি অনুসারে বিজয় লাভের মধ্যে গণ্য।" আমি সেই সওয়ারকে বুঝাইয়া

বলিলাম,—যথন তিন শত সৈন্য সঙ্গে থাকিতেও আমি যুদ্ধ করি নাই, আর এথন মাত্র ত্রিশ জন সৈন্য লইয়া কিরূপে যুদ্ধ করিব।

আমার সঙ্গীদিগের মধ্যে নজির থান নামক জনৈক অফিসার, তাহার ভ্রাতা সোহ্‌রাবের সাহায্যার্থ সেই অশ্বারোহীটীর সঙ্গে গমন করিল।

অতঃপর আমরা পুনরায় লক্ষ্য পথ অনুসরণ করিলাম।

জৈহুন নদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া আমি আমার সঙ্গীদিগকে সেথানে অপেক্ষা করিতে বলিলাম এবং এক জন অশ্বারোহী সৈন্যকে সঙ্গে লইয়া নৌকা ভাড়া করিবার উদ্দেশ্যে নদীর দিকে অগ্রসর হইলাম। এইরূপ করিবার কারণ —হয় ত নৌকার মাঝিরা বহু সংখ্যক লোক দেথিয়া ভয় পাইতে পারে! নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেথিলাম, মাত্র এক থানা নৌকা রহিয়াছে! এবং তাহার ভাড়া লইয়া "কিশ্‌মিশ" ও "বাদাম" বিক্রেতা তুর্কম্যান সওদাগরেরা বচসা করিতেছে। এমন কি এক জন সওদাগর নিজের সমুদয় মাল ও দশটী উষ্ট্র নৌকার উপর তুলিয়া ফেলিয়াছে।

আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নৌকার উপর গিয়া উঠিলাম।

মাঝিগণ তুর্কি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে?"

আমি সেই ভাষাতেই উত্তর দিলাম—"সওদাগর।"

ইহার পর আমাদের পরস্পরের মধ্যে আরও অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। আমি আমার লোকটীকে অবশিষ্ট লোকদিগকে লইয়া আসিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলাম। উহারা আসিলে তাহাদিগকে দেথিয়া সওদাগর ও মাঝিদের ত একেবারে চক্ষু স্থির! কিন্তু একটু পরেই তাহারা নৌকা থানা আমাদের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইবার উদ্যোগ করিল।

আমি আমার বন্দুকটী তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক শাসাইয়া বলিলাম—"যদি তোমরা নৌকায় উঠ, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি গুলি চালাইব।" ইহাতে তাহারা সঙ্কল্পচ্যুত হইল; আর অধিক গোলযোগ করিল না। আমার এক জন অশ্বারোহী সৈন্যের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ইনি কে?"

সে উত্তর দিল—"ইঁনি সর্দ্দার আবদুর রহমান থান, মহামান্য আফ্‌জাল থানের পুত্র।"

ইহা শুনিয়াই তাহারা আসিয়া আমাকে সালাম করিল এবং স্ব স্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।

নদী পার হইবার জন্য আমি আমার লোকদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। এক অংশ অশ্বগুলি সহ আমার সঙ্গে নৌকায় উঠিল। দ্বিতীয় দলকে বাধ্য হইয়া পশ্চাতে থাকিতে হইল। আমি উহাদিগকে মাঝিদের নিকট হইতে কোদালাদি বিবিধ প্রয়োজনীয় খনক দ্রব্য চাহিয়া লইয়া আত্মরক্ষার জন্য বালির দেওয়াল প্রস্তুত করিয়া লইতে আদেশ করিলাম।

আমরা নদীর অপর তীরে প্রায় পঁহুছিয়াছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, আমাদের সম্মুখ দিক হইতে এক খানা নৌকা আসিতেছে। আমি আমার সহ যাত্রীদের মধ্য হইতে খুব দ্রুত সন্তরণ পটু এক ব্যক্তিকে নৌকা খানার সংবাদ জানিয়া আসিবার জন্য প্রেরণ করিলাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—উহাতে আবদুর রহিম বোখারা পতির প্রেরিত জনৈক এল্‌চির (রাজদূত) সহিত আগমন করিতেছে।”

তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলে আমরা পরস্পর মিলিত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ছয় ঘণ্টা কাল নদীতে ভ্রমণ করিয়া দশ ঘটিকার সময় বোখারা পতির রাজ্যে গিয়া উপনীত হইলাম।

নৌকার মাঝিগণ আমাদের থাকিবার জন্য স্ব স্ব বাড়ী খালি করিয়া দিল; কিন্তু আমি আমার অবশিষ্ট লোকেরা আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত নদী তীরে বসিয়া থাকিয়া, তাহাদের প্রতীক্ষা করাই ভাল বলিয়া বিবেচনা করিলাম।

আমি মাঝিদিগকে দশটী 'আশরফি' প্রদান করিয়া:বলিলাম,—“ইহা দ্বারা তোমাদের আহারের দ্রব্যাদি ও আমাদের অশ্বগুলির জন্য দানা ঘাস ক্রয় করিয়া লইয়া আইস।”

আবদুর রহিম এবং সেই 'এল্‌চি' ও তাহাদের সঙ্গে গমন করিল। আমি আবদুর রহিমকে দুই শত 'তংগা' প্রদান করিয়া বলিলাম,—“আমার সওয়ারদের নিমিত্ত দশটী ভেড়া ক্রয় করিয়া উহার মাংস রন্ধন করাও, এবং তিন শত খানা রুটী ক্রয় করিয়া লইয়া আইস। কাল উহারা আসিয়া পৌঁছিবে।”

আমি 'শির আবাদের' মীরকে পত্র দ্বারা আমার আগমন সংবাদ জানাইলাম। ইঁনি বোখারাপতির আশ্রিত সামন্ত নরপতি। আমার

সওয়ারদিগকে নদীর অপর তীর হইতে লইয়া আসিবার জন্য আমি তাঁহার নিকট দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলাম। আমার পত্র পাইয়া তিনি পর দিন অতি প্রত্যূষে চারিশত 'সওয়ার' ও ছয় খানা নৌকা পাঠাইয়া দিলেন।

সূর্য্যোদয় হইবামাত্র ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল। এক এক বার এককালীন বহু সংখ্যক বন্দুকের গুরু গম্ভীর ধ্বনি হইতেছিল। দশ বার এইরূপ ভাবে গুলি বর্ষণের শব্দ শ্রবণ করিয়া আমি আমার অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে জাগ্রত করিলাম এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিতে লাগিলাম,—"ঐ শুন তোমাদের সঙ্গিগণ নৌকারোহণের আনন্দ-সূচক আওয়াজ করিতেছে।"

আমি মাঝিদিগকে বলিলাম—"যদি তোমরা এইক্ষণে ওপারে যাইবার জন্য আমাকে বিশ খানা নৌকা আনিয়া দিতে পার, তবে আমি নৌকা প্রতি পঞ্চাশটী করিয়া 'আশরফী' ( স্বর্ণ মুদ্রা ) প্রদান করিব।" কিন্তু তাহারা উত্তর দিল—নদীর ওপারে যুদ্ধ হইতেছে; আমরা আমাদের জীবন এমন প্রত্যক্ষ বিপত্তিতে ফেলিতে ইচ্ছুক নহি।"

আমি তখন কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত কেমন যেন অলস ভাবে গা ঢালিয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম। কর্ত্তব্য বুদ্ধি যেন লুপ্ত হইয়া গেল। তৎপর আমার বালক দাস হোসেনকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পূর্ণ একটী তোড়া আনয়ন করিতে আদেশ করিলাম। তোড়া আনীত হইল। থলি হইতে সেই সুন্দর—উজ্জ্বল সুবর্ণ মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া মাঝিদিগের সম্মুখে গণিয়া রাখিলাম এবং এই বলিয়া লোভ প্রদর্শন করিতে লাগিলাম যে, "যদি তোমরা নৌকাগুলি আনিয়া দাও, তাহা হইলে এই প্রচুর ধন—'আশরফি' গুলির অধিকারী তোমরাই হইবে।" এইবার আমি তাহাদিগকে কেবল ফাঁকি দিতেছি বলিয়া তাহারা মনে করিল। আমি নিরুপায় হইয়া তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বলিলাম—"যদি তোমরা এই মুহূর্ত্তে নৌকা আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিবে বলিয়া সর্ত্তে আবদ্ধ হও, তাহা হইলে এখনই এই মুদ্রাগুলি লইয়া যাইতে পার।"

এই উপায়ে ত্রিশ খানা নৌকা সংগৃহীত হইল। আমরা সকলে নৌকা-

রোহণ করিয়া অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিঞ্চিদধিক দুই ঘণ্টা কাল মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ নদী অতিক্রম করিয়া ফেলিলাম।

নদী পার হইবার কালে জানিতে পারিলাম, আমি যে সকল অশ্বারোহী সৈন্যকে জঙ্গলে শায়িত অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, এবং যাহাদের উপর 'উজবক' অশ্বারোহিগণ আক্রমণ করিয়াছিল, উহারা যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাতে হটিয়া আসিয়াছে এবং জৈহুন নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছে। শত্রুগণ দেখিল, নদীতে একখানাও নৌকা নাই এবং রাত্রিও সমীপবর্ত্তী হইয়াছে; সুতরাং তাহারা সেই রাত্রির জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইল। পর দিন প্রাতে আমার অশ্বারোহীদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিবে ইহাই ঠিক করিল। আমি যে বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলাম, উহা এই প্রাতঃকালের গুলি বর্ষণের শব্দ!

আমার সওয়ারগণ আমার নৌকাগুলি দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত সাহস ও উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের অন্যান্য সঙ্গী—যাহারা বালুকার প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারাও সেই দেয়ালের অন্তরাল হইতে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে শত্রুগণ বিষম ভীত ও চমকিত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

অতঃপর আমরা সকলে মঙ্গল মতে নদী পার হইয়া আসিলাম। আমি যে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, তদ্দ্বারা সৈন্যগণ উদর পূরণ করিয়া ভোজন করিল। উহারা এক কালে ৩৬ ছত্রিশ ঘণ্টা যাবৎ ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছিল।

আমরা পর দিন বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত মাঝিদের বাড়ীতে খুব আরামে শুইয়া পুনরায় বোখারা রওয়ানা হইলাম। পথে এক রাত্রি "আলি আবাদে" যাপন করা গেল। এখানে "শির আবাদের" মীর ও স্থানীয় সর্দ্দারগণ আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগমন করিলেন। এই স্থান হইতে আমরা মীরের বাড়ীতে গমন করিলাম। আমার আগমন উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীটী খুব সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। এখানে দশ দিন তাঁহার অতিথি রহিলাম।

ইহার পর বোখারাপতির এক খানা পত্র আমার হস্তগত হইল। তাঁহার নিকট গিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি উহাতে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। এই পত্র খানা পাইয়াই আমি রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে প্রথম দিন "শোর-

আব”,—দ্বিতীয় দিন “সর-আব্” এ রহিলাম। এইরূপ পর পর এক এক রাত্রি যথাক্রমে “বোলাক”—‘চখ্বাজ গেল্লা,’—‘চশ্‌মা’—‘হফিজান’—‘কোরা-শেখ্’—‘গজার’—ও ‘কত্নকলি’তে অবস্থান করা গেল। ‘করশিতে’ পাঁচ দিন থাকিতে হইল। এথান হইতে ‘খোজা’ ও ‘কাকর’ হইয়া বোথারায় পৌঁছিলাম। উজীর, কাজী, কোতোয়াল, রাজকীয় কতিপয় চিফ্ অফিসার সহ ‘কাকর’ নামক স্থানে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমার থাকিবার জন্য এক থানা বাটী বিশেষ ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। আমার পরিচর্য্যার নিমিত্তও একটী লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল; সে হাজির হইয়া আমাকে সালাম করিল।

নয় দিন পর্য্যন্ত আমাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইল। ইহার পর বোথারা-পতি আমার ও আমার অফিসারদের জন্য থেলাৎ প্রদান করিলেন এবং দশ হাজার ‘তংগা’ আমার জন্য,—এক এক হাজার তংগা প্রত্যেক উচ্চ শ্রেণীর অফিসারের জন্য,—পাঁচ ছয় শত তংগা অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রত্যেক অফিসারের পদানুরূপ এবং দুই শত তংগা করিয়া প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্য;—উপরন্তু স্বুবর্ণ থচিত দুই জোড়া ঘোড়ার সাজও আমার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। আমি ইহার প্রতিদান স্বরূপ এক থানা স্বুবর্ণ মণ্ডিত হাতল বিশিষ্ট তরবারি,—একটী স্বর্ণের কারুকার্য্য থচিত ঘোড়ার সাজ,—যাহাতে বার হাজার আশরফি ওজনের স্বর্ণ ছিল,—এক থানা স্বর্ণ মণ্ডিত ‘পেশ কব্জ্’—দুই শত ‘আশরফি’,—একটী মণি মাণিক্য থচিত চারি শত পাউণ্ড মূল্যের পেটি,—আমার নিজের পালিত দুইটী আরব্য অশ্ব,—একটী স্বুবর্ণ থচিত আরব দেশীয় জিন, নয় থানা করিয়া ‘কম্থাব’ ও কাশ্মিরী বস্ত্র, নয় থানা কাশ্মিরী শাল, নয়টী শালের ‘আমামা’ (পাগড়ী), নয় থানা ‘তনজেব’ বস্ত্র, নয়টী জরির টুপী,—বোথারার শাহ্‌কে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলাম।

শাহ্ মহোদয় আমাকে কতকগুলি পরিচ্ছদও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনটী কামিজ (শার্ট) ও পায়জামা ছিল। পায়জামাগুলিতে “ইজার-বন্দ” (১) ছিল না। আমি শুনিতে পাইলাম, বোথারাপতিও নাকি এই প্রকার

---

(১) ইজারবন্দ—পায়জামা পরিধানের বন্ধনী বিশেষ।

পায়জামাই পরিধান করিয়া থাকেন। ইহাতে আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, এই পায়জামা গুলি রক্ত, শ্বেত, ঘোর লাল ও সবুজ—এই চারি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

আমি ও আমার অফিসারগণ এই পোষাক পরিধান করিলে জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া জানাইল যে,—"শাহ্ আপনাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন।" আমরা শাহী মহলে গমন করিলাম। উজির আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং শাহের কোঠা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন।

বোখারার শাহ্‌গণের দরবারের প্রথা এইরূপ ; বাদশাহ দুই তিন জন বালক দাসকে সঙ্গে লইয়া একটী বৃহৎ বাড়ীতে উপবেশন করেন। তাঁহার সমুদয় কর্ম্মচারিগণ বাড়ীটীর চতুষ্পার্শ্বে দেয়ালের নীচে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চবুতরার উপর ঘুরিয়া উপবিষ্ট হন। শাহের মহলের দ্বারে দুই জন দ্বারবান অনুক্ষণ সচঞ্চল,—এদিকে সে দিকে হেলিতেছে, দোলিতেছে,—শাহ্ কোন্ সময় চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করেন, আর তাহারা তন্মুহূর্ত্তে সেই আদেশ পালন করিবে,—এই জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্ত। যদি শাহ্ সঙ্কেত করেন, তবে অমনি তাহারা দৌড়িয়া গিয়া শাহ্ সন্নিধানে উপস্থিত হয় এবং পুনরায় শাহের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া বাহিরে ফিরিয়া আসে ও 'হোদাচিকে' (১) বাদশাহের আদেশ জ্ঞাপন করে।

আমি যখন এই দ্বারবানদিগের নিকটে পৌঁছিলাম, তখন তাহারা দৌড়িয়া শাহের নিকট গমন করিল এবং পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া 'হোদাচি'র নিকট বলিল,—"শাহ্ ইঁহার উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছেন।" আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"ঘোড়া দুইটীর লাগাম হস্তে লও, নজর দিবার 'তংগা' গুলি পৃষ্ঠোপরি রাখ, আর শাহকে 'সেজদাহ' (২) কর।"

আমি উত্তর দিলাম—'তংগা'গুলি এক জন লোকের বোঝা, ঘোড়া দুইটীর জন্য দুই জন সহিসের প্রয়োজন ; আর আমি কোনও মানুষকে—সে যে কেহই হউক না কেন,—কখনও 'সেজদাহ্' করিতে পারি না। আমাকে খোদা

(১) "হোদাচি"—রাজ সভার প্রধান কর্ম্মচারী ; ইঁহার মারফৎ বোখারার সম্রাটের সমস্ত আদেশ জারী হয়।

(২) "সেজদাহ্"—ভূমিতে মস্তক স্থাপন করিয়া খোদার উদ্দেশ্যে সম্মান প্রকাশ করা।

সৃজন করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই 'সেজ্‌দাহ্‌' পাইবার অধিকারী নহেন।

দ্বারবানগণ এই প্রকারের জবাব ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কাহারও নিকট হইতে শ্রবণ করে নাই; সুতরাং আমার কথা বার্ত্তা শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, "আমি নিজেই শাহের নিকট গিয়া আমার প্রস্তাব জানাইব; ইহাতে বাধা দিলে অন্য কোন দেশে চলিয়া যাইব।"

পরিশেষে উজির মহোদয় আসিয়া 'হোদাচি'কে কি কি বলিলেন; তিনি শাহের নিকট গমন করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "শাহ আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।"

আমি শাহের দরবারে প্রবেশ করিলাম এবং মুসলমান জাতির সাধারণ রীতি অনুরূপ "সালাম আলায়কুম" বলিয়া শাহের সহিত 'মোশাফেহা' (কর স্পর্শ) করিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে অনুজ্ঞা করিলেন। আমি তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত মর্য্যাদা প্রকাশ করিয়া উপবেশন করিলাম। কথা বার্ত্তায় ও দরবারের 'আদব' 'কায়দার' দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিলাম। এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত আমাদের পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপ চলিল; তৎপর আমি স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার দুই মাস পর শাহের জনৈক কর্ম্মচারী এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল যে,—'বাদশাহ সালামত' আপনার উপর বড়ই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; এজন্য এক সহস্র 'আশরফি' ও তিন জন সুশ্রী অল্প বয়স্ক দাস তাঁহাকে 'নজর' স্বরূপ দেওয়া আপনার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।" আমি উত্তর প্রদান করিলাম, এই তিনটী বালক (ইহারা আমার সঙ্গে ছিল) আমার পুত্র স্থানীয়, আর এত আশরফি প্রদান করা বাদশাহের কার্য্য; আমার দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। তবে আমার যতদূর সাধ্য—আমি রীতি মত বাদশাহের নিকট উপঢৌকন উপস্থিত করিয়াছি এবং এখন 'শাহী' পুরস্কার লাভের আশায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতেছি।"

দশ দিন পর সেই ব্যক্তি পুনরায় আসিয়া বলিল,—"বাদশাহ আপনাকে সালাম বলিয়াছেন। আপনি দরবারী কোন পদে নিযুক্ত হউন, ইহাই তাঁহার

ইচ্ছা। তাহা হইলে আপনি প্রত্যহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবেন। তিনি আপনার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট।" আমি উত্তর দিলাম—"আমি কথনও চাকরী করি নাই, এই জন্য চাকরীজীবির আদব কায়দা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও সেইরূপ আচরণ করিতেও অতিমাত্র অক্ষম।" এই কথার উপর সেই ব্যক্তি বলিল,—"আচ্ছা আপনি চাকরী স্বীকার করুন; আপনাকে জায়গীর দেওয়া যাইবে।" আমি কহিলাম,—"আমি শাহ্ মহোদয়ের দীর্ঘজীবন লাভ জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার জায়গীর কিম্বা টাকা কিছুরই প্রয়োজন নাই।" সেই ব্যক্তি বলিল, "যদি আপনি চাকরী স্বীকার না করেন, তবে আপনার গুরুতর অনিষ্ট হইবে—আপনি মহা বিপদে পতিত হইবেন।" কিন্তু আমি তাহার এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম,—"যাহারা কোন মন্দ কার্য্য করিতেছে, কেবল সেই সকল লোকেরই ক্ষতি হইতে পারে। আমি ত নিজেই শাহের আশ্রয়ে নিরাপদে নিশ্চিন্ত চিত্তে বাস করিতেছি। হাঁ, আর যে যে আদেশ হয়, আমি পালন করিতে প্রস্তুত আছি। আমার পিতামহ কাবুলের আমিরের জন্যও যে অবস্থায় আমি কথনও এইরূপ পরিচর্য্যা করি নাই, এখন আমার দ্বারা তাহা কিরূপে সম্ভরপর হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ যদি বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমাকে চাকরী করিতেও হয়, তবু আমি অন্যান্য অফিসারগণের ন্যায় সারা দিন নিষ্কর্ম্মা ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিব না। ইহার ফলে দরবারের অন্যান্য কর্ম্মচারী দিগকে অলস ও অকর্ম্মণ্য দেখিতে পাইয়া বাদশাহ্ অবশ্যই তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন। আমার অবস্থা সম্পূর্ণ এই কবিতাটীর অনুরূপ:—

> "না-ব-উস্তর্ বর্ সোয়ারম্,
> না-চু-উস্তর জের্ বারম্;
> নায় খোদাওন্দে রেয়াইয়ত্,
> নায় গোলামে শহর ইয়ারম্;"

আমি উটের উপরও সওয়ার নহি, অথবা উটের মত বোঝার নীচেও নহি। আমি প্রজাদের প্রভু বা বাদশাহ নহি; কিম্বা বাদশাহের প্রজাও নহি; অর্থাৎ আমি কোন প্রকার অবস্থায়ই দাস নহি; আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন; অবস্থার এবং সময়ের যখন যে ভাবে পরিবর্ত্তন হয়, আমি তাহার পশ্চাৎ বিনা ক্লেশে ধাবিত

হইতে সমর্থ; কদাপি পৃথিবীর সুখ দুঃখের জন্য আমার মন হতাশ,—হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না।”

এই কথাগুলি শুনিতে পাইয়া সেই ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, তাহার সমুদয় উপদেশই বিফল হইয়াছে। অতঃপর আমার সহিত তাহার যে সকল কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, সে তাহা লিখিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

আমি বোখারায় পৌঁছিয়াই এক জন বিশ্বাসী লোককে শাহী দরবারের সমুদয় সংবাদ আমাকে জানাইবার জন্য মাসিক কুড়ি আশরফি বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। বোখারাপতির দরবারে সমুদয় কার্য্য মৌখিক হইয়া থাকে; লেখা পড়ার কোন সম্বন্ধই নাই। এজন্য দরবারে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিই সেখানকার সমুদয় বিষয় সঠিক অবগত হইতে পারে। রমজান মাসে শাহী অফিসারগণ কোন কার্য্য করেন না, কেবল রোজা রাখেন মাত্র; কিন্তু আমি কোতোয়ালের গুপ্তচরদিগের ভয়ে একটু মাত্র নিশ্চিন্ত ছিলাম না; কারণ যে দিন আমি চাকরী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, সেই দিন হইতে গুপ্ত ভাবে আমার তত্ত্বাবধান করা হইতেছিল; প্রকৃত পক্ষে আমি তখন নজরবন্দী ছিলাম। আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু পরের দেশ;—সহায় সম্পদ কিছুই নাই, সুতরাং প্রকাশ্যতঃ আমি যেন এ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি, এই রূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমার ভৃত্যদিগকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না।

পবিত্র ইদোৎসবের দিন বাদশাহের কয়েক জন কর্ম্মচারী খেলাৎ স্বরূপ আমার জন্য এক জোড়া পোষাক মায় আমামা (পাগড়ী) ও রুমাল লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন,—“বাদশাহের আদেশ, কাল অতি প্রত্যূষে আপনি ‘ঈদের’ আনন্দোৎসবে আসিয়া যোগদান করিবেন।”

পর দিন আমি যথাস্থলে গমন করিলাম। দেখিলাম একটী সুবৃহৎ কক্ষে ৪০ জন লোক বসিয়া আছে। তন্মধ্যে মোহাম্মদ খান * নামক বল্‌খের জনৈক লেখকও উপস্থিত ছিল। আমার এবং আমার ২০ জন সঙ্গীর বসিবার জন্য

* এই ব্যক্তি প্রথমতঃ “সরপুল” এর “মীর” ছিল; কিন্তু সে পরে বিদ্রোহী হয় এবং গোলাম আলী ও কর্ণেল অলি মোহাম্মদ খান কর্ত্তৃক পরিচালিত আফগান সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া বোখারায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নের চবুতরাগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ চবুতরায় মোহাম্মদ খান দশ জন লোকের সহিত উপবিষ্ট ছিল।

'বাদশাহ সালামত' তশরিফ আনয়ন করিলেন। সকলেই দণ্ডায়মান হইল এবং তাঁহার হস্ত চুম্বন করিল। আমিও তাহাদের অনুকরণ করিলাম। ইহার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

অতঃপর মিঠাই পূর্ণ বহু সংখ্যক 'বারকোষ' আনীত হইল। 'দস্তরখান' পাতা গেল। সমুদয় দ্রব্য উহার উপর সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিয়া ভৃত্যেরা সরিয়া পড়িল। আর অমনি উপস্থিত নিমন্ত্রিতবর্গ যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি খাইতে আরম্ভ করিল। যাহারা কিছু দূরে ছিল, তাহারা আসিয়া স্ব স্ব রুমাল পূর্ণ করিয়া লইল এবং নিজ নিজ উপবেশনের স্থানে আসিয়া বসিয়া অবিকল পশ্বাদির ন্যায় খাইতে লাগিল। আমার এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, পশুদিগেরই বাসনের কোন প্রয়োজন হয় না!

আমি বিস্মিত হইয়া এই সকল কাণ্ড কারখানা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলিল—"ইহা আমাদের সম্রাট্ প্রদত্ত একটী পবিত্র মহা ভোজ; আপনি কেন খাইতেছেন না?" আমি এক টুকরা মিঠাই তুলিয়া লইয়া বলিলাম,—"ইহাই যথেষ্ট, আর চাহি না।"

আমি যত শীঘ্র সম্ভব "ইদগাহ্" এ গমন করিলাম। বাদশাহের আদেশে এখানে খাস আমার জন্য একটী বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। আমি দেখিতে পাইলাম, নায়েব গোলাম মোহাম্মদ ও কম্যাণ্ডাণ্ট সেকেন্দর খান চল্লিশ জন সঙ্গী সহ এখানে উপস্থিত; ইহারা সকলেই ইতিপূর্ব্বে আমার কর্ম্মচারী ছিল; এক মাস হইল, বোখারা পতির অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে। দুঃসময় এমনি যে—ইহারা আজ আমাকে দেখিয়া সালাম পর্য্যন্ত করিল না!

শাহ্ একটী শ্বেত বর্ণ অশ্বে চড়িয়া আগমন করিলেন; তাঁহার মস্তক স্থিত "আমামায়" একটী লম্বা মুকুট,—অশ্বের মাথায় একটী মুকুট ও অশ্বের পৃষ্ঠোপরি একটী মুকুট সংলগ্ন ছিল। এক খানা কাশ্মীরী শাল কোমরে বেষ্টিত ছিল। 'আমামা'টী ২০।৩০ গজ লম্বা বহুমূল্য 'জরবাফত্' নামক বস্ত্রের তৈয়ারি। কোমরে একটি মণি মাণিক্য খচিত 'পেশ কবজ' বিলম্বিত। এই বেশে তিনি বড়ই 'শান্' 'শওকতে'র সহিত উপাসনা স্থলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্রত্যেক তৃতীয় বার পদক্ষেপে লোকেরা আভূমি প্রণত হইতে লাগিল; কিন্তু আমি সেই রূপেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শাহ্ তকবির বলিতে বলিতে আমার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

নমাজ আরম্ভ হইল। আমি দেখিলাম, শাহের 'আমামার' তিনটী 'পেচ' (থাক) খসিয়া গিয়াছে, 'আমামা' মাথা হইতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় তিনি 'সেজদাহ্' হইতে আর মস্তকোত্তোলন করিতেছেন না; আমি এত বড় বাদশাহকে লজ্জিত হইতে হইবে দেখিয়া আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ নমাজের নিয়ত ছাড়িয়া দিলাম এবং ঝুকিয়া পড়িয়া 'আমামা' ঠিক করিয়া দিলাম। খোদা অপরিসীম দয়ালু; যদিও আমার নমাজ পূর্ণ হইল না, তথাপি মনে বড় আহ্লাদ হইল; কেন না আমি আজ একটী পুণ্য কার্য্য করিলাম।

নমাজ সমাপ্ত হওয়ার পর শাহ্ অশ্বারোহণ করিলেন। লোকেরা পূর্ব্বের ন্যায় পথে পথে মৃত্তিকা চুম্বন করিতে লাগিল। আমি সুযোগ মতে স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার কিছু দিন পর বোখারার কাজীর আদালতে আমার নামে একটা গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইল। সহরবাসী কতিপয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত আমার অবৈধ সংযোগ আছে, ইহাই অভিযোগের কারণ। শাহের আদেশে কোতোয়াল এই মোকদ্দমা চালাইয়াছিল; কিন্তু বিচারে আমার অপরাধ প্রমাণিত হইল না। কারণ আমি কখনও একা থাকিতাম না। যেখানে যাইতাম, প্রায় ৬০।৭০ জন লোক নিয়ত আমার সঙ্গে থাকিত।

এই অভিযোগে কোন ফল হইল না দেখিয়া 'শাহ্' ইহার পরেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, যে প্রকারেই হউক, আমার চাকরগণ যাহাতে আমার নিকট হইতে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তজ্জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে হইবে।

এই সময়ে সংবাদ আসিল,—রুসীয়গণ 'তাশ্কন্দ' অধিকার করিয়াছে এবং বোখারাও অধিকার করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতেছে। ইহা শুনিয়াই শাহ্ অবিলম্বে 'সমরকন্দে' রওয়ানা হইলেন। আমাকে ও আমার সঙ্গীদিগকে এখানেই থাকিতে হইল।

আমি অতিমাত্র সত্বর এক জন কর্ম্মচারীকে "রাউলপিণ্ডী"তে পিতৃব্য মোহাম্মদ আজম খানের নিকট রওয়ানা করিলাম। পত্রে লিখিলাম—আমার দৃঢ় বাসনা, যে প্রকারেই হউক, আমি নিজকে এই বন্দী দশা হইতে মুক্ত করিব এবং দয়াময়ের কৃপায় এখান হইতে 'বল্‌খে' যাত্রা করিব। যদি সম্ভব হয়, তবে আপনিও 'হিন্দুস্থান' ত্যাগ করুন এবং 'সোয়াতের' পথে 'চিত্রল' ও 'বদখ্‌শান' হইয়া আগমন করিতে থাকুন ;—যেন বল্‌খে আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার বল্‌খ স্থিত সৈন্যদিগকেও পত্র লিখিয়া এই কামনা জ্ঞাপন করিলাম।

বোখারার শাহের নিকট—সমরকন্দে পত্র লিখিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। এই পত্রখানা নাজের হায়দর খান ও কম্যাণ্ডাণ্ট নজিরের দ্বারা রওয়ানা করা হইল।

শাহের 'উজির' 'কাজী' ও বোখারার কোতোয়াল এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল যে, "আপনি কেন আমাদের অনুমতি না লইয়া শাহের নিকট পত্র লিখিয়াছেন?" আমি উত্তর লিখিলাম, "শাহের বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী আছেন, কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আমা হইতে অধিকতর উচ্চ স্থানীয় বলিয়া মনে করি না।"

এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিয়া পাঠাইল—"আমরা অন্য লোক প্রেরণ করিয়া আপনার পত্রবাহককে ফিরাইয়া আনিব।" আমি বলিলাম—"যদি এই রূপ করা হয়, তবে আমি 'শাহ্‌' এবং তোমাদের অনুমতি না লইয়াই এখান হইতে চলিয়া যাইব। তখন 'শাহের' নিকট তোমাদিগকে এজন্য 'জবাবদিহি' হইতে হইবে।"

কি ভাবিয়া ইহার পর আর তাহারা কোন উচ্চ বাচ্য করিল না।

শাহ্‌ আমার পত্রের কোন উত্তর দান করিলেন না, পরন্তু পত্রবাহকগণকে তাঁহার সঙ্গে রাখিলেন। আমি কয়েক দিন পর পুনরায় জেনারেল আলি আশকর খানকে প্রেরণ করিলাম। এই দ্বিতীয় পত্র পাইয়া 'শাহ্‌' স্বীয় পরামর্শদাতাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই মত প্রকাশ করিল যে, যখন নূতন বৎসরের প্রারম্ভ হইতে আপনি তাঁহাকে কোন প্রকার আর্থিক কিম্বা খাদ্য দ্রব্য বাবদ সাহায্য প্রদান করেন নাই, তখন আর তাঁহার এখানে

থাকার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। শাহ্‌ও তাঁহাদের এই কথা পছন্দ করিলেন। আমাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

শাহ্ স্বীয় উজিরের নিকট পত্র লিখিয়া ইহা জানিবার জন্য আদেশ করিলেন যে,—"আমার কর্ম্মচারিগণ শাহের অধীনে কার্য্যে থাকিতে ইচ্ছুক ? না আমার সঙ্গে থাকাই তাহারা পসন্দ করিয়া থাকে।" কিন্তু এই পত্রের ভাষাটা বড় স্পষ্ট ছিল না। উজির বুঝিলেন,—এ সময়ে আমার অধীনে যাহারা কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, শাহ্ তাহাদের সম্বন্ধেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। আমার সঙ্গে যে সকল লোক বোখারা আগমন করে, এবং আমা হইতে পৃথক্ হইয়া 'শাহের' অধীনে চাকরী স্বীকার করে, তাহাদের সম্বন্ধেই ইহা লিখিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ভ্রম বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া উজির বলিয়া পাঠাইলেন—"বাদশাহের কতকগুলি আদেশ শুনাইবার জন্য আপনি আপনার কর্ম্মচারিগণকে ত্বরায় আমার নিকট প্রেরণ করুন।"

আমি ইহাতে বুঝিতে পারিলাম,—উজির এই ছলনায় আমার কর্ম্মচারীগণকে বন্দী করিয়া ফেলিবে; শেষে আমাকেও কারারুদ্ধ হইতে হইবে। এই জন্য কর্ম্মচারিদিগকে প্রেরণ করা সম্বন্ধে আমি উজিরের আদেশ অগ্রাহ্য করিলাম। আমি এই বলিয়া উত্তর দিলাম যে,—"যদি কর্ম্মচারীদের সহিত তোমার কিছু বলিবার থাকে, তবে তুমি নিজে আসিয়া আমার সাক্ষাতে বলিয়া যাও।"

আমার সঙ্গিগণও এই উত্তর পছন্দ করিল; তাহারাও বলিল,—"আমরা যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিব; তথাপি জীবন থাকিতে উজিরের নিকট যাইব না।"

উহারা অবিলম্বে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল। আমি আমাদের উত্তর উজিরের নিকট জানাইবার জন্য তাঁহার সংবাদ বাহককে বিদায় করিয়া দিলাম।

এই উত্তর শুনিয়া উজির স্বীয় সেক্রেটারীকে প্রেরণ করিলেন। তিনি আমাকে বাদশাহের আদেশ শুনাইলেন। আমার কর্ম্মচারিগণ এক বাক্য হইয়া কহিল,—"আমরা আমাদের রাজপুত্রের সেবা করিবার জন্য আসিয়াছি,—শাহের দাস হইবার জন্য নহে।"

দুই দিন পরে আমি দেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় সেকেন্দর খান ও নায়েব গোলাম সমুদয় সঙ্গী ও বিছানা পত্রাদি কাঁধে করিয়া

লইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রকাশ করিল যে, শাহ্ তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে লিখিত দলিল তলব করিয়াছেন। উহাতে শাহের দাসত্ব করিবার অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ; কিন্তু উহারা এইরূপ স্বীকার পত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং এই কারণ বশতঃ তাহাদের সকল-কেই পদচ্যুত করা হইয়াছে।

যে সময়ে এই কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, তখন ইহাদের বহুসংখ্যক মহাজন তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত গোলমাল করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রায় দুই হাজার 'আশরফি' পাওনা ছিল। আমি নায়েব গোলামকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—"যদি তোমরা সকলে আমার সঙ্গে থাকিতে,—আমার সুখ দুঃখে ছায়ার ন্যায় অনুগামী হইতে—আমার কষ্টকে নিজের কষ্ট বলিয়া মনে করিতে, তবে আমি আজ কেবলমাত্র একা তোমাকেই ইহা হইতে অধিক ব্যয় করিয়া লইয়া যাইতাম।" সে ইহার কোন উত্তর দিল না; এমন কি আমার দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতেও সাহস করিল না।

আমি কম্যাণ্ডাণ্ট সেকেন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বাসনা কি?" ইহার উত্তরে সে বলিল,—"আমি বোখারার দুই একটী সুন্দরীকে প্রাণ বিতরণ করিয়া বসিয়াছি, যদি উহারা দেশে না যায়, তবে আমিও আর দেশে যাইতে ইচ্ছা করি না; এখানেই থাকিয়া যাইব।"

আমি সেই স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া পাঠাইলাম, যদি উহারা আমার সঙ্গে যাত্রা করে, তবে আমি উহাদিগকে এক হাজার 'আশরফি' প্রদান করিব। কিন্তু তাহারা যাইতে অস্বীকার করিল; সুতরাং সেকেন্দরও সেইখানেই থাকিয়া গেল।

আমি নায়েব গোলাম ও তাহার সঙ্গীদিগের জন্য অশ্ব ও জিন খরিদ করি-লাম; কারণ তাহাদের অশ্বাদি বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায় করা হইয়াছিল।

পাঁচ দিন মধ্যে আমাদের সফরে যাত্রার সমুদয় আয়োজন সম্পন্ন হইয়া গেল; আমরা বল্খে রওয়ানা হইলাম।

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

## আমির শের আলী খানের সহিত যুদ্ধ।

( ১৮৬৫—৬৭ খৃঃ অঃ )

আমার বল্‌খ ত্যাগের পর হইতে আমির শের আলী খান যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, এখন তাহা বর্ণন করা প্রয়োজন। আমি বল্‌খ হইতে চলিয়া গেলে, আমির ছয় দিন 'তাশকরগানে' থাকিয়া তথায় গমন করেন। সেখানে গিয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথমে আমাদের পত্নী ও শিশু সন্তান দিগকে বন্দী করিয়া কাবুলে প্রেরণ করিলেন। আমার পিতাকে সদা সর্ব্বদা ভ্রমণ কালে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিতেন। অতঃপর আকবর খানের পুত্র ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সর্দ্দার ফতেহ্‌ খানকে বল্‌খের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া, তিনি কাবুলে চলিয়া গেলেন।

আমির স্বীয় ভ্রাতা আমেন খান ও শরিফ খানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং যুদ্ধের সমুদয় আয়োজন সমাপ্ত হইলে সর্দ্দার নজর খান ও স্বীয় পুত্র ইব্রাহিমের হস্তে কাবুল নগর প্রদান করিয়া তিনি কান্দাহারে গমন করিলেন। আমার পিতাকেও নজরবন্দী স্বরূপ সঙ্গে লইয়া গেলেন। আমাদের পরিবারের মহিলা ও শিশু সন্তানেরা কাবুলেই রহিয়া গেলেন। আমির তাঁহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত একটী কপর্দ্দকও প্রদান করিলেন না; এমন কি তাঁহাদের তত্ত্বাবধান জন্য একটী লোক পর্য্যন্তও নিযুক্ত করিলেন না।

আমার পিতা কারাগার হইতে আমির শের আলী খানকে পত্র লিখিয়া তাঁহার কার্য্যের নিন্দা করিলেন। তিনি লিখিলেন—"বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছ, স্বীয় সহোদর ভ্রাতাদের সহিত কখনও সেইরূপ ব্যবহার করিও না।" পত্রের উপসংহারে লিখিলেন,—"আরও অধিকতর রক্তপাত করিবার কারণ স্বরূপ হইয়া আপনার দুর্নাম রটনা করিও না; নতুবা ইহার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইবে এবং এক দিন তোমাকে এজন্য অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতে হইবে।" কিন্তু তাঁহার এই উপদেশে কিছুমাত্র ফল হইল

না। শের আলী খান দুই দিন (১) স্বীয় ভ্রাতাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে তদীয় ভ্রাতা আমেন খান নিহত হইলেন। পক্ষান্তরে আমিরের পুত্র সর্দার মোহাম্মদ আলী খান—যিনি ভাবী রাজ্যাধিকারী ছিলেন, তিনিও মারা পড়িলেন।

এতগুলি প্রাণ বিনাশের সংবাদ পাইয়া পিতা পুনরায় আমিরকে লিখিলেন—"তোমার বর্ত্তমান কালের দুষ্কর্ম্মগুলি দ্বারা ভবিষ্যতে তোমাকে বড়ই মন্দ ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি ইহাতে কখনও সুখী হইতে পারিবে না; বরং সদা সর্ব্বদা এজন্য তোমাকে বিষণ্ণ চিত্তে কালযাপন করিতে হইবে।"

আমেন খানের মৃতদেহ আমিরের সম্মুখে আনীত হইল। উহা দেখিয়া আমির বলিলেন,—"এই কুকুরটাকে ফেলিয়া দাও, আর আমার পুত্রকে বল—সে আসিয়া আমাকে যুদ্ধের সমুদয় সু-সমাচার জ্ঞাপন করুক।" রাজ কর্ম্মচারী-দিগের প্রকৃত সংবাদ বলিবার সাহস হইল না। উহারা আমির-পুত্রের মৃতদেহ লইয়া আসিল। কিছুদূর থাকিতেই আমির জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দ্বিতীয় কুকুরটা কে?" উত্তর স্বরূপ শব তাঁহার পদ সন্নিধানে নীত ও রক্ষিত হইল।

যখন তিনি স্বীয় পুত্রের মৃতদেহ বলিয়া চিনিতে পারিলেন, অমনি নিজের পরিহিত বস্ত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন এবং মস্তকোপরি ধূলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শোক একটু প্রশমিত হইয়া আসিলে, তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল। এক ঘণ্টা এইরূপে কাটিয়া গেল। ইহার পর চেতনা হইলে তিনি পুত্রের শবের সহিত বাক্যালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পর পুন-রায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা বর্ত্তমান রহিল। ইহার পর মোহাম্মদ আলী খানের মৃতদেহ কাবুলে প্রেরিত হইল। আমেন খানের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার শব কান্দাহারের পবিত্র 'খের্কার' দরজায় সমাহিত করিল। পথে আমির শের আলী খান মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন; কখনও কখনও তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল; কিন্তু কান্দাহার পৌঁছিয়া তিনি সম্পূর্ণ পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়েই আমি বোখারা হইতে রওয়ানা হইয়া 'শির আবাদে' পৌঁছিলাম এবং এখান হইতেই 'বল্খ্' ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের সৈন্যদিগকে পত্র

---

(১) ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ ও ৬ই জুন তারিখে এই যুদ্ধ হয়।

লিখিলাম। ইহার ফলে সৈন্যেরা এক মত হইয়া, তাহাদের সহিত গিয়া মিলিত হইবার জন্য আমায় আহ্বান করিল।

এস্থলে আমি অলি মোহাম্মদ ও ফয়েজ মোহাম্মদ খান ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবন যাত্রার অবস্থা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করিব। আমার পিতা ইহাদের উভয়কে 'আক্‌চা' প্রদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। ইহারা একটী ক্রীতদাসীর সন্তান। আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের জীবদ্দশায় যখন তাহারা কাবুলে বাস করিত, তখন বৃত্তি স্বরূপ বার্ষিক ২০০০৲ দুই হাজার টাকা করিয়া প্রাপ্ত হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার বিমাতা বিবি মরুয়ারিদ ইহাদের উপর খুব অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। বিমাতা পিতাকে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন,—"সেই ক্রীতদাসী স্বীয় পুত্রদ্বয়কে আপনার দাসত্বে প্রদান করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু তাহার নিকট এমন অর্থ সম্বল নাই যে, যদ্দ্বারা উহারা আপনার নিকট উপস্থিত হইতে পারে।" ইহার উত্তরে পিতা ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা অলি মোহাম্মদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাকে 'বল্‌খে' চলিয়া যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। সে তথায় পৌঁছিলে একটী পল্টন, ছয়টী তোপ, এক হাজার মিলিশিয়া ও এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ তাহাকে 'আক্‌চা' নামক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইল; ফয়েজ মোহাম্মদকেও পিতা সপরিবারে ডাকাইয়া নিলেন।

এই অলি মোহাম্মদ বড় বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রমাণীত হইল। আমার পিতাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে আমির শের আলী খানের সহিত সেও মিলিত ছিল। ইহার পুরস্কার স্বরূপ আমির তাহাকে সঙ্গে লইয়া কাবুল চলিয়া যান এবং তদীয় রাজ্য তাহার ভ্রাতা ফয়েজ মোহাম্মদকে প্রদান করেন।

আমি যে সময়ে 'বল্‌খে' উপস্থিত হইলাম, তখন ফয়েজ মোহাম্মদের নিকট তদীয় শাসিত রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব তলব করা হইয়াছিল; কিন্তু সে রাজস্বের বহু পরিমিত টাকা নিজে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং হিসাব প্রদান করিতে সমর্থ হইল না।

আমি আমার গুপ্তচরদিগের দ্বারা জানিতে পারিলাম,—অলি মোহাম্মদও বড় সন্তুষ্ট নহে। তবে সে কেবল বাহ্যতঃ সহিষ্ণু হইয়া রহিয়াছে। এই সংবাদ

জানিতে পারিয়া আমি অবাধে নাজের হয়দর ও জেনারেল আলী আশ্‌কর খানকে পত্র সহ তাহাদের উভয় ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলাম। পত্রে লিখিলাম,—"হজ্‌দাহ্‌ নহরের রেসালার দুই শত 'সওয়ার'—যাহারা অলি মোহাম্মদের অধীনে ছিল,—'শির আবাদে' আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছে। যদি তোমরাও আসিয়া মিলিত হও, তবে যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পার।"

আমি এই প্রদেশের চোর ও ডাকাতদের সর্দ্দারদিগকে ডাকাইয়া আনিলাম এবং কাহাকেও খেলাৎ, কাহাকেও নগদ পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে ধার স্বরূপ তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিলাম।

বোখারার 'শাহ্‌' আমাকে বল্‌খ যাইবার নিমিত্ত অনুমতি দেওয়ার কালে 'শির আবাদের' মীরকে লিখিয়াছিলেন,—যেন আমাকে সেখানে তিন দিনের অধিক থাকিতে দেওয়া না হয়; কিন্তু এদিকে ত আমার সঙ্গে সার্দ্ধ দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য যোগদান করিয়াছিল; আর মীরের নিকট তখন মোটে মাত্র এক শত সওয়ার ছিল; এইজন্য এখানে অবস্থানের সময় নির্দ্ধারণের মীমাংসা প্রকৃত পক্ষে আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছিল:—ফলতঃ আমি যত দিন ইচ্ছা 'শির আবাদে' থাকিতে সমর্থ ছিলাম। মীর ইহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ভয়াকুল ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে আমার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি আমি আপনাকে 'তশ্‌রিফ' লইয়া যাইতে বলি, তবে সম্ভবতঃ আপনি আমাকে বধ করিবেন; আর যদি শাহের আদেশ পালন না করি, তবে তিনিও আমাকে জীবিত থাকা পর্য্যন্ত প্রতিশোধ লইতে ছাড়িবেন না।" আমি বলিলাম,—"কিছু চিন্তা নাই; আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় বলিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ আপনি শাহ্‌কে পত্র লিখুন— "আবদুর রহমান খানের নিকট এত অধিক সৈন্য আছে যে, তাহাদিগকে তরবারী বলেও তাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এজন্য হুজুরের আদেশ অপেক্ষায় রহিলাম, অনুজ্ঞা মত কার্য্য করিব।" দ্বিতীয়তঃ এই পত্রখানা এমন এক ব্যক্তির দ্বারা প্রেরণ করুন,—যেন সে খুব ধীরে ধীরে চলিয়া অতি বিলম্বে শাহের শাহের নিকট ইহা পৌঁছায়। যদি 'শাহ্‌' এইরূপ অযথা বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তবে যেন সে বলে—"আমি পথে গুরুতর রোগাক্রান্ত হইয়া

পড়িয়াছিলাম—প্রায় মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছি। খোদাতা-লার শত ধন্য বাদ যে, আজ হুজুরের ভুবন বিখ্যাত দরবারে 'হাজির' হইতে সমর্থ হইলাম।" মীর আমার এই পরামর্শ খুব পছন্দ করিলেন এবং এক জন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে পত্র সহ শাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

আমি সত্বর যাত্রা করিবার নিমিত্ত আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই শুনিতে পাইলাম যে, 'সরপুলের' সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া স্বীয় দলের নূতন অফিসারদিগকে বধ করিয়া 'আক্চা' চলিয়া গিয়াছে। আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াই রওয়ানা হইলাম। পথে কয়েক ঘণ্টা 'উজিরাবাদে' বিশ্রাম করিয়া 'জৈহুন' নদীর তীরে উপস্থিত হওয়া গেল। সেই সময় নদীতে কেবল দুই খানা মাত্র নৌকা উপস্থিত ছিল। আমি খোদার উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সাহসী ত্রিশ জন 'সওয়ার' ও অফিসারকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলাম। অফিসারদের মধ্যে কর্ণেল নজির খান, কর্ণেল অলি খানা ও আমার জনৈক কৃতকর্ম্মা ও বিশ্বস্ত দাস অন্যতম। এই শেষোক্ত ব্যক্তি সমর প্রান্তরে সিংহের ন্যায় মহা বিক্রমে যুদ্ধ করিত। সে বর্ত্তমান সময়ে আমার প্রধান সেনাপতি পদে কার্য্য করিতেছে। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন সে অজাতশ্মশ্রু বালক মাত্র; কিন্তু এই তরুণ বয়সেই কয়েকটা যুদ্ধে তাহার অদ্ভুত বীরত্ব ও সমর-কৌশলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, সে একাই চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত। আমার সঙ্গে আরও একটী সাহসী ব্যক্তি ছিল; সে আমার দাস—'ফরহাদ'।

আমরা নিরাপদে নদী পার হইলাম। ক্রমশঃ আমার অবশিষ্ট সঙ্গীরাও নদী পার হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর আমরা সারা রাত্র 'কুচ্' করিলাম। সূর্য্যোদয়ের সময় 'আক্চা' প্রদেশান্তর্গত 'চলক্ শির আবাদ' নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া, শিবির সংস্থাপন করিলাম। যে দুই পল্টন সৈন্য 'সর-পুল' হইতে তোপখানা সহ আসিয়াছিল, আমি এখান হইতে তাহাদিগকে পত্র লিখিলাম। আর কেবল মিলিশিয়া সৈন্যদিগকেও এক খানা পত্র লিখিলাম। ইহাদের নিকট আমার পিতা কর্ত্তৃক অলি মোহাম্মদকে প্রদত্ত ছয়টী তোপ ছিল।

পূর্ব্বোক্ত পত্রগুলি যথাস্থলে প্রেরণ করিয়া আমি শয়ন করিলাম। উপর্য্যু-

পরি তিনটী রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছি; একবারও শয্যাশ্রয় করিতে পারি নাই।

আমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া সিপাহিরা এতই আনন্দিত হইল যে, প্রায় এক হাজার সিপাহী আমার অভ্যর্থনার জন্য পদব্রজে চলিয়া আসিল। আমি তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া প্রত্যয় জন্মাইলাম। ইহার প্রতিদান স্বরূপ তাহারাও আমার জন্য যুদ্ধ করিবে বলিয়া শপথ করিল। তাহারা আরও বলিল, "আপনি এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর অবধি আমরা অত্যন্ত অসুখী হইয়া পড়িয়াছিলাম। আপনি ফিরিয়া আসিলে বিশ্বাসঘাতক আমির শের আলী খানের অপকৃষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে আমরা বীরত্ব প্রদর্শন করিব, এই ভাবিয়া এত দিন আপনার প্রতীক্ষা করিয়াছি।"

অতঃপর আমরা সকলেই 'আকৃচা' রওয়ানা হইলাম। সেখানে পৌঁছিলে ফয়েজ মোহাম্মদ আমার অভ্যর্থনা করিল; কিন্তু সে পাগলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য সে বলিল, "আপনি আসুন,—আমার এরূপ ইচ্ছা কখনও ছিল না; কিন্তু আমার সৈন্যেরা আপনাকে আহ্বান করিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"কোন দোষের কথা নাই; তুমি এক জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বট।"

সর্দ্দার ফতেহ্ খান আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুই হাজার মিলিশিয়া সওয়ারও পাঁচ হাজার 'উজবক' সওয়ার প্রেরণ করিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে পরাভূত করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে সাহস দিয়া বলিলাম—"অবশ্যই এই সৈন্যদের উপর আমরা জয়লাভ করিতে পারিব।"

পূর্ব্বোক্ত বিপক্ষীয় সওয়ারেরা, তাহাদের অবাধ্যতা ও অবিশ্বস্ততার জন্য আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব,—এই ভাবনায় স্বীয় দলের অফিসারদিগকে গালাগালি প্রদান করিতেছিল; কারণ উহারা আমার ও আমার পিতার অধীনে কিছু কাল পূর্ব্বে চাকরী করিত; এই অফিসারেরাই সেই কার্য্য হইতে তাহাদিগকে অপসারিত করে। এক কালে উহাদের প্রতি আমরা ভ্রাতার ন্যায়—পুত্রের ন্যায় সদ্ব্যবহার ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। আমরা তাহাদিগকে উষ্ট্র, অশ্ব ও ভেড়ার দলের মালীক পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

সর্দ্দার ফতেহ্ মোহাম্মদ খান স্বীয় পদাতিক সৈন্যদিগকে 'নম্লক্' এর কেল্লায় রাখিয়া অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে কেল্লার বাহিরে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করিল। এই সৈন্য দলের সেনাপতি সর্দ্দার শাহাবদ্দীন ছিল। ইহার পিতা উজির আহ্মদ পূর্ব্বে আমার পিতার অধীনে চাকরী করিত। পিতা ইহার উপর তখন বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এক বার উজির আহ্মদকে বল্থ প্রদেশের একটী নগরে গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হয়। তখন সে তহবিল তছ্রূপ করিয়া দুই লক্ষ টাকা রাজকর আত্মসাৎ করে; কিন্তু এইরূপ গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও পিতা দয়া করিয়া তাহার সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। পিতা তাহাকে ও তাহার পুত্রদিগকে এক শত অশ্বারোহী সৈন্যের 'খান' রূপে পরিণত করেন এবং সামরিক পতাকা ও সৈন্য প্রদান করেন।

শাহাবদ্দীন ও ফতেহ্ মোহাম্মদ অনুক্ষণ মদ্য পানে বিভোর থাকিত। তাহাদের অফিসারেরা 'নম্লক্' এর কেল্লাটী অশ্বারোহী সৈন্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ 'তখ্তাপুলে'র ঠিক বাহিরে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শিবির পাতিয়াছিল।

আমি শাহাবদ্দীনের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলাম—"হে বিশ্বাস-ঘাতক! আমার অনুগ্রহ ও উপকারগুলি কি ভুলিয়া গিয়াছ? এবং কেবল দু চারি গণ্ডুষ কটু স্বাদ বিশিষ্ট সুরা পানের জন্যই কি আমার শত্রুদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছ?"

সৈন্যদিগকে লিখিলাম—"তোমরা আমারই সিপাহী; আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব না; পরন্তু আমি আগামী কল্য কেল্লায় আসিব; যদি তোমরা আমাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে তখন আমাকে বধ করিও এবং তোমাদের পুরাতন প্রভুকে হত্যা করিয়া পুরস্কার গ্রহণ করিও।" এই পত্র পাঠ করিয়া সৈনিকদিগের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল এবং উহারা এক শত মাত্র লোককে কেল্লায় রাখিয়া, আমার শিবিরের উদ্দেশে রওয়ানা হইল। শাহাবদ্দীন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে, কতকগুলি কান্দাহারী ও উজবক সওয়ার প্রেরণ করিল। ইহাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইয়া গেল। আমার অশ্বারোহী সৈন্যেরা আদেশ পাইবামাত্র এত প্রবল বেগে অগ্রসর হইল যে, তাহারা আক্রমণ করিতেই শত্রু সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া ভয়ে যে

যে দিকে পারিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে শত্রুদের চারি শত অশ্ব আমাদের হস্তগত হইল। শাহাবুদ্দীন তথ্‌তাপুলের দিকে পলায়ন করিল। সে চলিয়া যাওয়ার পরই 'তথ্‌তাপুলের' সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্য আমার সহিত আসিয়া মিলিত হইল। ইহাতে সেখানকার পল্টনগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সর্দ্দার ফতেহ্‌ মোহাম্মদ খান স্বীয় মাল পত্রাদি ত্যাগ করিয়া কেবল তিন চারি শত সওয়ার সহ 'তাশ্‌করগানে' পলাইয়া গেল।

ইহা সেই সময়ের কথা—পূর্ব্ব বৎসর যে সময়ে আমি বোখারায় পলায়ন করিয়াছিলাম! এই পৃথিবী উন্নতি ও পরীক্ষায় পরিপূরিত; ইহার মধ্যে কত প্রকার অবনতি ও উন্নতি—দুঃখ ও সুখ—তিরস্কার ও পুরস্কার নিহিত! কথনও আঁধার, কখনও আলো; কখনও ঘোর তমোময়ী নিশি,—কখনও সুউজ্জ্বল দিবা;—কখনও অমানিশার ঘোর অন্ধকার, আর কখনও পৌর্ণমাসী চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ লক্‌লকে তক্‌তকে কিরণ,—সংসার জীবনে অদৃষ্ট নেমির এইরূপ কত আবর্ত্তন হইয়া থাকে।

অদৃষ্টের উপহাসে এক দিন আমি একটীবার চোখ্‌ না বুজিয়া সারা রাত্রি দূর দেশের উদ্দেশে দ্রুত পলায়ন করিয়াছি! স্বদেশকে স্বদেশ বলিবার ছিল না। নিজের বাসগৃহ শত্রুর কারাগার স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। কোথায় পিতা? কোথায় পরিবার? সকলকে ত্যাগ করিয়া অলক্ষ্যে কোন্‌ দূর দেশে ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল! সেই ভগ্নমনাঃ—নিরাশ্রয়,—রাজ রোষে ভস্মীভূত হইবে বলিয়া নিয়ত আশঙ্কিত,—দু'প্রহর রাত্রির ঘন তমোরাশি ভেদ করিয়া বিদেশের পথে যাত্রী আমি,—আজ পুনরায় বল্‌খে আসিয়া উপস্থিত! কিন্তু সে দিনে—এ দিনে কত প্রভেদ! সে দিন কত হীন ভাব,—সেই নিশা কালের ঘোর নিস্তব্ধতায় লোকের অলক্ষ্যে গুপ্ত ভাবে পলায়িত আমি; কেহ জানিত না—কেহ বিদায়ও প্রদান করে নাই; অদৃষ্টের দারুণ উপহাসে, পিতার আদেশে,—পরের দেশে ধাবিত আমি;—আর আজ বল্‌খের সমুদয় সৈন্যেরা আসিয়া কত সাজ সজ্জায়,—কত আয়োজনে,—কত ধূম ধামে আমায় অভ্যর্থনা করিয়া লইল; কিন্তু সেই ত আমি!

আমি বল্‌খে পৌঁছিয়া প্রজাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নায়েব গোলাম আহ্‌মদ খানকে 'তথ্‌তাপুলে' প্রেরণ করিলাম। দুই দিন পর আমিও সেখানে

গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সৈন্যদিগকে আমার ভাবী অনুগ্রহ ও হিতাকাঙ্ক্ষার ভাব জানাইলাম।

সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত সম্পাদন করিয়া আমি আলি আশকর খানকে তোপখানার প্রধান অফিসার পদে ও নজির খানকে পদাতিক সিপাহী-দের জেনারেলের পদে নিযুক্ত করিলাম। অন্যান্য অফিসারদিগকেও উপযুক্ততা অনুরূপ কাহাকেও কর্ণেল—কাহাকেও জেনারেল পদে উন্নীত করা হইল। যে সকল সিপাহী আমার ভ্রমণের প্রারম্ভ হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, তাহা-দিগকেও উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলাম।

কয়েক দিন পর আমি 'তাশ্‌করগানের' দিকে যাত্রা করিলাম; সর্দ্দার ফতেহ্‌ মোহাম্মদ খান (১) ছয় পণ্টন সৈন্য লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে-ছিল। আমার একান্ত বাসনা,—শত্রুর অত্যাচার হইলে রাজ্যকে রক্ষা করিব। আমি নির্ব্বিঘ্নে 'তাশ্‌করগানে' প্রবেশ করিলাম। এখানে দুই দিন থাকিয়া 'হেবক' রওয়ানা হইলাম। এই সময়ে সর্দ্দার ফতেহ্‌ মোহাম্মদ খান ও শাহা-বদ্দিন 'গোরিতে' ছিল। উহারা 'হিন্দুকুশের' উপর দিয়া কাবুলের দিকে পলা-য়ন করিল। পথে শেখ্‌ আলী 'হাজরা' তাহাদের সমুদয় মাল ও আসবাব পত্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল।

মীর আতালিক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তৎপুত্র সুলতান মোরাদ 'কতা-গানের' গভর্ণর ও 'মীর' পদে নিযুক্ত হন। তিনি আমাকে অভিবাদন করিতে আগমন করিলেন এবং পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত উট, দুই হাজার ভেড়া, চারি হাজার বোঝা খাদ্য দ্রব্য, চল্লিশ হাজার টাকা এবং অন্যান্য নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার পিতার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলি লাম,—"যখন আমার পিতা তোমার পিতাকে 'কতাগান' প্রদান করেন, তখন তিনি 'তাজক্' 'আরব' 'প্রাচীন আফ্‌গান' ও 'হাজারা' সম্প্রদায়ের লোক-দিগকে স্বীয় অধীনে রাখিয়াছিলেন। তোমাদিগকে কেবল 'কতাগানের' লোকদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে দেওয়া হইয়াছিল। আমিও এই বন্দোবস্ত

---

(১) আমির শের আলী খান স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সর্দ্দার ফতেহ্‌ মোহাম্মদ খানকে বল্‌খের গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

বজায় রাখিব।" তিনি বলিলেন,—"আমির শের আলী খানও এইরূপ বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পরে বার্ষিক ১০০০০০৲ এক লক্ষ টাকা কর গ্রহণ করিতে থাকেন। অবশেষে ইহাতেও সন্তুষ্ট না হওয়ায়, করের পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা টাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আবার এখন ইহা হইতেও অধিক টাকা দাবী করা হইতেছে।"

এই সময়ে 'বদখশান' হইতে পিতৃব্যের এক খানা পত্র পাইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে,—"তিনি এখন 'ফয়েজ আবাদে' অবস্থান করিতেছেন এবং মির আতালিকের তনয়ার সহিত পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইতে বাসনা করিয়াছেন। পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হওয়ার পর তিনি আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবেন।

যাত্রার সমুদয় আয়োজন ঠিক করা হইল। শীত কাল ত্বরিত গতিতে নিকটবর্ত্তী হইতেছিল; শের আলী খানও এ পর্য্যন্ত কাবুল আগমন করেন নাই। আমি 'বামিয়ান' রওয়ানা হইলাম এবং "কেরাকুতল" ও "বাওকাগপাস" (পার্ব্বত্য দড়ি পথ) অতিক্রম করিয়া 'বাজগাহ্' এ রহিলাম। এখান হইতে বামিয়ানে প্রবেশ করা গেল। আমি 'হাজারা' সম্প্রদায়ের মীরদিগকে খেলাৎ প্রদান করিলাম। তাহাদিগকে দুই হাজার গর্দ্দভের বোঝা গম ও যব, এক হাজার গর্দ্দভের বোঝা মাখন এবং তিন হাজার ভেড়া সংগ্রহ করিয়া দিবার নিমিত্ত বলিলাম। এই সকল দ্রব্যাদির জোগাড় হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃব্যের অপেক্ষায় 'বাজ্‌গাহে'ই বসিয়া রহিলাম। এক মাস পর তিনি আসিয়া পঁহুছিলেন। আমি স্বীয় সৈন্য দল সহ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গমন করিলাম।

'চিত্রলের' পথে আসিতে তাঁহাকে যে সকল বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহা তিনি আমার নিকট সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। তিনি বিশেষ অসন্তুষ্টির সহিত—বিদ্বেষ ও ক্রোধ ভরে বলিলেন,—'ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন! তিনি যে সময়ে 'জমরুদে' ছিলেন, তখন একমাত্র তাঁহারই মধ্যবর্ত্তীতায়, তদীয় পিতা দোস্তমোহাম্মদ খান ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।' তিনি ইহাও বলিলেন,—'১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে ভীষণ সিপাহী বিভ্রাটের পর সকল লোকে দোস্ত মোহাম্মদ খানকে বুঝাইতেছিল যে,—'কিছুতেই আপনি ইংরেজদের সহিত মিলিত হই-

বেন না। তৎপরিবর্ত্তে সমগ্র পঞ্জাব পূর্ব্বের ন্যায় আফ্‌গান গভর্ণমেণ্টের অধীনে আনয়ন করুন।” (১) যদি আমির তাহাদের এই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সেই সময়ে পঞ্জাব যে আফগানদের হস্তগত হইত, তাহাতে কিছু-মাত্র সন্দেহের কথা ছিল না। কেবল তিনিই (পিতৃব্য) স্বীয় পিতাকে এই কার্য্য হইতে ক্ষান্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি তখন আমিরকে পরামর্শ প্রদান করেন যে,—“আপনি ইংরেজদের সহিত যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করা উচিত নহে; কারণ এইরূপ কার্য্য করিলে সমুদয় পৃথিবীতে আপনার দুর্ণাম ছড়াইয়া পড়িবে।” পিতৃব্যের একান্ত আশা ছিল,—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে উত্তম রূপে পুরস্কৃত করিবেন! এই অভিপ্রায়েই তিনি ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন।

পিতৃব্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নীতির মহিমা উত্তম রূপে বুঝিতে পারিয়া ‘বন্নু’ অভিমুখে পলায়ন করিলেন এবং ‘সোয়াতে’ পৌছিয়া নজম্-অল্-আউলিয়া আখুন্দ আহ্‌মদ মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া ‘দির’ ও ‘কুতললুরির’ পথে চিত্রলে উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে ‘দর্‌রাহে কুতল’ নামক পার্ব্বত্য সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ‘বদখ্‌শানে’ ও তথা হইতে ‘কতাগান’ ও ‘গোরি’ হইয়া ‘বাজগাহে’ আগমন করিলেন।

তিনি মঙ্গল মতে পৌঁছায় আমি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলাম। আমি বলিলাম,—“খোদাতা-লার অসংখ্য ধন্যবাদ—আপনি পিতৃ স্থানীয় হইয়া আমার সঙ্গী হইলেন।”

আমরা অবিলম্বে কাবুলের সর্দ্দারদের সহিত চিঠি পত্র আদান প্রদান করিতে আরম্ভ করিলাম। দশ দিন পরে ‘গোরবন্দের’ দিক হইতে ‘কোহ্‌স্থানে’ উপ-স্থিত হইলাম।

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—সর্দ্দার আমেন খান যুদ্ধে নিহত হন। সেই সময়েই সর্দ্দার শরিফ খানকে আমির শের আলী খান বন্দী করিয়া লইয়া যান। এই সময়ে তিনি তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া, ‘তোতম দররাহ’ নামক স্থানে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ইঁনি আমার পিতৃ-

(১) বলা বাহুল্য, পঞ্জাবের বহুল অংশ আফ্‌গান রাজ্য ভুক্ত ছিল।

ব্যের পত্র প্রাপ্ত হইয়াই চলিয়া আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া গেলেন। ইঁনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। আমির শের আলী খান এইরূপ প্রকৃতির লোককে তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গীদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন; ইহাতেই তাঁহার অদূরদর্শিতা কিরূপ, তাহা প্রতিপন্ন হয়।

শরিফ খান স্বীয় সৈন্যদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। উহারা কাবুলে ফিরিয়া গেল। আমি 'চারাহ্ কার' হইতে 'সয়িদাবাদ' হইয়া 'তোতম দর্‌রাহে' উপস্থিত হইলাম।

শীত কাল আগমন করিয়াছিল। পথে এত বরফ জমিয়াছিল যে,—কোমর পর্য্যন্ত নিমজ্জিত হইয়া যাইত। আমি অশ্বারোহী সেনাদের সাহায্যে উট চলিবার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করিলাম। উটগুলি চলিয়া গেল। উহাদের পদাঘাতে অবশিষ্ট বরফগুলি মৃত্তিকায় বসিয়া পড়িল। ইহার পর পদাতিক সৈন্যেরা তাহার উপর দিয়া গমন করিল। অবশেষে তোপগুলিও অতি কষ্টে স্থষ্টে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

পথ এত দুর্গম ও সঙ্কট পূর্ণ ছিল যে, প্রত্যহ দুই ঘণ্টার অধিক চলিতে সমর্থ হইলাম না। এই জন্য আমাদের 'কুচ্' খুব মন্থর গতিতে চলিল। যাহা হউক অবশেষে আমরা 'তরহ্ খেল্' নামক স্থানে উপনীত হইলাম।

শের আলী খানের সৈন্যগণ 'খাজা' নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল।

গিরি শ্রেণী দ্বারা যুদ্ধে আমার খুব সুবিধা হইল। আমি আমার সৈন্যদিগকে গিরি চূড়ায় স্থাপন করিয়া কিছু কাল শত্রু পক্ষ হইতে আক্রমণের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেদিক হইতে কোন প্রকার কার্য্যই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি দূরবীণ দ্বারা দেখিলাম, কাবুল নগর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার বন্দোবস্তই করা হয় নাই!

সেই রাত্রি সেখানেই অতিবাহিত করিলাম। পর দিন প্রাতে কাবুল হইতে আমির শের আলী খানের পুত্রের এক খানি পত্র আসিল। তাহাতে লিখিত ছিল,—"যদি আপনি চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত কাবুল আক্রমণ না করেন, তবে আমি আপনার পিতাকে মুক্তি দান করিব এবং তুর্কীস্তানও ছাড়িয়া দিব।"

আমি ইহা মঞ্জুর করিলাম; কারণ এত প্রচুর বরফের মধ্যে যুদ্ধ করা বিষম

ক্লেশকর। দ্বিতীয়তঃ যদি তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করেন, তবে আমরা বসন্ত কালে 'বল্খে' ফিরিয়া যাইতে পারিব।

এই সময়ে সর্দ্দার মোহাম্মদ রফিক খানের সহিত সর্দ্দার ইব্রাহিমের সভাসদ্ জেনারেল শেখ মীরের বিবাদ উপস্থিত হইল। শেখ মীরের দলভুক্ত লোকের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল; সুতরাং মোহাম্মদ রফিক পরাজিত হইল। এই ব্যক্তি যেমন চতুর—তেমনি বুদ্ধিমান। সে আমির শের আলী খানের এক জন মন্ত্রী ছিল। এই পরাজয় লাভের পর সে জানিতে পারিল যে, কতিপয় লোক তাহার প্রাণ সংহারের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে; এই জন্য সে রাত্রি কালে কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া 'তেগাওয়ে' আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমি 'চারাহ্কারে' পৌঁছিলে সে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইল। আমরা তাহার নিকট আমির শের আলী খানের সমুদয় মন্দ কার্য্যের বিবরণ শ্রবণ করিলাম। এই ব্যক্তি এখন আমাদের সঙ্গেই রহিল। আমরা চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত আক্রমণ না করিবার অঙ্গীকার পালন করিয়া সসৈন্যে 'কোহ্স্তানে' ফিরিয়া আসিলাম। পিতৃব্য 'চারাহ্কারে'ই রহিলেন; এই স্থানটী কাবুল নগর হইতে সাতাইশ মাইল দূরবর্ত্তী।

মার্চ্চ মাস আসিল; আমির শের আলী খানের পুত্রের অঙ্গীকারের সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি দেখিলাম, প্রতিশ্রুতি পালনের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না; সুতরাং কাবুল আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া, 'হুদাহ্ মস্তের' কেল্লায় উপনীত হইলাম। আজিমদ্দীন খান এক হাজার মিলিশিয়া সৈন্য সহ আমার অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিল। সে দুই চারিটী গোলা বর্ষণের পরই কাবুলে ফিরিয়া গেল। পিতৃব্য বহু সংখ্যক সৈন্য সহ মহা সমারোহে কাবুল নগরে প্রবেশ করিলেন (১) এবং সর্দ্দার শিরিঁ খানের বাটীতে উপস্থিত হইলে মন্ত্রিগণ ও সর্দ্দারেরা হাজির হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল।

ওদিকে সর্দ্দার ইব্রাহিম খান কাবুলের কেল্লা সুরক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার ফলে নয় দিন পর্য্যন্ত আমার সৈন্যদিগকে কেল্লা অবরোধ

(১) ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।

করিয়া থাকিতে হইল। শেষে জেনারেল শেখ মীর ও অন্যান্য লোকেরা দ্বার খুলিয়া দিল। আমির শের আলী খানের পুত্র—যিনি এই সময়ে 'হরম সরাতে' ছিলেন—বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে 'সালাম' করিলেন।

এই রূপে আমরা কাবুল অধিকার করিলাম। আমির শের আলী খানের পুত্র কান্দাহারে পলায়ন করিলেন।

ছয় সপ্তাহ পরে সংবাদ আসিল, আমির শের আলী খান সসৈন্যে আমাদের দিকে আগমন করিতেছেন। আমি আমার সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিলাম। অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ কাবুলে পিতৃব্যের নিকট রাখিলাম। অবশিষ্ট দুই ভাগ সঙ্গে লইয়া "কোহ্ সোর্খ সঙ্" (রক্তবর্ণ প্রস্তরময় পাহাড়) এর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাবুলে অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার কারণ—ফতেহ্ মোহাম্মদ খানের এক কন্যা জালাল আবাদের দিক হইতে কাবুলের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত ছিল। কাবুলের যে অংশে শীত কালে সৈন্যেরা অবস্থিতি করিত, উহা অধিকার করাই শত্রু পক্ষের লক্ষ্য ছিল। আরও তিন হাজার সিপাহী—যাহাদিগকে আমি নূতন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম—পিতৃব্যের নিকট রাখিয়া গেলাম। আমি নয় হাজার অশ্বারোহী সেনা ও ত্রিশটী তোপ সঙ্গে লইলাম। মীর রফিক খানকে আমার সঙ্গে গজনি যাইবার জন্য আদেশ করিলাম। শেখ মীরকে কাবুলে—পিতৃব্যের নিকট থাকিতে দেওয়া হইল।

আমি গজ্নি পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলাম—নজর খান 'ওরদক' পূর্ব্ব হইতেই কেল্লা সুরক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি কেল্লা অবরোধ করিলাম, কিন্তু কেল্লাটী বড়ই দুর্ভেদ্য ছিল। আমার অশ্বতর বাহিত ক্ষুদ্র বেটারি তোপগুলি দ্বারা কদাপি উহা অধিকার করা সম্ভবপর ছিল না; সুতরাং নিরর্থক তাহার উপর গোলা বারুদ ব্যয় করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এ সময় আমার নিকট গোলা বারুদও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। ওদিকে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগের সাহস দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রত্যহ তাহাদের আমিরের নিকট হইতে সংবাদ আসিতেছিল যে, চল্লিশ হাজার সৈন্য সহ তিনি তাহাদের সাহায্যার্থ আগমন করিতেছেন।

এগার দিন পর্য্যন্ত এই ভাবে অতিবাহিত হইল, এই সময় মধ্যে কিছুই করা

হইল না। অতঃপর আমির শের আলী খানের পুত্র 'গজনি' হইতে এক 'কুচ' দূরে আসিয়া পৌছিল। আমার গুপ্তচরেরা আসিয়া জানাইল যে,—আমির শের আলী খানের সৈন্যগণ সমর বিদ্যায় উত্তম রূপে শিক্ষিত; তাহাদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি মির রফিক খানের সহিত পরামর্শ করিলাম। স্থির করিলাম, উন্মুক্ত ময়দানে এত বৃহৎ সৈন্য দলের সহিত যুদ্ধ করা, আমার অল্প পরিমিত সৈন্যের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নহে। এই জন্য আমরা একটী সঙ্কীর্ণ দরি পথে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলাম। আমার অল্প সংখ্যক সৈন্যের পক্ষে এই স্থানটীই যুদ্ধ করিবার জন্য সম্পূর্ণ অনুকূল ও বিশেষ সুবিধা জনক ছিল; কিন্তু প্রথমেই মির রফিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আমরা পশ্চাৎপদ হইলে সিপাহীদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে; হয় ত শেষে উহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে।" আমি তাহার এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম,—"আমার সৈন্যেরা এরূপ ভাবে শিক্ষিত যে,—আমি যেখানে যাইব, তাহারাও নিরাপত্যে আমার অনুগমন করিবে। সাধারণ আফগান সৈন্য উহাদের অন্তর্ভুক্ত নহে।"

'সয়িদাবাদ' একটী সঙ্কীর্ণ দরি পথ। উহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পূর্ণ। আমরা সেই রাত্রেই তথায় পৌছিলাম। 'সয়িদাবাদে' ফিরিয়া যাইবার কালে আমির শের আলী খান দশ হাজার 'হিরাতী' ও 'কান্দাহারী' 'সওয়ারকে' আমাদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। অপিচ কাবুলের সড়কটীও দখল করিয়া ফেলিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। উদ্দেশ্য—যদি তিনি পর দিন যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারেন, তবে আমাদের পলায়নের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। শত্রু সৈন্যের বহু অংশের সহিত আমার ছয় শত সৈন্যের যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল; ইহাদিগকে আমি অগ্রবর্ত্তী রক্ষী সৈন্য রূপে সম্মুখে প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমার 'সওয়ারেরা' প্রাণপণ শক্তি ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ও ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিয়া আসিতে লাগিল। উহারা আমাকেও তাহাদিগের এই বিপদ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। আমি এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাদের সাহায্যের জন্য দুই পল্টন পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করিলাম। উহারা হঠাৎ যুদ্ধস্থলে গিয়া উপস্থিত হইল। আমির শের আলী খানের সওয়ারগণ এক জায়গায় জড় হইয়া যুদ্ধ

করিতেছিল। অল্প পরিমিত গুলি বর্ষণেই তাহাদের বিস্তর লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইল এবং উহারা পলায়ন করিতে লাগিল। আমার সৈন্যেরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা পুনরায় সমিরা-বাদ অভিমুখে 'কুচ' করিলাম।

আমির শের আলী খান এই পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহা-দের সাহায্যের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় বিপুল সৈন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু উহারা আসিয়া দেখিল—সমর প্রান্তর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; আমার সৈন্যেরাও ফিরিয়া যাইতেছে। এই জন্য উহারাও আমিরের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং এই রূপ সুসমাচার জ্ঞাপন করিল যে, "তাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আমি নাকি ভীত হইয়া গিয়াছি এবং যুদ্ধ করিতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছি।" আমির এই কথা শুনিয়া যুদ্ধ জয়ের আনন্দ প্রকাশ জন্য কামান আওয়াজ করিতে আদেশ করিলেন এবং আমার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আমাকে বন্দী করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত স্বীয় 'সওয়ার' দিগকে প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকার সময় আমরা 'শশ্‌গাঁও' পৌঁছিয়া অকস্মাৎ এই অশ্বারোহী সেনাদিগকে দেখিতে পাইলাম। আমি রশদ ও বারবরদারির পশুগুলির পশ্চাতে পশ্চাতে 'কুচ' করিতে ছিলাম। চারি পল্টন সৈন্য ও বারটী তোপ আমার সঙ্গে ছিল। সর্দ্দার রফিককে এক দল সৈন্য সহ দ্রব্যগুলির দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া 'কুচ্' করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলাম। জেনারেল নজির ও আবদুর রহিম ভারবাহী পশুগুলির অগ্রে অগ্রে যাইতে ছিল। যখন শত্রু পক্ষের সওয়ারেরা নিকটবর্ত্তী হইল, আমি তখন অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং সড়কের পার্শ্বস্থিত একটী সুবৃহৎ গর্ত্তের ভিতর এক পল্টন সৈন্য লুকাইয়া রাখিলাম। তাহাদিগকে আদেশ দিয়া রাখিলাম, 'আমার কামানের আওয়াজ শুনিবামাত্র যেন উহারা বন্দুক ছুড়িবার জন্য প্রস্তুত হয়।' অতঃপর আমি আমার সওয়ারদিগকে ধীরে ধীরে 'কুচ্' করিবার জন্য অনুজ্ঞা করিলাম। আমি যখন দেখিলাম, শত্রু সৈন্যেরা পূর্ব্বো-ল্লিখিত গর্ত্ত অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তখনই আমার সঙ্গীয় বারটী তোপের মুখ তাহাদের দিকে ফিরাইয়া দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ গোলা বর্ষণ করিতে আদেশ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার লুক্কায়িত পল্টন—যাহারা শত্রুদের অতিমাত্র সন্নিহিত ছিল,—তাহারাও গুলি চালাইতে লাগিল। ইহার মুদ্ধে আমির শের

আলী খানের এক হাজার 'সওয়ার' নিহত হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্তেরাও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল; কিন্তু শীঘ্রই তাহারা পুনরায় সামলাইয়া উঠিয়া আমার সৈন্তের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল; তবে তাহাদের আর আক্রমণ করিবার সাহস হইল না। কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহারা এই ভাবে আমাদের অনুসরণ করিল। আমি বিষম দুর্ব্বিপাক দেখিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ত এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্তকে আদেশ করিলাম। এই যুদ্ধে আমার জয় হইল। শত্রু পক্ষের দেড়শত 'সওয়ার' আমার হস্তে বন্দী হইল।

আমি ইহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া বলিয়া দিলাম,—আমার সুশিক্ষিত সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করা তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা লাভ মাত্র; সুতরাং অনর্থক কেন যুদ্ধ করিয়া তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার সদয় ব্যবহার ও আমার সৈন্যদিগের সাহস দর্শন করিয়া তাহারা শের আলী খানের নিকট ফিরিয়া গেল। পথে ওরদক জাতীয় এক শত প্রজাকে বধ করিয়া, তাহাদের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক সঙ্গে লইল; বলা বাহুল্য ইহাদের গ্রামের উপর দিয়াই এই সৈন্যেরা গমন করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা উহা আফগান 'সওয়ার'দের মস্তক বলিয়া আমির শের আলী খানের নিকট উপস্থিত করিল; কিন্তু অধিক দিন অতীত হইতে পারিল না; নিহত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়েরা আসিয়া আমির শের আলী খানের নিকট তাঁহার সৈন্যদের এই অত্যাচারের বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিল। আমির তাহাদের প্রার্থনা শুনিয়া সেই পল্টনের প্রধান অফিসারকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রকৃত অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। অফিসার বলিল,—"আবদুর রহমানের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদি কোন মরুভূমিতে যুদ্ধ হইত, তবে তাঁহার সমুদয় সওয়ারদিগকে বেষ্টন করা যাইতে পারিত—এক জনও পলায়ন করিতে সমর্থ হইত না।"

আমির শের আলী খান গজনির দিকে 'কুচ' করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া চারি দিন বিশ্রাম করিলেন এবং আমার পিতাকে কেল্লায় বন্দী করিয়া রাখিয়া, আমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত 'সয়িদাবাদে'র দিকে অগ্রসর হইলেন।

আমি 'সয়িদাবাদে' একটী সুরক্ষিত স্থান মনোনয়ন করিয়াছিলাম এবং পাহাড়ের চূড়াগুলিতে কামান সজ্জিত করিয়া রাখিয়া যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিলাম।

চারি দিন 'কুচ' করিয়া আমির আমাদের মুরচার সম্মুখে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন।

আমি ইহার পূর্ব্বে 'উঙ্কি' নামক একটা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যদিগের কুড়ি দিনের রসদ জোগাড় করিয়া লইয়াছিলাম; কারণ এই গ্রামের লোকেরা আমাদের নিকট খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। আমার সৈন্য সংখ্যা সাত হাজার; আর আমিরের নিকট পঁচিশ হাজার সৈন্য ও পঞ্চাশটী কামান ছিল।

শীঘ্রই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। অসংখ্য বন্দুক ও তোপগুলির ধূম নির্গত হইয়া সমর স্থল অন্ধকার ময় করিয়া ফেলিল। সেদিন দিবাকরের চিহ্ন মাত্রও আর দৃষ্ট হইল না; কেবলি ধূঁয়া—ধূঁয়া। যেন ধূম্র সাগর প্রবাহিত! অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় যুদ্ধ শেষ হইল। দেখা গেল,—আমার দুই হাজার লোক আহত ও নিহত হইয়াছে! শের আলী খানের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ইহার তিন গুণ [ ১ ]। ইহাতে আমার বিশ্বাস হইল,—খোদাতা-লা আমাকেই জয়ী করিয়াছেন।

পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য আমি এক দল দ্রুতগামী 'সওয়ার' কে গজনি প্রেরণ করিলাম; কিন্তু উহাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শান্ত্রীরা আমার জয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতাকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

অন্যান্য যে সকল সর্দ্দার আমার পিতার সঙ্গে কারামুক্ত হন, তাঁহাদের নাম যথা:—

[ ১ ) সর্দ্দার আজম খানের পুত্র সরওয়ার খান।

( ২ ) সর্দ্দার শাহ্ নেওয়াজ খান।

( ৩ ) সর্দ্দার সেকেন্দর খান;—পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির পিতৃব্য।

( ৪ ) হিরাতের সর্দ্দার সুলতান খানের ভ্রাতা মোহাম্মদ ওমর।

শেষোক্ত ২।৩ ব্যক্তি হিরাতে বন্দী হন।

আমির শের আলী খান গজনির কেল্লা আমাদের হস্তে দেখিতে পাইয়া

(১) ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের ১০ই মে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

কান্দাহারে পলায়ন করিলেন। তাঁহার পরাজয়ের পর, তদীয় সমগ্র সৈন্য দল—যাহারা প্রকৃত পক্ষে আমার পিতারই সৈন্য ছিল,—তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আমাদের দলে চলিয়া আসিল।

আমি যুদ্ধারম্ভ হইবার পূর্ব্বে আসিয়া পিতৃব্যকে আমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলাম। এমন কি তিনি আমার খুব নিকটেও আসিয়া পৌছিয়াছিলেন; কিন্তু আমার সহিত যোগদান করেন নাই। দূর হইতে যুদ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র মোহাম্মদ আজিজ খান আমার পক্ষে থাকিয়া অবিচলিত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

পিতা এই যুদ্ধ জয়ের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন। আমি ইহা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম;—দয়াময়ের দয়ার প্রশংসা করিলাম। পত্রোত্তরে পিতাকে লিখিলাম,—"যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন, তবে আমি হাজির হইয়া পদ চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।" কিন্তু তিনি এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। লিখিলেন,—"তুমি সৈন্য দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। আমি নিজেই অতি সত্বর আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব।"

আমার সৈন্যেরা চারি দিন পর্য্যন্ত আমির শের আলী খানের রাজকোষ ও আসবাবাদি লুণ্ঠন করিল। পঞ্চম দিন পিতা আসিয়া পৌছিলেন। আমি আমার সমুদয় সৈন্য সহ পিতার অভ্যর্থনা করিলাম; অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার পদ চুম্বন করিলাম। তাঁহার মুক্তিতে খোদাতা-লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

পর দিন হিরাত পর্য্যন্ত আমির শের আলী খানের পশ্চাদ্ধাবিত হইব বলিয়া স্থির করিলাম। পিতা আমার অনুপস্থিতির সময় সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পিতৃব্য ইহাতে সম্মতি দান করিলেন না। ইহা দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল। আমি বলিয়া ফেলিলাম,—"যদি আপনি যুদ্ধের অনিষ্টকারিতা হইতে বাঁচিয়াই থাকিতে চাহেন, তবে আমির শের আলী খান বন্দী হওয়ার পর আমার সহিত আসিয়া মিলিত হইবেন।" আমার পিতৃব্যের প্রতিবন্ধকতা শেষে পিতার মনেও সঞ্চারিত হইল। তিনিও পরে পিতৃ-

ব্যের সহিত একমত হইলেন। ফলে আমাকে স্বীয় বাসনা ত্যাগ করিতে হইল। আমরা কাবুলে রওয়ানা হইলাম।

সেখানে পৌঁছিলে স্থানীয় লোকেরা অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে আমাদের অভ্যর্থনা করিল,—দান খ্যান করিল। আমরা রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। আমি পিতার নামে 'খোৎবা' পাঠ করিলাম। সমুদয় সর্দ্দারেরা সমবেত হইয়া পিতার আমিরি পদ প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা পিতাকে বলিল,—"আপনি দোস্ত মোহাম্মদ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পর আপনিই আফগান সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী; এই জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাকে আমাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেছি।" তাহারা আরও বলিল,—"কেবল মাত্র কতিপয় ফৌজি অফিসার শের আলী খানকে আমিরি পদে অভিষিক্ত করিয়াছিল; নতুবা তাঁহার রাজত্বে কেহই সন্তুষ্ট ছিল না।" স্বীয় সহোদর ভ্রাতাকে বধ করায় এবং আমার পিতাকে কারারুদ্ধ করায় সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ পিতা বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও তাঁহার নিকট সম্মান পাইবার অধিকারী ছিলেন।

শের আলী খানের পুত্রের মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলাম। ইহা তাঁহার পাপের প্রতিফল ভিন্ন আর কিছু নয়!

গ্রীষ্ম কাল খুব সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হইল; পিতা রাজ্যের সুবন্দোবস্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আমিও পিতৃব্য সৈন্য বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলাম। শরৎ কালে পিতা আমাকে বলিলেন যে,—"শের আলী খান 'কান্দাহার' হইতে 'কাবুল' আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; আমি উত্তর দিলাম,—"যদি আপনি আমার জয় লাভের পর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আমাকে অনুমতি দান করিতেন, তাহা হইলে এখন পুনরায় তিনি কিছুতেই অন্য একটী যুদ্ধের আয়োজন করিতে সমর্থ হইতেন না।" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কত দিন মধ্যে রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে?" আমি বলিলাম—"আমি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলাম যে, এই অবস্থা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। এই জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। আমি আজই রওয়ানা হইতে পারিব।" তিনি আমার এই কথায় সাতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"যে দিন যুদ্ধ ঘোষণা হয়, আফগান সৈন্য

যে সেই দিনই সমর স্থলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে,—আজই সেই শুভ দিনের প্রথম দিন।"

আমি পিতার নিকটে থাকিয়াই প্রয়োজনীয় আদেশ প্রচার করিলাম। চারি ঘণ্টার মধ্যে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য রাজ-প্রাসাদের নিকটে আসিয়া সমবেত হইল। আমি 'খবরি' রওয়ানা হইলাম। আমার যাত্রার পূর্ব্বে পিতা নিজে সৈন্যদিগকে পরিদর্শন করিলেন। আমার বন্দোবস্তে কোন প্রকার ত্রুটী কি অভাব দেখিতে পাইলেন না। ইহার পর তিনি পিতৃব্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনার সৈন্য কি আবদুর রহমানের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে?" পিতৃব্য উত্তর দিলেন,—"কেবল তাঁবু ভিন্ন আর কিছুই প্রস্তুত নাই; তবে এক মাস মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।" আমি গজনিতে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব বলিয়া পিতার হস্ত চুম্বন করিয়া লক্ষ্য স্থলে যাত্রা করিলাম।

গজনিতে বিশ দিন অবস্থান করিয়া শুনিতে পাইলাম,—শের আলী খান 'কোলাতে ভুখি' গমন করিয়াছেন। আমি এই সংবাদ শুনিয়াই পিতাকে লিখিলাম,—"পিতৃব্য কোন্ দিন পদার্পণ করিবেন? তাঁহার সঙ্গে মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য থাকিবে। এত অল্প সংখ্যক সৈন্যের জন্য আমার সমুদয় সৈন্যগণের বসিয়া থাকা বড়ই দুঃখের বিষয়।" আমি ইহাও প্রার্থনা করিলাম—"আমার নিকট কেবল মাত্র চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আছে; ইহা যথেষ্ট নহে। যদি পিতৃব্যের আসিতে বিলম্ব হয়, তবে অল্প সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।" এই পত্র প্রেরণ করিয়া আমি 'মুকরু' রওয়ানা হইলাম। শের আলী খান এই সংবাদ শুনিয়া 'কোলাত' সুরক্ষিত ও দৃঢ় করিয়া, সেখানেই রহিলেন। আমি 'মুকরু'তে পিতৃব্যের জন্য বার দিন অপেক্ষা করিয়া 'কোলাতের' দিকে অগ্রসর হইলাম।

পর দিন শের আলী খান, শাহ্ পছন্দ খান ও ফতেহ্ মোহাম্মদ খানের অধিনায়কতায়—আমার শিবিরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিবার জন্য দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। আমি এক জন গুপ্তচরের নিকট শ্রবণ করিলাম, ইহারা ছয় মাইল দূরে এক স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছিল ও পরে অগ্রসর হইয়া 'চশ্‌মায়ে পাঞ্জ শের' নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। জানিতে পারিলাম—উহারা রাত্রি কালে একটী পুরাতন কেল্লায় বাস করিয়া

থাকে। এই জন্য জেনারেল নজির খান ও আবদুর রহিমকে এক সহস্র 'রেসা-লার' অশ্বারোহী, এক সহস্র দোস্রাণী অশ্বারোহী, দুই পল্টন পদাতিক ও ছয়টী তোপ সহ রাত্রি কালে সেই কেল্লাটী আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলাম। আমার আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হইল। শত্রু রৈন্যেরা বিস্মিত, ভীত,—সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের তিন শত লোক নিহত ও এক সহস্র লোক বন্দী হইল। আমার এক জন মাত্র লোক ইহাতে বিনষ্ট হয়। কারণ শত্রুগণ আমার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় নাই। উহারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়ায় দিথিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

আমি বন্দীকৃত সৈন্যদিগকে গজ্‌নি পাঠাইয়া দিলাম।

শের আলী খান এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এগার দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধের আর কোন চেষ্টাই করিলেন না। এই সময় মধ্যে পিতৃব্যও অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য সহ আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি তাঁহার নিকট এ সকল ঘটনা বিবৃত করিলাম।

যে স্থানে আমরা অবস্থান করিতেছিলাম, সেখান হইতে দুই দিকে দুইটী রাজপথ গিয়াছিল; একটী 'কোলাতে গলজেই' হইয়া 'কান্দাহারে', দ্বিতীয়টী 'হোৎকি' জাতির দেশের উপর দিয়া "নাওহ্ আরগস্তান" পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে "মুশ্তিহেসার" হইয়া "কান্দাহারে"। এই উভয় সড়কের মধ্যে একটী উচ্চ পর্ব্বত অবস্থিত থাকিয়া রাস্তা দুইটীর স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষা করিতেছিল।

শের আলী খান 'কোলাত' সুরক্ষিত করিতে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই জন্য আমি ভাবিলাম, যদি আমরা 'আরগস্তানের' পথ দিয়া 'কুচ' করি, তবে তাঁহার সমুদয় পরিশ্রম নিষ্ফল হইয়া যাইবে। আমি পিতৃব্যের নিকটও এই কথা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি সম্মতি দান করিলেন। আমরা সেই পথেই রওয়ানা হইলাম।

আমি 'কুচ' করিবার কালে সদা সর্ব্বদাই বারবরদারীর দ্রব্যাদি অগ্রে প্রেরণ করিতাম। আর কঠোর আদেশ দিয়া রাখিতাম,—"আমি যে পর্য্যন্ত আসিয়া না পৌঁছি,—কোন দ্রব্যই যেন পশুগুলির পৃষ্ঠ হইতে না নামান হয়! বার-বরদারীর দ্রব্যগুলির পশ্চাতে জেনারেল নজির খান, আবদুর রহিম ও অন্যান্য কতিপয় অফিসার থাকিত। আমি নিজে সৈন্য শ্রেণীর বাহুর নিকটে থাকি-

তাম। কারণ দক্ষিণ কি বাম দিক হইতে শত্রুরা আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিব।

'দেউয়ালক্' নামক এক জায়গায় পৌছিয়া আমি সৈন্যদিগকে দাঁড়াইতে আদেশ করিলাম। আমি ও আমার পিতৃব্য তখন প্রায় সিকি মাইল পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। আমাদের সঙ্গে দুই শত 'সওয়ার' ও দুইটী কামান ছিল। এই সময়ে কতিপয় 'সওয়ার' আসিয়া বলিল,—"একটা ভেড়ার পাল আমাদের দিকে আসিতেছে।" আমি দূরবীণ ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ উত্তম রূপে লক্ষ্যপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম, উহা ভেড়ার পাল নহে,—শত্রু সৈন্যের একটী অংশ দেখা যাইতেছে।

আমি আমার সঙ্গীয় দুই শত 'সওয়ার' কে চারি জন কি পাঁচ জন করিয়া দল বাঁধিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ক্রমাগত পাহাড়ের উপর আরোহণ ও অবরোহণ করিতে আদেশ দিলাম। উদ্দেশ্য—ইহাতে শত্রুরা দূর হইতে দেখিতে পাইবে যে, আমরাও সংখ্যায় কম নহি। আমি আবদুর রহিমকে বলিয়া পাঠাইলাম— "শীঘ্র আমাদের নিকট চলিয়া আইস ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই নিম্ন-লিখিত রূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শের আলী খানের সৈন্য-দিগকে দেখা যাইতে লাগিল। দশ হাজার 'পুস্তরোদের' 'সওয়ার', তিন হাজার হিরাতের, দশ হাজার কান্দাহারী এবং চারি হাজার শের আলী খানের নিজস্ব কাবুল বাসী অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ইহারা সকলেই আমাদের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। আমার অফিসারেরা আসিয়া পরামর্শ দিল যে, দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া চলুন, আমরা আমাদের মূল সৈন্য দলের সহিত গিয়া মিলিত হই। আমি তাহাতে এই যুক্তি দ্বারা আপত্তি করিলাম যে,—এইরূপ করার ফলে শত্রুগণ আমাদের সৈন্য সংখ্যার অল্পতা বুঝিয়া ফেলিবে এবং সম্ভবতঃ তাহাদের সওয়ারেরা আমাদের যাওয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা অনবরত চলিতে থাকিলে এবং নানাস্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে তাহারা আক্রমণের পূর্ব্বে আমাদের প্রকৃত সংখ্যা জানিতে কিছু অসুবিধা ভোগ করিবে ও সময়ক্ষেপ করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে তাহারা সম্মত হইল; কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই—আমি তখন কিরূপ অসহিষ্ণু—অস্থির ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলাম? সে দিকে ত শত্রুগণ যুদ্ধ করিবার জন্য কাতারে

কাতারে সজ্জিত হইতেছিল; কিন্তু প্রকাশ্যতঃ এই জন্য আক্রমণ করিতে গৌণ করিতেছিল যে, প্রথমতঃ আমাদের সংখ্যা অবগত নয়! পক্ষান্তরে আমাদের সৈন্য এত দূরে ছিল যে, যদি কাহাকেও ডাকিয়া আনিবার জন্য কাহাকেও প্রেরণ করি, তবে সে সেখানে পৌঁছিতে ও উহারা আমাদের সাহায্যের জন্য চলিয়া আসিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন; কিন্তু আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিবারও অবসর রহিল না। শেষে আবদুর রহিমকে দূরে—আসিতেছে দেখিলাম; কিন্তু সে আসিয়া পৌঁছার পূর্ব্বেই শত্রুরা আমাদের তোপের উপর আক্রমণ করিল; কারণ এত বিপুল সংখ্যক সৈন্যের মধ্যে এই দুইটী তোপ কি কার্য্য করিতে পারে? দুই জন তোপ চালককে নিহত ও এক জনকে আহত করিয়া শত্রুরা কামানদ্বয় অধিকার করিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট তোপ চালকেরা পলায়ন করিল।

যে সময়ে শত্রুগণ আমার তোপদ্বয় টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, আমি তখন আবদুর রহিমকে চারি পল্টন পদাতিক সৈন্য সহ তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য প্রেরণ করিলাম। এই খণ্ডযুদ্ধে শত্রু পক্ষের পাঁচ শত লোক ও বহু সংখ্যক অশ্ব মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমরা তোপগুলি কাড়িয়া রাখিলাম। অতঃপর কোলাতের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া অবশিষ্ট অশ্বারোহীদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। তাহারা অপরাহ্নে 'করিয়া তলা' নামক গ্রামে পৌঁছিল এবং "তবক্ সর" নামধেয় পাহাড়ের উপর আড্ডা পাতিল। আমরাও তাহাদের নিকটেই তাঁবু ফেলিলাম। এই স্থান হইতে দূরবীণ ব্যতিরেকেও শের আলী খানের 'কোলাতের' কেল্লা দেখা যাইতেছিল। আমি দেখিলাম—পরাজিত সৈন্যদিগকে দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদিগেরও সাহস লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহারা ভগ্ন মনে,—বিশৃঙ্খল ভাবে, মুরচা মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে!

আমি অত্যন্ত কষ্টে স্বীয় সৈন্যদিগকে কাতারে কাতারে সজ্জিত করিলাম। তোপগুলি স্থাপনের জন্য পাহাড়ের উপর স্থান নির্ব্বাচন করিলাম। আমার নিকট তখন ছয় শত সৈন্যের দ্বাদশটী পল্টন, দুই হাজার 'রেসালার' অশ্বারোহী ও এক হাজার দোর্‌রাণী অশ্বারোহী ছিল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা পশ্চাতে তাঁবু মধ্যে অবস্থান করিতেছিল।

সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত আমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান রহিলাম। তৎপর নীচে নামিয়া আসিলাম; শত্রুরা ইহা জানিতে পারিল না। অন্ধকার হইয়া আসিলে

শিবিরের দিকে 'কুচ' করিতে লাগিলাম এবং রাত্রি দুই ঘটিকার সময় আসিয়া মূল সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইলাম। খোদাতা-লার ধন্যবাদ—সেই সময় হইতে পর দিন পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিরল মুষলধারায় বৃষ্টিবারি বর্ষিত হইতে লাগিল। ইহাতে সড়কগুলি কর্দ্দমে পূর্ণ হইল,—তাঁবুগুলি ভিজিয়া গেল। আমরা দুই দিন তথায় অবস্থান করিয়া কান্দাহারে রওয়ানা হইলাম। এই সংবাদ পাইয়া শের আলী খানও সেদিকে যাত্রা করিলেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা পর্ব্বত শ্রেণী মাত্র ব্যবধান রহিল। তাঁহার সৈন্য দল এক পার্শ্ব দিয়া 'কুচ' করিতে লাগিল। আমরা অপর পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিলাম। আমরা শের আলী খানের পূর্ব্বেই কান্দাহারে পৌঁছিতে পারিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। আর তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে,—কান্দাহারে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথেই আমাদিগকে বাধা দান করেন। এইরূপে আমরা ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন চলিলাম। আমাদের উভয়ের সৈন্য পরস্পর পাঁচ হাজার 'কদম' (১) মাত্র ব্যবধান ছিল; কিন্তু কোন পক্ষই অপর পক্ষের উপর আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

পঞ্চম দিবস আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছিলাম—যেখানে যুদ্ধ করিবার পক্ষে খুব সুবিধা ছিল। শের আলী খানও এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

আমি শত্রুদিগকে প্রবঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে পতাকা সহ কয়েকটা তোপ পাহাড়ের শীর্ষ দেশে স্থাপন করিলাম। অবশিষ্ট তোপগুলি পাহাড়ের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিলাম। প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদি সম্মুখে প্রেরণ করা হইল। আমি জেনারেল নজির ও আবদুর রহিমকে তিন পণ্টন পদাতিক ও এক সহস্র মিলিশিয়া সিপাহী লইয়া যে পথে শের আলী খান গমন করিবেন, তাহার পার্শ্ব স্থিত গর্ত্তগুলি অধিকার করিতে আদেশ করিলাম। আমি এই সড়ক দখল করিয়া ফেলিয়াছি, দেখিয়া শের আলী খান যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন এবং স্বীয় সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন,

(১) "কদম"—আরবী শব্দ; ইহার সাধারণ অর্থ পা; কিন্তু এস্থলে এক প্রকার পরিমাণ। মানুষের চলিবার সময় উভয় পা'র মধ্যে যে ব্যবধান হয়, তাহাই এক 'কদম'।

পাহাড়ের উপর কেবল অল্প মাত্র লোক রহিয়াছে এবং আমার রসদাদি অগ্রে প্রেরিত হইয়াছে। এই জন্য শত্রু সৈন্য অতিমাত্র অল্প বিবেচনা করিয়া তিনি তদীয় অফিসারদিগকে একবার আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সেই সময়েই শৈল শিখর স্থিত আমার অল্প পরিমিত সৈন্য তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার লুক্কায়িত সৈন্যদিগকে বাহির হইতে আদেশ করিলাম। যে সময় যুদ্ধ ভীষণাকার ধারণ করিল—উভয় পক্ষে শত শত সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল, আমি তখন আবদুর রহিম ও জেনারেল নজিরকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাহারা আসিয়া শত্রুদের পার্শ্বদেশ ও পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। কিছুক্ষণ পরেই শের আলী খাঁনের সৈন্যদের পদস্খলিত হইল; উহারা কান্দাহারের দিকে পলাইয়া গেল। আমি আমার 'সওয়ার' দিগকে শত্রুদের আসবাবাদি লুণ্ঠনের জন্য অনুমতি দান করিলাম। পঁয়ত্রিশটী তোপ আমাদের হস্তগত হইল। ইহার পর আমরা শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম। সমর ক্ষেত্র হইতে ইহার দূরতা ত্রয়োদশ মাইল ছিল।

শিবিরে আসিয়া শয্যাশ্রয় করিলাম। খুব দীর্ঘ কাল নিদ্রা গেলাম। বিগত পনর দিনের উদ্বেগ, আতঙ্ক ও শত্রুদিগের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষণ নিবন্ধন এক দিনও ২।৩ ঘণ্টার অধিক কাল শয়ন করিতে পারি নাই। আমি এত নিদ্রামগ্ন হইলাম যে,—পর দিন সন্ধ্যা কালে চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম। নৈশ আহার কার্য্য সমাপন করিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম; পর দিন প্রাতে যথাসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এই রূপে নিদ্রা যাওয়ায় আমার শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল; সমুদয় ক্লান্তি অপনোদিত হইল। আমি জয় লাভ করাতে খোদাতা-লার দরগায় কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

পর দিন পিতৃব্যের সহিত 'কান্দাহারে' রওয়ানা হইলাম। পঞ্চম দিন সেখানে উপস্থিত হওয়া গেল। শের আলী খান সোজাসুজি 'হিরাতে' পলায়ন করিলেন।

'কান্দাহারে' পৌঁছিয়া পিতৃব্য কাবুল যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে সেখানে থাকিতে বলিলেন। আমি অস্বীকার করিয়া কহিলাম,—"আমি কাবুল যাইব, আপনিই এখানকার গভর্ণর থাকুন।"

আমি আমার সঙ্গীদের জন্য ও তোপখানার নিমিত্ত ভারবাহী পশু ও অশ্বে

যোগাড় করিলাম; কারণ শীত কালে দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া আমার সজীব পশু গুলি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং স্বাধীন ভাবে চরিয়া খাইয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইবার জন্য উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এস্থলে মদীয় পিতৃব্যের সৈন্য দলের জনৈক অফিসার,—সুলতান আহ্মদ খানের পুত্র ফতেহ্ মোহাম্মদের বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। হিরাতের যুদ্ধে শের আলী খান ইহার পিতা সুলতান আহ্মদকে বন্দী করেন; কিন্তু আমার পিতা তাহাকে মুক্তিদান করিয়া 'হাজারা জাতের' গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি সেই পদ পরিত্যাগ করিয়া শের আলী খানের সহিত গিয়া মিলিত হয়। তিনি তাহাকে স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্য দলের 'অফিসার' পদে নিযুক্ত করেন। সে এখন অনবরত আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পাঠক! যে ব্যক্তি স্বীয় স্বাধীনতা প্রদাতা ও উপকারীর সহিত যুদ্ধ করে এবং যে ব্যক্তি তাহাকে বন্দী করিয়াছিলেন,—তাঁহার পক্ষ সমর্থন করে,—তাঁহার সহিত গিয়া মিলিত হয়,—এরূপ লোকের চরিত্র সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করা উচিত? সত্যই—দুষ্ট বুদ্ধি ব্যক্তি শত শিক্ষা পাইলেও সাধু হয় না; বাগানে পুষ্প জন্মে; বনে কণ্টকের উৎপত্তি হয়।

"শম্শেরে নেক্ আহন্ বদ্ চুঁ কুনদ্ কাছে,
নাকস্ ব তরবিয়তে নেশোয়াদ্ আয়্ হকিম্ কাস্,
বারান্ কে দর্ লতাফতে তব্ আশ্ খেলাফ্ নিস্ত্,
দর্ বাগে লালা রোয়েদ্ অ-দর্ শোরাহ্ বোম্ খাস্।"

"নিকৃষ্ট লৌহ দ্বারা উৎকৃষ্ট তরবারি প্রস্তুত হইতে পারে না। হে বিবেচক! খল কখনও সাধু হয় না। বৃষ্টি দ্বারা ফল ফুল—লতা, পাতা, সজীব ও সতেজ হইয়া থাকে; কদাপি ইহার প্রতিকূল কার্য্য হয় না। বাগানে সুন্দর সুন্দর পুষ্পের উৎপত্তি; আর লবণাক্ত জমিতে কেবল ঘাসই জন্মিয়া থাকে।"

# চতুর্থ অধ্যায়।

## শের আলী খানের সহিত যুদ্ধ
## ও
## আমির মোহাম্মদ আজম খান।

( ১৮৬৭—৭০ খ্রীঃ অব্দ )

এখন পাঠকগণ বল্‌খের অবস্থা শুনুন। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, সেই রাজ্য জয় করিয়া ফয়েজ মোহাম্মদ, নাজের হয়দর খান ও জেনারেল আলি আশকর খানকে সেখানকার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করি। আমি বামিয়ান পৌঁছিয়া শুনিতে পাইলাম, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা ও মনোমালিন্ত উপস্থিত হইয়াছে। আমি ইহা শুনিয়াই তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলাম—"আমি কাবুল আক্রমণ করিবার জন্ত উদ্যত—এমন সময়ে তোমাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ভাল নয়। অতএব তোমরা এইরূপ অনিষ্টকর কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হও।" শীত কালে আমি ফয়েজ মোহাম্মদ খানকে এক হাজার ভারবাহী টাটু ঘোড়া প্রেরণ করিতে লিখিলাম; কিন্ত এই বিশ্বাসঘাতক দেখিল;—আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত,—এখন আর কোন কার্য্যে আমি হস্তার্পণ করিতে সুবিধা পাইব না; সুতরাং এই মহা সুযোগে সে অবাধে আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিল। 'সয়িদাবাদ' জয়ের পর পিতা তাঁহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন; সে আদেশও সে পালন করিল না।

এই সময়ে মদীয় খুল্লতাত ভ্রাতা সর্দ্দার সরওয়ার খান ও গোলাম আলী খান আট হাজার সওয়ার সহ 'হাজারা' রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং এই সময়েই শের আলী খান 'কান্দাহার' হইতে গজ্‌নী যাইতে ছিলেন—পথে 'কোলাতে' আমি তাঁহার সহিত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হই, ইহা উপরেই বিবৃত করিয়াছি।

সর্দ্দার ফয়েজ মোহাম্মদ দিন দিন অধিকতর কষ্ট দিতে লাগিল; পিতা অব-

শেষে বাধ্য হইয়া সরওয়ার খানকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সরওয়ার খান অবিলম্বে সসৈন্যে 'বামিয়ান' হইতে 'বল্খে' রওয়ানা হইলেন। 'হেবক' হইতে পাঁচ 'কুচ' দূরে—'আব্কশ্রি' নামক গ্রামে উভয় পক্ষীয় সৈন্য দল পরস্পর সম্মুখীন হইল;—সরওয়ার খান পরাভূত হইলেন; তিনি পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 'বাজগাহে' সমর ঘোষণা করিলেন; কিন্তু এবারও তাঁহার পরাজয় হইল—সরওয়ার খান পলায়ন করিলেন। বহু সংখ্যক অফিসার ও সিপাহী ফয়েজ মোহাম্মদের হস্তে বন্দী হইল। সে নায়েব গোলাম, গোলাম আলী এবং আরও ২।৩ জন প্রধান অফিসারকে বধ করিল। ইহার পর সে 'কতাগান' ও 'বদখশানের' দিকে ফিরিয়া গেল এবং কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধের পর ঐ দুইটী রাজ্যও মীর জাহান্দার শাহের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। মীর জাহান্দার এ বিষয়ে অভিযোগ করিবার জন্য কাবুলে পিতার নিকট আগমন করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার নিকট মাত্রই সৈন্য ছিল না।

এই সময়ে পিতা শুনিতে পাইলেন,—ফয়েজ মোহাম্মদ কাবুলের দিকে অগ্রসর হইতেছে! এই জন্য তিনি তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলেন। যদিও আমি তখন মূত্র-গ্রন্থি সংক্রান্ত রোগ ভোগ করিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি পত্র প্রাপ্তি মাত্র রওয়ানা হইলাম। আমি তখন অশ্বারোহণ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ,—শরীর এতই অসুস্থ; এই জন্য 'তখ্ত-রওয়ানে' (১) বসিয়া চলিলাম এবং প্রত্যহ দ্বিগুণ 'কুচ্' করিয়া পঞ্চম দিন গজ্নি উপস্থিত হইলাম।

এখানে পৌঁছিয়াই পিতার এক খানা পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"আর ব্যস্ত সমস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; বিশ্বাসঘাতক ফয়েজ মোহাম্মদ 'বল্খ' ও 'কতাগানের' দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। যদিও আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সৈন্যেরা দ্বিগুণ 'কুচ' করা গতিকে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

---

(১) 'তখ্তে রওয়ান'—এক প্রকার শিবিকা বিশেষ।

পাঁচ দিন গজ্‌নি অবস্থান করিয়া কাবুল যাত্রা করিলাম। পিতা অনেক লোককে আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করিলেন। আমি তাঁহাদের প্রতি সখ্য ভাব জানাইলাম; পিতার হস্ত চুম্বন করিলাম, মাতার পদ চুম্বন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

কাবুল নদীর তীরে আমার সৈন্যদিগের শিবির স্থাপন করিলাম। প্রত্যহ একবার পিতা মাতাকে দেখিবার জন্য যাইতে লাগিলাম; কিন্তু সদা সর্ব্বদাই ফিরিয়া আসিয়া শিবিরে—সৈন্যদের সহিত শয়ন করিতাম।

এইরূপে কিছু কাল চলিয়া গেল; গ্রীষ্ম কাল আগমন করিল; কাবুলে ওলাউঠা রোগ আরম্ভ হইল; পিতা বলিলেন, "তোমার শিবির স্থানের জল বায়ু ভাল নহে; অতএব তুমি 'বালা হেসারে' চলিয়া যাও।"

আমি সৈন্যদিগকে ছুটী দিলাম; উহারা স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেল। আমি নিজে "বালা হেসারে" গিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

বেশী দিন গত হইল না,—সংবাদ আসিল,—পিতাও এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং এই দেশের অশিক্ষিত ঔষধ বিক্রেতাদের ঔষধের কার্য্যকারিতা শক্তির পরীক্ষা তাঁহার শরীরের উপর চলিতেছে। শেষে প্রবল জ্বরও আক্রমণ করিল; তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। এই সময়ে সংবাদ আসিল,—শের আলী খান বল্‌খে উপস্থিত হইয়াছেন, তথায় ফয়েজ মোহাম্মদও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উভয়ে কাবুলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমি অবিলম্বে পত্র লিখিয়া পিতৃব্যকে পিতার মুমূর্ষু অবস্থা এবং শের আলী খান ও ফয়েজ মোহাম্মদের সসৈন্যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার কথা জানাইলাম এবং প্রার্থনা করিলাম, "যদিও আমি অগ্রসর হইয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক, কিন্তু তথাপি আপনি এখানে না আসা পর্য্যন্ত পিতার সন্নিধান হইতে স্থানান্তরিত হইতে পারিব না।" এই পত্রের উত্তর শীঘ্র আসিল না।

আমি শের আলী খানের অভিযানের দৈনিক সংবাদ অবগতির নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত করিলাম এবং কাবুলে পৌঁছিবার দুই দিনের পথ বাকী থাকিতে আমি অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

এক দিন এই সংবাদ শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে,—শত্রুগণ "পাঞ্জ্‌শের" এ

ফিরিয়া গিয়াছে এবং অকস্মাৎ 'কোহস্তানে কাবুলে' প্রবেশের ইচ্ছা করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া "চারাহ্কারে" রওয়ানা হইলাম; তিনি আমার জয় লাভের জন্য খোদাতা-লার 'দরগায়' প্রার্থনা করিলেন। পিতৃব্যও গজনিতে আসিয়া পঁহুছিলেন; এবং যুদ্ধ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত সেখানেই রহিলেন।

আমি 'চারাহ্কারে' উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, ফয়েজ মোহাম্মদ 'পাঁঞ্জ্শের' উপত্যকার উপর দিয়া অগ্রসর হইবার বাসনা করিয়াছে। এই জন্য আমি সমুদয় রাত্রি 'কুচ' করিয়া সূর্য্যোদয়ের সময় "গোলবাহার" নামক স্থানে ঘাটির মুখস্থিত "কেল্লা এলাহ্দাদে" উপস্থিত হইলাম। এদিকে ত আমি আমার তাবৎ সৈন্য সহ উপস্থিত। ওদিকে ফয়েজ মোহাম্মদও পর্ব্বতের শিখর দেশে আসিয়া পৌছিল। ইহার পরেই জানিতে পারিলাম, আমার সৈন্য সম্মুখে দেখিতে পাইয়া সে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল। 'কোহস্তানের' সর্দ্দারেরা তাহাকে সেদিক দিয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল; কারণ এই পথে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতায় পতিত হইবার আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু আমি অপ্রত্যাশিত দৈব নিগ্রহের ভয়ে হঠাৎ সেখানে পৌছিয়া যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলাম।

এতদ্ভিন্ন সে শের আলী খানেরও এক খানা পত্র প্রাপ্ত হইল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে,—তিনি আসিয়া না পৌছা পর্য্যন্ত যেন সে অগ্রসর না হয়; কারণ ২।৩ দিন মধ্যে তিনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এই পত্র পাইয়াই ফয়েজ মোহাম্মদ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ও হতাশ হইয়া পড়িল। সে শের আলী খানকে খুব ভৎর্সনা পূর্ণ এক পত্র লিখিয়া জানাইল যে,—"আবদুর রহমান আসিয়া পৌছিয়াছে। যদি আপনি আসিতে অধিক বিলম্ব করেন, তবে আমাদের উভয়েরই জীবন বিনষ্ট হইবে।"

ফয়েজ মোহাম্মদ রাত্রেই পাহাড়ের চূড়া দেশে মুরুচা প্রস্তুত করিল। আমি তাহাকে পর দিন প্রাতঃকালে আক্রমণ করিলাম। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যদিও ফয়েজ মোহাম্মদ উচ্চ স্থানে থাকায় আমা হইতে অধিকতর সুবিধা ভোগ করিতেছিল; কিন্তু তথাপি কয়েক ঘণ্টা পর আমি তাহার কতকগুলি "সংগর" অধিকার করিয়া ফেলিলাম। এই সংবাদ শুনিয়া সে পাহাড়ের পশ্চাদ্ভাগে

হইতে সম্মুখে আগমন করিল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র,—সোজা লক্ষ্য করিয়া একটী গোলা ছুড়িলাম; উহা ঠিক তাহার উদরে গিয়া লাগিল। তৎক্ষণাৎ সে আমাদের যে লবণ খাইয়াছিল, তাহা উহার উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ইহা এতদ্‌সদৃশ বিশ্বাসঘাতকেরই ন্যায়সঙ্গত প্রতিদান! পাঠক! এইরূপ অকৃতজ্ঞের জীবনের পরিসমাপ্তি এই প্রকার উপযুক্ত শাস্তির সহিত হওয়াই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। তাই নরাধম এবার তাহার স্বভাবের অনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইল!

আমি তাহার প্রায় সমুদয় সৈন্যই বন্দী করিলাম। শের আলী খান দুই হাজার অশ্বারোহী সেনা সহ বল্‌খ পলায়ন করিলেন। (১) ইহাদিগকে তিনি 'হিরাত' হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমি ফয়েজ মোহাম্মদ খানের মৃতদেহ তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলী মোহাম্মদ ও তাহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিন চারি দিন পর আমিও কাবুলে চলিয়া আসিলাম।

কয়েক দিন্ পর এই বিজয় সংবাদ গজ্‌নীতে পিতৃব্যের নিকট পৌছিল।

আমি কাবুলে উপস্থিত হইয়াই, পিতার নিকট গমন করিলাম। দেখিলাম—তাঁহার অন্তিম অবস্থা উপস্থিত! 'হরম সরার' মহিলাগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিলেন,—"আবদুর রহমান আসিয়াছে এবং আপনার পদ চুম্বনের জন্য এখানে দাঁড়াইয়া আছে;" কিন্তু তিনি তখন কথা বলিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ; আমাকে দেখিয়া হস্ত প্রসারিত করিলেন। অহো! পিতা চিরকালের জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িতেছেন,—আর তাঁহার স্নেহ-সম্বোধন শুনিতে পাইব না,—সংসারে এমন আর কাহারও উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিব না,—এই দুঃখে—মর্ম্মবেদনায়, আমার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। আমি অপরিণত বয়স্ক বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম।

সেখানে কিছু কাল এইরূপে কাটাইয়া আমি স্বীয় শিবিরে চলিয়া আসিলাম; এবং সৈন্য বিভাগের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। প্রত্যহ দুই বার পিতাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। আমার ফিরিয়া আসার তৃতীয় দিন—শুক্রবার

---

(১) ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর।

তিনি এই অনিত্য পৃথিবী ত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে চলিয়া গেলেন। আমাকে চির কালের জন্য বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল; কি করিব? হতভাগ্য আমি—বিধাতার বাসনার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলাম। যতদূর সম্ভব শোকাবেগ সহ্য করিয়া, তাঁহার স্নান সম্পাদন ও 'কাফন' পরিধানের যোগাড় করিলাম। অতঃপর মুসলমানদের শাস্ত্র বিধান অনুসারে সমুদয় চরম অনুষ্ঠান করিয়া মৃতদেহ তাঁহার 'অছিয়ত' (১) অনুরূপ "কেল্লা হুশ্‌মন্দ খানে"—যাহা তদীয় সম্পত্তির অন্তর্গত ছিল,—সমাধিস্থ করা হইল। আমি ভগ্ন হৃদয়ে কাবুলে ফিরিয়া আসিলাম এবং দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগকে অন্ন ভোজন করাইলাম।

ইহার তিন দিন পর আমি পিতৃব্য সর্দ্দার মোহাম্মদ আজম খানকে বলিলাম, "যত দিন পর্য্যন্ত পিতা জীবিত ছিলেন, আপনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। আমি একটু দূরে—আপনার ছোট ভাইয়ের ন্যায় ছিলাম। এখন পিতা পরলোকগত, সুতরাং আমি আপনাকে তাঁহার স্থলবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞান করিব; এবং আপনার স্থান আমি গ্রহণ করিব। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইবেন।" তিনি উত্তর দিলেন,—"তুমি তোমার পিতার সিংহাসনের যথার্থ স্বত্ববান্ বট; আমি তোমার কর্ম্মচারী স্বরূপ হইয়া থাকিব।" আমি বলিলাম, —আপনি শুভ্র শ্মশ্রু পূজনীয় ব্যক্তি; এ বয়সে কাহারও চাকর হওয়া আপনার শোভা পায় না। আমি নব্য যুবক—যেরূপে পিতার পরিচর্য্যা করিয়াছি, সেই রূপে আপনারও সেবা করিব।"

চারি দিন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে বিচার বিতর্ক চলিল। অতঃপর শুক্রবার রাত্রিতে কাবুলের বড় বড় লোকদিগকে ও রাজ্যের নানা প্রদেশস্থ সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিলাম এবং তাহাদিগকে আদেশ করিলাম,—"পিতৃব্যের নামে তোমাদিগকে 'খোৎবা' পড়িতে হইবে।" যখন 'খোৎবা' পাঠ সমাপ্ত হইল, তখন আমি সর্ব্বপ্রথমে পিতৃব্যের কর স্পর্শ করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করি-

---

(১) অছিয়ত—মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের সন্তান বা আত্মীয় স্বজনদিগকে মৃত্যুর পর কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বলিয়া যাওয়া।

লাম। অন্যান্য সর্দ্দারেরাও আমার অনুকরণ করিল। আমরা সকলে পিতৃব্যের মঙ্গলে আনন্দ জ্ঞাপন করিলাম।

আমি স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম। চত্বারিংশৎ দিনের রাত্রিতে পিতার আত্মার মঙ্গলার্থ কোরাণ শরিফ 'খতম্' (পরিসমাপ্তি) করা হইল এবং দীন দরিদ্র দিগকে দান ধ্যানও করা গেল।

কয়েক মাস পর খল প্রকৃতি লোকেরা পিতৃব্যকে আমার সম্বন্ধে ভ্রম ধারণা সঙ্কুল করিয়া তুলিল। উহারা তাঁহাকে বুঝাইল যে,—আমি কাবুলে থাকায় তাঁহার শক্তি ক্ষমতা—প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য নিতান্ত অল্প ও সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং আমাকে বল্‌খে প্রেরণ করাই তাঁহার পক্ষে কল্যাণকর এবং আমার বর্ত্তমান পদে তদীয় পুত্রকে নিযুক্ত করা উচিত।

যে সকল বিশ্বাসঘাতকের হস্তে নূতন আমিরের বল্গা নিহিত ছিল,—যাহাদের ইঙ্গিতে আমির রূপী পুত্তলিকাটী পরিচালিত হইতেছিলেন,—তাহাদের নাম যথা:—

(১) সরফরাজ খাঁ 'গলজেই'; (২) সাহেবজাদা গোলাম জান; (৩) মালিক শের গোল 'গলজেই'; (৪) নওয়াব সুফি খান 'কিয়ানি'; (৫) মোহাম্মদ আকবর খান 'গলজেই'; (৬) মীর আকবর খান 'কোহ্‌স্তানী'; (৭) মীর জান আবদুল খালেক (আহ্‌মদ কাশ্মীরির পুত্র,—ইহার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে); (৮) মালিক জব্বার খান।

ইহাদের প্ররোচনায় আমির আমার উপর অত্যন্ত বীতস্নেহ হইয়া পড়িলেন। এক দিন আমি দরবারের প্রথানুসারে তাঁহাকে 'সালাম' করিতে গমন করিলাম। দ্বারদেশে দৌবারিকেরা আমায় প্রবেশ করিতে বাধা দিয়া বলিল,—"আমির সাহেব শুইয়া আছেন।" আমি দরজায় প্রাতঃকাল হইতে বেলা এক ঘটিকা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। এই সময় মধ্যে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ ও উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ ক্রমাগত রাজ দরবারে যাতায়াত করিতেছিল।

অতঃপর রাজকীয় আহার্য্য আনীত হইল। আমি চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—আমির সাহেবের কি অলৌকিক নিদ্রা! তিনি নিদ্রামগ্ন অবস্থায়ও বুঝি আহার করিয়া থাকেন!!

এই সময়ে ভিতরে গমন জন্য আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল। আমি

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—আমিরের চারি দিকে তদীয় অফিসারগণ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন; আমিও বসিয়া পড়িলাম। আমাকে সেখানে আহার করার জন্য বলা হইল। আমি বলিলাম "আমি আহার করিয়াছি।" সপারিষদ আমির মহোদয়ের 'খানা' শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। দরবারীরা পরস্পর কাণাকাণি করিতে আরম্ভ করিল, ইহা দেখিয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

এইরূপ দ্বারবানের কড়াকড়ি—গোপন গোপন ভাব—ষড়যন্ত্র—দুই তিন দিন পর্য্যন্ত রহিল। পরে আমির আমাকে বলিলেন, "তোমার বল্‌খ যাওয়াই উত্তম।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাকে—আবদুর রহিম, জেনারেল নজির ও আমার সৈন্য দলের অন্যান্য অফিসারদের সহিত—(যাহারা বল্‌খেরই অধিবাসী) চব্বিশটী তোপ সহ প্রেরণ করুন এবং আমাকে কাবুলে থাকিয়া আপনার পরিচর্য্যা করিতে অনুমতি দিন।"

আমি মনে করিলাম, যদি শের আলী খান কাবুলের দিক হইতে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে আমি তাঁহাকে বাধা দিতে পারিব। পিতৃব্য উত্তরে বলিলেন, "বল্‌খের বন্দোবস্ত তোমা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা হইবার নয়।" আমি বুঝিলাম, তাঁহার প্রকৃত মানস,—আমাকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করা; সুতরাং আর অধিক বাক্যব্যয় করিলাম না; দশ দিন মধ্যে, বল্‌খ যাত্রা করিলাম। আমার পরিবারের সকলকেই কাবুলে রাখিয়া গেলাম।

শীত কাল, ভূপৃষ্ঠ বিপুল বরফে আচ্ছন্ন। পথে ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতে হইল। এমন কি তুষারের অসহ্য শৈত্যে আমার তিন শত লোকের হাত পা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল।

এস্থলে ইহাও লেখা প্রয়োজন যে—আমার যাত্রার পূর্ব্বে আমির মহোদয় সর্দ্দার আমেন খানের পুত্র মোহাম্মদ ইস্‌মাইলকে একটী পল্টন, ছয়টী তোপ ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ 'হাজারা' রাজ্যে এবং কর্ণেল সোহ্‌রাবকে চারি শত অশ্বারোহী ও চারিটী তোপ সহ 'বাজ্‌গাহ' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে আরও বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, যখন আমি সেখানে পৌছিব,—তখন যেন তাহারা আসিয়া আমার সহিত সম্মিলিত হয়। এই আদেশ মত অফিসারগণ যথাস্থলে আমাকে অভিবাদন করিতে

আসিল। আমি তাহাদিগকে 'বল্‌খ' পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাইতে ও আমাকে সাহায্য করিতে বলিলাম; কারণ সেখানে যে সকল লোক বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে হইবে। আমি তাহাদিগকে বসন্ত কালে কাবুলে পাঠাইয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম; তাহারাও তাহাতে স্বীকৃত হইল।

এই সময়েই কর্ণেল সোহ্‌রাবের নিকট পিতৃব্যের এক খানি পত্র আসিল। তাহাতে লেখা,—সে যেন আমার অনুমতি লইয়া, কিম্বা আমার অনুমতি ব্যতিরেকেই অবিলম্বে ফিরিয়া যায়। কয়েক দিন পর বামিয়ানের গভর্ণর—যাহাকে আমি নিযুক্ত করিয়াছিলাম—আমাকে লিখিয়া জানাইল যে, "হিসাব পত্র প্রদান করিবার নিমিত্ত কাবুল হইতে তাহাকে তলব করা হইয়াছে। হিসাব বন্ধ করিবার জন্যও তাহার উপর আদেশ আসিয়াছে।" আমি কেবল মাত্র এই উত্তর লিখিলাম,—"আদেশ পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

পথে বহু কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়া 'হেবক'এ পৌঁছিলাম। 'কতাগানের' মীর সাহেব আমাকে 'সালাম' করিবার জন্য আগমন করিলেন এবং চারি শত উট, এক সহস্র অশ্ব এবং আরও বহুবিধ উপঢৌকন প্রদান করিলেন। এখান হইতে 'তাশ্‌করগান" এ গমন করিলাম। শের আলী খানের বন্দোবস্তের দোষে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। 'বল্‌খে'র মীরগণ—'বোখারা', 'কোলাব', 'হেসার' প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। শের আলী খান তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য লিখিয়াছিলেন। তাহাতে এই সর্ত্ত ছিল যে রাজ্য ও তোপ সমূহ টাকা দিয়া তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিতে হইবে। এই সকল নির্ব্বোধ, শের আলী খানের রাজ্য বিক্রয়ের ক্ষমতা আছে মনে করিয়া তাঁহাকে টাকা দিয়া বসিল এবং তিনি আফগান অধিবাসিদিগকে তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, এই অজুহাতে তাহারা আফগান প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। এই ভীষণ অত্যাচারের সময় আফ্‌গানেরা বলিয়াছিল,—'তাহারা শের আলী খানকে আমির বলিয়া স্বীকার করে নাই। আবদুর রহমান তাহাদের বাদশাহ।' এইরূপে বহু তর্ক বিতর্ক—কথা বৃদ্ধি হইতে হইতে শেষে অনেক লোক মারা গিয়াছিল উপরোক্ত কারণ বশতঃ আমি সেখানে পৌঁছিবামাত্র মীরগণ ভীত হইয়া

'আক্‌চা', 'আন্দখুবি', 'শবরগান' ও 'ময়মনা' পলাইয়া গেল এবং 'নম্‌লকের' কেল্লা সুদৃঢ় করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি 'তাশ্‌করগান' হইতে 'মাজার শরিফে' ও সেখান হইতে 'তখ্‌তাপুলে' গমন করিলাম। এখানে পৌঁছার কয়েক দিন পরই ইস্‌মাইল খানের তোপ-খানা ও পল্টনের অফিসারেরা আসিয়া আমার নিকট বলিল,—"ইস্‌মাইল খানের হাব ভাব বড় ভাল দেখা যাইতেছে না। তিনি যেন প্রকৃত পক্ষে আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন। অতএব যদি আপনি আমাদিগকে আপনার সৈন্য দল ভুক্ত করিয়া লন, তবে আমরা বড়ই সুখী হইব।" আমি উত্তর দিলাম—"আমার পিতৃব্য আমির আজম খান তোমাদিগকে ইস্‌মাইল খানের অধীনে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি না পাইলে আমি তোমাদের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারি না।" তাহাদের একান্ত আগ্রহে পিতৃব্যের নিকট এই বিষয় লিখিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলাম। পত্রও লিখিলাম। কিন্তু আমির উত্তর দিলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নয়নের দীপ্তি মোহাম্মদ ইস্‌মাইল খানের নিন্দা করে, কিম্বা তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে বিশ্বাস ঘাতক ও মিথ্যাবাদী।' এই পত্র-খানা আমি সেই অফিসারদিগকে দেখাইলাম এবং 'নম্‌লকে' চলিয়া গেলাম; সেখানে বিদ্রোহীরা আমার সহিত যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিয়াছিল।

আমি সেখানকার লোকদিগকে বন্ধু ভাবে অনেক বুঝাইলাম;—তাহাদের প্রত্যয়ের জন্য শপথ করিয়া বলিলাম—"তোমরা কেন অনর্থক যুদ্ধ করিয়া আত্ম-বিনাশ করিতে চাহিতেছ; যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেই তোমাদের পক্ষে মঙ্গল;" কিন্তু তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই কেল্লা অজেয়; সুতরাং তাহারা আমার কোন কথায় কর্ণপাত করিল না।

কেল্লার পরিখার দৈর্ঘ্য ৩৩০ গজ ও প্রস্থ ৫০ গজ। ইহা পার হওয়া সাধারণতঃ দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হইত। পর দিন আমি তোপগুলি সজ্জিত করিলাম। সূর্য্যোদয়ের সময় আক্রমণ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেল্লার দ্বার ও দুইটী মিনার বিনষ্ট হইল। আমার সৈন্যগণ দশ হাজার আটী শুষ্ক ঘাস আনিয়া পরিখার গড়খাই মধ্যে ফেলিল এবং তাহার উপর দিয়া কেল্লার প্রাচীর পর্য্যন্ত পদব্রজে চলিয়া গেল। বিদ্রোহিগণ ও

কেল্লার লোকেরা বেতের বড় বড় মোঠায় অগ্নি সংযোগ করিয়া আমার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদিগের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল; যে সকল সিপাহী দেয়ালের উপর আরোহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে সঙ্গীন দ্বারা আক্রমণ করিল। এত বিঘ্ন সত্বেও আমার সিপাহীদের গতি রুদ্ধ হইল না। তাহারা কেল্লায় প্রবেশ করিল; কিন্তু এই যুদ্ধে আমার সাত শত সৈন্য জীবন দান করিয়াছিল। কেল্লায় অনুমান সার্দ্ধ দুই সহস্র লোক ছিল; তাহাদের সকলকেই বধ করা হইল। কেবল একটী মাত্র লোক জীবিত ছিল; সে আত্ম রক্ষার জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক একটা পুরাতন শুষ্ক কূপে পতিত হইয়াছিল। সে বলিল—যখন মীরেরা আমার আগমন সংবাদ শ্রবণ করে, তখন সার্দ্ধ দুই সহস্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহসী ও বীর ব্যক্তিকে এই কেল্লা রক্ষার জন্য মনোনীত করিয়াছিল। ইহারা কেল্লা রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিত না। এইরূপ সাহসের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে খেলাৎ, তলোয়ার, বন্দুক প্রভৃতি প্রদান করা হইয়াছিল।

আমি কেল্লার অধ্যক্ষ কোরা খানকে (১) জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা কেন আমার শপথ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হও নাই?" সে বলিল—"আমি যাহা জানি, আপনিও তাহা অবগত আছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এই কেল্লা বিজিত হয় নাই। এই জন্য আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল—আপনিও ইহা দখল করিতে পারিবেন না।" বাস্তবিক সে সত্য কথাই বলিয়াছিল। আমার পিতৃব্য একবার ক্রমান্বয়ে দেড় বৎসর কাল ইহা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষে রশদ ফুরাইয়া যাওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের সহিত আপোসে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। করুণাময়ের কৃপায় আমি ছয় ঘণ্টা মধ্যে এই কেল্লা অধিকার করিলাম এবং এই দেশে আফ্‌গানদের উপর যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ন্যায় মত প্রতিশোধ লইলাম।

পর দিন এই ব্যক্তিকে মুক্তি দান করিয়া, কেল্লা জয়ের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত 'বল্‌খের' মীর গণের নিকট প্রেরণ করিলাম। ইহার পর 'আক্‌চা'

(১) ইনি বল্‌খের মীর ঈশান শদুরের পুত্র।

রওয়ানা হওয়া গেল। সেখানকার অধিবাসিরা আমার অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাহিরে আগমন করিল। তাহারা আমার অত্যন্ত সম্মান-অভ্যর্থনা করিয়া বল্‌খের মীরগণের দুষ্কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমি ক্ষমা করিলাম। কারণ তাহাদের অপরাধের প্রকৃত উৎপত্তি স্থল—শের আলী খানের রাজ্য বিক্রয়। বল্‌খের সমুদয় মীরই ময়মনার দিকে পলায়ন করিল। কেবল মীর হাকিম খান -যিনি আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং 'সরপুলের' মীর মোহাম্মদ খান আমার নিকট বহু পরিমিত উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তির কথা আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আমার বোখারা অবস্থানের সময় এই ব্যক্তি সেখানকার রাজদরবারে ছিল। আমি তাহার প্রেরিত উপহার ফিরাইয়া দিয়া, একজন নূতন গভর্ণরকে পত্র সহ তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইবার জন্য প্রেরণ করিলাম। অগত্যা এই ব্যক্তিও ময়মনার দিকে পলায়ন করিল।

আমি 'শবরগান' পৌঁছিয়া সাবেক মীর হকিম খানকে তাঁহার পূর্ব্ব পদে নিযুক্ত করিলাম। 'আন্দখুবিতে' নূতন গভর্ণর প্রেরিত হইল।

মীর হকিম এই উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, স্বীয় দুহিতাকে আমার করে সমর্পণ করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। প্রথমতঃ আমি ইহাতে অসম্মত হই-লাম; কিন্তু পরে সম্মতি প্রকাশ করিলাম।

এই সময়ে মোহাম্মদ ইস্‌মাইল খানের অভিভাবকেরা আমাকে জানাইল যে,—সে আমাদের গভর্ণমেণ্টের শত্রু। তাহা হইতে পূর্ব্বেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার অফিসারদের মুখেও আমি ইতিপূর্ব্বে তাহার এইরূপ দোষের কথা শুনিয়াছিলাম। এই জন্য আমি তাহাদিগকে সোজা সোজি আমিরের নিকট এ বিষয় সবিস্তার লিখিয়া জানাইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করি-লাম এবং তাঁহাতে তাহাদের নিজ নিজ মোহর করিয়া দিবার জন্যও বলিয়া দিলাম। আমি ও পিতৃব্যকে এতৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে একেবারেই মন দিলেন না। অপিচ আমাদিগকে মিঠা কড়া ভাষায় তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিলেন; আমাকে সত্বর ময়মনা চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক অনুজ্ঞায় বুঝা গেল, ইস্‌মাইল বিদ্রোহী নয়,—আমিই বিদ্রোহী হইয়া গিয়াছি।

আমি তাঁহার এই অবিবেচনা-মূলক আদেশ পাইয়া আপত্তি উপস্থিত করিলাম। প্রতিবাদ করিয়া লিখিলাম—'আমার সৈন্যগণ সারা শীত কাল অবিরাম ভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছে। কত কষ্ট—কত বিপদ—কত আতঙ্ক ধীর ভাবে সহ্য করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত সমুদয় যুদ্ধে জয় লাভও করিয়াছে। এখন তাহাদিগকে দীর্ঘ বিশ্রাম দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এই দেশের বিদ্রোহ-ভাব এখনও দূরীভূত হয় নাই; সুতরাং যে পর্য্যন্ত এখানকার অধিবাসীরা আমাদের শাসনে শান্ত ভাবে থাকিতে অভ্যস্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত আমার এখানে থাকা বিশেষ প্রয়োজন।' ইহার উত্তরে তিনি লিখিলেন,—"শের আলী খান আমার পুত্র সরওয়ার খান ও আজিজ খানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিশ্চিত 'কান্দাহারে' সৈন্য প্রেরণ করিবে। যদি এরূপ ঘটনা ঘটে ও তাহারা পরাজিত হয়, তবে আমি তাহা তোমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিব।" আমি উত্তর দিলাম,—"ময়মনাতে অপর সৈন্য প্রেরণ করুন। আমাকে এখানে —অপেক্ষাকৃত আপনার নিকটে থাকিতে অনুমতি দিন। যদি শের আলী খান 'কান্দাহার' আক্রমণ করেন, তবে আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। এতদ্ভিন্ন 'ময়মনা' অবরোধ কার্য্যে কয়েক মাস সময় লাগিবে। আমাকে এত দূরে দেখিতে পাইয়া শের আলী খানের পক্ষে কাবুল আক্রমণ করাও বিচিত্র নহে।" কিন্তু পিতৃব্য আমার কোন পরামর্শেই কর্ণপাত করিলেন না। তিনি লিখিলেন—"যদ্যপি তুমি আমার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ্ হইয়া থাক, তবে অবশ্য এই আদেশ পালন করিবে।"

পিতৃব্যের এই ব্যবহারে আমার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল; মনে বিষম বিরক্তি ও হতাশ সঞ্চারিত হইল। মনে আসিল—লিখিয়া দেই—শের আলী খানের শত্রুতায় আমি ভীত নহি; তবে আপনার শত্রুতায় কি হইতে পারিবে? কিন্তু একথা চিন্তা করিয়া নিবৃত্ত হইলাম যে, আমিই ত তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছি! এই জন্য প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার সমর্থন ও সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর আমি সকল দিকে গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া 'আন্দখুবি'র পথে 'ময়মনা' রওয়ানা হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমিরকেও পত্র লিখিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম। আমি তাঁহাকে ইহাও লিখিলাম যে,—"আপনি নিশ্চয়

জানিবেন—এক দিন আপনাকে আমার এখান হইতে যাওয়ার জন্য পরিতাপ করিতে হইবে।"

যখন আমি একটী গ্রামে পৌছিলাম—যেখান হইতে ময়মনা এক দিনের পথ দূরে ছিল—আমিরের এক খানা পত্র আমার হস্তগত হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—"শের আলী খানের পুত্রগণ শনৈঃ শনৈঃ কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। 'ফরহ'ও অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব তুমি স্বীয় অর্দ্ধ পরিমিত সৈন্য শীঘ্র কাবুলে পাঠাইয়া দাও। অবশিষ্ট সৈন্য দ্বারা ময়মনা অবরোধ করিও; অপিচ আমার নয়নের জ্যোতিঃ ইস্মাইল খানকে এই সৈন্যদের সহিত পাঠাইয়া দাও।" আমি উত্তর লিখিলাম,—"আমি পূর্ব্বেই আপনাকে সতর্ক করিয়াছি, এখন তাহাই ফলিতে চলিল। সে সময়ে আপনি আমার কোন কথাই মানেন নাই। এখন আমার নিজের আইসা—বা আপনার সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করা—উভয়ই অসম্ভব; কারণ অর্দ্ধ সংখ্যক সৈন্য দ্বারা 'ময়মনা' অবরোধ করা যাইতে পারে না।"

আমি পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ময়মনা পৌছিয়া কেল্লার বাহিরে মুরুচা প্রস্তুত করার বন্দোবস্ত করিলাম এবং কেল্লা হইতে পনর শত কদম দূরে "তুল আশ্‌কান" নামক পাহাড়ের উপর—যাহা কেল্লা হইতে অধিকতর উচ্চ ছিল—শিবির সন্নিবেশিত করিলাম। অবরোধ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় পিতৃব্যের আর এক খানি পত্র আসিল—উহা পাঠ করিয়া অবগত হইলাম—তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ আজিজ খানকে মোহাম্মদ ইয়াকুব খান (ইনি শের আলী খানের পুত্র) পরাজিত ও বন্দী করিয়াছেন এবং 'পুস্তরোদ' নামক প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই কারণ বশতঃ অর্দ্ধ পরিমিত সৈন্য পাঠাইবার জন্য আমার উপর আমিরের হুকুম আসিয়াছে; কিন্তু আমি এবারও তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলাম। পত্রোত্তরে লিখিলাম—"শত্রুদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছি; কেল্লাও অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। আমার নিকট এত সৈন্য নাই যে, তাহার অর্দ্ধেক আপনার নিকট প্রেরণ করিতে পারি।"

আমি প্রবল পরাক্রমে কেল্লা আক্রমণ করিলাম, কিন্তু উহা অধিকার করিতে সমর্থ হইলাম না। কোন্ সময়ে কেল্লা আক্রমণ করা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই মোহাম্মদ ইস্মাইল খান শত্রুদিগকে জানাইয়া দিয়াছিল! প্রতিপক্ষেরা প্রথম

আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও বুঝিতে পারিয়াছিল—দ্বিতীয় বার আক্রমণে আমাদের সেই প্রবল বেগ সহ্য করা অসম্ভব। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই সন্ধি করিতে ব্যগ্র হইল। 'ময়মনার' মীর অবিলম্বে কতিপয় অফিসার ও শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত (ওলামা) সহ তদীয় পুত্রকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা কোরাণ শরিফ লইয়া শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক আমার বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং বার্ষিক চল্লিশ সহস্র 'আশরফি' কর দিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। এতদ্ভিন্ন অশ্ব ও অন্যান্য নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলেন। কাবুলের দিকে যে অশান্তি-ঝটিকাবর্ত্তের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল, তজ্জন্য আর অধিক টানাটানি করিলাম না; আমি এই সব সর্ত্ত স্বীকার করিলাম। ইহার পর মীর নিজেই আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য আগমন করিলেন। আমি কেল্লা ও তন্মধ্যস্থিত ছয়টী তোপ অধিকার করিলাম। * মীর হোসেন খান অন্যান্য মীরদিগের পক্ষেও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমি সকলকেই ক্ষমা করিলাম।

পিতৃব্য মোহাম্মদ ইস্মাইল খানকে লিখিলেন,—"তোমাকে ফিরিয়া আইসার জন্য পাঁচ খানা পত্র লিখিয়াছি; কিন্তু তুমি তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রণিধান করিতেছ না।" আমি এই পত্র খানা ইস্মাইল খানকে প্রদান করিলাম। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"পূর্ব্ববর্ত্তী পত্রগুলি আমি তোমাকে দেই নাই; কারণ সে সময়ে তোমার সৈন্যদিগের দ্বারা আমার প্রয়োজন ছিল। এখন আর দরকার নাই; তুমি চলিয়া যাইতে পার।"

পর দিন সে চলিয়া গেল; আমিও 'বল্খে' রওয়ানা হইলাম।

মোহাম্মদ ইস্মাইল খানের অন্তরে ধূর্ত্ততা বিচরণ করিতেছিল। সে আমার পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিয়া নগর লুণ্ঠন করিবার মতলবে লম্বা লম্বা 'কূচ্' করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়া গেল। আমি আর তাহাকে আমার অগ্রে যাইতে দিলাম না।

বল্খে পৌঁছিয়া কর্ণেল সোহ্রাবের এক খানা পত্র পাইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল,—"আমিরের আদেশানুসারে আমি সর্দার শরিফ খানকে 'তখ্তা-

* ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের মে মাস।

পুলে' লইয়া আসিয়াছি। এখন তাহার উপযুক্ত মত রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার হস্তে প্রদান করা হইয়াছে।"

শরিফ খান মোহাম্মদ ইস্‌মাইল খানের পিতৃব্য; এই জন্য আমার মনে হইল, খুব সম্ভবতঃ ইস্‌মাইল খান তাহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

সেই রাত্রেই দুই পল্টন সৈন্য ও একটী বেটারি রওয়ানা করিয়া আদেশ দিলাম,—যেন তাহারা দিন রাত্রি অবিরাম 'কুচ' করিয়া 'তথ্‌তাপুলে' উপস্থিত হয়। ফলতঃ সৈন্যেরাও সেইরূপই করিল। তাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া 'আক্‌চা' ও বল্‌খের পথে অতি সত্বর 'তথ্‌তাপুলে' পৌঁছিল। ইস্‌মাইল খানও নগর আক্রমণ এবং স্বীয় খুল্লতাতকে বল পূর্ব্বক উদ্ধার করার মানসে পর দিন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু আমার সৈন্যদিগকে দেখিতে পাইয়া আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিল না;—'মাজার শরিফের' দিকে ফিরিয়া গেল। সেখানে পৌঁছিয়া স্থানীয় গভর্ণরকে ভয় প্রদর্শন করত বল পূর্ব্বক সরকারী তহবিলের সমুদয় টাকা—প্রায় ত্রিশ সহস্র 'তংগা' আত্মসাৎ করিল। ইহার পর সে সরকারী ট্রেজারি (রাজস্ব ভাণ্ডার) লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে 'তাশ্‌করগানের' দিকে চলিল; কিন্তু অধিবাসীরা পূর্ব্বেই তাহার আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া, তাহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সে ইহা জানিতে পারিয়া 'বামিয়ানের' দিকে যাত্রা করিল এবং রাস্তায় যাহা পাইল—লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

পিতৃব্য তাহার এই সকল অত্যাচারের কথা অবগত ছিলেন না। তিনি 'বামিয়ানে'—তাহার নামে পত্র লিখিলেন—"যত শীঘ্র সম্ভব তুমি কাবুলে চলিয়া আইস। শের আলী খান 'কান্দাহার' অধিকার করিয়া কোলাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি নিজেই তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য 'গজনি' যাইতেছি।" মোহাম্মদ ইস্‌মাইল খান—সেই নয়নের আভা উত্তর দান করিল, "আমার পল্টন দুইটী, তোপখানার সিপাহী ও অশ্বারোহী সৈন্যেরা বলিতেছে যে, তাহাদের প্রাপ্য এক বৎসরের বাকী সম্পূর্ণ বেতন না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আমাকে কাবুলে যাইতে দিবে না।"

পিতৃব্য তাহার 'তথ্‌তাপুল' হইতে রওয়ানা হওয়ার কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"বাবা! তুমি সত্যই বলিয়াছিলে! আজ বুঝিলাম, ইস্‌মাইল্ যথার্থ প্রতারক।" আমি উত্তর দিলাম—

"আজ প্রারম্ভ মাত্র ; অধীর হইবেন না—আপনার 'নয়নের জ্যোতিঃ' এখন হইতে নূতন ভাবে আরও পরিচর্য্যা করিতে থাকিবে।" বিশেষ করিয়া ইহা লিখিলাম—"খোদার নামে অনুরোধ আপনি এ সময় কাবুল ত্যাগ করিবেন না। এক মাস প্রতীক্ষা করুন। ইহার পর আমি আসিয়া আপনার সাহায্য করিব।"

আমি অগৌণে গোলাম আলী খান 'পুপলজেই' এর অধিনায়কতায় দুই হাজার সুশিক্ষিত সিপাহী কাবুলে প্রেরণ করিলাম। বলিয়া দিলাম, আমি সেখানে না পৌঁছা পর্য্যন্ত তোমরা তথায় অবস্থান করিবে।

পর দিন আমি জ্বরে পীড়িত হইয়া পড়িলাম। তিন সপ্তাহ কাল অসুস্থতা বর্ত্তমান রহিল। আরোগ্য লাভ করিয়াই কাবুল যাত্রা করিলাম। আমি পীড়িত থাকা অবস্থায় আবদুর রহিম খান, জেনারেল নজির খান ও অন্যান্য অফিসারকে 'সফরে' যাত্রার সমুদয় প্রয়োজনীয় আয়োজন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। উহা সম্পাদিত হইলেই তাশ্‌করগান গমন করিলাম এবং তথা হইতে 'হেবক' এ পৌঁছিলাম।

এই সময়ে এক ছিন্ন বেশ ফকির আমার সমীপবর্ত্তী হইল। সে আমার নিকটে আসিলে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সে যথার্থ ভিক্ষুক নহে—আমার অন্দর মহলের জনৈক বালক দাস ছদ্মবেশে আগমন করিয়াছে! তাহার মুখে শুনিলাম, আমির আজম খান গজনি গমন করিয়াছেন। সর্দ্দার ইস্‌মাইল খান 'কোহ্‌স্তানের' কয়েক জন সর্দ্দার সহ কাবুল নগর অবরোধ করে। তখন কেল্লায় মাত্র দুই শত সিপাহী ছিল। উহারা ছয় দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল ; কিন্তু তৎপর কাবুলের অধিবাসিরা ইস্‌মাইলের সহিত মিলিত হইয়া নগর দ্বার গুলি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। ইস্‌মাইল নগরে প্রবেশ করিয়া আমার ও আমিরের পরিবারের কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলকেই মহল হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে এবং শের আলী খানকে আমির বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। বালক ভৃত্যের নিকট আরও শুনিতে পাইলাম যে,—আমার মাতা বড়ই কাতরা, ব্যাকুলা ও অন্যমনস্কা হইয়া পড়িয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই সময়ে গোরি হইতে সর্দ্দার সরওয়ার খানের এক খানা পত্র পাইলাম। উহাতে লেখা—তাঁহার সৈন্য গজনিতে পরাজিত হইয়াছে। পলায়ন কালে তিনি আমিরের নিকট

হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। আমির কোন্ দিকে গমন করিয়াছেন, তাঁহার কোনই উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না।

এই সংবাদ শুনিয়া আমার মনে অপরিসীম দুঃখ ও অনুতাপ হইল। আমি অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া বল্খের গভর্ণর নাজের হয়দরকে লিখিলাম—"আমার পিতৃব্যের অনুসন্ধান জন্য তুমি শীঘ্র চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাও।" অনেক চেষ্টায় 'বল্খাবে' তাঁহার খোঁজ পাওয়া গেল; হাজারা রাজ্য হইয়া তিনি সেখানে গমন করিয়াছিলেন।

আমি বল্খের গভর্ণরকে পত্র লিখিয়া জানাইলাম—"তুমি শীঘ্র আমিরের নিকট দশ হাজার 'তংগা' ও সওয়ারির ঘোড়া প্রেরণ কর এবং তাঁহার যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, ত্বরায় তাহা সরবরাহ কর।" ইহার পর কাবুল যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করিয়া "গোরি" রওয়ানা হইলাম এবং জেনারেল নজির খানকে লিখিয়া দিলাম,—যেন সে 'বাজগাহ্' যাইতে নিবৃত্ত হয়!

'গোরি' পৌঁছিলে—মীর জাহাঁদার শাহ—যিনি আমার সঙ্গেই ছিলেন—স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীকে (মীর শাহের কন্যা) আমার সহিত পরিণীতা করিবার প্রস্তাব করিলেন। আমি অস্বীকার করিয়া বলিলাম—"আমার পিতৃব্যের দ্বারা আপনাদের বংশের সহিত যে আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" কিন্তু শেষে তাঁহার একাগ্রতায় বাধ্য হইয়া সেই বালিকার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল।

মীর মোহাম্মদ শাহ্ (ইহাকে ফয়েজ মোহাম্মদ, মীর জাহান্দার শাহের রাজ্য প্রদান করিয়াছিল) আমাকে বহুবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিল; কিন্তু আমি উহা গ্রহণ না করিয়া এই বলিয়া ফিরাইয়া দিলাম যে,—"হয় তুমি রাজ্য প্রত্যর্পণ কর; নতুবা নিজেই স্বেচ্ছায় রাজ্য ছাড়িয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাও।" মীর জাহান্দার শাহকে শাহ্ উদ্দীন খানের অধিনায়কতায় দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য প্রদান করিয়া বলিলাম—"এখন আপনি নিজের রাজ্য অধিকার করিয়া লউন।"

আমি 'গোরিতে' থাকিয়া 'কত্তাগানের' সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম এবং আমার সহিত আসিয়া মিলিত হইবার নিমিত্ত পিতৃব্যকে পত্র লিখিলাম। ইহার উত্তরে তিনি আমাকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন; কিন্তু এ দিকে আমি

"গোরিতে" থাকিয়া "হিন্দুকুশ" ও কাবুলের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ছিলাম; সুতরাং যাইতে পারিলাম না। পিতৃব্য কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমি যাইতে পারি নাই মনে করিয়া, নিজেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিলেন। আমি তাঁহাকে খুব সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলাম।

পুনরায় কাবুল নগর অধিকার করিবার জন্য তিনি একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেখিলাম বৃদ্ধ যতই পরাজিত ও বিপদগ্রস্ত হইতেছেন,— ততই তাঁহার প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে! আবার তিনি এক গুয়ে়মি আরম্ভ করিলেন,—যেরূপেই হউক অবিলম্বে কাবুল হস্তগত করিতে হইবে। তাঁহার কথা— প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!! শের আলী খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত, পরাজিত, সর্ব্বস্বান্ত করিতেই হইবে। বৃদ্ধের উত্তেজনা—ক্রোধ চরমে উঠিল; সহিষ্ণুতার বন্ধন টুটিল। ক্রোধে, ক্ষোভে ঝটিকাহত বংশ পত্রের ন্যায় তিনি কাঁপিতে লাগিলেন।

আমি ধীর ভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "বসন্ত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ শীতকালে এইরূপ দারুণ বরফ পাতের সময় যুদ্ধ যাত্রা করিলে আমাদের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি কিছু কালের জন্য শান্ত—ক্ষান্ত হউন।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি আবহমান কালের ন্যায় এবারও এক প্রতিজ্ঞ রহিলেন। আমার একটী বাক্যও অনুধাবনা করিলেন না। পরন্তু দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "যদি তুমি এখনই রওয়ানা না হও, তবে আমি নিশ্চয়ই 'বোখারা' চলিয়া যাইব।" আমি প্রতিশ্রুত হইলাম যে, 'ছয় মাস কাল মধ্যে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছি।' এই বলিয়া আমি তাঁহাকে এক মতাবলম্বী করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু এবারেও সফল মনোরথ হইতে পারিলাম না। শেষে বাধ্য হইয়া একান্ত তৎ সঙ্গে "নাওকাগ" ও "শলুকতুর" পথে "বামিয়ান" রওয়ানা হইলাম। "বামিয়ান" হইতে "গের্দ্দান দেওয়াল" গমন করিলাম। এখানে শের আলী খানের তিন হাজার 'হিরাতী' 'সওয়ার' অবস্থান করিতেছিল। আমি সেখানে উপস্থিত হইবা মাত্র ইহারা "সর্ চশমার" দিকে পলায়ন করিল। আমার সৈন্যেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইবার জন্য বাসনা প্রকাশ করিল; কারণ তাহা হইলে শের আলী খানের মনে ভীতি সঞ্চারিত হইবে। আমিও

ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলাম; কিন্তু আবার সেই মতভেদ উপস্থিত হইল। পিতৃব্য ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি জেদ করিয়া বলিলেন—"এখানে গোলমালের প্রয়োজন নাই। "নূর" ও "দর্ রাহে সুখ্‌তা" হইয়া "গজনী" যাইতে হইবে।" আমি তাঁহার মতি গতি দেখিয়া প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝিলাম। সুতরাং এবার আর কিছু বলিলাম না।

আফগানিস্তানে শীত ঋতুতে পথ ঘাট বড়ই দুর্গম হইয়া থাকে। বহু কষ্ট ভোগ করিয়া আমরা 'গজনী' পৌঁছিলাম। খোদায়ে নজর খান 'ওর্‌দক্' কেল্লা সুরক্ষিত করিয়াছিল; আমরা "রওজাঁ" শিবির স্থাপন করিলাম।

পিতৃব্য পূর্ব্বেই স্বীয় পুত্র সর্দ্দার সরওয়ার খানকে 'তজানের' দিকে,—সরফরাজ 'গলজেইয়ের' নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। "কান্দাহার" বাসী-দের উপরও তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার অতি মাত্র ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন। আমরা এই সময়ে তাহাদের দেশ হইতে এক দিনের 'কুচ্' পরিমিত দূরে ছিলাম। পিতৃব্য তাহাদের নিকট সাহায্য চাহিয়া পত্র লিখিলেন।

কয়েক দিন পর উহারা আমাদের শিবিরে আগমন করিল; কিন্তু কোন প্রকার সাহায্য দান করিতে,—এমন কি আমাদের প্রদত্ত 'খেলাৎ' লইতেও অস্বীকার করিল। বৃদ্ধ পিতৃব্য পুনরায় বিষম ধোকায় পড়িলেন।

আমরা গজনীতে আসিয়াছি শ্রবণ করিয়া শের আলী খান আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহাতে আমরা বড়ই অসুবিধায় পড়িলাম—আমাদের ক্ষতির অনেকটা সম্ভাবনা হইয়া পড়িল। যদি কাবুলে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিতাম, তবে জয়লাভের অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। তিনি "শশগাও" পৌঁছিয়া দেখিলেন, পথে এত বরফ জমিয়াছে যে, কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। রৌদ্রও ছিল না; রশদের কোন দ্রব্যও সেখানে পাওয়া যাইত না। পক্ষান্তরে আমরা এমন একটী উচ্চ স্থানে ছিলাম, যেখানে বরফ ছিল না; সারাদিন রৌদ্র লাগিত। রশদের জিনিষও যথেষ্ট পাওয়া যাইত।

এক দিন আমি সাধারণ নিয়মানুযায়ী দুই পল্টন সৈন্য ও ছয়টী তোপের রক্ষণাধীনে রশদ আনয়নের জন্য উষ্ট্র প্রেরণ করিলাম। পথে হঠাৎ তাহাদের

সহিত শের আলী খানের দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। দৈবা-ধীন সেই সময়ে আমি দূরবীণ ধরিয়া চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলাম। দেখিলাম,—শত্রু পক্ষের বিপুল সৈন্য আমাদের সেনার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে! তৎক্ষণাৎ আমি আমার লোকদিগের সাহায্যের জন্য দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলাম। ইহারা ত্বরিত গতিতে অকূ স্থলে উপস্থিত হইয়া তরবারী সাহায্যে শত্রুদিগের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। এইরূপ সাহায্য পাইয়া আমার পূর্ব্ব সিপাহীদের সাহস বাড়িয়া গেল এবং তোপ দ্বারা তাহারা অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিতে লাগিল; ফলতঃ এই যুদ্ধে শত্রু পক্ষের ভীষণ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল। শত্রু পক্ষীয় 'সওয়ারেরা' মাত্র নূতন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল; সমর প্রণালীতে এখনও তাহারা উত্তম রূপে শিক্ষিত হয় নাই; এই কারণ বশতঃ পলায়নের কালে উহারা একে অপরের উপর পতিত হইয়া আরও বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিল। ইহাতে প্রায় এক হাজার অশ্ব, চারিটী তোপ ও বহু সংখ্যক সৈন্য আমাদের হস্তে বন্দী হইল।

সেই দিনই রাত্রিতে শের আলী খান "নানি" ও "সান্দেপ" নামক স্থান দ্বয়ে,—আমার ভারবাহী পশুগুলি আক্রমণ করিবার জন্য ফতেহ্ মোহাম্মদ খানের অধিনায়কতায় দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। আমি এই সংবাদ শুনিয়া, তাহারা কোথায় রাত্রি যাপন করিবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত করিলাম এবং আবদুর রহিম খান ও জেনারেল নজির খানের সৈন্যাপত্যে দুই সহস্র 'সওয়ার', ছয়টী অশ্বতর বাহিত বেটারি তোপ, ছয়টী অশ্ব বাহিত তোপ, দুই পল্টন পদাতিক ও পাঁচ শত মিলিশিয়া সিপাহীকে তাহা-দের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলাম। তাহারা সমুদয় রাত্র 'কুচ' করিয়া সূর্য্যোদয়ের অল্প পূর্ব্বে আক্রমণ করিল—শত্রুরা সম্পূর্ণ রূপে পরা-জিত হইল। এই যুদ্ধে আমি এতই সাফল্য লাভ করিলাম যে,—হিরাতী সওয়ারেরা 'হিরাতে' এবং কান্দাহারীরা 'কান্দাহারে' পলায়ন করিল। তাহাদের তিন হাজার লোক নিহত, আহত ও বন্দী হইয়াছিল।

এই যুদ্ধে জয় লাভের পর, আমি শের আলী খানের সৈনিক অফিসার-দিগকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলাম যে,—"আমি তোমাদিগকে বড়ই স্নেহ করি ও ভালবাসিয়া থাকি; তথাপি তোমরা কেন আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ?"

তাহারা উত্তরে লিখিল,—"আমরা আপনার পিতৃব্যকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকি। তাঁহার অসহ্য অত্যাচারে ক্লিষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়াই আমরা শের আলী খানের সহিত মিলিত হইয়াছি। যদি তিনি এখন আপনার সঙ্গে না থাকিতেন, তবে আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে, আপনার বশ্যতা স্বীকার করিতাম।"

আমি এই পত্রখানা পিতৃব্যকে দেখাইয়া বলিলাম,—"আমি যত দিন কাবুলে ছিলাম, সকলেই বেশ সন্তুষ্ট ছিল; কেবল আপনার অসদ্ব্যবহার ও হঠকারিতা প্রভাবেই উহারা আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" তিনি ইহার কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না।

রশদ সংগ্রহের অসুবিধায় শের আলী খান স্বীয় সৈন্যদিগকে হটাইয়া "জেনা-খানে" (ইহা 'শশ্‌গাও' এর নিকটের একটী স্থান) লইয়া গেলেন। এই স্থানে ছয় সাতটী কেল্লা বর্ত্তমান ছিল। পানাহারের দ্রব্যাদিও মিলিত পিতৃব্য "জেনাখান" আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন;—কারণ উহা আমাদের অধিকারে আসিলে, শের আলী খান রসদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। আমি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, এইরূপ খারাপ মৌশুমে—যখন কোমর পর্য্যন্ত বরফে ডুবিয়া যায়,—এমন তুষারে জমি আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; পথ ঘাট নিতান্ত দুর্গম। এই অবস্থায় নিজের যায়গা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে যাওয়া নিতান্ত অবিবেচনার ও নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে; কারণ মুরুচা-বন্দী ত করাই যাইবে না; পরন্ত এইরূপ তুষারে রাত্রি কালে অশ্বারোহীরা দাঁড়া-ইয়া থাকিতেও অসমর্থ হইবে। পিতৃব্য পুনরায় একগুঁয়েমি করিতে আরম্ভ করিলেন। আমার কথায় সায় না দিয়া ক্রোধ ভরে বলিলেন,—"জেনাখানের" কেল্লাগুলি আক্রমণ করিতেই হইবে।"

এই কেল্লা সমূহ আমার শিবির হইতে দূরত্বের তুলনায় শের আলী খানের শিবিরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল। যদ্যপি কয়েক ঘণ্টা মধ্যে ইহা অধিকার করিতে সমর্থ হই,—তবে সমূহ মঙ্গল; কিন্তু শের আলী খান খুব সম্ভবতঃ এই সুযোগ ত্যাগ না করিয়া অতি প্রত্যূষে নিজের সমুদয় সৈন্য সহ আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন। সেই সময় পর্য্যন্ত যদি কেল্লা দখল করিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহার সহিত যুদ্ধে সফলতা লাভের আশা খুব কম। আমার সৈন্যদিগকে প্রায় সারা দিন রাত্র গভীর তুষারের উপর দিয়া 'কুচ' করিতে হইবে। এত

ভিন্ন আবার অর্দ্ধেক সৈন্য পিতৃব্যের নিকট রাখিয়া যাইতে হইবে। অবশিষ্ট সৈন্য দ্বারা শের আলী খানের সহিত যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভবপর নহে। আমি এই সকল ভাবিয়া পিতৃব্যকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। ভাবী ফলগুলি বিস্তৃত রূপে একটী একটী করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম; কিন্তু এবারও সেই—"যথা পূর্ব্বং, তথা পরং"। অবশেষে তাঁহার নিতান্ত এক-গুঁয়েমির নিমিত্ত বাধ্য হইয়া সূর্য্যাস্তের সময় রওয়ানা হইতে হইল।

কেল্লাগুলির নিকটে পৌঁছিয়া, তাহার সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান হইলাম। মিলিশিয়া 'সওয়ারে'রা বন্ধু ভাবে কেল্লার সৈন্যদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য বুঝাইতে লাগিল; কিন্তু তাহারা কিছুতেই কেল্লা ত্যাগ করিল না অতঃপর আমি জেনারেল নজির খানকে,—পাঁচটী পল্টন,—চব্বিশটী তোপ,—দুই হাজার মিলিশিয়া পদাতিক,—চারি হাজার 'সওয়ার',—অর্থাৎ আমার প্রায় সমুদয় সৈন্য প্রদান করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড়ের চূড়াগুলি অধিকার করিতে—রাতারাতি উহা মুরুচাবন্দী করিয়া ফেলিতে প্রেরণ করিলাম এবং তোপগুলি প্রয়োজনীয় স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, পর দিনকার যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া দিলাম। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কল্যকার যুদ্ধেই আমাদের ও শের আলী খানের মধ্যে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে;—এক পক্ষের নিশ্চিত পতন হইবে!

এই সময়ে অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছিল; ঠাণ্ডাও বড় বেশী লাগিতেছিল। ভীষণ শীতে মর মর হইয়া সেই নিশা কাল বরফের উপর বসিয়া থাকিয়া কাটাইলাম। সে যে কি নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে।

রাত্রি প্রভাত হইল; কিন্তু কেল্লা অধিকৃত হইল না। আমি পিতৃব্যকে এক হাজার 'রেসালার' অশ্বারোহী ও পাঁচ শত 'কতাগানী' অশ্বারোহী সৈন্য সহ অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া আসিবার জন্য এক জন লোক পাঠাইয়া দিলাম। অপিচ সোলতান মোরাদ খানকে তিন পল্টন সৈন্য ও অশ্ব চালিত তোপখানা সহ পাঠাইয়া দিতে বলিয়া দিলাম। আমি ইহাও স্পষ্ট লিখিয়া দিলাম যে,—"শের আলী খান আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন এবং ইহাতে যে ভাল কিম্বা মন্দ ফল উৎপন্ন হইবে, উহার উপর সমুদয় নির্ভর করিতেছে—আপনি এ কথা

এক মুহূর্ত্তের তরেও বিস্মৃত হইবেন না।" আমার লোক সেখানে উপস্থিত হইলে পিতৃব্য বলিলেন, "এখন বড় ভয়ানক হিম পতিত হইতেছে; উহা একটু হ্রাস হইবামাত্র অগৌণে রওয়ানা হইব।" আমার প্রেরিত ব্যক্তি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল,—"জেনাথানে পৌঁছিতে তিন ঘণ্টা সময় আবশ্যক; অতএব আপনাকে এখনই রওয়ানা হইতে হইবে; কারণ সূর্য্যোদয় হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে।"

সেদিকে জেনারেল নজির খান অতিশয় শীত ও হিমে আড়ষ্ট হইয়া অপরিমিত সুরা পান করিয়া ফেলিয়াছিল এবং নেশার ঝোকে পাহাড়ের উপর তোপ সন্নিবেশিত না করিয়া কিংবা কোনরূপ মুরুচা তৈয়ার না করিয়াই শয়ন করিয়াছিল। সূর্য্যোদয়ের সময় এক জন 'সওয়ার' ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে বলিল,—"শের আলী খান তাঁহার সমুদয় সৈন্য সহ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।"

আমার নিকট তখন সবে মাত্র চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল; আমি উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ঘোড়া দৌড়াইয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলাম—উহার উপর আরোহণ করিলাম; কিন্তু দেখিলাম—কোথায় তোপ? কোথায় তোপ চালকেরা? কোথায় বা মেগাজিন? কিছুই নাই; সমুদয় তোপগুলি পাহাড়ের নীচে ঘাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে! পাহাড়ের চূড়ার উপর উঠিয়া দেখিলাম, —শের আলী খানের সৈন্য আমাদের খুব নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং যুদ্ধ করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে! জেনারেল নজির খান তখন পর্য্যন্তও মদিরার নেশায় ভর পূর—জড় ভাবে বিছানায় পড়িয়া। আমি তাহাকে জাগরিত করিয়া বলিলাম,—"তুমি কেন এরূপ কার্য্য করিয়াছ? ইহার যে ভীষণ ফল হইবে, তোমাকে তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইতে হইবে। কোথায় তোমার তোপ চালক? কোথায় তোমার সিপাহিগণ? কোথায় তোমার ভারবাহী পশু সকল? সে উত্তর দিল—"অত্যন্ত হিম পাত হওয়ার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে তাঁবু মধ্যে শয়ন করিতে অনুমতি দিয়াছিলাম; উহারা এখনই আসিয়া পড়িবে।" আমি বলিলাম,—"যাহা ঘটিবার,—তুমি এখনই তাহা দেখিতে পাইবে।" সে বলিয়া ফেলিল,—"আমি শের আলী খানের মুখ ছিঁড়িয়া ফেলিব।" বলা বাহুল্য, আমি সেই সময়ে একান্ত হতাশ—বিষম বিষাদের পীড়নে অত্যন্ত নিপীড়িত হইতেছিলাম; কিন্তু আমার প্রধান সেনাপতিকে নেশায় এইরূপ

বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও উন্মত্ত দেখিতে পাইয়া,—তাহার এরূপ কথা বার্ত্তা শুনিয়া—এই মহা বিপদ কালেও আমি হাস্য সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলাম না।

যুদ্ধ করিবার সৈন্য ছিল না। আমার সঙ্গে যে কয়েক জন লোক গিয়াছিল, তাহারাও এদিকে সেদিকে পলায়ন করিল। শত্রুগণ প্রথমতঃ আমাদের তোপগুলি লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম—চতুর্দ্দিক হইতে অগণিত শত্রু সৈন্য দ্রুতগতি পাহাড়ের উপর আগমন করিতেছে,—তাহাদের সেই মহাবেষ্টনীর মধ্য দিয়া একটী প্রাণীরও পলায়ন করা অসম্ভব! আমি দেখিলাম, উহারা ত্বরায় আসিয়া আমাকে বন্দী করিয়া ফেলিবে।

শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়াতে আমার মনে বড়ই দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। আমি তখন প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম।

শত্রু পক্ষীয় কয়েক জন অশ্বারোহী সৈন্য 'ধর' 'ধর' বলিয়া কতকগুলি লোকের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছিল; আমি সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের সঙ্গ লইলাম এবং তাহাদের দলের লোকের ন্যায় 'ধর' 'ধর' বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শত্রুরা মনে করিল, আমিও তাহাদের এক জন; সুতরাং আমার দিকে কেহ লক্ষ্যপাত করিল না। এই প্রণালীতে আমি শত্রু সৈন্যের বেষ্টনী হইতে দুই মাইল দূরে গিয়া পড়িলাম এবং সময় বুঝিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম। আমার কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য আমাকে অনুসন্ধান করিতেছিল; আমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া গিয়া মিলিত হইলাম। অতঃপর ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া 'ময়মনার' দিকে রওয়ানা হইলাম। সেখানে পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে সমুদয় দুর্দ্দশার কথা শুনাইয়া বলিলাম,—"যদি আপনি আমার পরামর্শ মতে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে এই মহা বিপদে পতিত হইতে হইত না।" পুনরায় বিশ বোঝা 'আশরফির' কথা জিজ্ঞাসা করিলাম,—উহা আমি তাঁহার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। পিতৃব্য উত্তর দিলেন, "আমি উহার কথা অবগত নহি। আমি শয়ন করিয়াছিলাম; খাজাঞ্চি সেই বোঝাগুলি স্থানান্তরিত করিয়াছিল।" আমি বলিলাম,—"আশরফি গুলি আমি আপনার হস্তেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলাম,—খাজাঞ্চীকে নহে। এখন পরাজিত ত হইয়াছি—শেষ সম্বল টাকা পয়সা গুলিও হারাইতে হইল।"

বল্‌খে যাওয়ার রাস্তা বরফে রুদ্ধ—সেখানে যাইতে সমর্থ হইলাম না। এই

জন্য বাধ্য হইয়া 'ওজিরি' পাহাড়গুলির দিকে যাইতে বাসনা করিলাম; কিন্তু রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে শত্রু পক্ষীয় দুই তিন শত সওয়ার আসিয়া পৌঁছিল। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে একটা খাল ছিল, উহার জল শীতে জমাট হইয়া বরফ রূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শত্রু সৈন্যদিগকে দেখিবামাত্র আমি কেবল চারি জন অশ্বারোহী সহ তাহা পার হইয়া গেলাম। অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে শত্রুদিগের 'রেসালা' অনুধাবন করিতে লাগিল এবং কিছু দূর গিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিল। আমি নিরতিশয় হতাশ হইয়া পড়িলাম। হায়! আজ আমার চক্ষুর সম্মুখে এই সব ঘটনা ঘটিতেছে,—অথচ আমি তাহার প্রতিকারে সমর্থ নহি! ফলতঃ আমি তখন সম্পূর্ণ নিরূপায়। বহুক্ষণ পর পিতৃব্য ও আবদুর রহিম তিন শত অশ্বারোহী সেনা সহ আমার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। রাত্রি সমীপবর্ত্তী হইলে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, ভগ্ন হৃদয়ে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় "কেল্লা জরমতে" উপনীত হইলাম।

দুই ঘণ্টা গ্রামে বিশ্রাম করিয়া আমরা পুনরায় রওয়ানা হইলাম। পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় "সর্ রওজা" উপস্থিত হওয়া গেল। এখানকার লোকেরা আমাদিগকে দেখিয়া শের আলী খানের সৈন্য বলিয়া মনে করিল এবং বহু সংখ্যক লোক গ্রাম হইতে বাহির হইয়া একটা গোলা ছুড়িল; কিন্তু পরে চিনিতে পারিয়া আমাদিগের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহাদের 'মালিক' ও 'মোল্লাগণ' আমাদের ও আমাদের অশ্বাদির জন্য আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এক জন মোল্লা আমার জল পানের জন্য তাম্র নির্ম্মিত পান পাত্র (পেয়ালা) উপহার প্রদান করিলেন। অন্য এক ব্যক্তি একটা বদনা (আফ্তাবা) দান করিল। হুক্কা ও তামাক আমি নিজে ক্রয় করিয়া লইলাম। দুই দিন যাবত হুক্কার গন্ধও লইতে পারি নাই; সেই সময়ে হুক্কার ধূম পান করিয়া দেহে একটা অনির্ব্বচনীয় সজীবতা আসিল।

আমার সমুদয় গৃহস্থালীর দ্রব্য তখন এই ছিল:—(১) একটা তাম্র নির্ম্মিত পেয়ালা; (২) একটা বদনা; (৩) একটা হুক্কা; (৪) এক খানা ক্ষুদ্রাকার কম্বল—ইহা কখনও গায়ে দিতাম, কখনও বিছাইতাম; (৫) এক সুট সমর পরিচ্ছদ; উহা যুদ্ধের সময় পরিধান করিতাম। (৬) এক খানা তরবারী। ৭। একটা রাইফল বেল্ট বা কোমরবন্দ। (৮) একটা

'তমথ্চা' * (৯) একটী চড়িবার অশ্ব। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এখন আমার এই সম্বল মাত্র রহিয়া গেল; কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার ভাণ্ডারে ৮০০০০০ আট লক্ষ বোখারা দেশীয় স্বর্ণমুদ্রা (আশ্রফি), ২০০০০ বিশ সহস্র বিলাতী পৌণ্ড, ৩৫০০০ পঁয়ত্রিশ হাজার মাষা স্বর্ণ, ১১০০০০০, এগার লক্ষ 'কাবুলী' টাকা, ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ কন্দুজ দেশীয় টাকা (ইহা ভারতবর্ষীয় টাকার সম-তুল্য), ১০০০০ দশ সহস্র খেলাৎ, ২০০০ দুই সহস্র লোকের রন্ধন করিবার উপযুক্ত তৈজস পত্র (বর্ত্তন), (এই পরিমাণ লোক প্রত্যহ আমার "দস্তর-খানে" খানা খাইত) ও এক সহস্র উষ্ট্র ছিল; প্রকৃত পক্ষে সমগ্র আফ্গান রাজ্যে তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধন সম্পদ আমার নিকট ছিল; কিন্তু এই গুলি হারাইয়াও আমার তত পরিতাপ ও ক্ষোভ জন্মে নাই। কেবল নিতান্ত দুঃখ ও মর্ম্মবেদনা এই জন্য হইতেছিল যে, আমার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহ-শীল কর্ম্মচারিগণ হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম! তাঁহারা আমায় কতই মমতার সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এখন আর তাহাদের কোন সন্ধানই পাইলাম না।

সেই দিন বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়,—'সর্ব্ওজা' হইতে রওয়ানা হইলাম। আমির মোহাম্মদ নামক 'থরুটী' সম্প্রদায়ের একটী লোককে পথ প্রদর্শক স্বরূপ আমাদের সঙ্গে লওয়া হইল। রাত্রি ৮ আট ঘটিকার পর 'পিরমাল' এ পৌঁছিলাম; একটী জায়গায় বরফগুলি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে দেখিয়া তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম এবং শরীর উত্তপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া লইলাম। স্থানীয় কেল্লার লোকেরা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও কথা বার্ত্তা বলিতে আসিয়া আমার সহিত ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিল। আমার অশ্বারোহী সৈন্যগণ ও পিতৃব্য এই অবস্থায়ই আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া অগ্রসর হইলেন! কিছুক্ষণ পর সুযোগ পাইয়া আমি 'পিরমাল' বাসী এক ব্যক্তির নিকট হইতে অশ্ব ছিনাইয়া লইলাম। এই ব্যক্তি স্বীয় ঘোড়ার উপর চড়িতে উপক্রম করিয়াছিল, এমন সময়ে আমি হঠাৎ এক পা রেকাবে স্থাপন পূর্ব্বক লম্ফ দিয়া তাহার অশ্বোপরি বসিয়া পড়িলাম। সেই লোকটী

---

* 'তমথ্চা'—ক্ষুদ্রাকার বন্দুক; ইহা অনেকটা রিভলভারের ন্যায়।

আমাকে অশ্ব হইতে নিম্নে ফেলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু আমি তরবারী বাহির করিয়াছি দেখিয়া শেষে সে সরিয়া পড়িল। অমনি আমি দ্রুত বেগে ঘোড়া দৌড়াইলাম; অশ্ব বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিল। অল্পক্ষণ পরেই সঙ্গীদের সহিত গিয়া মিলিত হইতে সক্ষম হইলাম।

পিতৃব্য আচম্বিত আমাকে দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত—হতভম্ব হইয়া রহিলেন! একটু পর এই ঘটনায় অপরিসীম বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাকে একা ফেলিয়া আপনারা কিরূপে পলাইয়া আসিলেন?" তখন তাঁহার নিকট আর এ কথার জবাব রহিল না। ফলতঃ আমার এই ন্যায় সঙ্গত কথার তিনি কি উত্তর দিতে পারেন?

আমাদের মধ্যে কেহই এখানকার পথ জ্ঞাত ছিল না; এজন্য আর অগ্রসর হইতে আশঙ্কা হইল। আমরা পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিলাম।

আমি বলিলাম,—"আজ রাত্রে এখানেই থাকা উচিত; রাত্রি প্রভাত হইলে রাস্তা দেখিতে পাওয়া যাইবে।" সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। এই স্থানটী একটী পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত।

আমি অগ্নি প্রজ্জলিত করিলাম। পিতৃব্য ইহাতে ভীতিবিহ্বল হইয়া বলিলেন,—"তুমি এ কি করিতেছ? আমরা যে এদিকে আসিয়াছি, তাহা শত্রুরা বুঝিতে পারিবে। হয় ত আমাদের অনুসরণ করিতেও পারে!"

আমি উত্তর দিলাম—"আমি আপনার ন্যায় ভীরু ও ভয়াতুর নহি। আমি ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। যদি আগুণ না জ্বালান হয়, তবে ভীষণ সর্দ্দিতে আমার সঙ্গীদিগের হাত পা অবশ হইয়া পড়িবে।"

অল্প কাল পর 'খরুটী' সম্প্রদায়ের চল্লিশ জন লোক আসিল। উহারা বলিল, "আমরা আপনাদিগের অনুসন্ধান করিতে ছিলাম। অগ্নি দেখিয়া মনে করিলাম, হয় ত এখানে আপনারাই হইবেন—এই মনে করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি।"

তাহারা আমাদের থাকিবার জন্য স্ব স্ব গৃহগুলি প্রদান করিল; আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিল,—ঘোড়ার দানা আনয়ন করিয়া দিল,—আহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাদর—যত্ন করিল। আমি তাহাদের এই অযাচিত উপকারের জন্য বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য আমি

তাহাদের নিকট চির ঋণী রহিলাম।

প্রাতঃকালে এক জন পথ-প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া আমরা তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম; সন্ধ্যা হয় হয়—এমন সময়ে "পিরকুটী" সম্প্রদায়ের কেল্লায় উপস্থিত হইলাম। কেল্লার লোকেরা আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কেল্লার দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ঘোড়া দৌড়াইয়া কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমার সঙ্গীরাও আমার অনুসরণ করিল; সুতরাং বাধ্য হইয়া কেল্লার লোকদিগকে আমাদের সমাদর করিতে হইল! তাহারা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমরা তাহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণে লইতে অস্বীকার করিলাম এবং কেবলমাত্র চা পান করিয়া তথা হইতে রওয়ানা হইলাম।

এবার আমাদের সঙ্গে কোন পথ-প্রদর্শক ছিল না; সকল দিকেই পথ ও ঘাটী সমূহ দেখা যাইতেছিল,—কোন্ পথে আমাদিগকে যাইতে হইবে, তাহার কিছুই ঠিক করা গেল না; বিষম ধাঁধাঁয় পড়িলাম। অতঃপর আমি একটু চিন্তা করিয়া নিজেই সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলাম। সকলকেই বলিলাম, "তোমরা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে থাক। দেখি—কোন লোকালয় পাওয়া গেলে, পথ-প্রদর্শক সঙ্গে লইব।" এইরূপে আমরা হয় ত চারি মাইল দূর গিয়াছি—এমন সময় এক জন সওয়ারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কে?" সে যখন শুনিতে পাইল যে,—আমি আবদুর রহমান খান—অমনি ঘোড়া দৌড়াইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমার পদ চুম্বন করিল। আর বলিল—"আমি আপনার পিতার পুরাতন চাকর। আমি দোস্ত মোহাম্মদ খানের অধীনেও কার্য্য করিয়াছি।" সে আমার শিশু কালের নানাবিধ ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া দিল। পথ-প্রদর্শন করাই তাহার ব্যবসা ছিল; সুতরাং সে নিজেই আমাদের সঙ্গে চলিতে প্রস্তুত হইল। আমি তাহার উপর ভরসা করা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। সে বলিল—"সড়ক দিয়া গেলে 'ওজিরি'দের দেশে পঁহুছিতে দুই দিন লাগিবে; কিন্তু আমি আপনাদিগকে এমন একটী উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া লইয়া যাইব যে, তাহাতে আপনাদের পথ খুব নিকটবর্ত্তী হইবে—আপনারা আজই শেষ বেলায় সেখানে উপস্থিত হইতে পারিবেন।" তাহার কথা শুনিয়া

আমার পিতৃব্যের আশঙ্কা হইল,—শেষে পথে কোথাও বা এই ব্যক্তি ধোকা দিয়া বিপদে ফেলে! এই জন্য তিনি দীর্ঘ রাস্তায়ই যাইতে চাহিলেন; কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, এই ব্যক্তি সত্য কথা বলিতেছে; সুতরাং আমরা পর্ব্বতের পথই অবলম্বন করিলাম।

আমরা যাইতেছি। পাহাড়ের "চড়্‌হাই" ও "উৎরাই" (১) বিষম কষ্টে অতিক্রম করিতেছি। চলিতে চলিতে একটা উচ্চ পাহাড়ের চূড়াদেশে আরোহণ করিয়া যাহা দেখিলাম—তাহাতে সাতিশয় বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়া গেলাম। দেখিলাম—একটী সৈন্যদল যেন আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া আসিতেছে!!

ইহা দেখিবামাত্র আমার সঙ্গীয় সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্যেরাই আমাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। কেবল ৪০ জন মাত্র সাহসী লোক আমার সঙ্গে রহিল! (২)

ইহারা এবং আরও কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং শত্রু-দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল; কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ

---

(১) পাহাড়ের উপর উঠিবার পথ 'চড়্‌হাই' ও নীচে নামিবার পথ 'উৎরাই' নামে খ্যাত।

(২) ইহাদের নাম যথা:—(ক) আবদুর রহিম খান; (খ) পরওয়ানা খান—ইঁনি পরে ডেপুটী প্রধান সেনাপতি হন; (গ) আবদুল্লা খান—ইনি পরে 'বদখশান' ও 'কত্তাগানে'র "নাজেম" বা রাজপ্রতিনিধি হন; (ঘ) জান মোহাম্মদ খান—ইনি পরে আমিরের খাজাঞ্চী হন; (ঙ) ফরামরজ খান—ইঁনি পরে হিরাতের প্রধান সেনাপতি হন; (চ) সৈয়দ মোহাম্মদ—পরে আমিরের শরীর রক্ষক সৈন্যের কর্ণেল হন; (ছ) মোহাম্মদ শের খান—পরে অশ্বারোহী সৈন্য দলের কর্ণেল পদে উন্নীত হন; (জ) আহ্‌মদ খান রেসালাদার—ইনি সমরকন্দে পরলোক গমন করেন; (ঝ) মোহাম্মদ উল্লা খান; (ঞ) রেসালাদার হয়দর খান—ইঁহাকে পরে আমির কান্দাহারের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন; কিন্তু ইঁনি বিষম নিষ্ঠুরতা ও ঘোরতর অত্যাচার অবলম্বন করায় "কাফর" পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। (ট) কম্যাণ্ডাণ্ট নায়েব উল্লা খান; (ঠ) কর্ণেল মনসুর আলী খান—আমিরের আত্মচরিত লিখিবার কালে ইঁহারা কাবুলে বাস করিতেছিলেন। (ড) কর্ণেল মহ্‌রাব খান—ইঁনি জেনারেল নজির খানের ভ্রাতা। (ঢ) মীর আলম খান—ইঁনি পরে বল্‌খের তোপখানার জেনারেল হন।

শত্রু সৈন্য যেরূপ ভাবে দেখা গিয়াছিল, সেইরূপই হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া পড়িল! কেবল দশ জন মাত্র লোক রহিল; কিন্তু আমার বন্দুকের আওয়াজ শুনিবামাত্র তাহারাও পলায়ন করিল।

ইহার পর আমরা পুনরায় রওয়ানা হইলাম। কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়া পিতৃব্য ও অন্যান্য অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে পাইলাম। কিছু দূর চলিয়া একটী পাহাড় ছাড়াইয়া অন্য একটী পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিলাম। এই সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত সৈন্য দলের দুই শত অশ্বারোহী সেনা আমাদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দিল। আমরা তিন শত বলশালী যুবক ছিলাম। আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"বিনা কারণে যুদ্ধ করিলে অনর্থক তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" তাহারা উত্তর দিল—"তোমরা আমাদের পাঁচ জন লোক আহত করিয়াছ, আমরা অবশ্য তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব" সুতরাং আমি বাধ্য হইয়া আমার লোকদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম এবং এক অংশ আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও অপর অংশ বাম পার্শ্বে—অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্থানে প্রেরণ করিলাম। তৎপর তৃতীয় অংশ সহ আমি নিজে শত্রু-দিগকে আক্রমণ করিলাম। তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিয়া আমরা পুনরায় উদ্দেশ্য-পথ অনুসরণ করিলাম।

অতি শীঘ্রই "ওজিরি"দিগের মোরগা নামক স্থানের কেল্লাগুলি আমাদের নয়ন-পথবর্ত্তী হইল। পিতৃব্য সেখানকার লোকদিগের সহিত পরিচিত ছিলেন; এই জন্য সেই স্থানের "মালিক" দিগের নামে পত্র লিখিয়া আমাদের পথ-প্রদর্শক দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিলেন। ইহার উত্তরে এক শত অশ্বারোহী সৈন্য আমাদের অভ্যর্থনার জন্য আগমন করিল। এক সহস্র পদাতিক এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশার্থ ভীম রবে জাতীয় ব্যাণ্ড বাজাইতে ছিল। তাহারা দুই দিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইল,—আমাদের অশ্বগুলিকেও যথেষ্ট পরিমাণে আহার্য্য প্রদান করিল। আমরা ইহার প্রতিদান স্বরূপ তাহা-দিগকে টাকা দিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহারা লইতে অস্বীকার করিল।

আবদুর রহিম খানের পুত্র সর্দ্দার আবদুল্লা খান আমাকে দুই শত আশরফি প্রদান করিয়াছিল। ফলতঃ তখন উহাই এই পৃথিবীতে আমাদের পূর্ণ মূল-

ধন—একমাত্র সম্বল! এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি আবদুল্লা তাহার 'কার্ত্তুসের' পেটিতে সেলাই করিয়া রাখিয়াছিল। এই কারণ বশতঃ বারুদ লাগিয়া উহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

দুই দিন পর আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম এবং এই রাজ্যের অপর অংশে গিয়া অবস্থান করিলাম। এখানে আমাদিগকে প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইল; কিন্তু যখন 'আশরফি'গুলি মূল্য স্বরূপ প্রদান করিলাম, সেখানকার লোকেরা উহা তাম্র-মুদ্রা বলিয়া মনে করিয়া লইতে অস্বীকার করিল এবং টাকা চাহিল।

অতঃপর জানিতে পারিলাম—শের জানের নিকট এক হাজার টাকা আছে; আমি তাহার সহিত 'আশরফি' গুলি পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলাম; কিন্তু সে ইহাতে স্বীকৃত হইল না; পরন্তু বলিল—"আপনার হস্ত হইতে যখন উহা কেহই লইতেছে না, তখন আমার নিকট হইতে কেন লইবে?" আমি জিনিস ক্রয় করিয়া তখন মহা দুর্ব্বিপাকে পড়িলাম। এখন মূল্য দিব কোথা হইতে? জিনিসগুলিও নিতান্ত প্রয়োজনীয়—না হইলেই নয়; সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক টাকাগুলি কাড়িয়া লইলাম। ইহার পরিবর্ত্তে তাহাকে এক শত আশ্‌রফি প্রদান করা গেল। টাকাগুলি দ্বারা আমার সঙ্গীয় লোক ও ঘোড়াগুলির আহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিলাম।

দুই দিন পরে আমরা মালিক আদম খান 'ওজিরির' কেল্লায় পৌঁছিলাম। তিনি খুব ধুমধামে আমার অভ্যর্থনা করিলেন। সেই দিন রাত্রিতে আমাদিগকে কেল্লা মধ্যেই থাকিতে হইল। পর দিন আমরা অন্য একটী গ্রামে পৌঁছিলাম। স্থানীয় লোকেরা আমাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা ও নিমন্ত্রণ করিল। পর দিন উভয় "মালিক"—যাঁহারা আমাদের সঙ্গে পথ-প্রদর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন—বিদায় লইয়া স্ব স্ব দেশে চলিয়া গেলেন। আমরা "দাদা" নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহা ভারতবর্ষের সীমান্তের নিকটবর্ত্তী একটী আফ্‌গানী গ্রাম।

এই সুযোগে একটী কৌতূহল জনক ও চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বিবৃত করিব; উহা কিছুদিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। যে দিন আমি পরাজিত হইয়াছিলাম, সেই দিন হইতে—যে দিন আমরা 'ওজিরি'দিগের দেশে পৌঁছি—সেই

দিন রাত্রি পর্য্যন্ত আমি কিছুই আহার করি নাই। এই স্থানে পৌছিয়া আমি অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে বলিলাম—"বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, এক খণ্ড মাংস পাইলে বড় উত্তম হয়।" এক ব্যক্তির নিকট একটী টাকা ছিল, সে তদ্দ্বারা মাংস, মাখন ও পেঁয়াজ (পলাণ্ডু) ক্রয় করিয়া আনিল। আমাদের সঙ্গে রন্ধন করিবার কোন পাত্র ছিল না; সুতরাং বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইলাম। সেই অঞ্চলের লোকেরা কেবল মৃত্তিকা নির্ম্মিত হাঁড়ি ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমার লোকেরা বহু অনুসন্ধান করিয়া কোথাও হইতে একটী লোহার কড়াই লইয়া আসিল। আমি তাহাতে অল্প সুরবা বিশিষ্ট মাংসের ব্যঞ্জন রন্ধন করিলাম এবং কড়াইটী দুই খানা কাষ্ঠের সহিত বাঁধিয়া অগ্নির উপর ঝুলাইয়া রাখিয়া দিলাম। মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য বাহির করিতে যাইতেছি—দৈবাৎ একটা কুকুর—বোধ হয় যে দড়িতে কড়াই ঝুলিতেছে—উহাকে কোন পশুর অন্ত্র ভাবিয়া—দড়িটী মুখে করিয়া, সেই খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ কড়াই শুদ্ধ পলায়ন করিল। আমার অশ্বারোহী সৈন্যগণ কুকুরের পাছে পাছে দৌড়িতে আরম্ভ করিল; কিন্তু মাংস পড়িয়া গিয়াছিল। এই ঘটনাও খোদাতা-লার বিপুল মহিমার একটী নমুনা! তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে এক হাজার উষ্ট্র কেবল রন্ধন করিবার পাত্র বহন করিবার জন্যই আমার সঙ্গে ছিল,—আর আজ একটা সামান্য কুকুর আমার সমুদয় খাদ্য দ্রব্য ও রন্ধনের পাত্র—উভয়ই লইয়া গেল!! এই ক্ষুদ্র ঘটনায় আমার হাসি আসিল! আমি শুষ্ক রুটী খাইয়া শয়ন করিলাম।

সর্দ্দার মোহাম্মদ খানকে পিতৃব্য তাহার মাতুলের নিকট—"জাজি" ও "খোস্তে" পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে এই সময়ে চল্লিশ জন "সওয়ার"—জেনারেল আলি আশকর খান ও মায়াজ উল্লা খানকে সঙ্গে লইয়া—'দাদা'তে আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিল। কিছুদিন পর পবিত্র "ঈদোৎসব" হইল। "দাদা"র লোকেরা আমাদের সহিত আসিয়া নমাজে যোগদান করিল। আমি তাহাদিগকে খুব সমাদর করিলাম; মিঠাই ও পাগড়ী প্রভৃতি প্রদান করিলাম। আমার খরচ পত্র এখন হইতে ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আমরা প্রায় ছয় শত লোক ছিলাম; সুতরাং বড়ই অর্থকষ্ট ভোগ করিতে লাগিলাম। এ সময়ে টাকার এত প্রয়োজন হইয়া পড়িল যে, টাকা না হইলে আর কিছুতেই চলে না।

খোদাতা-লার অসংখ্য ধন্যবাদ—এই সময়ে আবদুর রহিম খানের জনৈক

কর্মচারী, আমাদিগকে প্রদান করিবার জন্য দুই হাজার 'আশরফি' সঙ্গে লইয়া কাবুল হইতে পদব্রজে চলিয়া আসিল। তাহার এই বিশ্বস্ততায় আমাদের এত উপকার হইল যে, তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। এই ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে আবদুর রহিম খানের খাজাঞ্চী ছিল। ইহার নিকট জুতা না থাকায় গালিচার টুকরা দ্বারা পা জড়াইয়া বাঁধিয়া চলিয়া আইসে। কিন্তু তথাপি তাহার পা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। আবদুর রহিমের পরিবারের তত্ত্বাবধান ও আমাদের অন্যান্য 'ফরমাস্' সম্পাদন করিবার নিমিত্ত সে কাবুলে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি চাহিল। আমি ইহাতে অনুমতি দিলাম এবং তাহাকে একটী অশ্ব প্রদান করিলাম; কিন্তু সে উহা লইতে অস্বীকার করিল। সে বলিল,—"এই ঘোড়াটী নিশ্চয়ই আপনাদের খুব প্রয়োজনীয়, এই জন্য উহা লইব না। আমি পদব্রজে চলিয়া যাওয়াই ভাল বিবেচনা করি; আমি তাহাই করিব।"

আমি আশরফিগুলি ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজার টাকা লইলাম এবং তদ্দ্বারা আমার সঙ্গীদের নিমিত্ত ঔষধ পত্র, বস্ত্র ও পানাহারের দ্রব্যাদি ক্রয় করিলাম।

এই সময়ে "বন্নু" ও "পেশাওর"—এই দুই জেলার—দুই জন ইংরেজ অফিসারের নিকট হইতে পিতৃব্য এক খানা পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন,—"আপনারা কেন "দাদা"তে অবস্থান করিতেছেন? তৎপরিবর্ত্তে ইংরেজ রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন।" পিতৃব্য পত্রারম্ভে নানা প্রশংসা সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া উত্তর লিখিলেন,—"যদ্যপি ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধি (বড় লাট) নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেন এবং প্রতিশ্রুত হন যে, আমাদিগকে সিন্ধু নদীর ওপারে লইয়া যাইবেন না—তাহা হইলে আমরা আসিব।" এই পত্রের ভিতর তিনি আমাকেও মোহর করিতে বলিলেন। আমি অস্বীকার করিয়া বলিলাম,—"ইংরেজী বন্ধুত্বে লাভ বা উপকার কিরূপ, তাহা আমি জ্ঞাত নহি; যদি আপনি একবার ধোকায় পড়িয়াও, এক বার তাহাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াও—এখন পুনরায় তাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন, তবে আপনি একা ভারতবর্ষে চলিয়া যান।" আমি ইহাও বলিলাম,—"আপনি 'রাউলপিণ্ডী' হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজদের ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছিলেন। এখন আপনার সেই মত কিরূপে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল?" তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি এখনও পূর্ব্ব মতই পোষণ করিতেছি; তবে

কেবল এই কারণ বশতঃ পত্রাদি আদান প্রদান করিতেছি যে, নিষ্কর্ম্মা থাকা হইতে একটা কিছু করা ভাল।" আমি বলিলাম,—"কিছু করিবার কি অর্থ এই যে, মিথ্যা কথা বলিতে হইবে? এ অভ্যাস ত ভাল নয়! পরিষ্কার লিখিয়া দিন—আপনি তাঁহাদের সেখানে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করেন না; কারণ তাঁহাদের দ্বারা আপনার কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই!" অবশেষে আমার কথা অনুরূপ তিনি পত্র লিখিলেন; কিন্তু এবারও আমি তাহাতে মোহর করিলাম না; বলিলাম—"আমি যখন ইংরেজদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, নিজে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন কথাই অবগত নহি, তখন আমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট।" এই কথা বলায় তিনি আমাকে ভৎর্সনা করিলেন; ইহাতে আমার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইল। আমি আমার মোহর নষ্ট করিয়া, সেই ইংরেজ অফিসারদের পত্রবাহককে মুখে মুখে বলিয়া দিলাম—"তুমি তোমার সাহেবদিগকে মুখে মুখে এই কথা জানাইও—আমি তাঁহাদের সহিত কখনও কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহারা আমার মিত্রদের শত্রু; সুতরাং যাহারা তাঁহাদের শত্রু—তাঁহাদিগকে আমিও শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি।" সেই ব্যক্তি "বন্নু" ও "পেশাওর" ফিরিয়া গেল। বিশেষ সম্ভাবনা যে, আমার এই উত্তরও যথাসময়ে সাহেবদের নিকট পৌঁছাইয়া ছিল।

আমরা "দাদা"তে আট দিন থাকিয়া "কান গরম" রওয়ানা হইলাম। পাঁচ দিন ভ্রমণ করিয়া সেখানে পৌঁছা গেল। এখানে আমরা সতর দিন থাকিলাম। এই জায়গাটী সুন্দর সজীব ঘাসে পূর্ণ। আমার ঘোড়াগুলি স্বাধীন ভাবে চরিয়া ও সতেজ ঘাস খাইয়া বেশ সবল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে আমার জ্বর হইল; পাঁচ দিন জ্বর ভোগ করিয়া "ওয়ানা" যাত্রা করিলাম। সেখানে দুই দিন থাকিয়া পরে আমরা "গোমল" নামক নদী পার হইলাম। পর পারে উঠিয়াছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম,—একটী লোক রুমাল দোলাইতে দোলাইতে আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। ঐ লোকটী কি কারণ বশতঃ এইরূপ করিতেছে, তাহা জানিয়া আসিবার জন্য আমি আলি আশকর খানকে প্রেরণ করিলাম। সে ঘটনা স্থলে গিয়া যাহা জানিতে পারিল, তাহাতে সাতিশয় বিস্মিত হইল। যে ব্যক্তি আমাদিগকে সঙ্কেত করিয়া দৌড়িয়া

আসিতেছিল, সে পুরুষ নহে—পুরুষ বেশ ধারী স্ত্রীলোক! কোন 'ওজিরি' চোর তাহাকে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে আফ্‌গানস্থান হইতে চুরি করিয়া এখানে লইয়া আইসে। এখন তাহার বয়স বিশ বৎসর। সে, বহুদিন যাবত এই কারাগার-রূপী স্থান হইতে পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু সুযোগ হইয়া উঠে নাই। আজ আমাদিগকে এই স্থান দিয়া যাইতে দেখিয়া প্রাণপণে দৌড়িয়া আমাদের রক্ষণাধীনে আসিতেছিল। সে আমাদের আশ্রয় পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল,—মৃত প্রাণে পুনঃ জীবন সঞ্চার হইল। আমি তাহাকে খুব সান্ত্বনা প্রদান করিলাম,—চড়িবার জন্য একটী ঘোড়া দিলাম এবং তাহার পিতা মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলাম। ইহাতে সে বড়ই আশ্বস্ত হইল।

আমরা সেখান হইতে চলিতে চলিতে "শিরানী" দিগের দেশে এমন এক জায়গায় পৌঁছিলাম—যেখানে মাত্র দুই খানা বাড়ী; সে অঞ্চলে আর মানুষের নাম গন্ধও দৃষ্ট হইল না। এই দুইটী বাড়ীর অধিবাসিদের নিকট বিক্রয়ের জন্য কেবল মাত্র একটী ভেড়া, চারিটী ছাগল ও তিনটী মুরগী ছিল। চাউল একেবারেই ছিল না। আমার সঙ্গে তখন তিন শত লোক। অবশিষ্ট লোকেরা 'বন্নু' যাইবার জন্য আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। উপরোক্ত পশুগুলি আমরা ক্রয় করিয়া লইলাম এবং যে রূপেই হউক, উহার দ্বারাই সেই দিন কর্ত্তন করিলাম। পাঠক! এই সামান্য আহার্য্য দ্বারা তিন শত লোকের উদর-তৃপ্তি কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কল্পনাতেই বুঝিতে পারিবেন।

পর দিন আমরা যাইতে যাইতে "কাকর জোবের" একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এখানে ময়দা, মাখন ও মাংস ক্রয় করিলাম। দুই দিন চলিবার উপযুক্ত অন্ন রন্ধন করা হইল। এই দিন হইতে ভবিষ্যতে এইরূপ পরিমাণে অন্ন রাঁধিবার নিয়ম করিলাম। অতঃপর আমরা "দহ্‌বরঞ্জ" নামক একটী গ্রামে পৌঁছিলাম। এখান হইতে পানাহারের নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিলাম। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভিন্ন, সে স্থানের অধিবাসীরা আরও নানা জাতীয় ভূরি ভূরি পরিমাণ দ্রব্য লইয়া আসিল এবং উহা কিনিবার জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি আর প্রয়োজন নাই বলিয়া কিনিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম; কিন্তু তাহারা নাছোড়বান্দা—কিছুতেই

সেগুলি আমাদের নিকট বিক্রয় না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। আমি তাহাদের এই ব্যবহারে নিতান্ত উত্যক্ত হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলাম,—"আর কোন দ্রব্য নিশ্চয়ই ক্রয় করিব না।" তখন তাহারা সেই বিপুল দ্রব্য সম্ভার সেখানে ফেলিয়া রাখিয়াই চলিয়া গেল।

পর দিন প্রাতঃকালে উহারা দেখিল,—জিনিসগুলি কেহই স্পর্শ করে নাই —যেখানকার দ্রব্য সেইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে; উহা ক্রয় করিবার জন্যও আমাদিগকে কোন মতে বাধ্য করিতে পারিল না,—তখন নিরূপায় হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহারা সেই সব দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে বাধ্য হইল। যাইতে যাইতে উহারা আমাকে যে গালি মন্দ বলিল না বা ভয় প্রদর্শন করিল না—এমন নহে।

যখন আমরা সেই স্থান হইতে কয়েক মাইল অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম,—দুই হাজার লোক উন্মুক্ত তরবারী হাতে লইয়া আমাদের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! আমরা তাহাদের নিকটে গিয়া পৌঁছিতেই এক ব্যক্তি আসিয়া পিতৃব্যের অশ্বের বল্গা ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু তরবারী দ্বারা তাঁহাকে আঘাত না করিতেই আমি ঘোড়া দৌড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তির বক্ষদেশে আমার বন্দুকের নাল লাগাইয়া ধমক দিয়া বলিলাম—"সাবধান,—এখনি প্রাণ যাইবে।" অমনি সে বল্গা ত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা কি চাও?" তাহারা উত্তর দিল—"এই স্থানের নাম "জোব"। আপনারা যে পর্য্যন্ত প্রত্যেকে কুড়ি টাকা করিয়া ট্যাক্স প্রদান না করিবেন,—আমরা কিছুতেই আপনাদিগকে যাইতে দিব না।" আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম—"দেখ, আমরা বিদেশী; যদি আমরা তোমাদিগকে এই প্রকার ট্যাক্স দেই,—তাহা হইলে পথে পথে 'কাকর' বাসী সমুদয় লোকেরাই ভয় প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে এরূপ ভাবে টাকা আদায় করিবে।" ইহার পর আমি ট্যাক্স দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলাম এবং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ইহা দেখিয়া তাহারা বলিল,—"আপনি ব্যস্ত হইবেন না; আমরা ঠাট্টা করিতেছি।" তাহারা আমাদিগকে অগ্রসর হইতে আর কোন বাধা দিল না।

আমরা অবিরাম চলিয়া যাইতেছি ; এখনও সে দিনের 'কুচ' সম্পূর্ণ হইতে বাকী আছে এবং আমরা লক্ষ্য স্থলেও পৌছিতে পারি নাই ;—দেখিলাম এক জন বৃদ্ধ লোক—মস্তকে শ্বেত বর্ণের পাগড়ী—দশ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে রাস্তা দিয়া চলিয়া আসিতেছেন। তাহার মস্তকের দীর্ঘ জটা কর্ণোপরি বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। হস্তে একটী স্থূল "আশা"। এই স্থবির পুরুষ-প্রবর গম্ভীর বদনে যেন ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, কোন দিকে লক্ষ্যপাত না করিয়া ধীর স্থির ভাবে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন!

মহাত্মার সাংসারিক কোন গোলমাল বা আবল্যের দিকে দৃক্‌পাত নাই—কাহারও সহিত বাক্যব্যয় নাই—সংসারের উন্নতি বা পতনে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই—সাংসারিক সম্মান লাভের জন্য তাঁহার কোন ইপ্সা নাই—তিনি নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার পুরুষ—আপন মনে ধীরে ধীরে চলিতেছেন।

এই মূর্ত্তিটী দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার দুই জন শিষ্য পিতৃব্যের নিকট আগমন করিয়া বলিল যে,—তাহারা এই দেশের সর্দ্দার বা প্রধান স্থানীয় লোক। ইহা বলিয়াই সেই ধর্ম্মগুরু ও তদীয় শিষ্যদিগকে আসিতে দেখিয়া খুব অবনত হইয়া "সালাম" করিল এবং আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ইঁনি এক জন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ও সৈয়দ বংশধর।" এই কথা শুনিয়াই পিতৃব্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কথিত মহাপুরুষের হস্ত চুম্বন করিয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে বসিবার জন্য স্থান দান করিলেন।

আমি এইরূপ অনেক প্রবঞ্চক ও ভণ্ড সাধুকে দেখিয়াছি। ইহার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল যে,—নিশ্চয়ই ইহার অতি সাধুত্বের পর্দ্দার অন্তরালে একটা না একটা কিছু আছে! আমার এই একটা অভ্যাস ছিল যে, যখন আমি কোন নূতন পল্লীতে উপনীত হইতাম, তখন স্থানীয় কোন অধিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতাম এবং তাহাকে কিছু টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়া সেই যায়গার সমুদয় অবস্থা জানিয়া লইতাম। এখানেও এইরূপ এক ব্যক্তির সহিত পরিচয় করিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসার পর জানিলাম,—এই ধর্ম্মগুরু ও তদীয় শিষ্যগণ এ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান ও বিখ্যাত চোর! ইহার অধীনে এক শত চোরের একটী দল আছে। আমাদের মাল পত্রাদি লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত অদ্য তাহাদের মধ্য হইতে চল্লিশ জন লোক সঙ্গে লইয়া আসি-

য়াছে! আমি মহা প্রমাদ গণিলাম;—সর্ব্বস্বহারক চোর ডাকাত আমাদের সহযাত্রী—কি ভীষণ বিপদ!!

পিতৃব্যকে তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ জানাইলাম; কিন্তু তিনি এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। অপিচ তদীয় পুত্র সরওয়ার খানকে বলিলেন,—"এই মহাপুরুষ আজ রাত্রিতে আমাদের তাঁবুতে অতিথি থাকিবেন।"

সন্ধ্যার প্রাকালে কতকগুলি লোক আসিয়া আমাদের শিবিরের নিকটবর্ত্তী কূপটী বেষ্টন করিল; আমার ভৃত্যগণ এই কূপটী হইতেই জল আনিয়া আমাদের ঘোড়াগুলিকে পান করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমি ইহা দেখিয়া এবং দস্যুদের সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিলাম।

আমি আমার ঘোড়াগুলিকে দুইটী দুইটী তিনটী তিনটী করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করণান্তর—গ্রামের বিভিন্ন অংশে—পৃথক্ পৃথক্ সময়ে দ্বিগুণ রক্ষক (ডবল গার্ড) সঙ্গে জল পান করাইবার জন্য প্রেরণ করিলাম। আমাদের শিবির সন্নিহিত পূর্ব্বোক্ত কূপের ত্রিসীমায়ও তাহারা কেহ গেল না;—সেখানে চোরের দল আমাদের ঘোড়াগুলির জন্য লুব্ধ নেত্রে অপেক্ষা করিতেছিল! এই উপায়ে আমাদের তিন শত অশ্ব—সমুদয়ই উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপদে শিবিরে ফিরিয়া আসিল।

পিতৃব্য ও তদীয় পুত্রের নিকট প্রায় ষাটটী ঘোড়া ছিল; তাঁহার চাকরেরা আসিয়া বলিল,—"যে সকল লোক কূপ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহারা আমাদিগকে কূপের নিকট যাইতে দেয় না; সুতরাং আমরা জল আনিতে পারিতেছি না।" এই কথা শুনিয়া সেই মহা মহিমান্বিত বৃদ্ধ যোগী নিদারুণ কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি নিজেই ঘোড়াগুলির সঙ্গে যাইতেছি, এখনই তাহাদিগকে আদেশ করিব, যেন উহারা আপনার চাকরগণকে জল আনিতে বাধা না দেয়।" ফলতঃ সেই মহাত্মা ও প্রসিদ্ধ সাধক (?) সত্য সত্যই ক্রোধে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া কূপের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কিছু দূর গিয়া সহিসদিগকে "ডোলচি" (১) দ্বারা কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

---

(১) ডোলচি—কূপ হইতে জল তুলিবার আধার বিশেষ।

সেদিকে সহিসেরা জল তুলিতে আরম্ভ করিল, আর এদিকে সুযোগ পাইয়া মহাপুরুষ ও তাঁহার কৃতকর্ম্মা শিষ্যগণ ত্রিশটী ঘোড়া লইয়া বিদ্যুৎ গতিতে পলায়ন করিল! এইবার মহাপুরুষের সেই বিপুল তপস্যা ও সৈন্নদত্বের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল! তাহার সকল মাহাত্ম্য জাহির হইয়া পড়িল!

আমার অশ্বারোহী সৈন্যগণ চোরদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ত্রিশটী ঘোড়া কাড়িয়া লইল। এই যুদ্ধে আমার পাঁচ জন 'সওয়ার' আহত হইয়াছিল।

যে সময়ে ইহারা ফিরিয়া আসিয়া এই অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণন করে, আমি তখন সেই স্থলে উপস্থিত ছিলাম। পিতৃব্যের কাণ্ড কারখানা ও তাঁহার একান্ত বিশ্বস্ত ভক্তির পাত্র মহাপুরুষের চৌরি কার্য্যে এইরূপ বিস্ময়কর সিদ্ধত্বের কথা শুনিয়া আমি একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইলাম। পিতৃব্য অবোধ বালকের ন্যায় হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে আর কোন কথা ফুটিল না।

আমি বলিলাম,—অপরাহ্নে আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি ত তখন আমার কথা শুনেন নাই! এই প্রসিদ্ধ উদাহরণটী কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন?

"আয় বছা ইব্লিসে আদম রো কে হাস্ত্;
পস্ বহর্‌দাস্তে নাবায়েদ দাদ দাস্ত্।"

অর্থাৎ "হে বিবেচক, অনেক মানব মূর্ত্তিই শয়তানের স্বভাব সম্পন্ন; অতএব সকলের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিও না।"

পিতৃব্য ও তাঁহার পুত্র ঘোড়াগুলি হারাইয়া অত্যন্ত অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আপনাদের চাকরগণের ক্ষত স্থানে পটি বাঁধিয়া সমুদয় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

আমরা যখন এই স্থান হইতে রওয়ানা হইলাম, তখন পিতৃব্যের ভৃত্যদিগকে অন্য লোকের সহিত ঘোড়ায় চড়িতে হইল—অর্থাৎ এক একটী ঘোড়ার উপর দুই দুই জন করিয়া লোক চড়িল। একাদশ দিন বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় 'কাকরের' একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম। আমার সহযাত্রিগণ স্ব স্ব পানাহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিল। আমি নিজের জন্য একটী হৃষ্ট পুষ্ট নবীন ভেড়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। শুভাদৃষ্ট বশতঃ

এইরূপ একটা ভেড়া পাওয়া গেল। তাহার মূল্য কাবুল দেশীয় কুড়ি টাকা ধার্য্য করিয়া মূল্য প্রদান করিলাম।

আমরা উহা 'জবেহ' করিবার উপক্রম করিয়াছি, এমন সময় ভেড়া বিক্রেতা আসিয়া বলিল,—"ভেড়া ফিরাইয়া দিউন, আমি আর উহা বিক্রয় করিব না।" কিন্তু আমি যখন উহা তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম, সেই সময়ে সে পুনরায় বিক্রয় করিতে সম্মত হইল; পরিশেষে ভেড়াটী 'জবেহ' করিয়া ফেলিলাম।

ইহা দেখিয়া সে টাকাগুলি আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল— "আমার ভেড়া জীবিত করিয়া দিউন, আমার ভেড়া জীবিত করিয়া দিউন।"

আমি উত্তর দিলাম—"আমার এই শক্তি নাই; যদি তোমার মনে লয়, তবে তুমি এই টাকাগুলি ও 'জবেহ' করা ভেড়াটী—উভয়ই লইয়া যাও।"

সে পুনর্ব্বার অস্বীকার করিয়া বলিতে লাগিল—"উহাকে জীবিত করিয়া দিউন; আমি টাকা চাহি না; এই মৃত ভেড়াও চাহি না। আমি যেমনটী দিয়াছিলাম, তেমন ভেড়াটী চাহি।"

সে জেদ করিয়া কেবল পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিতে লাগিল।

আমি নিরুপায় হইয়া তখন এক নূতন নীতি অবলম্বন করিলাম।

এক জন মোল্লা আমার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"এই ব্যক্তি তোমার সম্বন্ধে মন্দ কথা বলিতেছে।" এই কথা শুনিয়া সে ভেড়া বিক্রেতার দিকে চাহিয়া রহিল।—আমি সেই সময়েই ভেড়াওয়ালাকে বলিলাম,—"যদি তোমার বাসনা হইয়া থাকে,—আমাকে অভিসম্পাত কর; কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত পুণ্যাত্মা ব্যক্তির পত্নীর সম্বন্ধে কেন তুমি কুকথা বলিতেছ?" মোল্লা এই কথা শুনিয়া অগ্নি অবতার হইয়া গেলেন এবং কঠোর ভাষায় তাহাকে গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, বচসা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উভয়ে বল পরীক্ষায় অগ্রসর হইল!! আমি তখন সুযোগ পাইয়া ভেড়া ও টাকাগুলি সহ সরিয়া পড়িলাম।

গ্রামবাসী অর্দ্ধেক লোক মোল্লার দলে ও বাকী অর্দ্ধেক লোক ভেড়া ওয়া-লার দলে ছিল। যখন উহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন গ্রামের লোকেরা আসিয়া উভয়ের বিবাদ ভাঙ্গিয়া দিল।

অনুমান এক কি দুই ঘণ্টা পর সেই ভেড়া ওয়ালা দুই 'বদনা' দধি, দুই

'খাঞ্চা' রুটী ও একটী ভর্জ্জিত ভেড়ি-বাচ্চা লইয়া আসিল এবং আমাকে ভক্তির সহিত পুনঃ পুনঃ 'সালাম' করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"এই মাত্র একটু পূর্ব্বে তুমি এত অভদ্রতার সহিত কথা বার্ত্তা বলিয়াছ, আর এক্ষণে অত শিষ্ট শান্ত হইয়া পড়িয়াছ?"

কথা বার্ত্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—তাহার বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ। সে উন্মাদ বা বায়ু রোগগ্রস্ত নয়। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভেড়া বিক্রয়ের ছলনায় কেন তুমি আমার সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলে?" সে উত্তর দিল—"সরওয়ার খান কান্দাহারে আমার সহিত বড়ই অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি ইহা দ্বারা উহার প্রতিশোধ লইয়াছি।" আমি বলিলাম,—"সরওয়ার খান ত এখানেই আছে; তুমি তাহার সহিতই যুদ্ধ করিতে?" সে বলিল —"এ কথা ঠিক; কিন্তু সরওয়ার খানকে আপনিই কান্দাহারের গবর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আমি এই জন্য আপনাকেই দায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।"

এই রূপে আমরা কয়েক ঘণ্টা কাল বাক্যালাপ করিলাম। ইহার পর সে তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল; আমিও শয়ন করিলাম।

পর দিন প্রবল ধূলিময় ঝড়ের নিমিত্ত দিবাভাগ বড় তিমিরাবৃত হইল; কিন্তু আমরা সেই ভীষণ অন্ধকার রাশির মধ্য দিয়া রওয়ানা হইলাম। আমরা যে গ্রামে অবস্থান করিব বলিয়া বাসনা করিয়াছিলাম, উহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে, স্থানীয় সর্দ্দার দুই জন অশ্বারোহী সৈন্য সহ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন করিলেন। আমাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে তদীয় জনৈক ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"শাহজাহান পাদশাহ আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিতেছেন; অশ্ব হইতে অবতরণ করুন এবং তাঁহার সহিত গলায় গলায় মিলিত (আলিঙ্গনবদ্ধ) হউন।"

পিতৃব্য আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?" আমি উত্তর দিলাম—"ইহার মীমাংসার পূর্ব্বে আমি অগ্রসর হইয়া দেখিতেছি।"

কিছু দূর গিয়া দেখিতে পাইলাম, দুই জন লোক আমার দিকে আসিতেছে; তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমাদের সম্রাট্ কোথায়?" সে তাহার সঙ্গীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল।

এই নামীর 'পাদশাহ' এক জন বৃদ্ধ ব্যক্তি। পরিধানে পুরাতন মেষ চর্ম্মের একটা কোট—যাহার স্থানে স্থানে রঞ্জিত বস্ত্র দ্বারা তালি দেওয়া ছিল। মস্তকে এত মলিন একটা পাগড়ী যে, উহা কিরূপ বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না। পাগড়ীর পেচের মধ্যে টুপি (১) ছিল না। পায়ে পশমী খাট মোজা; কিন্তু জুতা ছিল না। যে অশ্বে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা নিতান্ত দুর্ব্বল কায়—অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া পড়িয়াছিল। অশ্বের হাঁটুতে ঘণ্টা বাঁধা; আর জিনটী কাঠের তৈয়ারি; লোম নির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা লাগামটী প্রস্তুত করা। ইহার কিনারায়ও ঘণ্টা বাঁধা। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ও বিচিত্র বেশধারী মূর্ত্তিটীকে দেখিতে পাইয়া আমার মুচ্‌কি হাসি আসিল। আমি তাহার নিকট গিয়া বলিলাম,—"আমাদের আমিরের নিকট ঘোড়া হইতে নামিয়া গলায় গলায় মিলিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আপনি কেবল মুখে মুখেই তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন।" পাদশাহ মহোদয় ইহাতে সম্মত হইলেন।

আমি ঘোড়া দৌড়াইয়া পিতৃব্যের নিকট ফিরিয়া গেলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম,—"শাহজাহান ঘোড়া হইতে অবতরণ না করিয়াই (ঘোড়ার উপর চড়িয়া থাকিয়াই) আপনার অভ্যর্থনা করিবেন।"

যখন তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল—পিতৃব্যের অশ্ব এই অদ্ভুত ও অলৌকিক জীবটীকে দেখিতে পাইয়া এবং ঘণ্টার টং টং শব্দ শুনিতে পাইয়া ভীত চমকিত হইয়া গেল এবং উচ্চ চীৎকারের সহিত লম্ফ ঝম্ফ করিয়া স্বীয় পৃষ্ঠস্থিত আরোহীকে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাতে পিতৃব্য বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন; আমাকে সাহায্য করিবার জন্য বলিলেন; কিন্তু আমি হাসিয়া বলিলাম,—"দুই জন বাদশাহের কোন কার্য্যে আমি ত হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ নহি!" তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"খোদার নামে বলিতেছি, তুমি ইহার কোন প্রতিবিধান কর; নতুবা ঘোড়াটা এখনই আমাকে ফেলিয়া দিবে। আমার প্রাণ যায়, ইহা বিদ্রূপ করিবার সময় নয়।" আমি বলিলাম—"যদি আপনি আমাকে কোন দ্রব্য প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, তাহা-

---

(১) এই টুপী শুণ্ডাকৃতি বিশিষ্ট; ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের যে সকল পাঠান এদেশে যাতায়াত করে, তাহারা প্রায়ই এই টুপী ব্যবহার করিয়া থাকে।

হইলে আমি আপনার সহায়তা করিতে পারি।" তিনি নিজের দুই খানা তরবারী হইতে এক খানা আমাকে দান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন; আমিও তাহাতে স্বীকৃত হইলাম।

আমি প্রথমতঃ ঘোড়াটার গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া তাহাকে শান্ত করিলাম। তৎপর শাহজাহানকে বলিলাম, "এদিকে এস—আমিরের সঙ্গীয় লোকদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" সে বলিল,—"ছাগ মাংসের ঝোল ও জনারের ৩০ থানা রুটী তৈয়ার করাইয়া রাখিয়াছি।" আমি তাহার প্রতীতি জন্মাইবার চেষ্টা করিলাম যে, ইহাই অতি উন্নত ও উৎকৃষ্টতর খাদ্য; কিন্তু আমাদিগকে অগ্রে গিয়া সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে।

এই ছলনায় আমি আমাদের ঘোড়াগুলি হইতে তাহাকে সরাইয়া ফেলিলাম! প্রায় এক মাইল দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বলিলাম, "আমি কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভ্রম বশতঃ ফেলিয়া আসিয়াছি, উহা আনিবার জন্য আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" প্রথমতঃ সে আমাকে ছাড়িয়া আর অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না; কিন্তু যখন বলিলাম, আমি আমার সঙ্গে চিনিও আনিব, তখন সে আমাকে যাইতে অনুমতি প্রদান করিল।

আমি ফিরিয়া আসিয়া পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত বড় মহা প্রতাপশালী ও অদ্বিতীয় শক্তি সম্পন্ন পাদশাহ সম্বন্ধে আপনার মত কি?" তিনি হাসিয়া আকুল হইলেন।

আমরা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া পাদশাহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। শেষে পাতি পাতি করিয়া গ্রামের অন্ধি সন্ধি অনুসন্ধান করিতে করিতে পাদশাহের রঙ্গমহল—ঘাসের একটা ক্ষুদ্র ঝুপড়ি বা কুটীরে তাঁহার দর্শন পাওয়া গেল!!

আমাকে দেখিয়া সম্রাট্ বলিলেন, "আহার্য্য প্রস্তুত করিবার জন্য জঙ্গল হইতে কাঠ আনিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহা আসিয়া পৌঁছায় নাই। রুটীও তৈয়ার হয় নাই; কারণ উহা শেঁক দিবার কটাহটী একটী পরিণয়োৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ধার স্বরূপ লইয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম, "যদি খাদ্য দ্রব্য না থাকিয়াই থাকে, তাহাতে কোন দোষের

কথা নাই। আমরা আপনার অতিথি মাত্র।" ইহার পর আমি আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদি আনাইয়া লইলাম।

আমরা স্থানীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই ব্যক্তি কি তোমাদের বাদশাহ ? এই ব্যক্তিই কি তোমাদের নেতা ?" তাহারা বলিল—"জি—হাঁ।" আমি বলিলাম—"তোমরা যথার্থই খুব বুদ্ধিমান লোক; কারণ বড় ভাবিয়া চিন্তিয়া এইরূপ শক্তি সম্পন্ন ও প্রতাপশালী ব্যক্তিকে তোমাদের "পাদশাহ্" মনোনয়ন করিয়াছ।" এইরূপে আমি যতই তাহাদের প্রশংসা (!) করিতে লাগিলাম, তাহারা ততই অধিকতর সন্তুষ্ট হইতে লাগিল।

সেই রাত্রিটা আমরা জঙ্গল মধ্যেই অতিবাহিত করিলাম।

পর দিন পাদশাহ আসিয়া বলিলেন,—"আপনাদের পরবর্ত্তী বাসস্থান আমার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা দোস্ত মোহাম্মদের গ্রামে হইবে। তিনি আমা হইতে আপনাদের অনেক বেশী সমাদর ও পরিচর্য্যা করিবেন। আপনারা এখান হইতে একটু সকাল সকাল রওয়ানা হইলেই ভাল হয়।" আমরা তাহাকে একটী পথ-প্রদর্শক লোক দিবার জন্য বলিলাম; কিন্তু সে নিজেই যাইতে প্রস্তুত হইল।

আমি পিতৃব্যকে বলিলাম—"সে নিজেই যে আমাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ হেতু আছে।" কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন। আমরা রওয়ানা হইলাম।

প্রথম দিনের 'কুচ্' সমাপনের পর আমরা একটা উচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলাম। ইহার পর দিন আরও একটা পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইল। অতঃপর একটি গ্রামের উপর দিয়া যাইতে লাগিলাম; কিন্তু উহাতে কাহারও বসবাস দৃষ্ট হইল না। বিস্তৃত গ্রাম খালি পড়িয়া রহিয়াছে—এক জন মানুষও নাই!!

আমি পিতৃব্যকে বলিলাম—"আমাদের অধম পথ-প্রদর্শক আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছে। আমাদের সঙ্গে আহার্য্য দ্রব্য নাই; ঘোড়ার খাদ্য ঘাসও নাই। যদি দুই দিনের উপযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া না চলিতাম, তবে আজ আমাদের কি দশা হইত ?"

আমরা মরুভূমি মধ্যে সমুদয় রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

পর দিন দুই হাজার লোক সহ দোস্ত মোহাম্মদ আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিলেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বে এক ব্যক্তির দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি আপনাদের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।" যাহা হউক, দোস্ত মোহাম্মদের সহিত দেখা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা কেন এরূপ দুর্গম পথে আগমন করিয়াছেন? সোজা সড়ক কি কারণ বশতঃ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন?" কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন,—তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতাই ইহার মূলীভূত কারণ, তখন তিনি জেদ করিয়া বলিলেন,—"তাহাকে আমার হস্তে প্রদান করুন; সে অসদভিপ্রায়ে আপনাদিগকে এই পার্ব্বত্য বিষম সঙ্কট পূর্ণ পথ দিয়া লইয়া আসিয়াছে; কারণ, তাহার এইরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, আপনারা আমার গ্রাম হইয়া আইসেন! সে আমার ভয়ঙ্কর শত্রু; এই কার্য্যে আমার অত্যন্ত সম্মান হানি হইয়াছে।" তিনি আরও বলিলেন,—"আমার বাটীতে উপস্থিত হইবার জন্য আপনাদিগকে বহু দূর পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেখানে আপনাদের যথোপযুক্ত সমাদর ও আতিথ্য সৎকার করা যাইবে। আপনার ও আপনার সঙ্গীদের জন্য গাঁজা এবং আহার ও পানের অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে।" আমি পিতৃব্যকে বলিলাম—"যদি আপনি আমার কথা শুনিতেন, তাহা হইলে এখন এই মহা বিপদে পতিত হইতে হইত না। এই দুই শয়তানের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করা যাইবে?"

যে সময় আমরা এই সকল কথা বার্ত্তা বলিতে ব্যাপৃত, তখন কতকগুলি চোর আমাদের মাল পত্রাদি চুরি করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিল। বলা বাহুল্য দোস্ত মোহাম্মদই ইহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল! অতিথিদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আতিথ্য সৎকার!! চোরগণ আসিয়া চুরি করিতে চেষ্টা করায় আমার লোকেরা তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের কতকগুলি লোক আহতও হইল।

এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া শাহ্‌জাহান পলায়ন করিল এবং কোথাও গিয়া লুকাইয়া রহিল।

সেই রাত্রেই সেখান হইতে রওয়ানা হইবার জন্য আমি ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম; নতুবা দোস্ত মোহাম্মদের লোকেরা নিশ্চিত আমাদের

সহিত যুদ্ধ করিবে! অবশেষে খুঁজিতে খুঁজিতে শাহ্‌জাহানকেও কিয়ৎকাল পরে পাওয়া গেল।

আমি তাহাকে বলিলাম,—"তুমি যেরূপ ভাবে আমাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছ, সেই ভাবেই পুনরায় আমাদিগকে তোমার ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

সে বলিল—"আপনারা আমাকে আমার শত্রু দোস্ত মোহাম্মদের হস্তে না সমর্পণ করেন, এই ভয়ে আমি লুকাইয়া রহিয়াছিলাম। আমি এখনও এই জন্য ভয় করিতেছি।"

আমি বলিলাম—"তুমি কোন চিন্তা করিও না; আমরা কখনও এমন কার্য্য করিব না।"

সমুদয় রাত্রি তাহাকে সঙ্গে লইয়া 'কুচ' করিলাম—প্রচণ্ড শীত ছিল; পথে কোন গ্রাম মিলিল না, সুতরাং পানাহারের কোন দ্রব্যও ক্রয় করিতে পারা গেল না। পরদিন শেষ বেলায় যদিও একটা গ্রাম পাওয়া গেল—কিন্তু তাহা জন মানব হীন। আমরা পুনরায় নিরাশ হইয়া পড়িলাম।

আমি সেই শয়তান-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই গ্রামের লোকেরা কোথায়?" সে বলিল—"উহারা কেবল বসন্ত কালে এখানে আসে; আর শীত ঋতু আরম্ভ হইলে, ঐ যে সম্মুখে উচ্চ পর্ব্বত দেখা যাইতেছে,—তাহার উপর চলিয়া যায়।" আমি বলিলাম—"তোমার জন্মদাতা পিতার উপর খোদার অগণ্য ধিক্কার;—আমাদের ও আমাদের ঘোড়াগুলির দেহে আর তিলমাত্র শক্তিও অবশিষ্ট নাই; আর ইহা কেবল তোমার প্রতারণার ফল।" সে বলিল—"এখন আপনারা সেই পর্ব্বতের উপর চলিয়া গেলেই ভাল হইবে। সেখানে গিয়া আপনারা তথাকার লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করুন। তাহারাই আপনাদিগকে আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিবে।" সে আরও বলিল—"সেখানকার লোকদের সহিত আমার ও আমার বংশের লোকদের ভীষণ শত্রুতা বর্ত্তমান; সুতরাং আমি নিজে আপনাদের সহিত তথায় যাইতে পারিব না।" এরূপ লোকের সংস্রব হইতে ত্রাণ লাভ করিব ভাবিয়া মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলাম।

সূর্য্যাস্তের পর আমরা সেই পর্ব্বতে পৌছিলাম; নিকটেই উপরোক্ত সম্প্র-

দায়ের বাস গ্রাম ছিল। প্রথমতঃ তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া কোন বৈরী সম্প্রদায়ের লোক ভাবিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল; কিন্তু শেষে নিরাশ্রয় বিদেশী জানিতে পারিয়া আমাদের উপর অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিল। এত দিন পর তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া আমরা আশাতীত চিত্ত-প্রসাদ অনুভব করিলাম। আমাদের ঘোড়াগুলি তাহাদের প্রদত্ত 'দানা', 'ঘাস' খাইয়া সজীবতা লাভ করিল। আমরা ইহার মূল্য দিতে চাহিলাম, কিন্তু উহারা কোন দ্রব্যেরই মূল্য গ্রহণ করিল না।

দুই দিন পর্য্যন্ত তাহাদের অতিথি থাকিয়া, আমরা "কুতল সাইরির" পথে "পেশিন" রওয়ানা হইলাম। "পেশিনের" নিকটস্থ একটা গ্রামে পৌঁছিয়া জনৈক গুপ্তচরের নিকট জানিতে পারিলাম,—তথাকার গভর্ণর ৪০০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করিয়াছে এবং উহা কান্দাহারে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে। আমি পিতৃব্যের সহিত পরামর্শ করিলাম এবং বলিলাম— "আমি সমস্ত রাত্রি অশ্ব চালনা করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আচম্বিত সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া টাকাগুলি অধিকার করিয়া লইব।" কিন্তু কার্য্যকালে আমাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইল; কারণ আমাদের কয়েক জন ভৃত্য বহু পরিমিত পুরস্কার পাইবার লোভে আমার যাওয়ার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়া গভর্ণরকে আমার উদ্দেশ্য জানাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে গভর্ণরের সতর্ক হইবার সুবিধা হইল। সে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের কয়েক শত লোক সংগ্রহ করিয়া কেল্লা সুরক্ষিত করিয়া ফেলিল।

সৌভাগ্য বশতঃ আমি এক জন গুপ্তচরকে পূর্ব্বেই সেখানে প্রেরণ করিয়াছিলাম; সে আমার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। এই ব্যক্তি পিতৃব্যের পাঁচ জন ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতার সমাচার লইয়া ফিরিয়া আসিল।

আমি অভিপ্সিত কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া "কারিজ ওজিরে" প্রত্যাগমন করিলাম। এখানে দুই দিন অবস্থান করা গেল।

এখানকার অধিবাসিগণ আপনারাই একে অপরকে "সৈয়দ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে; কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহারা এই আখ্যায় অভিহিত হইবার কিছুমাত্র উপযুক্ত নহে। কারণ সদাশয়তা, মহত্ব, মধুর ব্যবহার, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সৈয়দদের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই।

ইহারা অবশ্য সুশ্রী, সুগঠিত দেহ ও ঐশ্বর্য্যশালী; কিন্তু তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঘোর শত্রুতা বর্ত্তমান; কেহ কাহাকেও দেখিতে পারে না। ইহাদের অদম্য শোণিত পিপাসায় সদা সর্ব্বদা কাহারও সহিত কাহারও না কাহারও বিবাদ বিসম্বাদ—মারামারি, কাটাকাটি লাগিয়াই আছে।

এই স্থান ত্যাগ করিয়া আমরা "আবরেগ" নামক একটী গ্রামে পৌঁছিলাম। "মুশ্‌কি" যাইবার পথে সারা দিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইল। এই দিনের সিক্ত বায়ু বড়ই ঠাণ্ডা ছিল। আমাদের বস্ত্রাদি সম্পূর্ণ ভিজিয়া গেল। সেই ভয়ানক শৈত্যে আমাদের হাত পায়ের রক্ত সঞ্চালন কার্য্যও যেন বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন অঙ্গ সঞ্চালন করিতেও যেন কষ্টানুভব হইতে লাগিল। যাহা হউক, অত্যন্ত দুর্য্যোগ ভোগ ও ভীষণ ক্লেশ সহ্য করিয়া, যেন প্রাণটা বাহির হইয়া পড়িতে পড়িতে, কোন প্রকারে "মুশ্‌কি" পৌঁছিলাম। স্থানীয় লোকেরা আমাদিগকে খুব সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিল।

পরদিন আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। এই দিন বালুকা পূর্ণ একটা প্রকাণ্ড মরুভূমির মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইল—উহাতে জলের নাম গন্ধও ছিল না। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অসহ্য গ্রীষ্ম ও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম; সুতরাং সকলকেই ফিরিয়া আসিতে হইল।

এখানকার লোকেরা বলিল,—"আপনারা 'খারান' এর সড়ক দিয়া গমন করুন; তাহাতে যদিও ৪।৫ দিন সময় অধিক লাগিবে, কিন্তু সে পথে আপনাদের অনেক সুবিধা হইবে।" কিন্তু আমি মরুভূমি মধ্যস্থ পথটিকেই অধিকতর পছন্দ করিলাম এবং দুই শত উষ্ট্র ভাড়া করিয়া লইয়া প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি সহ পুনঃ মরুভূমির মধ্য দিয়া রওয়ানা হইলাম। বিধাতার কৃপায় প্রত্যহ বৃষ্টি বর্ষণ হইতে লাগিল। আমরা অক্লেশে আমাদের কার্য্যের জন্য প্রচুর পরিমাণ জল পাইতে লাগিলাম। দশম দিন "চাগে" দেখা গেল।

অতি বৃষ্টিতে সড়কের অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়া ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলাম এবং হাঁটু পর্য্যন্ত গভীর কর্দ্দম দিয়া আমাদের ঘোড়াগুলির বল্‌গা আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। এ দিনের 'কুচ' এর শেষ ভাগে সমুদয় লোক ও ঘোড়াগুলি বিষম ক্লান্তি বশতঃ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। আমি স্বহস্তে অন্ন মাংস রন্ধন করিয়া

সকলকে ভোজন করাইলাম; উহারা প্রায় চেতনাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোড়াগুলি যে বসিয়া পড়িয়াছিল, আর পুনঃ উঠিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইল না। কেবল মাত্র আমার আরবী ঘোড়াটী—আমার পিতামহের আস্তাবলে জন্ম প্রাপ্ত বিপুল শক্তিশালী অশ্বটী এ সময়েও সুস্থ দেহে বিচরণ করিতেছিল।

দুই দিন পর্য্যন্ত আমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় রহিল। তৃতীয় দিন কষ্টে সৃষ্টে "চাগে" পৌঁছিলাম। সেই জায়গার 'খান' আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন না দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কিছু দিন সেই স্থানেই রহিলাম।

পনর দিন পর পিতৃব্যের নিকট এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল,—"হুজুরের পদ চুম্বন করিয়া ধন্য হইবার জন্য আমাদের 'খান' মহোদয়ের একান্ত বাসনা; অনুমতি প্রাপ্ত হইলেই তিনি উপস্থিত হইতে পারেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এত দিন মধ্যে তাঁহার না আসিবার কারণ কি?" সে বলিল,—"এখানকার তাবৎ লোকেরাই নিজ নিজ ঘোড়া চরাইবার উদ্দেশ্যে বনে চলিয়া গিয়াছিল। উহারা এখন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে এবং পাঁচ শত লোক একত্রিত হইয়া আপনাদিগকে 'সালাম' করিবার জন্য আসিতে ইচ্ছা করিয়াছে।" আমরা অনুমতি দান করিলাম।

"খান" কেল্লা হইতে পদব্রজে আগমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে পাঁচ শত লোক এক সারি বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। নবম ও দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক দুইটী বালক তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া নৃত্য করিতে ছিল। ইহাদিগকে মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছিল না। কৌপিন ভিন্ন তাহাদের পরিধানে আর বস্ত্রের লেশ মাত্রও ছিল না। মাথায় অপরিষ্কৃত কাল তাম্রের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট কেশ-গুলিতে কখনও যে সাবান ও জল স্পর্শ হইয়াছিল, এমত মনে হয় না। বাদ্য বাজনাও সঙ্গে ছিল। আমাদিগকে ধূমধামের সহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহারা এই অতি সুন্দর (?) মিছিলের বন্দোবস্ত করিয়াছিল,—আর ইহার সম্যক্ আয়োজন সম্পন্ন করিতে তাহাদের পনর দিন সময় লাগিয়াছিল!

এখানে আমরা পঁচিশ দিন অতিবাহিত করিলাম। এই যায়গায় যথেষ্ট ঘাস জন্মিয়াছিল। উহা খাইয়া আমাদের ঘোড়াগুলি হৃষ্ট পুষ্ট ও সবল হইয়া উঠিল।

অতঃপর আমরা "পুলালকের" দিকে রওয়ানা হইলাম; এই স্থানটী "হেলমন্দ

নদীর তীরে অবস্থিত। ছয় দিন পর "খেল শাহ্ গোল" এ পৌঁছিলাম। শাহ্ গোল নামক জনৈক বেলুচি সর্দ্দারের নামে ইহা প্রসিদ্ধ। এই গ্রামটীতে দুই জন বৃদ্ধ লোক ব্যতীত আর একটী প্রাণীও ছিল না। এই দুই ব্যক্তিও আমাদের দৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য যথাশক্তি পলাইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু শেষে সফলতা লাভ করিতে পারিল না। আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই গ্রামটী কেন খালি পড়িয়া রহিয়াছে?" তাহারা প্রথমতঃ ইহার কিছুই অবগত নহে বলিয়া প্রকাশ করিল; কিন্তু আমি প্রকৃত কথা বলিবার জন্য জেদ করিতেছি দেখিয়া শেষে বলিল—"গাইনাত" এর শাসনকর্ত্তা মীর আলম খানের সৈন্যদল সর্দ্দার শরিফ খান 'শিস্তানীর' অধিনায়কতায় তাহাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার জন্য আগমন করিতেছে; এই কারণ বশতঃ এখানকার লোকেরা নিকটবর্ত্তী এক স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছে।" পিতৃব্য বলিলেন,—"যদি তোমরা আমাদিগকে সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান বলিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা তোমাদের সাহায্য করিব।" তাহারা উভয়েই আমাদিগকে সেই যায়গায় লইয়া গেল।

শাহ্ গোল উৎফুল্ল হৃদয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করিল এবং আমাদের সহায়তা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় শাহ্ গোলের দুই জন গুপ্তচর জানাইল যে, শিস্তানী সওয়ারেরা তাহাদের অধিকারের শেষ গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে; আগামী কল্য উহারা তাহার অধিকৃত স্থানের ভিতর প্রবেশ করিবে। শাহ্ গোল বলিল,—"আমার ইচ্ছা আগামী কল্য আমি আমার সমুদয় প্রজা ও তাহাদের ধন সম্পত্তি সহ পর্ব্বতের উপর কোন সুরক্ষিত স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিব।" পিতৃব্য আমার অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিলাম,—"যদি তাহাদের ইচ্ছা হয়, তবে তাহারা চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু আমাদিগকে এক জন পথ-প্রদর্শক দিতে হইবে; তাহা হইলে আমরা শিস্তানীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতে পারিব।"

শাহ্ গোল পথ-প্রদর্শক প্রদান করিয়া পর্ব্বতের দিকে চলিয়া গেল। আমরাও তাহার শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

কয়েক ঘণ্টা চলিবার পর প্রচুর ধূলিরাশি আকাশে উড়িতে দেখা গেল।

বুঝিতে পারিলাম,—অশ্বারোহী সৈন্য দল আসিতেছে। আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি আমার সঙ্গীদের সহ পিতৃব্যের সম্মুখে চলিয়া গেলাম এবং সেখানে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের দ্বারা ব্যূহ রচনা করিলাম।

শিস্তানীগণ আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। তাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কোনই যোগাড় করিল না; কেবল আমরা কে তাহাই জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমরা প্রকাশ করিলাম—"আমরা 'আফগান',—'বেলুচি' নহি।" ইহা শুনিতে পাইয়া তাহাদের সর্দ্দার আমাদিগকে 'সালাম' করিতে আসিল। আমি পিতৃব্যকে ডাকিয়া পাঠাইলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম—"শাহ্ গোল ও তাহার প্রজাবর্গের সাহায্যার্থ আমরা এখানে আগমন করিয়াছি; উহারা আফগান জাতির অধীন। অতঃপর যেন শিস্তান বাসিগণ এখানকার কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ না করে।" তাহাদের সর্দ্দার আর এরূপ কার্য্য করিবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল; কিন্তু ইহাতে এই বলিয়া একটী সর্ত্ত উপস্থিত করিল যে, তাঁহার সম্মান বজায় থাকিবার জন্য শাহ্ গোল আসিয়া তাঁহাকে 'সালাম' করিবে। আমি শাহ্ গোলের প্রজাগণকে বলিলাম,—"ইহা করা উচিত।" কিন্তু তাহার সহোদরা ভগিনী তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য এতই ভীতা ছিল যে, সে তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিল না।

আমি কহিলাম—"যদি শাহ্ গোল আমার পিতৃব্যের সহিত যায়, তাহা হইলে আমি তাহার জামিন স্বরূপ তদীয় প্রজাদের নিকট থাকিতে প্রস্তুত আছি।" পিতৃব্যকে বুঝাইয়া বলিয়া দিলাম, যেরূপেই হউক, যেন তিনি ন্যূনাধিক ৪।৫ দিনের মধ্যে তাহাকে এখানে ফেরত পাঠাইয়া দেন।

সাত দিন চলিয়া গেল—শাহ্ গোলের আর কোন সংবাদই নাই! তাহার সমুদয় প্রজারা আমার নিকট আসিয়া আমাকে অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে বলিল। আমি দেখিলাম, মহা প্রমাদ উপস্থিত!

সকলে এক যোট হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিল, দুইটী দিন অধিক চলিয়া গিয়াছে;—তথাপি আমাদের 'খান' আসিতেছেন না! নিশ্চয়ই তিনি বন্দী হইয়াছেন।

আমি তাহাদের প্রতীতি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—"কখনও এরূপ

হইতে পারে না। যদি তোমরা বল, তবে আমি গিয়া তাহাকে লইয়া আসিতে পারি।" কিন্তু তাহারা ইহাতে স্বীকৃত হইল না; বরং বলিল, "যে পর্য্যন্ত তিনি না আসিবেন, তুমি আমাদের নিকট বন্দী থাকিবে।"

আমি আমার দুই শত অশ্বারোহী সৈন্যকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম; কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, খুব সম্ভবতঃ উহারা আমাকে আক্রমণ করিবে!

অল্পক্ষণ পরেই সেখানকার লোকেরা উন্মুক্ত তরবারী হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি আমার অর্দ্ধেক সৈন্যকে গুলি চালাইতে আদেশ করিলাম। অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সৈন্যেরা তরবারী হস্তে আক্রমণ করিল। ইহা দেখিয়া সেই সকল লোকেরাও পলাইয়া গেল।

আমি আমার জিনিস পত্রাদি দ্বারা দুই শত উষ্ট্র বোঝাই করিয়া শাহ্‌গোল যেদিকে গিয়াছিল, সেই দিকে রওয়ানা হইলাম। তাহার প্রজাগণ আসিয়া আমার সহযাত্রী হইল এবং তাহাদের অন্যায়াচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

আমি শিস্তান পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেলাম এবং সেখান হইতে তাহাদের উটগুলি প্রদান করিয়া উহাদিগকে দেশে ফেরত পাঠাইয়া দিলাম।

দুই দিন চলিবার পর একটী গ্রামে পৌছিয়া পিতৃব্য ও শাহ্‌ গোলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পিতৃব্যের সহিত দেখা হইলে জানিতে পারিলাম—শিস্তানী সৈন্যের দুই জন সর্দ্দার। সর্দ্দার শরিফ খান অশ্বারোহী সৈন্য দলের সেনাপতি; আর মুসা ইউসফ খান 'হাজারা' মীর আলম খানের শরীর রক্ষক সৈন্য দলের সেনাপতি। এই শেষোক্ত ব্যক্তি পিতৃব্যের কোন আপত্তিতেই কর্ণপাত না করিয়া শাহ্‌ গোলকে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি সোজাসুজি সেই অফিসারের নিকট চলিয়া গেলাম। অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়াই তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"শাহ্‌গোল কোথায়?" সে বলিল—"তাঁবুর ভিতরে।" আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলাম—"শাহ্‌গোল বাহির হইয়া আইস।" সে বাহিরে আসিল। আমি সেই অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহাকে কেন বন্দী করা হইয়াছে?" সে উত্তর দিল,—"আমার ইচ্ছা, উহাকে আমাদের সর্দ্দার মীর আলম খানের নিকট লইয়া যাইব।" আমি বলিলাম,—"আমি ইহাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ

করিয়াছি এবং আমি নিজে তাহার মঙ্গল মত বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ার প্রতিভূ হইয়াছি। সে তোমাদের প্রজা নহে যে, তুমি তাহাকে মীর আলমের নিকট লইয়া যাইবে।”

অতঃপর আমি শাহ্ গোল ও আমার এক জন ভৃত্যকে (এই ব্যক্তি তাহার সহিত কারারুদ্ধ হইয়াছিল) মুক্ত করিয়া আমার দশ জন 'সওয়ার' সহ তাহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিলাম। প্রজাগণ তাহাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

এখানে তিন দিন থাকিয়া সিস্তানীদিগের সঙ্গে তাহাদের দেশে যাত্রা করিলাম। পরদিন 'হেলমন্দ' নদীর তীরে পৌঁছা গেল। এখানে দেখিলাম, কতকগুলি 'সওয়ার' কান্দাহারীদিগের পনর খানা বাড়ী আক্রমণ করিয়াছে। এই 'সওয়ারেরা' উপরোক্ত 'পুলালক' জাতির ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছুক সেই হাজারা সর্দ্দারের লোক। বাড়ীর লোকেরা আপনাদিগকে খুব সুরক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছিল; এমন কি পঞ্চাশ জন 'হাজারা' 'সওয়ারকে' বধ ও এক শত লোককে আহত করিয়াছিল। এই সময় মধ্যে নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির লোকেরাও আসিয়া লুণ্ঠনকারী 'সওয়ার' দের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। আমরা যখন সসৈন্য সেই গ্রামে উপনীত হই, তখনকার এই অবস্থা।

আমি আমার কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলাম, “যে হাজারা সর্দ্দার এই গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে, তোমরা উত্তম রূপে তাহার দর্প চূর্ণ করিয়া আইস।” সেখানকার লোকদিগকে এই বলিয়া সন্তুষ্ট করিলাম যে, ভবিষ্যতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি তাহাদের শত্রুদিগকে চুক্তিবদ্ধ করিয়া দিব।

আমি নিজেই পদব্রজে কেল্লা পর্য্যন্ত গমন করিলাম; কেল্লার ভিতরে সৈন্য আছে—বুঝা গেল। তখন আমার নিকট তোপ কিংবা সিড়ি ছিল না—যাহার সাহায্যে কেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাইতে পারে। আমি কেল্লার লোকদিগকে প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য আমার এক জন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলাম। এই ব্যক্তিকে তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল।

সে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল,—“সমুদয় নষ্টের মূল এক জন 'হাজারা' সর্দ্দার; তাহাকে আবদুর রহমান খান শাস্তি প্রদান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া-

ছেন। এখন আর কোনরূপ গোলযোগ না করিয়া তোমাদের পক্ষে স্ব স্ব বাটীতে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।" এই কথা শুনিয়া কয়েক জন সর্দ্দার আমাকে সালাম করিবার জন্য কেল্লার বাহিরে আগমন করিল।

আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম—"আমি তোমাদিগকে ভ্রাতার ন্যায় মনে করি; কারণ তোমরাও আফগান; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তোমরা এমন সব অবিবেচনার কার্য্য কিরূপে অকুণ্ঠিত চিত্তে করিয়া থাক।"

আমরা সকলে এক সঙ্গে ফিরিয়া চলিলাম। পূর্ণ দুই দিন ও দুই রাত্রি এই জাতীয় লোকদের গ্রামের উপর দিয়া যাইতে হইল। উহারা আমাদের 'খানা' 'পিনার' সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া দিল, কিন্তু শিস্তানী 'সওয়ার' দিগকে কিছুই প্রদান করিল না; সুতরাং 'বন্‌জার' পৌঁছা পর্য্যন্ত আমরাই তাহা-দিগকে খাওয়াইতে লাগিলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া মিলিশিয়া সওয়ারগণ আপনাপন বাড়ীতে চলিয়া গেল। রেসালার সৈন্যগণ মীর আলম খানকে আমাদের অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত লইয়া আসিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিল।

সর্দ্দার শরিফ খান 'শরিফ-আবাদে'—নিজের বাড়ীতে দুই দিন পর্য্যন্ত আমা-দিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলেন। তৃতীয় দিন মীর আলমের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার কেল্লায় রওয়ানা হইলাম। তিনি আমাদের পৌঁছ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বাহিরে আগমন করিয়া পিতৃব্যের ও আমার সহিত গলায় গলায় মিলিত হইলেন। অতঃপর আমরা কেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম; সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য খুব আয়োজন করা হইয়াছিল। কেল্লার চতুর্দ্দিকে আমাদের সওয়ারগণের জন্য অনেকগুলি নূতন তাঁবু ফেলিয়াছিল। আমার ও পিতৃব্যের জন্য তদপেক্ষা বড় তাঁবু সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। এক জন কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিকে কেবল এই জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল যে, আমা-দের সমাদর ও সুখ স্বাচ্ছান্দতা লাভ সম্বন্ধে যেন কিছুমাত্র ক্রটী না হয়! বলা বাহুল্য, আমাদের আরামের জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।

বার দিন আমরা সেখানে মেহমান (অতিথি) রহিলাম; তৎপর 'কোলাবে শিস্তান' রওয়ানা হওয়া গেল।

বিদায় হইবার কালে মীর আলম সমুদয় তাঁবু ও জিনিস পত্র গুলি আমা-

দের সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"আপনারা আমার প্রতিবেশী ; এই জন্য যথাসাধ্য আপনাদের সেবা করা আমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।" আমরা ধন্যবাদের সহিত তাঁহার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম ; কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত অনুরোধে—উপরোধে দুই তিনটী ক্ষুদ্র তাঁবু গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাদের 'বেরজন্দ' পর্য্যন্ত ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য দশ হাজার পারস্য দেশীয় রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিলেন। আমি পিতৃব্যকে এই টাকা দিয়া বলিলাম—"আপনাকে যেরূপ প্রায়শঃ টাকা প্রদান করিতে হয়, সেইরূপ যদি ভবিষ্যতে আর আপনাকে টাকা দিবার প্রয়োজন না পড়ে, তবে আমি বলিতে পারি যে, এখন আমার নিকট নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য যথেষ্ট টাকা রহিয়াছে।" আবদুর রহিমের খাজাঞ্চী যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি আনয়ন করিয়াছিল, তন্মধ্যে দুই শত আশরফি এই সময়েও আমার নিকট ছিল।

'কোলাবে সিস্তান' (১) হইতে রওয়ানা হইয়া আমরা 'বন্দান' পৌছিলাম। এখান হইতে 'নেহ্' এবং 'লুৎ' নামক মরুভূমি পার হইয়া 'বেরজন্দ' গমন করিলাম। এই স্থানে মীর আলমের দুই পুত্র অতি ধুমধামের সহিত আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের জননী কর্ত্তৃক আমরা নিমন্ত্রিত হইলাম।

'মহরম' মাসের পঞ্চম দিন আমরা 'বেরজন্দ' পৌছিয়া ছিলাম। এই মাসেরই দ্বাদশ তারিখে 'মেশহেদ' গমন করিলাম। এখানে ইমাম রেজা আলায়হেছ্ছালাম বা অষ্টম ইমাম মহোদয়ের পবিত্র সমাধি বিদ্যমান। ইহার পর আমরা 'সর আয়ান' নামক শহরে উপনীত হইলাম। এই নগরটী অতি প্রাচীন সৌধাবলীতে পূর্ণ। অবশ্য এখন আর অট্টালিকাগুলির সেই অঙ্গরাগ বা সুষমা বর্ত্তমান নাই—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অতীত কালের স্মৃতি জ্ঞাপক বিরাট ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে! ইহা দেখিয়া প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম।

এখান হইতে যাত্রা করিয়া 'নসি' উপস্থিত হইলাম। এই জায়গার জল বায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ; জল লবণাক্ত ও কটু স্বাদ বিশিষ্ট। স্থানীয় লোকেরা

(১) স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'হামুন' কহে।

বড় বড় পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া উহাতে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই জলই তাহারা পান করিয়া থাকে। উহারা দুইটী কূপও খনন করিয়াছে; কিন্তু তাহার জল পান করিবার উপযুক্ত নহে। তদ্দ্বারা কেবল রন্ধন কার্য্য চলে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ এখানে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে পিতৃব্যের প্রবল জ্বর আসিল; সুতরাং তাঁহার আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত আমরা সেই গ্রামেই থাকিতে বাধ্য হইলাম।

এক মাস পর্য্যন্ত তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিলেন না। এই সময় মধ্যে আমার সমুদয় টাকা খরচ হইয়া গেল।

আমি পিতৃব্যের নিকট প্রার্থনা করিলাম,—"আপনার শরীর এখনও নিতান্ত দুর্ব্বল; অতএব আপনি অনুমতি দান করুন, আমি আপনার জন্য 'তখ্তে রওয়ান' প্রস্তুত করিয়া লইব।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"এখানে কোন গাছ পালার চিহ্ন মাত্র নাই যে,—তাহা হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এমতাবস্থায় কিরূপে 'তখ্তে-রওয়ান' নির্ম্মাণ সম্ভবপর?"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া, আমি একটী অট্টালিকা হইতে চারি খণ্ড কাষ্ঠ কাটিয়া লইলাম। লোকেরা এই দালানটীকে মসজিদ রূপে ব্যবহার করিত। উহারা আসিয়া আমার কার্য্যে আপত্তি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"ভ্রাতৃগণ! আমরা বিদেশী ও পীড়িত; এই নিমিত্তই খোদার মালের এরূপ সদ্ব্যবহার করিতেছি; অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্ট কষ্টভোগী এক জন মানুষ রূপী দাসানুদাসের আরামের জন্যই ইহা করা হইতেছে।" এই উত্তর শুনিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যা কালে 'তখ্ত' প্রস্তুত পরিসমাপ্তি হইল। আমরা 'তরবৎ ইসা খান' রওয়ানা হইলাম। তথা হইতে 'কারেজ শাহ্জাদা' নামক এক জায়গায় গমন করিলাম। জল বায়ুর গুণে এই স্থানটী স্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিগণিত ছিল। শাহজাদা নিজে থাকিবার জন্য এখানে অতি সুন্দর একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিতৃব্য অল্প দিনের জন্য এখানেই রহিলেন। আমি স্বহস্তে অন্ন রন্ধন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে লাগিলাম। তাঁহার সেবা শুশ্রূ-

যাও আমি নিজে করিতে আরম্ভ করিলাম। অবশ্য আমাদের চাকর বাকরের অভাব ছিল না। তাঁহার পুত্র সর্দ্দার সরওয়ার খানও আমাদের সঙ্গেই ছিল; কিন্তু প্রকৃত কথা এই, পিতৃব্য আমার সহিত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকিলেও, আমি তাঁহার পুত্রের চেয়ে তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতাম। তাঁহার চল্লিশ দিন পীড়িত থাকার মধ্যে সরওয়ার খান কেবল মাত্র দুইবার স্বীয় পিতার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছিল; নতুবা সে সদা সর্ব্বদা নিজ কাজে নিযুক্ত থাকিত।

এক দিন এক ব্যক্তি পিতৃব্যকে কতকগুলি 'খোবানি' (১) পাঠাইয়া দিল; অল্প দিন হইল তাঁহার জ্বর সারিয়াছে। আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিলাম—"আপনি কখনও ইহা খাইবেন না;" কিন্তু তিনি আমার কথা শুনিলেন না; অবাধে 'খোবানি' গুলি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি কহিলাম—"আমি দিন রাত্রি আপনার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছি; শেষ কয় দিন ভিন্ন শয়ন করা আমার পক্ষে খুব দুর্লভ হইয়াছিল। যদি দৈবাৎ পুনঃ আপনার শরীর খারাপ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আবার আমাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।" কিন্তু তথাপি তিনি স্বল্পক্ষণ মধ্যে সমুদয় বাসনটী শূন্য করিয়া ফেলিলেন!

আমি দেখিলাম, পিতৃব্যের নিকট আমার সারা জীবনের সেবার কোনই গুরুত্ব নাই, আমি তাঁহার যে সকল কার্য্য করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া গিয়াছে; এই জন্য আমার মনে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হইল; আমি 'তরবৎ ইসা খান' চলিয়া যাইবার নিমিত্ত অনুমতি চাহিলাম।

তখন আমার আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় যে, পিতৃব্যের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য আমার অস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল!

পিতৃব্য আমাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দান করিলেন। আমি দুই দিনের রাস্তা এক রাত্রিতে চলিয়া গেলাম। এত দ্রুত যাওয়ার কারণ আমার নিকট সঙ্গীয় লোক কিংবা ঘোড়াগুলির আহার্য্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত টাকা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ দিবাভাগে বড়ই ভীষণ গরম পড়িত।

---

(১) Apricots.

এখানে কোন 'শাহ্‌জাদা'র একটী বাড়ীতে আমি থাকিতে লাগিলাম। বাড়ীর মালীক সে সময়ে 'তেহরান' চলিয়া গিয়াছেন। পিতৃব্যের জন্যও অন্য একটী বাড়ী ঠিক্ ঠাক্ করিয়া রাখিলাম।

কাজী হোসেন আলী নামক জনৈক হিরাতী সওদাগর কয়েক বৎসর যাবৎ এই স্থানে বাস করিতেছিলেন। ইঁনি আমার নিকট আসিয়া, আমার খরচ পত্রের জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা তাঁহার নিকট হইতে লই-বার জন্য প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার হাতে এখন আমার নিজস্ব এক লক্ষ কাবুলী টাকা আছে। এতদ্ভিন্ন ব্যবসায় উদ্দেশ্যে অন্যান্য লোকের পারস্য দেশীয় তিন লক্ষ টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে।"

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া টাকা লইতে অস্বীকার করিলাম; বলি-লাম—"ভাই! আমার এমন সাধ্য নাই যে, আমি টাকা লইয়া পুনঃ তাহা আদায় করিতে পারিব; তবে আমরা যত দিন এখানে থাকি, আপনি আমার ভৃত্য ও অশ্বগুলির খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিউন; তাহা হইলেই সানন্দে মঞ্জুর করিব।"

ছয় দিন পর পিতৃব্য এখানে 'তশ্‌রিফ' আনয়ন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত কাজী তাঁহার খরচ পত্রেরও 'জিম্মা' হইতে চাহিলেন।

আমাদের সঙ্গীয় লোকগণের পরিহিত বস্ত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছিল; ঘোড়ার সাজ এবং 'জিন' ও খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল; তিনি তাহাদের জন্য নূতন বস্ত্রাদি কিনিয়া দিতে প্রস্তাব করিলেন; আমি আমার লোকদের জন্য উহা লইতে অস্বীকার করিলাম; কিন্তু পিতৃব্য তদীয় চাকরগণের জন্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যক্তি আমাদের এত সেবা ও উপকার করিয়াছিল যে, যত দিন পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব, তাঁহার দয়ার উপযুক্ত প্রতিদান করিতে সমর্থ হইব না। এক জন সাধারণ ব্যক্তির জন্য এরূপ বিপুল ব্যয় করা যেমন তেমন লোকের কার্য্য নহে—হৃদয়টা সাগরের মত প্রশস্ত হওয়া চাই।

আমার পিতৃব্য পানাহারে পথ্যাপথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন না; সুতরাং পুনরায় রোগাক্রান্ত হইলেন। আমি দশটী দিন ও রাত্রি তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম।

কয়েকদিন পর 'মেশ্‌হেদের' গবর্ণর আমাদের আগমন সংবাদ জানিতে

পারিয়া 'শাহের' আদেশানুসারে, পিতৃব্যকে লইয়া যাইবার জন্ত চব্বিশটী খচ্চর চালিত এক খানা 'তখ্‌তে রওয়ান' প্রেরণ করিলেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছেন,—"আপনার পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এই 'তখ্‌তে রওয়ান' পাঠাইতেছি। আপনি 'মেশ্‌হেদে' তশরিফ আনয়ন করুন।"

আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম এবং এক মাস পর 'মেশ্‌হেদে' রওয়ানা হইলাম। এই সময় পর্য্যন্ত কাজীর নিকট আমরা ৭০০০০ সত্তর হাজার 'করান' (১) ঋণী হইয়া পড়িয়াছিলাম; তন্মধ্যে পিতৃব্যের দেনা ৬০০০০ ষাটি হাজার ও আমার ১০০০০ দশ হাজার।

এই পুণ্যবান পুরুষ আমাদের সঙ্গে 'সালাম' নামক পাহাড় পর্য্যন্ত গমন করিলেন। এই স্থানটী 'তরবৎ ইসা' হইতে পাঁচ দিনের 'কুচ' দূরবর্ত্তী; এখান হইতে 'ইমাম হাশ্‌তম' আলায়হেছ্‌ ছালাম বা ৮ম ইমাম মহোদয়ের পবিত্র সমাধি মন্দিরের 'গম্বজ' দেখা গেল। এই সমাধির উপর ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ (নূর) বর্ষিত হইতেছিল। উহা দেখিয়া আমার মনে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আনন্দের সঞ্চার হইল; আমি 'ফাতেহা' পড়িয়া 'দোওয়া' করিলাম।

সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া আমরা পথে নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত ও উপযুক্ত মত সাজ ও জিন সহ ছয়টী আরবী অশ্ব দুই খানি গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। গাড়ী দ্বয়ের পশ্চাতে এক হাজার 'সওয়ার' ছিল; ইহারা সেই পবিত্র সমাধির 'খাদেম' (পরিচারক)। গাড়ী দুই খানা ও ঘোড়াগুলি 'শাহের' খুল্লতাত ভ্রাতার।

আমরা খুব ধূমধামে একটী প্রাসাদে নীত হইলাম; এবং সেখানে থাকিবার জন্যও আমাদিগকে বলা হইল। তিন দিন ইমাম আলায়হেছ্‌ ছালাম মহোদয়ের 'মেহ্‌মান' (অতিথি) রহিলাম; তৎপর 'শাহের' আতিথ্য স্বীকার করিতে হইল।

শাহের খুল্লতাত ভ্রাতা তুর্কম্যান লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত গিয়াছিলেন; এজন্ত তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; কিন্তু দশ দিন পর

---

(১) ইহা পারস্ত দেশীয় মুদ্রা বিশেষ। ইংরেজী ছয় পেন্স্‌ বা আমাদের দেশীয় চারি আনার সমতুল্য।

তিনিও ফিরিয়া আসিলেন; এবং পিতৃব্য, তদীয় পুত্র সরওয়ার খাঁন, আমাকে এবং আরও কতিপয় অফিসারকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও প্রাণ খুলিয়া সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিলেন।

পর দিন 'শাহের' পিতৃব্য হামজা মির্জ্জা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করার পর আমি সেই অলৌকিক মাহাত্ম্য পূর্ণ সমাধিতে গমন করিলাম এবং এই উদ্দেশ্যে সমাধি স্থলে কপোল দেশ ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম,—যেন আমার চক্ষু 'নূরে' (ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ) পূর্ণ,—আর হৃদয়ে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তি লাভ হয়।

শাহের উজির এই পবিত্র সমাধির 'মতওল্লি'। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি সানন্দে উহা গ্রহণ করিলাম।

'মেশ্‌হেদে' পনর দিন থাকিলাম। এই সময় মধ্যে আমার অল্প অল্প জ্বর হইল; কিন্তু খোদার অনুগ্রহে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলাম।

আমি দ্বিতীয় বার 'শাহের' পিতৃব্যের সহিত দেখা করিতে গিয়া বলিলাম—"যদ্যপি আপনারা আমাকে দয়া করিয়া 'দর্‌রাহে গজ', 'তজান' ও 'উরগঞ্জের' পথে তুর্কিস্তান যাইবার অনুমতি প্রদান করেন, তবে আমি বড়ই উপকৃত হইব।"

আমাকে পারস্য সীমান্তে 'দর্‌রাহে গজ' নামক স্থানে,—তথাকার গভর্ণর আলী ইয়ার খানের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য, আমি তাঁহাকে আমার সঙ্গে এক জন পথ-প্রদর্শক দিতে বলিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন,—"আপনার অনুরোধ সম্বন্ধে 'শাহের' মঞ্জুরি ভিন্ন কোন আদেশ দেওয়া যাইতে পারে না। আমি এক্ষণেই উহা 'তারে' প্রেরণ করিতেছি।"

দুই দিন পর শাহ্‌জাদার এক জন কর্ম্মচারী আমার নিকট আগমন করিলেন এবং 'হুক্কা' ও চা পান করিয়া বলিলেন,—"শাহের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য রাজকীয় মীর মুন্‌শীর নিকট 'তার' প্রেরণ করা গিয়াছিল; কিন্তু শাহ্ আপনার প্রার্থনা মঞ্জুরের পূর্ব্বে ইচ্ছা করেন যে, আপনি 'তেহরাণে' গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপর যদি তুর্কিস্তান যাইতে চাহেন—অনুমতি দেওয়া যাইবে।"

আমি বলিলাম—"এখন আমার তেহরাণ যাওয়া উচিত নহে। যদি আক-

স্থানস্তান দ্বিতীয় বার অধিকার করিবার জন্ত কোথাও যোগাড় যন্ত্র না করিতে পারি, তাহা হইলে ফিরিয়া আসিয়া শাহের খেদমতে হাজির হইব। এ সময়ে অত বড় এক জন বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি অন্ত কোন দেশে চলিয়া যাইব এবং অন্তের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিব—ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। লোকেরা মনে করিবে,—শাহ্ বুঝি আমাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছেন! ইহাতে শাহেরও এক প্রকার অপযশ ঘোষণা হইবে।"

আমার উত্তর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্ত সেই কর্ম্মচারী দুই দিনের অবকাশ লইয়া চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দিন তিনি পুনঃ আসিয়া বলিলেন—"শাহের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে—আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু যদি আপনি তাহা ভাল বিবেচনা না করেন, তবে যখন আপনার ইচ্ছা হয়—তুর্কিস্তানে চলিয়া যাইতে পারেন। শাহ্ আপনার উপর সদা সর্ব্বদা পিতার ন্তায় স্নেহ-দৃষ্টি রাখিবেন। আপনি পারস্তকেও স্বদেশ বলিয়া মনে করেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ।"

আমি খুব ব্যগ্রতার সহিত এই সকল অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্ত কর্ম্মচারী প্রবরকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলাম এবং তাহাকে বলিলাম,—"আমার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিবার জন্ত 'শাহের' নিকট আপনি আমার পক্ষে করযোড়ে প্রার্থনা করিবেন।"

ইহার পর তিনি 'শাহ্জাদার' নিকট হইতে দশ জন 'সওয়ার' সহ এক জন সর্দ্দার ও আলী ইয়ার খানের নামে এক খানা পত্র আনিয়া দিলেন।

ছয় দিন 'কুচ' করিয়া আমরা অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিলাম। আলী ইয়ার খান এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত সহ আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং 'দর্‌রাহে গজের' বাহিরে একটী বাগানে আমাদের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। এই স্থানটী অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও সর্ব্বপ্রকারে আরাম জনক ছিল।

ইনি আমাকে এত সমাদর করিলেন যে, কেহ দেখিলে মনে করিতে পারিত—আমি তাঁহার কত প্রাচীন বন্ধুই না হইব! এক মাস পর্য্যন্ত তিনি আমাকে তাঁহার নিকট রাখিলেন এবং আমার নিরাপদের নিমিত্ত এখানকার তুর্কম্যানদের নিকট হইতে কিছু জামিন লইলেন; কারণ ইহারা বড়ই লুণ্ঠন-প্রিয় লোক।

এই সময়েই কতকগুলি তুর্কম্যান সওদাগর এক হাজার উট বোঝাই পণ্য দ্রব্য 'দররাহে গজে' বিক্রয় করিবার জন্ম লইয়া আসিল। আমার জীবন নির্ব্বিঘ্ন করার জন্ম আলি ইয়ার খান ইহাদিগকে জামিন স্বরূপ রাখিলেন।

আমি তজানের তিন জন সর্দ্দারের সহিত সেখান হইতে রওয়ানা হইলাম। ইহাদের এক জনের নাম 'উজবক', দ্বিতীয়ের নাম 'আজিজ'; তৃতীয় জনের নাম 'উর্ত্তক'। এই তিন ব্যক্তি 'উরগঞ্জ' পর্য্যন্ত আমার পথ প্রদর্শন জন্ম নিযুক্ত হইয়াছিল।

'খান' নিজে দেড় হাজার 'সওয়ার' সহ 'আশ্‌ক আবাদ' পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গমন করিলেন। পথে ধান্ম ক্ষেত্র গুলিতে শিকারের উপযুক্ত অসংখ্য পক্ষী দেখা গেল। আমাদের নিকট ভাল ভাল বন্দুক ও ঘোড়া ছিল; প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা কাল শীকার করিয়া হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি আনয়ন করিতে লাগিলাম।

'আশ্‌ক আবাদ' ছাড়িয়া অগ্রসর হইলে 'খান' আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমার মঙ্গল মতে পৌঁছ সংবাদ ফিরিয়া গিয়া জানাইবার জন্ম তিনি আমার সঙ্গে কয়েক জন সওয়ার রাখিয়া গেলেন।

সেই দিন সমুদয় রাত্রি 'কুচ' করিলাম; পর দিন প্রাতঃকালে 'হিরাতের' নদীগুলির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে পৌঁছিলাম। এই নদী সমূহের তীরে 'খরবুজা' ও 'তরমুজ' এর বীজ বপিত হইয়াছিল। এখানকার অধিবাসীদের নিয়ম— যখন এই ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে উহারা ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিতে থাকে এবং এই দুই প্রকার ফল ভিন্ন আর কিছু খায় না। তাহাদের ঘোড়াগুলি ইহার কাঁচা লতা খাইয়া থাকে; কারণ সেখানে আর কোন প্রকার ঘাস জন্মে না।

পর দিন 'তজান' পৌঁছা গেল। এখানে যাযাবর জাতীয় লোকদের সহিত পাঁচ দিন অবস্থান করিলাম। উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ পানাহারের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য লাভ। একটা অশ্ব আমার পায়ে লাথি মারিয়াছিল; এই কারণ বশতঃ আমার কিছু কাল বিশ্রাম লাভ করার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

ষষ্ঠ দিন আমরা 'উরগঞ্জ' রওয়ানা হইলাম। যে তিন জন সর্দ্দার পথ দেখাইবার জন্ম আমার সঙ্গে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি তাহার দেশে

ফিরিয়া গেল। অপর দুই জন—আজিজ ও উজবক আমার সঙ্গে চলিল। আমরা সারা রাত্রি ও পর দিন পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'কুচ' করিলাম। একটা কূপ পাওয়া গেল, কিন্তু তাহার জল কটু স্বাদ বিশিষ্ট। এখানে দুই দিন থাকিয়া বেলা দুই প্রহরের সময় পুনরায় চলিতে লাগিলাম। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চলিলাম। কেবল ঘোড়াগুলিকে 'দানা' খাওয়াইবার জন্য পথে অল্পক্ষণ গৌণ করিতে হইয়াছিল। চতুর্থ দিন রাত্রি দশ ঘটিকার সময় আরও একটা কূপ প্রাপ্ত হইলাম। উহার জল পূর্ব্বোক্ত কূপের জল হইতে অধিকতর বিস্বাদ ও মলিন; কিন্তু দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে তাহাই পান করিতে হইল।

আমাদের ঘোড়াগুলি এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। এই কারণ বশতঃ উহাদিগকে পূর্ণ বিশ্রাম দিবার উদ্দেশ্যে সেখানে আমাদের আরও ছয় দিন থাকিতে হইল। ইহার পর আমরা কেবল রাত্রি কালে 'কুচ' করিতে লাগিলাম। দিবা ভাগের প্রচণ্ড রৌদ্র কোথাও শয়ন করিয়া কাটাইতাম। দৈবাৎ এক দিন 'তুর্কম্যান' দিগের একটী 'কাফেলা' (যাত্রী দল) দেখিতে পাইলাম; কিন্তু তাহারা ভাবিল, আমরা পারস্য দেশীয় লোক ও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাইতেছি—এই ভয়ে অবিলম্বে পলাইয়া গেল।

'তুর্কম্যান'দের পারস্য দেশীয় লোক দেখিয়া অন্তর্ধান হওয়ার কারণ বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন না। এস্থলে তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজন।

পারশীয়ান ও তুর্কম্যানদের মধ্যে পরস্পর ভয়ঙ্কর শত্রুতা। যদিও উভয় জাতিই মুসলমান, কিন্তু তাহাদের বড় বড় মোল্লাগণ শয়তানের এতই বশীভূত দাস যে,—এক জাতির মোল্লা অপর জাতির লোকদিগকে অকুণ্ঠিত চিত্তে হত্যা করিবার জন্য উপদেশ ও উত্তেজনা দিয়া থাকে। তাহাদের এইরূপ অদূর-দর্শিতার কারণ কেবল শিক্ষার অভাব। খোদাতা-লা বলিয়াছেন, "সমুদয় মুসল-মান পরস্পর ভাই এবং একে অপরের রক্ত মাংসের অংশভাগী।" কিন্তু এই উভয় জাতি আপনারাই আপনাদিগকে মুসলমান বলিয়া অভিহিত করিবার অন্ধ বিশ্বাসে ও অজ্ঞতায়, একে অপরের সহিত—ভাই ভাইয়ের সহিত এইরূপ শোচনীয় সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া থাকে, যেন ঠিক বিধর্ম্মীর সহিত ব্যবহার!

অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ যে মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয় ও তাহাদের উপর

আধিপত্য করিয়া থাকে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছা কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়, তাহার কারণ কেবল মুসলমানদের মধ্যে একতার অভাব। ইস্‌লামে কোন খুঁৎ কি দোষ ত্রুটী নাই; সকলই আমাদের ত্রুটী—আমরাই নানা দোষে পূর্ণ!

জন কয়েক 'তুর্কম্যানের' নিকট অদূরে কোন কূপ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলাম। তাহারা বলিল—আমরা যেরূপ গতিতে যাইতেছি, এরূপ বেগে চলিতে থাকিলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই একটা কূপ পাওয়া যাইবে।

আমরা চলিতে লাগিলাম—সূর্য্যোদয় হইল—সূর্য্য অতি উচ্চে উঠিল—রৌদ্রের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পাইল—ঘোড়াগুলিও আর অগ্রসর হইতে চাহিল না—কিন্তু কূপের চিহ্ন মাত্র নাই!!

অসহ্য পিপাসায় আমাদের জিহ্বা ঝলসাইয়া গেল! ঘোড়াগুলির জিহ্বা কাষ্ঠের ন্যায় শুষ্ক হইয়া পড়িল; কোন কোন ঘোড়ার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া দেখিলাম—একটু মাত্র রক্তও বাহির হইল না!

আমি একটী লেবু কর্ত্তন পূর্ব্বক আমার মুখে উহার রস নিংড়াইয়া দিলাম; এবং তৎপর আমার জিহ্বা ঘোড়াগুলির জিহ্বাতে রগড়াইলাম; কিন্তু একটু রস্ও সঞ্চারিত হইল না!

জল না পাওয়া নিমিত্ত আমি এই কথা বুঝিতে পারিলাম যে, প্রত্যেক মানুষের শরীরে ভীষণ অগ্নিময় নরক বর্ত্তমান! জল না পাইলেই উহা আগুনের ন্যায় গরম হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা কূপ পাইলাম; কিন্তু তখন আমার সঙ্গে মাত্র চারি জন লোক! আর সকলেই নিদারুণ পিপাসাতুর হইয়া কে কোথায় পড়িয়াছিল, তাহার সন্ধান জানিতাম না।

আমি অল্প পরিমাণ জল পান করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম। তখন আমা হইতে বিচ্ছিন্ন এই লোকদের কথা মনে হইল। তাহাদের দুঃসহ ক্লেশের কথা মনে পড়িল। সেই নির্জ্জন নিথর মরুভূমিতে বসিয়া আমি আর ক্রন্দন বেগ সহ্য করিতে পারিলাম না; অপরিণত বয়স্ক বালকের ন্যায় হৃদয় দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

আমি দেখিলাম—'আশক আবাদের' লোকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত

ঘোড়াটী অন্যান্য ঘোড়ার তুলনায় অল্প ক্লান্ত হইয়াছে; উহার উপর দুই ডোল জল রাখিয়া এক ব্যক্তিকে বলিলাম—"তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার অবশিষ্ট সঙ্গী- দিগের অনুসন্ধান কর।" আমি তাহাকে অশ্ব-ক্ষুরের চিহ্নগুলি দেখিয়া অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়া দিলাম। একটী দিগ্দর্শন যন্ত্রও তাহাকে প্রদান করিলাম। যদি পথ ভুলিয়া যায়, তবে তাহার সাহায্য লইতে পারিবে। এই উপায়ে সে আমার সমুদয় লোকদিগকে প্রাপ্ত হইল। প্রবল তৃষ্ণায় অশক্ত হইয়া তাহারা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মরুভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিল!

সেই ব্যক্তি অল্প অল্প করিয়া প্রত্যেকের মুখে জল ঢালিয়া দিল; ইহাতে ধীরে ধীরে তাহাদের চেতনা সঞ্চার হইল; অতঃপর সে যথা সময়ে সকলকে লইয়া আমার নিকট আসিল।

এই কূপের নিকট আমরা সাত দিন থাকিলাম। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত তুর্ক- ম্যান যাত্রীদল এখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং আমার দুর্দ্দশার কথা শুনিতে পাইয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার নিকট আগমন করিল। উহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল,—"আমরা আপনাদিগকে পারস্য দেশীয় লোক মনে করিয়া বিপথ দেখাইয়া দিয়াছিলাম—যেন ভীষণ পিপাসায় পথেই আপনারা মৃত্যুমুখে পতিত হন!"

আমার সঙ্গীয় খাদ্য দ্রব্য প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল; এই জন্য তাহারা চারি দিনের উপযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি আমাদিগকে প্রদান করিল। তদুপরি আমি আরও তিন দিন চলিবার উপযুক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিলাম। তাহারা পর দিন প্রাতে চলিয়া গেল। আমরা আরও তিন দিন সেখানে থাকিলাম।

সেই কূপ হইতে খিবা পাঁচ দিনের পথ।

আমরা 'খিবা'র দিকে রওয়ানা হইলাম এবং তথায় পৌঁছিয়া নগরের বাহিরে কতকগুলি বৃক্ষের নিম্নে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পানাহারের দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য কয়েক জন ভৃত্যকে নগরে প্রেরণ করিলাম। খিবাধিপতি খান আমার ভৃত্যদিগকে ডাকাইয়া কাহার জন্য তাহারা এই সব জিনিস খরিদ করি- তেছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "আমাদের প্রভু সর্দ্দার আবদুর রহ- মান খানের জন্য—যাঁহার পিতা আমির আফ্জাল খান মরহুম ও যাঁহার পিতা- মহ মহামান্য আমির দোস্ত মোহাম্মদ খান ছিলেন।"

'খান' স্বীয় উজিরকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। ইনি আসিয়া বলিলেন,—"আপনি এরূপ কষ্টে এখানে রাত্রি যাপন করিবেন ইহা কিছুতেই হইতে পারে না।" এবং বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ ও একাগ্রতা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে নগরে লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েকটা, সুন্দর বাটী আমাদের অবস্থান জন্ত সজ্জিত করা হইয়াছিল। আমাদিগকে খুব ব্যগ্রতার সহিত তাঁহারা অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

দুই দিন নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর 'খিবা' ও উরগঞ্জের খান স্বীয় উজিরের দ্বারা আমার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে,—"আমি আপনার নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করিয়াছি।" আমি উত্তরে বলিয়া দিলাম—"আমি এক জন বিদেশী এবং সাধারণ লোক মাত্র। আমি নিজে আপনার নিকট গিয়া সাক্ষাৎ করিব—ইহাই অধিকতর সঙ্গত হইবে।"

আমি অশ্বারোহণ করিয়া "শাহী মহলে" (রাজ-প্রাসাদে) গমন করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া বাটটী কামান ও তাঁহার শকটগুলি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সমুদয় তোপ চালকই মিশমিশে কাল 'হাব্‌শী' জাতীয়। ইহার পূর্ব্বে আমি আর কখনও এক জায়গায় এত 'হাব্সী' দেখি নাই। তাহারা 'সালামী' স্বরূপ পঞ্চাশটী তোপ ছুড়িল। খান আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত বাহিরে আগমন করিলেন। আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত কর মর্দ্দন করিলাম এবং আমরা উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া দরবারের 'হল'—কামরায় প্রবেশ করিলাম।

সে সময়ে আমি তুর্কী ভাষা জানিতাম না। এই জন্ত খান আমাদের পরস্পরের কথা ভাষান্তরিত করিবার জন্ত এক জন 'দোভাষী' নিযুক্ত করিলেন। আমরা দুই ঘণ্টা কাল আলাপ করিলাম। কথা বার্ত্তার মধ্যে খান বলিলেন, "আপনাকে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থানীয় বলিয়া মনে করি। আপনার পিতা যখন বল্‌খে ছিলেন, তখন আমার পিতার সহিত তাঁহার বড়ই বন্ধুত্ব ছিল। আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে অসম্ভাবিত উপায়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি খোদাতা-লার নিকট যোড় করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের অধীনস্থ সাতটী শহর হইতে দুইটী শহরের শাসন ভার আমাকে দিতে চাহিলেন এবং বলিলেন—"যখন আপনার বল্‌খে যাইতে ইচ্ছা হয়, তখন

আমি আপনাকে এক লক্ষ 'সওয়ার' ও পদাতিক ধার স্বরূপ দিতে পারিব। আপনি তাহাদের সাহায্যে সেই নগর জয় করিয়া লইবেন এবং আমি ও আপনি বন্ধুতার সহিত প্রতিবাসী রূপে থাকিব।"

আমি তাঁহার এই অযাচিত অনুগ্রহ ও বদান্যতা প্রকাশ জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম "আমি কয়েক দিন মধ্যে ইহার উত্তর প্রদান করিব। আরও কিছু কথা বলিব—আপনাকে বন্ধু ভাবে আরও কিছু পরামর্শ প্রদান করিব,—উহা আপনার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় ও উপকার জনক বলিয়া প্রমাণীত হইবে।"

আমি বিদায় হইলাম। তাঁহার চাকর—যে আমার পথ প্রদর্শন করিতেছিল, সে বলিল—'খান' তাঁহার নিজের এক খানা বাড়ীতে আপনাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। আপনি আপনার সঙ্গীদিগকে বাগানে প্রাপ্ত হইবেন।"

এই বাগান ও বাড়ী শহর হইতে দুই শত 'কদম' দূরে; বাগানে খুব সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ছিল।

প্রায় দুই ঘন্টা পর খানের খাজাঞ্চি আসিয়া বলিল—"আপনার যত টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা আপনাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত আমার প্রভু আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আমি দুই লক্ষ আশরফি পর্য্যন্ত দিতে পারিব।"

উজির আসিয়া ইহা 'তস্‌দিক' করিয়া গেলেন।

আমি বলিলাম—"খোদা তোমাদের খানকে আজীবন এইরূপ সচ্ছল অবস্থায় রাখুন ও উন্নতি দিউন। আমার নিকট এমন যথেষ্ট বাক্য নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহার এই অপরিসীম দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। দুই লক্ষ 'আশরফি' লইয়া আমি কি করিব? আমার দৈনিক ব্যয় ৩০ ত্রিশ 'কয়ান' (১) মাত্র।

পরদিন খাজাঞ্চি এক হাজার 'আশরফি' লইয়া আসিয়া কহিল—"খান মহোদয়ের আদেশ—প্রত্যহ এক হাজার 'আশরফি' আপনার নিকট হাজির করিতে হইবে।"

বহুবার অস্বীকার করার পর তাঁহার একান্ত অনুরোধে শেষে আমাকে সম্মত

(১) আমাদের দেশীয় প্রায় ৭॥৹ সাড়ে সাত টাকা।

হইতে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম—"আশরফিগুলি আমার খাজাঞ্চিকে প্রদান কর।" এইরূপে প্রত্যহ সে 'আশরফি'র তোড়া লইয়া আসিত; কিন্তু আমি পূর্ব্বে যেরূপ কহিয়াছি—তখনও আমার প্রাত্যহিক খরচ ত্রিশ 'করাণ' মাত্র।

পাঁচ দিন পর উজির আসিয়া আমার ও খানের মধ্যে যে সকল কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার উত্তর চাহিল; আর আমি নিজে যে উপদেশ প্রদান করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহাও জানিতে চাহিল। আমি বলিলাম—"যদি অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এক মত হয়, তবে আমি ইহা ভাল বিবেচনা করি যে, 'খান' আমাকে দূত রূপে রুস্ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করুন এবং আমার সঙ্গে তাঁহার কয়েক জন নির্ভর যোগ্য ও বিশ্বস্ত অফিসার দিউন। আমি রুস্ গবর্ণমেণ্টের সহিত উপযুক্ত রূপ সন্ধি ও তাঁহাদিগকে বাসনানুরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া দিব। নতুবা আমার মনে হয়, এক দিন রুস্ সৈন্যদল 'উরগঞ্জে' আসিয়া উপস্থিত হইবে; আর আপনারা সেই স্থানটীর হেফাজতের জন্য যে মুষ্টিমেয় সৈন্য রাখিয়াছেন, উহারা অত বড় বৃহৎ শক্তির সহিত যুদ্ধে মুহূর্ত্ত কালও তিষ্ঠিতে পারিবে না।"

খান আমার এই মত সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ দাতাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু ইহাদের কোন বৃহৎ জাতির শক্তি সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান কি অভিজ্ঞতা ছিল না; সুতরাং তাঁহারা আমার কথায় মতদ্বৈধতা প্রকাশ করিয়া বলিল—"যদি রুসীয়েরা উরগঞ্জের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহারা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আসিয়া পড়িবে।"

উজির আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। আমি বলিলাম—"যখন এ দেশের লোকেরা এতই অনভিজ্ঞ যে, এইরূপ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান জন্মে নাই, তখন আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না।"

ইহা শুনিয়া উজির খানের অভিলাষ জানাইয়া বলিলেন,—"আপনি তাঁহার কন্যার সহিত পরিণয় পাশে আবদ্ধ হউন; তাহা হইলে ধীরে ধীরে এদেশের লোকেরাও আপনার মতানুবর্ত্তী হইবে।"

আমি বলিলাম, "যদি আমি খানের অভিলাষ পূরণ করিতে স্বীকৃত হই,

ভয়ে অতিমাত্র সত্বর এই সকল লোকেরা ঈর্ষা বশে দেশটাকে রসাতলে দিবার যোগাড় করিবে; আমারও ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। এজন্য আমার আর এখানে থাকা নিরাপদ নহে। আমি বোখারা চলিয়া যাইব।"

উজির এই কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন; বলিলেন,—"আপনার সঙ্গিগণ যে বোখারা গিয়াছিল, তাহাদিগকে বোখারা পতি সাধারণ অন্ন পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই; এমন কি, আপনার খুল্লতাত ভ্রাতা ইস্‌হাক খানকে তিনি নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আমার মতে আপনি আপনার সঙ্গীদিগকে সেখান হইতে ডাকাইয়া এখানে লইয়া আসিলেই ভাল হয়।" কিন্তু আমি জেদ করিয়া বলিলাম—"আমার কার্য্য আছে—প্রয়োজন পড়িয়াছে, আমি অবশ্য যাইব। আপনি আপনার 'খান' হইতে আমাকে অনুমতি আনাইয়া দিউন।" উজির পরদিন উত্তর আনাইয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া বিদায় হইলেন।

পরদিন তিনি আসিয়া বলিলেন—"আপনি এখান হইতে চলিয়া যাইবেন, ইহাতে খান নিতান্ত দুঃখিত; কিন্তু আপনি যখন জেদ করিয়া বলিতেছেন,—এই জন্য তিনি ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া আপনাকে অনুমতি দিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা—আপনি আরও দুই দিন এখানে থাকুন; এই সময় মধ্যে আপনার 'সফরের' সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইবে।"

তৃতীয় দিন 'খান' আমাকে দেড় শত উষ্ট্র, প্রয়োজনীয় রসদ পত্রাদি, কালিন (গালিচা বিশেষ) এবং কতকগুলি তাঁবু প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গমন করিলাম। তিনি সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

পাঁচ দিন চলিবার পর 'জৈহুন' নদীর তটে পৌঁছিলাম। সীমান্ত "গোজ" ও "শোর আব খান" এর নিকট নদী পার হওয়া গেল। এই জায়গা এখন রুস্ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এখান হইতে সাতদিন 'কুচ' করার পর, বোখারার শাহের এলাকা 'কেরাকুল' পৌঁছিলাম। আমার যে সকল কর্ম্মচারী সেখানে ছিল, এবং আমার খুল্লতাত ভ্রাতা ইস্‌হাক খান আমার পৌঁছ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সুখী হইল ও পত্র লিখিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিল।

তৃতীয় দিন বোখারা পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম, শাহ্ রুস্ গভর্ণমেণ্টের

আদেশে মীর সায়া বেগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য 'হেসারে' ও 'কোলাবে' গমন করিয়াছেন; কারণ এই মীর রুস্ গভর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই।

শাহের সহিত আমার কতকটা সম্প্রীতি ছিল; এই জন্য আমার আগমন সংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম এবং পত্রে লিখিলাম—"আমি অল্প কাল মধ্যে সমরকন্দে যাইব। এ সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে আপনার কি অভিপ্রায়? আপনার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত বোখারাতেই থাকিব? না—হেসারে আসিয়া আপনার সহিত দেখা করিব?" এই বিবেক্ জ্ঞান বর্জ্জিত নির্লজ্জ নরপতি আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

খিবার খান আমাকে যে আশরফিগুলি দিয়াছিলেন, আমি তদ্দ্বারা সওয়ারির ঘোড়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রাদি খরিদ করিলাম। খান আমাকে যে সকল উট দিয়াছিলেন, তাহাও বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। এই রূপে আমার সঙ্গীয় পাঁচ শত সওয়ারের রাস্তায় খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা হইল। খান আমাকে যে সকল ক্রীতদাস উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলাম।

দশ দিন পর 'হেসারে' পৌঁছিলাম। পথে একটা উচ্চ যায়গা দেখিতে পাইয়াছিলাম। শাহের তাঁবু ফেলিবার জন্য উহা এইরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। দেখিলাম—রক্তস্রোতে সেই স্থানটী লালে লাল হইয়া গিয়াছে! আমি প্রথমতঃ মনে করিলাম—নূতন রাজ্য জয়োপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ জন্য হয় ত গরু জবেহ্ করিয়া তাহার মাংস দরিদ্রদিগকে দান করা হইয়াছে, ইহা তাহারই রক্ত হইবে! আমি কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাঁবুর স্থান হইতে দূরে কেন জবেহ্ করা হয় নাই?" তাহারা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উত্তর দিল,—"ইহা গো রক্ত নহে—মনুষ্য শোণিত।" শুনিতে পাইলাম—পনর দিন পূর্ব্বে শাহের তাঁবু এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন হিরাতের কেল্লা জয়ের সংবাদ আইসে এবং ১০০০ এক হাজার বন্দী তথায় আনীত হয়! তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের সম্মুখে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন!

এই ভীষণ লোমহর্ষণকর ও নিষ্ঠুরতার কথা শুনিয়া আমার মনে অপরিসীম দুঃখ হইল; অন্তরের অন্তস্তলে একটা ভয়ানক ব্যথা অনুভব করিয়া শোকো-

ক্ষোভ-পূর্ণ কণ্ঠে বলিলাম—"হইতে পারে—উহারা প্রকৃত অপরাধীই ছিল ; কিন্তু কয়েদী ( রণবন্দী ) দিগকে ত কেহই হত্যা করে না !"

উপস্থিত লোকেরা বলিল—"হুজুর ! শত শত বেচারা বিনা অপরাধে বিনা বিচারে শাহের আদেশে তাঁহার জল্লাদের হস্তে নিধন হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া আমি আরও আশ্চর্য্য হইলাম। ভাবিলাম—তুর্কিস্তান যে উত্তরোত্তর রুস্ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতেছে, তাহার কারণ এই যে, মুসলমান নরপতিগণ আপনাদের খোদা ও তাঁহার পবিত্র 'মজহবের' কোন ধার ধারে না ; বরং তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহারা মুসলমানদিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করে এবং খোদার সৃষ্ট জীবদিগকে বিনা কারণে—বিনা অপরাধে বধ করিয়া থাকে ! বাদশাহ খোদা ও রসুলের আদেশগুলির তোয়াক্কা রাখেন না—উহা একেবারেই গ্রাহ্য করেন না। আলেম ( ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ ) গণ—যাঁহারা ঐশ্বরিক আদেশগুলির পরিরক্ষক ও শিক্ষা দাতা ; তাহারাও এই সকল অবৈধ অন্যায় ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানের দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করেন না।

আমার বড় মনোকষ্ট হইল। পৃথিবীর মধ্যে বোখারায় ধর্ম্মনীতির অনুশাসন অধিকতর প্রতিপালিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধ ; আর সেই বোখারার নৃপতি কর্ত্তৃক এই নৃশংস অনুষ্ঠান ! যে দেশের লোক ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান বলিয়া বিখ্যাত, সেই দেশে হজরত রসুলে করিম ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে অছাল্লামের শিক্ষার ও উপদেশের কিরূপ প্রতিকূল কার্য্য হইয়া থাকে ! মুসলমানদিগকে ঈশ্বরের আদেশের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। তাহারা আপনাদের আত্মম্ভরিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও মদ গর্ব্বের মোহে এতই অচেতন হইয়া রহিয়াছে যে, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাহাদের অজ্ঞতা ও আত্ম-কলহ দ্বারা প্রতিনিয়ত লাভবান্ হইতেছে !

সেখানে যাহাদের রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল—তাহাদের এই অপমৃত্যুর জন্য এবং সেই নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ লোকদের শোকে আমি কাঁদিতে লাগিলাম—ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পতিত হইতে লাগিল ! অতঃপর রক্তের উপর মৃত্তিকা ফেলিয়া 'কবরের' ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য আমি কয়েক জন সওয়ারকে নিযুক্ত করিলাম।

অত্যন্ত নিরাশ হৃদয়ে ও বিমর্ষ চিত্তে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে হেসারের দিকে রওয়ানা হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শাহ্ এক হাজার সওয়ার ও কতিপয় অফিসারকে আমার অভ্যর্থনা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। একটা বাড়ীতে রহিলাম; উহা আমার থাকিবার জন্য ঠিক করা হইয়াছিল।

তিন দিন পর শাহ্ এক জন ভৃত্যের দ্বারা আমাকে ডাকাইলেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিলে তিনি দশ হাজার 'তংগা' ও কয়েক থানা 'কমথাব' বস্ত্র আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

* * * *

কয়েক দিন 'হেসারে' থাকিয়া সমরকন্দ যাত্রা করিলাম। সেখানে পৌছিলে রুসীয় গভর্ণর বড়ই অনুকম্পা সহকারে আমাকে গ্রহণ করিলেন এবং আমার ও আমার ভৃত্যাদিগের থাকিবার জন্য বাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন; পরন্তু সর্ব্বপ্রকারে অতিথি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিলেন না।

অল্পকাল পরেই তুর্কীস্থানের ভাইস্‌রয় (রাজ-প্রতিনিধি) আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তাশ্‌কন্দে আহূত হইলাম। সমরকন্দের গভর্ণর আমার সফরের সমুদয় যোগাড় যন্ত্র করিয়া দিলেন।

আমি তাশ্‌কন্দ্ পৌছিলাম। সেখানকার লোকেরাও আমাকে খুব সদয় ভাবে গ্রহণ করিল। দ্বিতীয় দিন 'ভাইস্‌রয়' সাক্ষাতের জন্য আমাকে ডাকাইলেন। আমি তাঁহার বাটীতে গমন করিলাম। তিনি আমার সহিত খুব ভাল রূপ মেলামেশা করিলেন। পুনঃ প্রতি সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি আমার বাসায় পর্য্যন্ত আসিলেন।

ইহার পর একটী সভায় তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন; সেখানে ইউরোপীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি আমি খুব উৎসুক হৃদয়ে দেখিলাম। ইহাদের মধ্যে নিয়ম—নিমন্ত্রিত বর্গ একটা বড় হলে (কোঠায়) সমবেত হন এবং বিভিন্ন কামরা গুলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাদচারণ করিয়া পরস্পর ধীরে ধীরে বিশ্রম্ভালাপ বা গল্প সল্প করেন—চুরুটের ধূম উদ্গীরণ করিতে থাকেন—অথবা সুস্বাদু ফলাদিও খান। রাত্রি দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত এই সভার কার্য্য চলিল। তৎপর আমরা সকলে স্ব স্ব বাটীতে চলিয়া আসিলাম।

পর দিন ভাইসরয় প্রতিসাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিলেন; আমি আমার বাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলাম। আমাদের পরস্পর মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসার পর আমি তাঁহাকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করিলাম। এক খানা মণি মাণিক্য খচিত তরবারী, ছয় খানা বহুমূল্য কাশ্মিরী শাল, দুই খানা কমখাব বস্ত্র এই উপহারের দ্রব্য ছিল।

দুই ঘণ্টা পর তিনি আমার নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

পরদিন জেনারেল আলি খানুফ (১) আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই দিনটী খুব সুখে আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হইল। আমি যে কয়েক দিন সেখানে ছিলাম, অন্যান্য জেনারেলগণ আপনাপন বাড়ীতে আমাকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে রুসীয় প্রধান পর্ব্ব 'ক্রিস্‌মেস্‌' (২) আসিল। ইহা তাঁহাদের ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম দিন। সেই দিন ভাইসরয় তাঁহার নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বীয় সেক্রেটারী দ্বারা তাঁহার বাড়ীতে আমাকে আমন্ত্রিত করিলেন। আমরা উভয়ে এক সঙ্গে গাড়ীতে চড়িলাম। সাধারণ রীতি মত ভাইসরয় পদ-ব্রজে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন এবং যে হলে পূর্ব্বে তিনি আমা-দিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেখানে লইয়া গেলেন। সমুদয় অফিসার, তাঁহাদের পত্নী ও কন্যাগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। পানাহারের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য—'হালাল' 'হারাম' নির্ব্বিশেষে টেবিলে সজ্জিত ছিল। দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত লোকেরা অবিরত কিছু না কিছু খাইতেছিল; কিন্তু বারটা বাজিতেই একে অপরের মুখে 'চুমো' খাইতে আরম্ভ করিল এবং 'ক্রিষ্টো' 'ক্রিষ্টো' বলিতে লাগিল। ইহার পর আমরা আমাদের নিমন্ত্রণকারীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ব স্ব বাটীতে চলিয়া আসিলাম।

তিন দিন পর ভাইসরয় স্বীয় সেক্রেটারীকে গাড়ী সহ আমার বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের ফৌজি 'প্যারেড্' দেখিবার জন্য আমাকে নিম-ন্ত্রণ করা হইল। আমি সেই গাড়ী চড়িয়াই গমন করিলাম। পদাতিক ও

---

(১) General Ali khanoff.

(২) Christmas.

অশ্বারোহী সৈনিকগণ এবং তোপ চালকগণ সকলেই আমাকে 'সালামী' দিল।

প্যারেড্ আরম্ভ হইল। সমুদয় বন্দোবস্তই খুব ভাল দেখিলাম। শেষ ভাগে সৈন্যগণ একটা কৃত্রিম সুড়ঙ্গ উড়াইয়া দিল। (১)

পর দিন সেক্রেটারী পুনঃ আসিয়া বলিলেন—"আমার প্রভু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" আমি তাহার সঙ্গে গমন করিলাম।

চা পান করিবার পর 'ভাইস্‌রয়' বলিলেন,—"মহা মহিমান্বিত 'জার' তারে আপনার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।" আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

ইহার পর তিনি বলিলেন— "সম্রাট্ আপনাকে পিটার্সবর্গে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি সেখানে নিজ মুখে আপনার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবেন।" আমি উত্তরে তাঁহার প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য বলিলাম— "আমি জারের রাজ্যকে শান্তি ও মঙ্গলের আশ্রয়স্থল বলিয়া মনে করি। আমি একটা বড় মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিবার জন্যই এত দূরে আসিয়াছি; আমার আশা,—আমি তাহাতে সফল মনোরথ হইব।"

ভাইসরয় বলিলেন— "আপনি কি পিটার্সবর্গে যাইবেন?"

আমি— "কাল ইহার উত্তর দিব।"

আমি বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম এবং আমার বিশ্বস্ত পরামর্শ দাতা কর্ম্মচারীদের নিকট এ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা সকলে এক মত হইয়া বলিল— "আমরা আপনাকে কিছুতেই যাইতে দিব না; কারণ আপনাকে ছাড়া এখানে কোন কার্য্যই হইবে না।"

আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম— "রুস্ রাজ্যে আরও অনেক লোক আমার ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু 'জার' কাহাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করেন নাই। অতএব তাঁহার সহিত গিয়া

---

(১) ইংরেজী ভাষায় ইহাকে Artificial mine কহে। যুদ্ধ কালে কোন কোন সুবিধা জনক স্থানের নীচে গুপ্ত সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহা ভীষণ দাহ্য 'গন কটন' ও বারুদে পূর্ণ করিয়া রাখা হয়। শত্রু সৈন্য সেই সকল স্থানের উপর দিয়া যাওয়ার কালে উহাতে অগ্নি সংযোগ করিবা মাত্র গুরু গম্ভীর শব্দের সহিত উপরিস্থ ভূমি ও মানবাদি মুহূর্ত্ত মধ্যে উড়িয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পার্ব্বত্য যুদ্ধে প্রায়শঃ এই প্রণালী অবলম্বিত হয়।

সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে একান্ত উচিত। নিশ্চয়ই ইহার কোন হেতু আছে।” কিন্তু আমার এই সকল প্রবোধ বাক্যে কোন ফল হইল না—উহারা কিছুতেই আমার কথার সম্মতি দিল না।

পর দিন ‘ভাইসরয়ের’ সহিত দেখা করিতে গেলাম; চা পান ও মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা প্রভৃতির পর তাঁহাকে বলিলাম—“রুস্ সম্রাট্ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু আমি এখানে নবাগত; পাঁচ শত লোক আমার সঙ্গে আছে; উহারা বহু দূরবর্ত্তী স্থান অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছে; এই জন্য আমি এখানে কয়েক দিন বিশ্রাম করিতে চাহি। সফরের যোগার যন্ত্র ও করিব। ইহার পর ‘জার’ যদি ডাকান, তবে রাজধানীতে যাইব।” ভাইসরয় উত্তর দিলেন—“অতি উত্তম; আমি ‘জারের’ নিকট এখনই ‘তার’ দিতেছি।”

দুই দিন পর সেক্রেটরী আবার গাড়ী লইয়া আসিলেন এবং আমাকে ভাইসরয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন।

তিনি বলিলেন—“প্রধান মন্ত্রীকে ‘তার’ দেওয়া হইয়াছিল, উহার উত্তর আসিয়াছে। ‘জার’ আপনার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন এবং আদেশ দিয়াছেন, আপনার বাসের জন্য ‘সমরকন্দ’ কি ‘তাশকন্দ’—যেখানে আপনি ভাল বিবেচনা করেন, একটী যায়গা খরিদ করা হয়। তিনি আপনার ব্যয়াদির জন্য মাসিক সাড়ে বার শত ‘রুম’ (১) সরকারী তহবিল হইতে প্রদান করিতেও আজ্ঞা করিয়াছেন।”

আমি বলিলাম—“আমি সম্রাটের আশ্রয়ে আসিয়াছি; তিনি আমাকে যে অনুগ্রহ বিতরণ করেন, তাহাই সানন্দে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।”

ভাইসরয় বলিলেন—‘জার’ আপনার ও আপনার অফিসারদের ছবি চাহিয়াছেন।” আমি ইহাতেও অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম না; “কাল তৈয়ার হইয়া যাইবে” বলিয়া বিদায় লইলাম।

পর দিন সেক্রেটারী আমাদিগকে এক জন ফটোগ্রাফারের নিকট লইয়া গেলেন; কিন্তু আমার অফিসারগণ ছবি উঠাইতে অস্বীকার করিয়া বলিল, “যে ব্যক্তি ছবি উঠায়, সে ধর্ম্মচ্যুত হয়।”

(১) রুম—রুসীয় মুদ্রা বিশেষ।

আমার এ পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে, আমার সঙ্গীদিগের মধ্যেও কিছু জ্ঞান বর্ত্তমান আছে; কিন্তু এই কথা শুনিয়া আমার সেই মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

সেক্রেটারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকদিগের ছবি কেন তুলিতে দেয় নাই।" আমি বলিলাম, "তাহাদের মধ্যে কেহ আমার অফিসার অথবা কোন সম্প্রদায়ের সর্দ্দার নহে; সকলেই আমার নিম্নতম পুরাতন সাধারণ কর্ম্মচারী। এই জন্য যদিও আমি তাহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা এমন উপযুক্ত নহে যে, সম্রাটের নিকট তাহাদের ছবি প্রেরণ করা যাইতে পারে।"

সেক্রেটারি বলিলেন,—"সত্যই আপনি বড়ই বুদ্ধিমানের কথা বলিয়াছেন; কারণ যদি 'জার' জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতেন, এই লোকদের পদ কি কি? তাহা হইলে আমাদের কোন উত্তর দেওয়ার পথ ছিল না।"

আমি ভবিষ্যতে আমার কর্ম্মচারীদিগকে এই সম্বন্ধে কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; কারণ তাহারা দ্বিতীয় বারও ছবি তোলান সম্বন্ধে আমার অনুরোধ রাখিতে অস্বীকার করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে সেই হইতে আমার নিকট আর তত গুরুত্ব ছিল না।

কয়েক দিন পর সেক্রেটারী আমাকে গভর্ণরের বাড়ীতে—একটা উৎসব সভায় লইয়া গেলেন। সেখানে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত গান বাদ্য, আহার পান ও তামাসা হইল।

এই সুযোগে আমি আমার সঙ্গীদিগকে দেখিবার জন্য 'সমরকন্দ' যাইবার অনুমতি চাহিলাম। গভর্ণর মঞ্জুর করিলেন এবং জেনারেল ইব্রামুফের নামে আমার হস্তে এক খানা পত্র প্রদান করিলেন।

পরদিন জেনারেল কাফ্‌ম্যান (১) (ভাইস্‌রয়) এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই সমরকন্দ রওয়ানা হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া জেনারেল ইব্রামুফের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন,—"ভাইস্‌রয়ের আদেশ, যে বাড়ী ও বাগান আপনি পছন্দ করেন, তাহা আপনার জন্য ক্রয় করিতে হইবে। ১০০০০০ এক লক্ষ রুবল পর্য্যন্ত মূল্য দিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।"

(১) General Kaufmann,

আমি বলিলাম—"এখানে বোথারার শাহের কয়েকটা বাগান আছে। আমার কর্ম্মচারীদিগকে তাহা দেখিবার জন্য প্রেরণ করিব; তৎপর আপনাকে ইহার জবাব দিব।"

কয়েক দিন পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মচারিগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল; আমিও তালাস করিলাম এবং শেষে জেনারেলকে লিখিলাম—"কলন্দর খানার ফটকে একটী বাগান আছে। উহার মালিক বোথারা গবর্ণমেণ্ট। বাগান মধ্যে দুই একর (১) জমি, স্থানটী খুব স্বাস্থ্যকর; উহাতে জলের ফোয়ারাও আছে। আমি ইহা এই জন্য বেশী পছন্দ করি যে, ইহা সরকারী বাগান! আপনি অন্য কোন বাগান খরিদ করিয়া টাকা নষ্ট করিবেন না।"

যাহা হউক আমি সেখানেই থাকিতে লাগিলাম। আমার খুল্লতাত ভ্রাতা সর্দ্দার ইস্‌হাক খানের বাস করিবার জন্য নগর মধ্যে এক খানা বাড়ী বন্ধক রাখিলাম এবং সমরকন্দের লোকদের নিকট হইতে আমার চাকরদিগের জন্য একটী বাড়ী চাহিয়া লইলাম।

কয়েক দিন পর যে সকল সর্দ্দারেরা আমাকে 'জারের' নিকট যাইতে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল, তাহারা একে একে আমার নিকট হইতে বিদায় হইতে লাগিল; কেহ কেহ অনুমতি না লইয়াই চলিয়া গেল। সৈন্যগণ বিশ্বস্ততার সহিত আমার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল; উহারা কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়িল না; কিন্তু সর্দ্দারদের দ্বারা আমি সদা সর্ব্বদা নানা রূপে কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলাম।

---

(১) এক 'একর' প্রায় তিন বিঘা।

# পঞ্চম অধ্যায়।

—o—

## আমার সমরকন্দ বাস।

( ১৮৭০—১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ )

সমরকন্দে থাকার সময়ে আমাকে বহু বিপত্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। যদি আমি উহার সমুদয়ই বর্ণন করি, তবে এই গ্রন্থ শীঘ্র সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য আমার প্রজাদিগের জ্ঞাতব্য ও উপকার জনক বিষয় গুলিই বাছিয়া বাছিয়া এখানে উদ্ধৃত করিব।

পূর্ণ এগারটী বৎসর আমি সমরকন্দে অবস্থান করি। এই সময়ে শীকার করিয়া আমার অধিকাংশ সময় কর্ত্তন করিয়াছিলাম। কুড়িটী সওয়ারির ঘোড়া ও দশটী ভারবাহী অশ্বতর সর্ব্বদা আমার আস্তাবলে থাকিত। পনর জন সওয়ার এক নলা ও দোনলা 'ব্রীচ লোডার' বন্দুক লইয়া আমার সঙ্গে যাইত। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ভাল ভাল 'শিকরা', শিক্ষিত বাজ ও অন্যান্য শিকারী পক্ষীও আমার সঙ্গে লইতাম। ফলতঃ এইরূপ চিত্তোল্লাসকর কার্য্যে নিরত থাকিয়া আমার সমুদয় বিষাদ ও দুশ্চিন্তা ভুলিয়া থাকিতাম। আমি নিজের সিপাহীদিগকে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া বেতন দিতাম। অন্যান্য অফিসারদিগকে তাহাদের পদের শ্রেণী বিভাগ অনুরূপ ইহা হইতে অধিক বেতন দেওয়া হইত।

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বহু সঙ্গী আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ ছিল না। আমাদিগকে অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইত; কারণ আমাদের খরচের মাত্রাও বড় বেশী ছিল। রুস্ গবর্ণমেণ্ট হইতে যে মাসিক বৃত্তি পাইতাম, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। রুসীয়দিগের উপর আমার কোন প্রকার স্বত্ব কি দাবি করিবার কোন কারণ ছিল না। গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিতেন, আমি তজ্জন্যই নিজকে সাতিশয় উপকৃত বিবেচনা করিতাম—সদা সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রশংসাবাদ করিতাম। সরকারী কর্ম্মচারীগণ যখন আমার

সহিত কথা বার্ত্তায় খরচের কথা তুলিতেন, আমি কেবল এই কথা বলিতাম যে, "আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হয়, তাহাও আমি পাইবার অধিকারী নহি।" আমি সম্রাটের এই অনুগ্রহ ও সাহায্যের জন্য আশীর্ব্বাদ করিতাম—'যেন খোদা তাঁহার রাজ্যকে স্থায়ী রাখেন।"

জেনারেল ইব্রামুফ ও অন্যান্য অফিসারগণ আপনাদের পর্ব্বোপলক্ষে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন; আমিও সানন্দে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতাম। জেনারেল ইব্রামুফ আমার সহিত সতত বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতেন। যদি কোন সময় আমার টাকার প্রয়োজন পড়িত, কিম্বা আর কোন রূপ দরকার হইত, তাহা হইলে আমার খাজাঞ্চীকে (১) তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতাম এবং তিনি আমার সহিত সাক্ষাতের সময় বলিয়া দিতেন। এইরূপ সাক্ষাতের কালে আমি আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিতাম; অবশ্য আমার খুব সমাদর ও মর্য্যাদা করা হইত। দরবারের আদব কায়দা ও রীতির বন্ধন হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরঙ্কুশ ছিলাম। রুস্ গবর্ণমেণ্টের অফিসারদের সহিত সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে আমার সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা ছিল; আমার কোন প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদের সহিত দেখা করিতাম; তাঁহারাও আমার সহিত নিরাপত্যে সাক্ষাৎ করিতেন।

আমার এই একটা অভ্যাস ছিল যে, মাসে দশ কি পনর দিন নিজ বাড়ীতে থাকিতাম। বাকী দিনগুলি নগরের বাহিরে শীকার করিয়া অতিবাহিত করিতাম।

এইরূপে এগারটী বৎসর রুস্ সাম্রাজ্যে থাকিয়া কর্ত্তন করিয়াছিলাম। আমার যদি কিছু দুর্ভাবনা কি বিষণ্ণতা থাকিত, তবে তাহা কেবল এই জন্যই ছিল যে, আমার পত্নী, মাতা ও পুত্র আবদুল্লার কিছুমাত্র মঙ্গল সংবাদ জানিতাম না। ইঁহারা সকলেই আফগানস্থানে বন্দী ছিলেন।

আমার সমরকন্দে দুই বৎসর থাকার পর রুস্ ও আফগানদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতি সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শের আলী খান ও রুস্ গভর্ণমেণ্টের

(১) ইহার নাম সর্দ্দার আবদুল্লা খান—পরলোকগত আবদুর রহিম খানের পুত্র। আমিরের শেষ জীবনে ইনি 'কত্তাগান' ও 'বদখশানের' গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন।

মধ্যে পরস্পর চিঠি পত্রাদি আদান প্রদান বড় বেশী বাড়িয়া গেল। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, বল্‌খের গভর্ণর মোহাম্মদ আলম খান, বোখারার অধিপতি আমির মজাফ্‌ফরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া থাকে। তথা হইতে জেনারেল ইব্রামুফের নিকট এই চিঠি পত্রাদি চলিয়া যায়, এবং তৎপর সেখান হইতে তাশ্‌কন্দে ভাইস্‌রয়ের নিকট প্রেরিত হয়। রুস্‌ গবর্ণমেণ্ট এই পত্রগুলির জবাবও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। শেষে এমন হইল যে, এই কথা খোলাখুলি ভাবে সর্ব্ব সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল, খবরের কাগজেও ছাপা হইয়া দেশ বিদেশে চলিয়া গেল। পাঠকগণ পরে ইহা অবগত হইবেন—এখন আমার কাহিনীই বর্ণন করিতেছি।

আমি সমরকন্দে পৌছিয়া সেই বৎসরেই বদখশানের মীর সাহেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করি। পর বৎসর খোদা তা-লা আমাকে একটী সন্তান দান করিলেন। আমি তাহার নাম হবিব উল্লা রাখিলাম। বর্ত্তমান সময়ে আমার সন্তানদের মধ্যে ইনিই জ্যেষ্ঠ ও রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। ইঁহার জন্মের দুই বৎসর পর দয়াময় আমাকে আরও একটী সন্তান প্রদান করিলেন। ইহার নাম নসর উল্লা রাখা হইল। এই রূপে আরও দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তিন জনই বিধাতার আহ্বানে শৈশবে পরলোকে চলিয়া যায়।

আমার সমরকন্দে থাকার কয়েক বৎসর পর রুস্‌ গবর্ণমেণ্ট 'সব্‌জ' নগরের দিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জেনারেল ইব্রামুফ আমাকেও সমুদয় সহচর সমভিব্যাহারে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম,—"আমি প্রথমেই ভাইস্‌রয় ও খোদ আপনার নিকট বলিয়াছি যে, আমি কখনও রুস্‌ গবর্ণমেণ্টের চাকরী স্বীকার করিব না। যদি আপনি সম্মত হন, তবে আমি আপনাকে সালাম করিবার নিমিত্ত 'সব্‌জ' নগরের মীরগণকে বুঝাইয়া বলিয়া আনাইতে পারি। উহারা আপনার সর্ত্তগুলি স্বীকার করিয়া লইবে।" জেনারেল ইব্রামুফ বলিলেন—"এখন আর উহা সম্ভবপর হইতে পারে না। ঘটনা অনেক দূর গড়াইয়াছে, অনেক বুঝা পড়া করা গিয়াছে—এমন কি যুদ্ধ ঘোষণা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে।"

আমি উত্তর দিলাম—"আমি আপনার সৈন্যের সহিত অভিযানে যাইতে পারিব না। যদি আপনারা চলিয়া যাওয়ার পর সমরকন্দে বিদ্রোহ সংঘটিত

হয়, তবে আমার তিন শত সঙ্গী তখন কি করিতে পারিবে? কারণ তাহা-দের সহিত অস্ত্র নাই! অতএব তাহাদিগকে ৩০০ তিন শত বন্দুক ও তদুপ-যোগী কার্ত্তুস প্রদান করিলে আমার বিবেচনায় বড়ই ভাল হয়। প্রয়োজন পড়িলে উহা কার্য্যে লাগিবে।" তিনি ইহা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিলেন। ম্যাগাজিনের অফিসারেরাও অস্ত্রগুলি সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

দুই দিন পর 'সব্‌জ' নগর আক্রমণ করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে রুস্ গভর্ণর বোখারার শাহ্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি 'সব্‌জ' নগর বাসীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য নিজের সৈন্য দল 'কর্শির' পথে প্রেরণ করেন।

রুসীয়েরা 'সব্‌জ' নগরের কেল্লা চারি বার ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল; কিন্তু উহা অধিকার করিতে সমর্থ হইল না। জেনারেল ইব্রামুফ বন্দুকের গুলিতে আহত হইলেন; কিন্তু তাঁহার ক্ষত তত সাংঘাতিক ছিল না। পাঁচ হাজার রুসীয় সৈন্য কেল্লা আক্রমণ করিয়াছিল; তন্মধ্যে দুই হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে আহত ও নিহত হইল। অতঃপর রুসীয়েরা প্রতিপক্ষগণের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল যে,—"ছয় দিন যুদ্ধ বন্ধ থাকুক, রুসের ন্যায় এত বড় শক্তি কথনও আপনার শপথ ও অঙ্গীকারের প্রতিকূল কার্য্য করিবেন না!"

নগরের লোকেরা এই বৃহৎ শক্তির এত বড় ধোকায় পড়িয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে স্বীকৃত হইল। কেল্লায় তাহাদের ১২০০০ বার হাজার তোপ চালক ছিল, তন্মধ্যে এগার হাজার লোক স্ব স্ব পরিবারের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে আনিবার জন্য পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল; কিন্তু সেদিক হইতেও বোখারা-পতির সৈন্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল!

রুসীয়েরা জানিতে পারিল, কেল্লা অরক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রবল শক্তি আর তাহাতে বর্ত্তমান নাই, এই জন্য তাহারা তিন দিন পর রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিনা সংবাদে সহসা কেল্লা আক্রমণ করিল। কেল্লার অবশিষ্ট এক হাজার লোক তাহাদিগকে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল; কিন্তু কেল্লা রক্ষা পাইল না—রুস্ সৈন্য কর্ত্তৃক তাহা অধিকৃত হইল। 'সব্‌জ' নগরের মীরগণ তিন শত সওয়ার সহ পার্ব্বত্য পথে খোকন্দের দিকে পলায়ন করিলেন। রুসীয় জেনেরল 'সব্‌জ' নগর বোখারার শাহের অফিসারদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া সসৈন্যে সমরকন্দে ফিরিয়া আসিলেন।

জেনারেল ইব্রামুফের প্রত্যাগমনের পর দিবস মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমি তাঁহার বাটীতে গমন করিলাম। তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্য হইতে একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত নস্যাধার, একটী দোনলা বন্দুক ও একটী বৃহৎ দূরবীণ আমাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন; উহা 'সব্জ' নগর হইতে আনীত হইয়াছিল। আমি জেনারেলকে বলিলাম,—"আমি স্বীয় ধর্ম্ম বিধান অনুসারে কোন মুসলমানের মাল এইরূপে লইতে পারি না।"

রুসীয়দিগের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিবরণ শুনিয়া আমার মনে এতদূর উত্তেজনা ও ক্রোধের সঞ্চার হইল যে, আমি আর মুহূর্ত্ত মাত্র সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ জেনারেলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে চলিয়া আসিলাম।

'সব্জ' নগরের মীরগণ 'খোকন্দ' আসিয়া পৌঁছিলে, সেই নগরের খান খোদা ইয়ার খান তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাদের সমুদয় মাল ও ভৃত্যগণকে নিজের নিকট রাখিয়া কেবল বন্দী খানগণকে তাশকন্দে—ভাইস্‌রয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়া 'বাহবা' লইলেন! এই মীরগণ দেড় বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্তি লাভ করেন। তাহাদের জন্য রুস্ সরকার হইতে নিয়মিত বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়।

মীর বাবা বেগ্ ও মীর সারা বেগ এবং তাঁহাদের ভ্রাতাগণ কয়েক জন সঙ্গী সহ এখনও (১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) তাশ্‌কন্দে নজরবন্দী আছেন। বোখারার 'শাহ্' তাঁহাদের বনিতা ও সন্তানগণকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দুই বৎসর পর রুসীয়েরা 'উরগঞ্জে' যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাশ্‌কন্দের গভর্ণর নিজে সসৈন্যে 'যুজক' নামক স্থানে আগমন করিলেন। তিনি 'নূর আতা' নামক মরুভূমির উপর দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, আমাকে তাঁহার সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। আমি গাড়ী চড়িয়া 'যুজক' রওয়ানা হইলাম। সেখানে পৌঁছিতে দুই দিন লাগিল। গভর্ণর সাতিশয় প্রীতি ও আগ্রহের সহিত আমার অভ্যর্থনা করিলেন,—আমাকে দেখিতে পাইয়া কতই না আনন্দিত হইলেন! জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আপনার সঙ্গীগণ সহ আমার সঙ্গে 'উরগঞ্জ' যাইতে ইচ্ছা করেন কি

না? যদি যাইতে চাহেন, তবে সফরের সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইবে।"

আমি উত্তর দিলাম—"আমার যাওয়ার যোগাড় যন্ত্র করিতে এক মাস সময় দরকার; আর আপনারা এখানে চারি দিন মাত্র থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন আপনারা মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যাইতেছেন। আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্ম্ম বিধি অনুসারে এক জন মুসলমানের—অন্য কোন মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করা কি বিবাদ বিসম্বাদ করা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ আমার নিকট না আছে সৈন্য—অথবা না আছে এমন শক্তি যে আমি গেলেই রুস সৈন্যের দুর্দ্ধর্ষতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে,—আর আমি না গেলেই তাহাদের বিক্রম কতকাংশে হ্রাস হইয়া যাইবে।"

ইহা শুনিয়া ভাইসরয় বলিলেন,—"আমি কেবল এই ভাবিয়া বলিয়াছিলাম যে, আপনি অবশ্য আনন্দের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইবেন; নতুবা আমার এমন ইচ্ছা ছিল না যে, এই জন্য আপনার উপর কোন প্রকার বল প্রকাশ করা হয় এবং অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও আপনি যাইতে বাধ্য হন!"

আমি বলিলাম—"আমি আপনাদের গভর্ণমেণ্টের স্নেহচ্ছায়ায় সর্ব্বপ্রকারে সুখী। আমার আমোদের জন্য শীকারই যথেষ্ট। দীর্ঘকাল যাবৎ সমর চর্চ্চা করিতে করিতে এবং আজ কাল সমর বিস্তারও এত উন্নতি হইয়াছে যে, তৎপ্রতি এখন আমার এক প্রকার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে।" ইহা আমি হাসিয়া ঠাট্টাচ্ছলে বলিলাম।

তিনি বলিলেন,—"আমি আপনার নিমিত্ত দুইটী তুর্কী তাঁবু আমার তাঁবুর নিকটে স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছি।" আমি তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। এই তাঁবু দুইটী রুস সম্রাটের খুল্লতাত ভ্রাতার তাঁবু হইতে ত্রিশ কদম এবং ভাইসরয়ের তাঁবু হইতে চল্লিশ কদম দূরে অবস্থিত ছিল।

* * *

গভর্ণরের এই একটা অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রত্যহ পাঁচ ছয় বার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এই রূপে কুড়ি দিন চলিয়া গেল।

এক দিন তিনি আমাকে ডাকাইয়া নিয়া বলিলেন,—"আফগানস্থানে অভিযান প্রেরণের যোগাড় হইয়াছে, আপনি সৈন্যগণের সঙ্গে যাওয়া কি পছন্দ করিবেন?"

আমি উত্তর দিলাম—"যদি আপনাদের আফ্‌গানস্থান অধিকার করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে আমার যাওয়া নিরর্থক; আর আপনারা যদি রাজ্যটী আমাকে দিতে ইচ্ছুক হন, তবে এই টুকু করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আপনি আমাকে সসৈন্য যাইতে আদেশ করুন; আমি প্রতিভূ হইতেছি যে, এক হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারোহী ও একটী বেটারি লইয়া আমি উহা জয় করিয়া লইব। নতুবা আপনাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া ও সমরকন্দে শীকার করিয়া আমার অধিকতর আনন্দ বোধ হয়।" প্রকৃত কথা এই,—আমার একেবারেই বিশ্বাস হইল না যে, তিনি কয়েক শত মাত্র সিপাহী লইয়া আফ্‌-গানস্থান আক্রমণ করিতে যাইবেন! কারণ তাঁহারা জানিতেন—আফগান জাতি সাহসী, বীর ও সমর বিদ্যায় একান্ত পটু। 'উরগঞ্জের' অধিবাসীদের ন্যায় তাহারা নির্ব্বীর্য্য ও অজ্ঞ নহে! এই কারণ বশতঃ আমার স্থির প্রত্যয় হইল যে, প্রকৃত ঘটনা আর কিছু হইবে! আমার নিকট যাহা বলা হইয়াছিল, রুসীয়দের আসল মতলব কদাপি তাহা ছিল না।

শরৎ কালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কিছুই করা হইল না। এই সময় পর্য্যন্ত কাবুলে সৈন্য প্রেরণ করা উচিত কি অনুচিত, তৎসম্বন্ধে কেবল পরামর্শ ও বিচার বিতর্ক চলিতেছিল। ইতিমধ্যে রুসীয় সৈন্য দলে নিতান্ত সাংঘাতিক প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। সৈন্যেরা রোগের ভয়ে ছাউনি ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মরা ও রোগা মানুষে ছয় শত গাড়ী ভরিয়া গেল। ইহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট এক স্বতন্ত্র বিশেষ স্থানে এই গাড়ীগুলি লইয়া যাওয়া হইল।

যখন ভাইসুরয় আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাশ্‌কন্দ রওয়ানা হইলেন, তখন আমি তাঁহাকে আমার ভবিষ্যদ্বাক্য স্মরণ করাইয়া দিয়া বলি-লাম,—"দেখুন, সাবধান—শেষে আপনি এইরূপ আয়োজনের সহিত বা আফ্‌-গানস্তানে না যান!" তিনি স্বীকার করিয়া বলিলেন,—"আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন!"

শীতের শেষ ও বসন্ত কালের প্রারম্ভে প্রচারিত হইল যে, আমির শের আলী খান ইংরেজদিগের তরফ হইতে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং রুস্ গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার প্রীতি সম্বন্ধ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে!

অল্প কাল পরেই খোকন্দের আলেমগণ (ধর্ম্ম শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত) ও অন্যান্য শ্রেণীর মুসলমানেরা বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল।

এই আকস্মিক ঘটনার যেরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল, সে এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী। প্রায় পঞ্চাশ জন আলেম (ধর্ম্মযাজক) ও দুই শত সর্দ্দার কতক-গুলি সর্ত্তে রুসীয়দের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, তাহারা স্বদেশবাসী মুসল-মানদের বিরুদ্ধে রুস্ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবে! এই সর্ত্তগুলির মর্ম্ম কিম্বা উদ্দেশ্য কি ছিল,—তাহা আমার জানা নাই। এই ধর্ম্মযাজক ও সর্দ্দারগণ এক জন চর্ম্মকারের বেশ বদলাইয়া তাহার নাম রাখে ফোলাদ খান। কিন্তু প্রকৃত ফোলাদ খান খোকন্দের অধিপতি খোদা ইয়ার খানের খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। রুসীয়েরা কেবল মুসা খানের (ইঁনি খোকন্দের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি ছিলেন) পুত্র ফোলাদ খানের নাম মাত্র শুনিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। প্রবঞ্চক ধর্ম্মযাজকগণ খোকন্দবাসী দিগকে লিখিয়া জানাইল,—"খোদা ইয়ার খান সমগ্র খোকন্দ রাজ্য রুসীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিতে সংকল্প করিয়া-ছেন; এজন্য তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা সকল মুসলমানের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। অতএব হে দেশবাসিগণ! আমরা যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি, তদনুরূপ ফোলাদ খানকে তোমরাও তাঁহার স্থলে দেশের রাজা বলিয়া স্বীকার কর।"

অতঃপর খোকন্দের অশিক্ষিত লোকেরা ফোলাদ খানের পক্ষাবলম্বন করিল এবং খোদা ইয়ার খানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইল। এই ঘটনার পরই রুসীয়েরা খোকন্দ কাড়িয়া লয়। 'একরার' 'অঙ্গীকার' অনুরূপ তাহারা ধর্ম্মযাজক ও সর্দ্দারগণকে কিছুই প্রদান করিল না; তাহাদের তৈয়ার করা বাদশাহ প্রবঞ্চক ফোলাদ খানের ভাগ্যেও কিছু প্রাপ্তি ঘটিল না। বহুসংখ্যক সর্দ্দার কারারুদ্ধ ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

রুসীয়েরা খোকন্দ অধিকার করিয়া তথায় 'সিম' নামক একটা নূতন নগর স্থাপন করিয়াছে। এই নগরটী বড়ই সুন্দর। আজও ইহা রুসের অধিকারে রহিয়াছে।

এখন আমির শের আলী খানের কথা বলা আবশ্যক। দীর্ঘ কাল চিঠি পত্র লেখার পর তাঁহার ও রুস গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সন্ধি সম্বন্ধে পরস্পর

বিশ্বাস জন্মিল। তিনি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া তাঁহাদের অফিসারদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন এবং রুস্ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে এই বুদ্ধিটুকুও ছিল না যে, এক বাজারে যে মাল বিক্রীত না হয়, অন্য বাজারে তাহার গ্রাহক জুটে না! অথবা ইহাও বলিতে পারি—'আপনি আজ আপনার শত্রুদিগের সহিত যে ব্যবহার করিলেন, উহা যে ভবিষ্যতে আপনার সুহৃদ স্থানীয় ব্যক্তিদের সহিতও করিবেন না, তাহাতে কি নিশ্চয়তা আছে?' এক পক্ষের সহিত প্রতারণা করিতে দেখিয়া রুস্গণের মনেও তাঁহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল না। ফলতঃ শের আলা খান যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কোন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্থিরবুদ্ধি ও বিবেচক গভর্ণমেণ্ট কস্মিন্ কালেও তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। উহা এই ঃ—

(১) রুস্গণকে ভারতবর্ষে যাইবার জন্য আফ্গান স্থানের উপর দিয়া সড়ক তৈয়ার করিতে দেওয়া হইবে।

(২) আফ্গান গবর্ণমেণ্ট রুসের 'তার' নিজের হেফাজতে রাখিবেন।

(৩) রুস্ গভর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষ অভিমুখে রেল পথ নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হইবে।

(৪) ইংরেজদের সহিত রুস্গণের যুদ্ধ করিবার কালে আমির রুসের পক্ষে যোগদান করিবেন।

এই সকল ত্যাগ স্বীকারের পরিবর্ত্তে রুস গবর্ণমেণ্ট নিম্ন লিখিত অঙ্গীকার করেন।

"সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী সমগ্র রাজ্য পূর্ব্বে আফগান স্থানের অধীন ছিল। ইহা আফ্গান নরপতিগণের মৌরশী স্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তি; অতএব ইহাকে আফ্গান রাজ্যের অংশ বিশেষ বলিয়া গণ্য করা ন্যায় সঙ্গত। এই রাজ্যটী ইংরেজদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া শের আলী খানকে ফিরিয়া দেওয়া হইবে।"

ভারতবর্ষে রুস বাহিনী প্রেরিত হইবে—রুসীয় কসাক সৈন্যেরা এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে সৈন্য প্রেরিত হইলে বহু পরিমিত লুণ্ঠিত দ্রব্য—কত অর্থ—কত ধন সম্পদ তাহাদের হস্তগত হইবে,

ইহাই তাহাদের আহ্লাদের একমাত্র কারণ! কিন্তু সংসারের চিরন্তন নীতি —সেই 'ভাবি এক—হয় আর' এক্ষেত্রেও ঘটিয়া গেল। অচিরেই তাহাদের অন্তর ভরা আশা—বুক ভরা আকাঙ্ক্ষা ও সমুদয় উদ্যোগ উল্টাইয়া গেল! 'সত্তর গর্দ্দান' নামক পর্ব্বতের উপর (ইহাকে 'পিউয়ার কুতল' ও বলা হইয়া থাকে) 'খাইবার পাসে' শের আলী খানের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাঁধিল। আমিরের সৈন্যগণ সমর বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিল না; সুতরাং তাহারা ইংরেজ সৈন্যের সমক্ষে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। আমির পরাভূত হইয়া বল্খের দিকে পলায়ন করিলেন। তিনি সেখানে কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমির আসিবার কালে স্বীয় পুত্র ইয়াকুব খানকে কারাগার হইতে মুক্তি দান করিয়া কাবুলের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করেন।

ইংরেজ সৈন্য 'গন্দমক' পৌছিল এবং 'জালাল আবাদ' হইতে ইয়াকুব খানের সহিত চিঠি পত্র আদান প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। ইয়াকুব খান তাহাদিগকে 'শালকোট' (কোয়েটা), 'খাইবার', 'কোরম' ও 'পেশিন' প্রদান করিলেন এবং লুই কেভেনারি (১) নামক জনৈক ইংরেজ অফিসারকে ব্রিটিশ রাজদূত স্বরূপ কাবুলে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন।

সেদিকে শের আলী খান বল্খে যাওয়ার কালে পথে পথে পাগলের ন্যায় কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, 'ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার কালে আফ্গানগণ আমার সাহায্য করে নাই; অতএব আমি রুসিয়ায় গমন করিয়া, আমার সাহায্যার্থ কসাক সৈন্য আনয়ন করিব এবং পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের হস্তে আফ্গানদের রূপসী অর্দ্ধাঙ্গিনীগণকে দিয়া দিব।' কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই তিনি 'বল্খে' পরলোক গমন করিলেন। (২)

অতঃপর কাবুলের সর্দ্দারগণ ইয়াকুব খানকে আমির বলিয়া স্বীকার করিল; কিন্তু সৈন্যগণ ও প্রজা সাধারণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিতে ছিল না।

(১) Louis Cavagnari.

(২) ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে।

আমি শুনিয়াছি, কাবুলের ব্রিটিশ রাজদূত আপনাকে সমগ্র আফ্‌গান রাজ্যের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেন—রাজকীয় ব্যবস্থা বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিতেন; এমন কি, শেষে তিনি ইয়াকুব খানের উপর 'হুকুম' 'হাকুম' পর্য্যন্ত চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার এইরূপ অনধিকার চর্চ্চা ও অনুচিত প্রাধান্য আফগানদের নিকট একেবারেই পছন্দ হয় নাই। এই কারণ বশতঃ তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করে। কেহ কেহ বলেন, ইয়াকুব খানের জ্ঞাতসারে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় জনরব এই রূপ—রাজ্যের উত্তরাধিকারী মৃত আবদুল্লা খানের জননী দাউদ শাহ্‌ খানকে এই উদ্দেশ্যে তিন হাজার আশরফি প্রদান করেন যে, সে যেন জনসাধারণকে কেভেনারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলে। তাহা হইলে ইয়াকুব খানের হস্ত হইতে রাজ্য ছুটিয়া যাইবে। এই শেষোক্ত জনশ্রুতিটী কাবুল বাসীরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

সে সময়ে দাউদ শাহ্‌ খান প্রধান সেনাপতি। 'গলজেই' জাতির একটী নিম্নতম বংশে তাঁহার জন্ম। সে বাল্য কালে 'দেহ্‌ সেব্‌জ' নামক গ্রামে মেষ চরাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; বিশ বৎসর বয়স অতিক্রমের পর কাবুলে আসিয়া চাকরী গ্রহণ করে। এই 'দেহ্‌ সেব্‌জ' (সবুজ গ্রাম) কাবুল নগরের পার্শ্ববর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম—খরবুজার জন্য প্রসিদ্ধ।

স্যার লুই কেভেনারীর হত্যা (১) উপলক্ষে এই ঘটনার অনুসন্ধান এবং ভীরু ও প্রবঞ্চক লোকদিগকে তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তি দিবার জন্য রবার্টস সাহেবের অধিনায়কতায় কাবুলের দিকে এক প্রবল ইংরেজ বাহিনী রওয়ানা হইল। ইয়াকুব খান তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিলেন; কিন্তু ইংরেজ অফিসারগণ তাঁহার ভণ্ডামী বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। (২)

(১) ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দ।

(২) ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দ।

অতঃপর ইংরেজগণ কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়া, শান্তি ও সুবিচারের সহিত তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

শের আলী খানের পীড়া ও মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে তিনি রুসীয় গভর্ণরের নিকট নিজের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম যথা :—

(১) সর্দ্দার শের আলী খান কান্দাহারী।

(২) কাজী পেশাওরি।

(৩) মুফ্‌তি শাহ্‌ মোহাম্মদ।

(৪) মুন্‌শী মোহাম্মদ হোসেন।

এতদ্ভিন্ন ভূতপূর্ব্ব আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের কয়েক জন নিজস্ব কর্ম্মচারী ও দুই তিন জন মিলিটারী অফিসার তাহাদের সঙ্গে ছিল।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ সমরকন্দে আগমন করিয়া ছিল এবং শের আলী খান বল্‌খে রুসীয় সৈন্যের সাহায্যের আশায় অবস্থান করিতেছিলেন।

ওদিকে শের আলী খান নিজে আসিবেন বলিয়া রুসীয় গভর্ণর শুনিতে পাইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহাকে খুব ধুম ধামে অভ্যর্থনা করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা অতি সুন্দর বাগান সুসজ্জিত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই উৎকণ্ঠার সহিত শের আলী খানের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন— খুব উৎসাহের সহিত ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে নানাবিধ কুমতলব আটিতেছিলেন; কিন্তু বিধাতার বিধানে এই সময়েই শের আলী খান পরলোক গমন করিলেন; সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত কল্পনা উলট পালট হইয়া গেল।

আমি এই সকল ঘটনা ভাল রূপে জানিবার জন্য তাশকন্দ গমন করিলাম। সেখানে পৌছিয়া জানিতে পারিলাম, ইয়াকুব খান রুসীয় ভাইস্‌রয়ের নিকট এইরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে, "আমার পিতা আপনাদের সহিত যে যে প্রতিজ্ঞা ও সন্ধি করিয়াছেন, আমিও তাহা বজায় রাখিব এবং তদনুসারে সমুদয় অঙ্গীকার পালন করিব।" ভাইস্‌রয় ইয়াকুবের এই বন্ধুত্ব প্রদর্শক ও বিশ্বস্ততা-সূচক পত্র পাইয়া মহা খুশী হইলেন এবং উহা পিটার্সবর্গে পাঠাইয়া দিলেন।

ইয়াকুব খান আরও লিখিয়াছিল,—"আবদুর রহমান সেখানে থাকায় আমার মনে বড়ই দুর্ভাবনা জন্মিয়া রহিয়াছে। যদি তাহাকে সমরকন্দ হইতে অন্য কোথাও সরাইয়া লওয়া হয়, তবে আমি নিরতিশয় সুখী হইব।"

এই সময়ে আমি দেখিলাম—আমার সম্বন্ধে রুসীয়ানদের ধারণা আর পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুত্ব সূচক নহে; কিন্তু আমি তাহা টের পাইয়াও যেন কিছুই জানি না এরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলাম। আমি এমন ভাব প্রকাশ করিলাম না যে, তাঁহাদের প্রীতি প্রদর্শনে অধুনা আমি কোনরূপ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিম্বা আমার সন্দেহের কোন কারণ জন্মিয়াছে! তৎ স্থলে আমি এই চেষ্টা করিলাম, যেন তাহারা মনে করে আমি সারা দিন কেবল আমোদ তামাসায় অতিবাহিত করিয়া থাকি!

আমি যখন তাশকন্দ পৌঁছি—তাহার পূর্ব্ব হইতেই শের আলী খানের অফিসারগণ সেখানে উপস্থিত ছিল। উহারা এখানে কি কি কার্য্য করে, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হইবার উদ্দেশ্যে আমি কয়েকজন গুপ্তচর নিযুক্ত করিলাম। এই উপায়ে জানিতে পারিলাম, তাহারা রুসীয় ভাইস্‌রয়ের সহিত এই সন্ধি বন্ধন করিয়াছে যে, মিশনের প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটী সর্ত্ত পূরণ করিবে! ইহার পরিবর্ত্তে (যতদূর আমার স্মরণ হয়) রুসীয় সৈন্য তাহাদের সহায়তা করিবে। সর্ত্তগুলি এই যথা :—

(১) সর্দ্দার শের আলী সমগ্র কান্দাহার প্রদেশ তাঁহাদের অধীন করিয়া দিবে।

(২) মুনশী মোহাম্মদ হোসেন 'কাবুল' ও 'হাজারা জাতের' 'কজলবাশ' সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাহাদের বশীভূত করিয়া দিবে।

(৩) মুফ্‌তি শাহ্‌ মোহাম্মদ 'গলজেই' জাতীয় সমুদয় লোকদিগকে—

(৪) কাজী 'পেশাওর' 'সোয়াৎ' ও 'বাজুরি' সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাহাদের (রুস্‌গণের) বশীভূত করিয়া দিবে।

এই সকল সংবাদ পাইয়া আমি তাশ্‌কন্দ হইতে সমরকন্দে ফিরিয়া গেলাম। শের আলী খানের প্রতিনিধিগণও তথায় গমন করিল।

এখন আমার খুল্লতাত ভ্রাতাদের বিষয় উল্লেখ করা উচিত; আমি সমরকন্দে আসিয়াই তাহাদের প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। ইহাদের নাম যথা :—মোহাম্মদ সরওয়ার খান, সর্দ্দার আজিজ খান, সর্দ্দার ইস্‌হাক খান।

উপরোক্ত দূতগণ রুসীয় ভাইস্‌রয়ের নিকট আগমন করিলে সর্দ্দার সর-

ওয়ার খান আমার পক্ষ হইতে শের আলী খান কান্দাহারীকে এক খানা পত্র লিখিল এবং তাহাতে আমাকে মোহর করিতে অনুরোধ করিল। আমি অস্বীকার করিয়া বলিলাম,—"আমি শের আলী খান কান্দাহারীকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, সে ও তাহার সঙ্গীগণ আমার প্রতিকূলে রুসীয়ানদের সহিত সন্ধি করিয়াছে।" সরওয়ার খান বলিল,—"শের আলী খান কখনও এরূপ কার্য্য করিবেন না বলিয়া কোরাণ শরিফ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ভাই! এই সকল লোকের হৃদয়ে যখন কোরাণ শরীফের বিশালত্ব ও গুরুত্ব জ্ঞানই নাই, তখন তাহাদের নিজের দিব্যের প্রতি কি দৃষ্টি থাকিবে?"

আমি এইরূপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক করিলাম। কিন্তু তথাপি সর্দ্দার সরওয়ার খান পত্রের উপর মোহর করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমার মনে ভয়ঙ্কর ক্রোধোদয় হইল। আমি আমার মোহর তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলাম—"আমি নিজের হাতে এই পত্রের উপর মোহর করিব না এবং এই সকল বিশ্বাস ঘাতকের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ রাখিব না।"

সর্দ্দার সরওয়ার খান আমার মোহর করিয়া পত্রখানা শের আলী কান্দাহারীর নিকট পাঠাইয়া দিল।

আমি তাহার প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য দৃঢ়তার সহিত বলিলাম—"ভাই, তুমি ভুল করিয়াছ; এক দিন তোমাকে এই জন্য অনুশোচনা করিতে হইবে।"

সরওয়ার খান আমার সঙ্গীয় লোকদের মধ্য হইতে কাজী জান মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তির মারফত এই পত্র খানা সর্দ্দার শের আলীর নিকট পাঠাইয়া দিল। এই ব্যক্তি নিতান্ত অবিশ্বাসী ও 'লামজহব' ছিল। কিন্তু কাজী বলিয়া আখ্যা ধারণ করিত। সে লোকদিগকে ধোকা দিবার জন্য খুব লম্বা লম্বা দাড়ী রাখিয়াছিল। তাহার শুভ্র দাড়ী পূর্ণ বদন মণ্ডল দেখিতে পাইয়া লোকেরা মনে করিত, না জানি সে কতই পবিত্র চেতা সাধু পুরুষ! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার হৃদয়টী অঙ্গার সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ছিল!

শের আলী পত্র পাঠ করিয়া উহা সমরকন্দে জেনারেলের নিকট পাঠাইয়া

দিল; তিনি আবার তাহা তুর্কীস্তানের ভাইসরয় কাফ্ম্যানের নিকট প্রেরণ করিলেন।

পাঁচ দিন চলিয়া গেল; কিন্তু কাজী ফিরিয়া আসিল না। আমি সরওয়ার খানকে বলিলাম,—"তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং আমি অস্বীকার করা স্বত্বেও পত্রে মোহর করিয়া দিয়া আমায় একেবারেই বিনাশ করিয়াছ।"

ষষ্ঠ দিন আমরা যখন অশ্বারোহণ করিয়া বাহিরে বায়ু সেবন করিতেছি, এমন সময় আমার জনৈক ভৃত্য ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল—"নগরের গভর্ণর, জেনারেল আইওয়ুফের দোভাষীকে সহ আপনার বাড়ীতে আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন।"

আমি সরওয়ার খানের দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"তুমি যে বীজ বপন করিয়াছিলে, ইহাই তাহার প্রথম ফল।"

আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু সরওয়ার খান আসিতে বিলম্ব করিল।

মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা ও চা পানের পর গভর্ণর বলিলেন—"ভাইসরয় আপনার সহিত তাশ্কন্দে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।"

আমি বলিলাম,—"কাল পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় রওয়ানা হইব;" কিন্তু গভর্ণর বলিলেন, "না আপনি এখনি যাউন"।"

আমি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "আমি এক্ষণে কিছুতেই যাইতে পারিব না।" তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি আমার খুল্লতাত ভ্রাতাগণকে ডাকাইয়া আনিয়া, আমার অনুপস্থিতির সময় কি কি কাজ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলাম। আমি তাহাদিগকে বলিলাম—"আমার বিশ্বাস যে আমি শীঘ্রই বন্দী হইয়া তাশ্কন্দে প্রেরিত হইব; অতএব তোমরা যেরূপে সম্ভব হয়, অবশ্যই বল্খে পলাইয়া যাইবে। সেখান হইতে তুর্কীস্তানে গমন করিবে।"

এই কার্য্যের জন্য বল্খের সৈন্য ও প্রজাদের নিকট পত্র লিখিবার প্রয়োজন ছিল। আমি সেখানকার লোকদিগের নামে কতকগুলি পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলাম। আমি এইরূপ লিখিয়া দিলাম:—

"আমার খুল্লতাত ভ্রাতাগণকে তোমাদের দেশে পাঠাইতেছি। তাহা-

দের সহিত তোমরা যে ব্যবহার করিবে, আমি মনে করিব, তাহা আমারই সহিত করিয়াছ।”

তাহাদিগকে আমার একটা মোহরও দিলাম; যদি আমার পক্ষ হইতে তাহাদের আরও পত্র লিখিবার দরকার হয়, তবে উহা ব্যবহার করিতে পারিবে।

আমি তাহাদিগকে পথ খরচা বাবদ ৪০০০৲ চারি হাজার কাবুলি টাকাও প্রদান করিলাম। দুই মাস পূর্ব্বে ভাইস্‌রয় আমাকে যে ১৫০০০ পনর হাজার ‘সুম’ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমি এই টাকা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলাম। ইহা ভারতবর্ষীয় ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার সমান।

এই সকল উপদেশ প্রদানের পর আমি ‘হরম সরা’ বা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলাম।

সেই দিনই রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকার সময় স্থানীয় গভর্ণর, দোভাষী ও তিন শত সওয়ার (অশ্বারোহী সৈন্য) এবং দুই শত পুলিশ কনেষ্টবল সহ আসিয়া আমার চাকরগণকে বলিল,—“তোমাদের মনিবকে শীঘ্র “হরমসরা” (অন্তঃপুর) হইতে বাহিরে লইয়া আইস।” চাকরেরা আমাকে জাগ্রত করাইয়া এই সংবাদ জানাইল। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া তখনই বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

গভর্ণর বলিলেন—“ভাইস্‌রয় আপনাকে তলব করিয়াছেন; আপনি এখনই আমার সঙ্গে চলুন।”

আমি জবাব দিলাম—“আমি যদি বন্দী হইব বলিয়া জানিতে পারিতাম, তবে নিরাপত্যে আজ প্রাতঃকালেই আপনার সঙ্গে চলিয়া যাইতাম!”

আমি যোদ্ধৃবেশ পরিধান করিয়া রওয়ানা হইলাম। অশ্বারোহী সৈন্যগণ উন্মুক্ত অসি করে লইয়া আমার চারি দিক বেষ্টন করিয়া রহিল; আর পুলিশ কনেষ্টবলগণ আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।

আমি আমার দুই জন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইলাম, তন্মধ্যে এক জন ফরামরজ খান। ইনি অধুনা হিরাতের প্রধান সেনাপতি। দ্বিতীয় ব্যক্তি জান মোহাম্মদ খান। ইনি এখন কাবুলে সরকারী ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ। (১)

জেনারেল আইওসুফের বাড়ীতে পৌঁছিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কেন

(১) Lord of the Treasury.

আমাকে তলব করা হইয়াছে?" তিনি উত্তর দিলেন—"জেনারেল কাফ্‌ম্যান আপনাকে তাশ্‌কন্দ যাইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। ইহার কারণ তিনি নিজ মুখেই আপনার নিকট প্রকাশ করিবেন।"

আমি বলিলাম—"আমার এমন কি অপরাধ যে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমাকে আনয়নের জন্য এরূপ ভাবে সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে?"

আমি এই কথা বলার পর তিনি এই বলিয়া গভর্ণরের কৈফিয়ত তলব করিলেন যে—"কেন তুমি ইঁহার সহিত এমন অসদ্ব্যবহার করিয়াছ?"

গভর্ণর বলিলেন,—"বাধ্য হইয়া আমাকে এতগুলি লোক লইয়া যাইতে হইয়াছিল, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার সঙ্গীগণ নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাধা দিবে এবং তাঁহাকে আনিতে দিবে না।" এ কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি বলিলেন, "ইঁহার সমুদয় লোকই সশস্ত্র; যদি ইঁনি স্বেচ্ছায় না আসিতেন, তবে বল পূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করা বড়ই দুরূহ কার্য্য ছিল।"

জেনারেল বলিলেন—"তুমি ইঁহাকে নজরবন্দী করিয়া আনিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছ।"

গভর্ণর জবাব দিলেন,—"আপনি এমন অসময়ে তাঁহাকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা আপনারই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়।"

এইরূপে তাঁহারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন; আমি নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

পরিশেষে জেনারেল বলিলেন—"যদি আপনি কাল পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটীকার সময় এখানে আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, তাহা হইলে এখন বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে পারেন। সেই সময়ে তাশ্‌কন্দ যাইবার নিমিত্ত আপনার নিকট গাড়ী সহ এক জন ডেপুটীকে প্রেরণ করা যাইবে।"

আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম—বাগানের দরজা বন্ধ। চাকর দিগের দ্বারা দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমার ভ্রাতা ও তদীয় সুহৃদগণ নিদ্রায় বিভোর! আমার উপর দিয়া কি ভয়ানক বিপদবাত্যা ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার দিকে তাহাদের কিছুমাত্র মনোযোগ নাই। কিন্তু আমার পুত্রগণ ও পত্নী,—পরওয়ান খান—যিনি এখন কাবুলের ডেপুটী প্রধান সেনা-

পতি এবং কোরবান আলী খান—যাঁহার হস্তে এখন আমার সাংসারিক ব্যয়াদির তত্ত্বাবধানের ভার নিহিত—ইঁহারাই কেবল জাগ্রত ছিলেন এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন! এই ভীষণ সঙ্কট পূর্ণ অবস্থায়ও আমার ভ্রাতাগণকে এবং কর্ম্মচারিগণকে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন দেখিতে পাইয়া আমার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল! মনে তীব্র যাতনার উদ্রেক হইল। ইহাদিগকে আমি নিজের সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছি, আর আজ ইহারা আমাকে এই প্রতিদান করিল!

আমি অন্তঃপুরে গমন করিয়া আমার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলাম—"যদি দৈবাৎ আমার উপর কোন বিপদ্‌পাতই হয়, তবে তোমরা এই এই ভাবে কার্য্য করিও।" ইহার পর আমি সঙ্করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম!

পরদিন অঙ্গীকার অনুরূপ গাড়ী আসিল। আমি পরওয়ানা খান ও নাজেম উদ্দীন খানকে (১) সঙ্গে লইয়া ডেপুটীর বাড়ীতে গমন করিলাম। দেখিলাম তিনি চিঠি পত্রাদি লিখিতে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আমি রাত্রে একটু মাত্র শয়ন করিতে পারি নাই; যদি যাইতে বিলম্ব থাকিয়া থাকে, তবে অল্পক্ষণ শয়ন করিয়া লইতে পারি কি?" তিনি অনুমতি দান করিলেন। আমি শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু বিষম চিন্তা ও মনের অস্থিরতা নিমিত্ত সার্দ্ধ দুই ঘণ্টার অধিক কাল নিজের বিপদের কথা ভুলিয়া থাকিতে সমর্থ হইলাম না। ইহার পর আমরা যাত্রা করিলাম।

আমার গাড়ী শের আলী খান কান্দাহারীর বাসার নিকট দিয়া যাইতে লাগিল; উদ্দেশ্য—সে দেখুক আমি বন্দী হইয়াছি! দুঃখে ক্রোধে তখন সমুদয় পৃথিবী আমার নিকট অন্ধকারময় হইয়া পড়িল। এক এক বার মনে হইতে লাগিল—এখনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কতকগুলি শত্রুর হত্যা সাধন করতঃ প্রতিশোধ গ্রহণ করি,—আমি নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি স্বদেশদ্রোহীর জীবন গ্রহণ করিয়া পাপের উপযুক্ত প্রতিফল দেই; কিন্তু পরক্ষণেই বিবেকের তাড়নায় মনে কর্ত্তব্য জ্ঞান আসিল বুদ্ধি

(১) ইনি পরে অশ্বারোহী সৈন্য দলের কর্ণেল পদে উন্নীত হন।

ঠিক করিলাম। আমি নিজকেই মনে মনে প্রবোধ দিলাম যে, এই সকল কথা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্যের অংশ মাত্র। বুদ্ধিমান লোকেরা প্রতিশোধ লইবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সত্যই এই পৃথিবীটা কেবল অসংখ্য বিপদ ও নানাবিধ কষ্টে পূর্ণ!

দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত আমি এইরূপ ভাবে কেমন যেন অসাড় ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলাম। ইহার পর আমার মতি স্থির হইল; ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিক রূপে কার্য্য করিতে লাগিল। দুই দিন এক রাত্রি চলিয়া আমরা তাশ্‌কন্দে উপস্থিত হইলাম। প্রথম বার আমাকে থাকিবার জন্য যে বাঙ্গ্‌লাটী দেওয়া হইয়াছিল, এবারও বাসের জন্য সেই বাঙ্গ্‌লাই পাইলাম। এই বাঙ্গ্‌লা বাড়ীটী বড়ই সুন্দর। ইহা প্রস্তুত করিতে ১০০০০০ এক লক্ষ রুবল ব্যয় হইয়াছিল। বাঙ্গ্‌লাটীর সংলগ্ন একটী সুন্দর বাগান এবং গাড়ী ও ত্রিশটী ঘোড়া রাখিবার উপযুক্ত আস্তাবল ছিল। আমি এখানে বৎসরের মধ্যে চারি বার আসিয়া থাকিতাম; কিন্তু তাহাও শহর দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্য। এবার আমি অন্য ভাবে গিয়াছিলাম; সুতরাং আমার মনে বিষম ভাবনা ও উদ্বেগ রহিয়া গেল যে, অতঃপর আমার সহিত না জানি কিরূপ ব্যবহার করা হয়!

যখন নিয়ম মত চাকর ও বাবুর্চ্চি (রন্ধনকারী) আসিয়া হাজির হইল, তখন দোভাষী ও সেক্রেটারী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষগণের কোন কথাই জানিতে পারিলাম না। ইহার পর সেক্রেটারী আমার নিকট আগমন করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় শিষ্টাচারের সহিত কথা বার্ত্তার পর বলিলেন—"ভাইস্‌রয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" আমরা উভয়ে গাড়ী চড়িয়া চলিলাম। প্রথানুসারে ভাইস্‌রয় ব্যগ্রতার সহিত সাদরে আমার অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজ-প্রতিনিধি আমাকে তাঁহার নিকট বসিবার জন্য স্থান দান করিলেন—আমার ভ্রমণ-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—"আমি জানি না যে কিরূপে এতগুলি পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি!" তিনি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"সমরকন্দের লোকেরা বলে, আপনি নাকি আজকাল বড় দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন!" আমি তখনই জবাব দিলাম—"আপনাদের গবর্ণমেণ্ট যথার্থ

প্রশংসা পাইবার অধিকারী, কারণ তাঁহারা আমাকে অত শীঘ্র তুষ্ট বানাইয়া ফেলিয়াছেন!"

এই কথার পরই তিনি এক খানা পত্র বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখুন ত ইহা কি?" আমি বলিলাম—"আমার হাতে দিন।"

দেখিয়া বুঝিলাম, ইহা সেই পত্র—যাহা সরওয়ার খান শের আলী কান্দাহারীর নিকট পাঠাইয়াছিল।

আমি বলিলাম—"ইহা ত আমার লেখা নহে; তবে আমার মোহর উহাতে আছে বটে।"

তিনি বলিলেন—"আপনি কেন এরূপ কার্য্য করিয়াছেন?"

আমি বলিলাম—"যদ্যপি এই পত্রে আপনার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা লেখা হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই আমি জবাবদিহি হইব; নতুবা বন্ধুত্ব সূচক ও ব্যক্তিগত সাধারণ চিঠি পত্রাদি প্রেরণে কি দোষ হইতে পারে?

তিনি আমার কথায় সায় দিয়া বলিলেন—"কিন্তু পত্র লিখিবার পূর্ব্বে আপনার অনুমতি লওয়া উচিত ছিল।"

আমি বলিলাম,—"আপনি তখন আমার নিকট হইতে এত দূরে ছিলেন যে, আপনার অনুমতি পাওয়ার পূর্ব্বেই হয় ত আফগান মিশন বল্‌খে ফিরিয়া যাইত।" ইহা বলিয়াই আমি পত্র খানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভাইস্‌রয় বলিলেন—"আপনি সমরকন্দ চলিয়া যাউন। আপনার স্ত্রী পুত্র ও পরিবারের লোকেরা আপনার নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া থাকিবেন।"

আমি বলিলাম—"সমরকন্দে বন্দী হওয়ার নিমিত্ত আমি এতই অপমানিত হইয়াছি যে, এখন আর কিছুতেই সেখানে যাইব না। যদি আপনি আমাকে বাড়ী যোগাড় করিয়া দেন, তবে তাশ্‌কন্দেই থাকিব।" তিনি বলিলেন—"উত্তম, আপনি কোন বাড়ী পছন্দ করিয়া লউন।"

আমার এরূপ করিবার এই হেতু ছিল যে, এমন জায়গায় থাকিব, যেখান হইতে অক্লেশে আফ্‌গানস্থান চলিয়া যাইতে পারি; আর যদি সুবিধা পাওয়া যায়, তবে যেন পলাইয়াও যাইতে সমর্থ হই!

আমি একটী বাড়ী পছন্দ করিলাম এবং এক রাত্রি তথায় থাকিয়া সমর-

কন্দে চলিয়া গেলাম। অতঃপর আমার পরিবারের সকলকে লইয়া আসিয়া তাশ্‌কন্দেই বসবাস করিতে লাগিলাম।

এখন হইতে আফ্‌গানস্থান যাত্রার আয়োজনাদিতে খুব বেশী মনোনিবেশ করিলাম। জেনারেল কাফ্‌ম্যানের সহিত অনেক বাদানুবাদ, অনেক তর্ক বিতর্ক—অনেক বাক্‌বিতণ্ডা ও ঝগড়ার পর রুস্‌ গবর্ণমেণ্ট হইতে দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলাম।

এক দিন আমি অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া পড়িলাম। কয়েক জন সওদাগর আমাকে টাকা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; আমি গুপ্ত ভাবে তাহাদের নিকট গমন করিলাম। আমার এইরূপ করিবার কারণ—কোন ডিটেক্‌টিভ যেন আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে না পারে! যাহা হউক, সওদাগরদের নিকট হইতে দুই হাজার আশরফি কর্জ্জ লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, কেহই ঘুণাক্ষরেও একথা জানিতে পারিল না!

বাড়ীতে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম, আমার কর্ম্মচারিগণ আমাকে তালাস করিতে করিতে হতাশ হইয়া গিয়াছে! সর্দ্দার আবদুল্লা খান নিতান্ত বিষণ্ণ বদনে ও চিন্তিত হৃদয়ে বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকিলাম। সে আমার দিকে তাকাইয়া সালাম করিল এবং আমি ফিরিয়া আসাতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল। আশরফিগুলি তাহার নিকট রাখিয়া আমি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলাম। সে আমার পাছে পাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আশরফিগুলি কোথা হইতে আসিয়াছে?" আমি বলিলাম—"কর্জ্জ লইয়াছি; কিন্তু সাবধান,—ইহার কথা কাহারও নিকট বলিও না—প্রকাশ হইলে বিপদে পড়িতে হইবে।"

পরদিন এক খানা গাড়ী ভাড়া করিয়া ঘোড়া ক্রয় বিক্রয়ের বাজারে গমন করিলাম। লোকেরা আমাকে সালাম করিতে লাগিল। আমি ঘোড়া কিনিব শুনিয়া ঘোড়া বিক্রেতা সওদাগরগণ আমার নিকটে আগমন করিল। আমি তাহাদের নিকট হইতে এক শতটী উৎকৃষ্ট অশ্ব ক্রয় করিলাম।

আমার ও আমার সৈনিকগণের এবং সহচরদিগের সফরে যাত্রার জন্য জিন, সাজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিবার আবশ্যক ছিল। উহা আনিবার জন্য আবদুল্লা খানকে পাঠাইয়া দিলাম। এই প্রণালীতে তিন দিন মধ্যে

সফরের সমুদয় আয়োজন ঠিক করিয়া ফেলিলাম। চতুর্থ দিন 'জুমা' (শুক্র-বার) ছিল। নমাজের পর সমুদয় বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বল্‌খে রওয়ানা হইলাম। সেই দিন 'চিল্‌চক্‌' নদীর তীরে রাত্রি যাপন করা গেল।

পর দিন রুস্‌গণের স্থাপিত নূতন নগরে যাওয়ার সড়ক দিয়া যাত্রা করি-লাম। পথে খোদাতা-লার একটী অপূর্ব্ব লীলা—তাঁহার বিপুল মহিমার একটী বিস্ময়কর নমুনা দেখিতে পাইলাম। আমরা অগ্রসর হইতেছি, এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, আমার পশ্চাদ্দিক হইতে যেন অসংখ্য অশ্ব দৌড়িয়া আসি-তেছে! তাহাদের ক্ষুরের মৃদু ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল; কিন্তু পশ্চাদ্দিকে চাহিলে কিছুই দেখা গেল না। আমার বোধ হইল যেন প্রায় বিশ হাজার অশ্ব দৌড়িয়া আসিতেছে! উহারা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই শব্দও উচ্চতর হইতেছিল। শেষে এমন হইল যে, আমি উত্তম রূপে অনুভব করিতে পারিলাম,—উহারা আমার সহচরদের সহিত মিলিয়া গেল এবং প্রায় পাঁচ শত গজ পর্য্যন্ত এই ভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া, পরে আমাদিগকে ছাড়াইয়া অগ্রগামী হইল। এই ঘটনায় আমি এ কথা স্থির করিয়া লইলাম যে, দয়াময় খোদাতা-লা আমার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। আমি সফল মনো-রথ হইতে পারিব।

আমরা নদীর সন্নিহিত এক জায়গায় পৌছিয়া সেখানেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। স্থানীয় গভর্ণর (ইঁনি এক জন রুস্) তাঁহার সহিত আহার করি-বার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আমি ত প্রথম অস্বীকারই করিলাম, কিন্তু তাঁহার একান্ত আগ্রহ বশতঃ পরে সম্মতি প্রকাশ করিতে হইল। আহার করিবার কালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রুস্ গভর্ণমেণ্ট আপনার সফরের খরচ বাবদ কি দিয়াছেন?" আমি জবাব দিলাম—"তাঁহারা আমাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিয়াই যথেষ্ট অনু-গ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আর আমার কোন দ্রব্যই লইবার প্রয়োজন নাই। খোদা বড় দয়ালু; তিনিই আমার সমুদয় অভাব মোচন করিবেন।"

ইহা শুনিয়া গভর্ণর—যিনি অনারারি কর্ণেলও ছিলেন—সেই প্রকোষ্ঠ হইতে

চলিয়া গেলেন এবং একটু পরেই পাঁচ হাজার 'সুম' লইয়া আসিয়া বলিলেন—"অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন।" আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলাম; কিন্তু টাকা লইতে অসম্মত হইয়া বলিলাম,—"আমার আর ইহার দরকার নাই।" তিনি দেখিলেন আমি কিছুতেই রাজি হইব না; এই জন্য একটা ছয় নলা 'তমথ্চা' ও একটা ব্রীচ লোডার বন্দুক আনয়ন করিয়া আমাকে বলিলেন—"আমার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এবার ইহা লউন।" আমি আর অস্বীকার করিতে পারিলাম না। রাত্রিটী তাঁহার সহিত খুব আমোদ আহ্লাদে কর্ত্তন করিলাম।

আমার যে কয়জন বন্ধু তাশ্কন্দ হইতে আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এবং রুসীয় কর্ণেল পর দিন আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি 'ইয়ার তিপা' রওয়ানা হইলাম। সেই নগরে পৌছিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। দুই দিন এখানে বিশ্রাম করিলাম। এই স্থান হইতে 'পাসকৎ' গেলাম। এখানে তিন দিন থাকিয়া "জন্দ আতাকলি" নামক গ্রামে উপনীত হইলাম। পরদিন 'খজন্দ' শহরে পৌছা গেল। এখানে এক জন বন্ধুর সহিত ছয় দিন থাকিলাম।

তিন দিন পর আমি ঘোড়া ক্রয় করিবার বাসনায় ঘোড়ার বাজারে গমন করিলাম; কিন্তু তথায় কেবল কয়েকটা নিকৃষ্ট প্রাণী দেখিয়া আমি লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভারবাহী ভাল ভাল টাট্টু ঘোড়া কোথায় ক্রয় করিতে পাওয়া যাইবে?"

আমার নিকটে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি বলিল—"অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে আসিয়া চা' ও কাফি পান করিয়া লউন।"

আমি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম,—রুসীয়েরা খোকন্দ অধিকার করিবার পূর্ব্বে ইঁনি সেথানকার এক জন সর্দ্দার ছিলেন। এই শক্তির কবলে পতিত হইবার পর সমুদয় সম্ভ্রান্ত অধিবাসিদিগকে তাহাদের আপন আপন পদ ও স্বত্বে বঞ্চিত করা হইয়াছে। সর্দ্দারগণ বাধ্য হইয়া দোকান খুলিয়াছেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন।

আমার এই নূতন সখা প্রবর অন্যান্য সর্দ্দারগণকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত লইয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য ইঁহারাও দোকানদারী ব্যবসা

অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদের নিকট খুব ভাল ভাল ঘোড়া আছে বলিয়া বন্ধু আমাকে জানাইলেন। তাঁহারাও আমার জন্য অবিলম্বে এক শতটী ঘোড়া পাঠাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে আমি ত্রিশটী অশ্ব ক্রয় করিলাম। অতঃপর তাঁহারা বন্ধুত্ব-সূচক বহু বহু বাক্যালাপ করিলেন।

———

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

—o—

## বদখ্শানের ঘটনাবলী।

( ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ। )

আমি 'খজন্দে' আরও তিন দিন থাকিয়া পুনরায় স্বীয় পথ অনুসরণ করিলাম। আমার খোকন্দের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনিলাম, সে রাস্তা বরফে রুদ্ধ; সুতরাং সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিতে হইল, এবং সেই পথ ছাড়িয়া 'উরাতিবার' ( ১ ) দিকে রওয়ানা হইলাম।

আমি মীর জাহান্দার শাহের পুত্রগণের নিকট এক ব্যক্তি দ্বারা ৪০০০৲ চারি সহস্র টাকা পাঠাইয়া দিলাম; ইঁহারা তখন খোকন্দে ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলাম—"আমি 'উরাতিবা' যাইতেছি; যে পর্য্যন্ত আপনারা আমার কোন পত্র না পান, তাবৎ কাল খোকন্দেই থাকিবেন।"

পাঠকগণের হয়ত স্মরণ আছে যে, জাহান্দার শাহ্ আমার শ্বশুর। শের আলী খান ইঁহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণ (আমি যাঁহাদের নিকট পত্র লিখিতেছি) স্বীয় পিতাকে বধ করিয়াছিলেন। ইহার শাস্তি স্বরূপ রুস্গণ তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। তিন বৎসর পর আমি তাহাদের সচ্চরিত্রতার জামিন হইয়া কারামুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

প্রথম দিন কুচ্ করার পর সন্ধ্যার সময় 'তিমাব' পৌছিলাম। অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, রাস্তায় প্রচুর কর্দ্দমও ছিল। আমি সম্পূর্ণ বিদেশী—অপরিচিত। এক খানা দোকানে গিয়া বলিলাম,—"আমি এক জন মুসলমান সর্দ্দার; আজ রাত্রিতে এখানে থাকিতে পারিব কি?" দোকানদারগণ আমাকে অত্যন্ত সমাদর করিল এবং তাহাদের এক এক জন লোক আমার দুই দুই জন সওয়ারকে নিজ নিজ বাটীতে লইয়া গেল। এক জন আমাকে তাঁহার নিকট স্থান

---

( ১ ) এই স্থানকে "পোখ্তা সরোশি"ও বলা গিয়া থাকে।

দান করিল। ইহারা আমার প্রতি খুব সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রদর্শন করিল। এমন কি, পর দিন প্রাতে রাস্তায় খাওয়ার জন্য রুটী ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পর্য্যন্ত প্রদান করিল।

দুই দিন চলিবার পর 'উরাতিবা' পৌছিলাম—একটা সরাইয়ে গিয়া উঠিলাম। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিবর্গ আসিয়া বলিল—"আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের বাটীতে পদার্পণ করুন; উহাই আপনার পক্ষে অধিকতর যোগ্য ও সুবিধাজনক হইবে।" সরাইয়ের মালীক আরও বহু সংখ্যক সওদাগরও আসিয়া তাহাদের নিজ নিজ সরাইয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। আমি সকলের নিকটই ক্ষমা চাহিলাম; কিন্তু তাহারা অনুরোধ করিতে বিরত হইল না। অগত্যা আমি আমার পরিবর্ত্তে কয়েক জন অফিসারকে তাহাদের সকলের বাটীতে প্রেরণ করিলাম। আমার জনৈক সওদাগর বন্ধু আমার আগমন সংবাদ পাইয়া আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে অসমর্থ হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমি আমার খুল্লতাত ভ্রাতাগণকে অবিলম্বে পত্র লিখিলাম—"তোমরা শীঘ্র বল্‌খে রওয়ানা হও এবং তাশ্‌কন্দে আমি যে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।"

আমি 'উরাতিবা' তে বার দিন থাকিলাম এবং খেলাৎ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য জাত ক্রয় করিলাম। এই কার্য্যে সওদাগরগণ যথাশক্তি আমার সাহায্য করিল।

সেখান হইতে 'আচিপাস' দিয়া রওয়ানা হইলাম। এই পথে বহু দূর স্থান পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। সমরকন্দ হইতে আগত লোকেরা এই পথেই আসিয়া থাকে। এই পর্ব্বত বেষ্টিত দরি পথটী হেসার ও কোলাবের সন্নিহিত ও শীত কালে প্রচুর বরফ জমিয়া সম্পুর্ণ রুদ্ধ থাকে। বদখ্‌শান যাইবার জন্য আমি এই পথেই রওয়ানা হইলাম। পর্ব্বতটী বরফ মণ্ডিত হইয়া যেন অবিকল কুক্কুট ডিম্বের ন্যায় শুভ্র দেখাইতেছিল। পরদিন আমরা পর্ব্বতের নিম্নে গিয়া পৌছিলাম। পর্ব্বতটী এত উচ্চ ছিল যে, দেখিয়া আমাদের ভয় হইল—কখনও ইহার চূড়ায় আরোহণ করা যাইবে না! কিন্তু খোদার উপর নির্ভর করিয়া আমরা উহার উপর উঠিতে লাগিলাম। চূড়ার নিকটে পৌছিলে অসহ্য

শীতানুভব হইতে লাগিল। তদুপরি বিষম শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি থরহরি কাঁপিতে লাগিল। হাঁটু পর্য্যন্ত পা বরফে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আমরা অশ্বগুলি অগ্রে অগ্রে রাখিয়া তাহাদের লেজ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এই রূপে আরও তিন চারি মাইল উপরে উঠিয়া আমার চাকর ও সঙ্গিগণ ভীষণ শীতলতা জনিত কষ্টে জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইয়া পড়িল। আমি তাহাদিগকে সাহস দিয়া অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহাদের কয়েকজন প্রবল শীতে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল! আমি আমার মোয়াজ্জনকে (১) 'আজান' দিতে আদেশ করিলাম। হয় ত কেবল মাত্র সাত বার আজান দেওয়া হইয়াছে, অমনি খোদার কৃপায় বাতাস বন্ধ হইয়া গেল; শৈত্যও অনেকটা কমিয়া আসিল। এইরূপে খোদা তা-লা আমাদের সরল ধর্ম্ম বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ আমাদিগের জীবন রক্ষা করিলেন!

অশ্বের লেজ ধরিয়া চলিতে চলিতে বোধ হইতে লাগিল, যেন আমার উভয় স্কন্ধ দেশের গ্রন্থি স্খলিত হইয়া গিয়াছে—বাহুদ্বয় শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তখন ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই—এ ভাবে না চলিলেই নয়; সুতরাং সাতিশয় কষ্ট অনুভব করিতে থাকিলেও এইরূপেই চলিতে লাগিলাম। এক শত সঙ্গীর মধ্যে মাত্র দশ জন লোক আমার সঙ্গে পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত উঠিতে সমর্থ হইল। আমি এতই ক্লান্ত ও চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িলাম যে, পা আর উত্তোলন করিতে পারিলাম না। এজন্য পর্ব্বত হইতে নামিবার কালে বরফের উপর বসিয়া পিছলাইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার পাঁচ জন সঙ্গী আমার পূর্ব্বেই পর্ব্বতের নিম্নে গিয়া পৌছিল। যখন আমিও পৌছিলাম, তখন সেখানে তিন শত পাহাড়ী লোক কাষ্ঠ সহ উপস্থিত ছিল। আমাকে গরম করিবার জন্য তাহারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল এবং তৎপর তাহাদের বাটীতে লইয়া গেল। কেহ কেহ আমার পশ্চাৎস্থিত সঙ্গীদিগকে আনিবার জন্য পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিল।

সূর্য্যোদয়ের সময় আমি গ্রামে পৌছিলাম। যখন আমাকে ঘোড়া হইতে

---

(১) নমাজ অর্থাৎ উপাসনার জন্য আহ্বানকারী।

নামানো হইল, তখন আমি এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে একেবারে অচেতন হইয়া গেলাম। গ্রামবাসিগণ পূর্ব্বেই একটা ঘরে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তাহা উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল; আমাকে তাহারা সেই ঘরে নিয়া শয়ন করাইল। সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত আমি নিদ্রিত রহিলাম।

যখন বিছানা হইতে উঠিলাম, তখন শরীরে ভয়ানক বেদনা; আমি অতি কষ্টে চলিতে পারিলাম। আমার সঙ্গিগণও নিরাপদে আসিয়া পৌছিল। আমি প্রত্যেক গ্রামবাসিকে এক একটী আশরফি ও তাহাদের মালিকগণকে পাঁচ পাঁচটী করিয়া আশরফী ও খেলাৎ প্রদান করিলাম। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

আমরা এই গ্রামে দশ দিন থাকিলাম। এই সময় মধ্যে আমার সমুদয় লোক সুস্থ হইয়া উঠিল। এখান হইতে 'হেসার' যাওয়ার সুবিধা আছে কি না খোজ করিতে লাগিলাম। জানিতে পারিলাম,—তথায় যাইতে হইলে আরও চারিটী পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইবে। এই জন্য সেদিকে না গিয়া সমরকন্দ যাইবার বাসনা করিলাম। এই পথে 'তেলগার' নামক একটী মাত্র পর্ব্বত; কিন্তু বারটী স্থান এমন দুর্গম ছিল যে, তাহা অতিক্রম করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই স্থানগুলির নাম যথা:—'ক্মুয়ার', 'পুলখোশ্‌ক', 'অরজে মনার', 'লক্‌ লক্‌', 'পস্‌ খন্দাহ্‌', 'মোমন', 'জিন্নৎ' ইত্যাদি। শেষোক্ত স্থানটীর সম্বন্ধে লোকেরা বলিয়া থাকে যে, উহা 'পুলসেরাতের' (১) ন্যায়। উহার উপর দিয়া যাতায়াত কারিগণের গভীর 'জাহান্নামে' (২) পতিত হইবার ন্যায় ভয় হইয়া থাকে! যদি কিছু বিভিন্নতা থাকিয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, নরকে ভীষণ অগ্নি জ্বলিতেছে, আর এখানে (জিন্নৎ) এ অপরিমিত বরফ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে! যাহা হউক এই যায়গা-

---

(১) "পুলসেরাৎ"—মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার কথা লিখিত আছে। ইহা নরকের উপর অবস্থিত অতি অপ্রশস্ত সূক্ষ্ম ধার বিশিষ্ট সেতু বিশেষের নাম। পুণ্যবান লোকেরা অনায়াসে ইহার উপর দিয়া স্বর্গে গমন করিবে। পাপীগণ ইহা হইতে নিম্নে পতিত হইয়া অনন্ত কাল ভীষণ নরকানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে।

(২) "জাহান্নাম"—ভীষণ অগ্নিপূর্ণ নরক; উহাতে পার্থিব পাপাচরণ নিমিত্ত বিবিধ প্রকার কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে।

গুলি অপরিসীম ক্লেশে ও ভয়ে ভয়ে অতিক্রম করিলাম। পথে 'পঞ্চকন্দ' নামক গ্রামে দুই রাত্রি অবস্থান করা গেল। এখান হইতে 'করা তরাণ'; ও 'মগিয়ানে' গেলাম ও তথায় দুই দিন থাকিলাম।

আমার সঙ্গে একটা পতাকা ছিল। আমি উহা মহাত্মা খাজা আহ্‌রার (রুদঃ) সাহেবের সমাধি মন্দির হইতে আনয়ন করিয়াছিলাম। ইহার সম্বন্ধে আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম; উহা এস্থলে বর্ণন করিতেছি।

আমি দেখিয়াছিলাম, স্বপ্নে খাজা সাহেবের আত্মা আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন,—"হে আমার প্রিয় পুত্র! সর্ব্বাপেক্ষা বড় পতাকাটী আমার সমাধি হইতে লইয়া যা এবং যখন তুই আফগানস্থান যাইবি, তখন ইহা সঙ্গে লইবি। ইহাতে তোর অদৃষ্টে বিজয় ও আনন্দ লাভ,— এই উভয়ই ঘটিবে!"

আমি খোদার নামে দুইটী ছাগল 'জবেহ্' করিয়া তাহার মাংস দীন দুঃখী-দের মধ্যে বিতরণ করিলাম—যেন ইহার সওয়াব (পুণ্য) খাজা সাহেবের আত্মা প্রাপ্ত হন; খোদা তা-লার দরগায় তাঁহার জন্ম প্রার্থনাও করিলাম।

এই পতাকাটী উড়াইয়া 'সব্‌জ' নগরের দিকে রওয়ানা হইলাম এবং 'জুজ' নামক একটী গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। স্থানীয় গভর্ণর আসিয়া আমাকে অভ্য-র্থনা করিলেন। শুনিলাম আমার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ইঁনি বোখারা পতির নিকট হইতে এক খানা পত্র পাইয়াছেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল—আবদুর রহমানের নিকট কাহাকেও পানাহারের কোন প্রকার দ্রব্যই বিক্রয় করিতে দিবে না; কারণ সে রুস্ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

গভর্ণর আমাকে খুব সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু বলিলেন,—"এই পাপীষ্ঠ নরপতি এইরূপ আদেশ দেওয়ায় আমি অনিচ্ছার সহিত আপনার নিকট হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য;" আমি বলিলাম—"আমার জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। খোদাই আমার সাহায্যকারী।"

আমি দেখিতে পাইলাম, গ্রামবাসিগণ আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া পলায়ন করিতেছে; সুতরাং লোকালয়ে গিয়া আর কোন ফল দেখিলাম না। আমি একটী মসজিদে রহিলাম। আমার সঙ্গীদিগকে নদী তীরে থাকিতে বলিলাম।

আমরা জমি হইতে বরফ তুলিয়া ফেলিয়া তথায় আপন আপন ঘোড়া বাঁধিলাম এবং মস্‌জিদের ছাদের উপর উঠিয়া গ্রামবাসীদিগকে সম্বোধন করতঃ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"হে গ্রামবাসিগণ! যদি তোমরা আমাদের নিকট খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় কর, তবে আমরা বাধিত হইব; আর যদি তোমরা এইরূপে না দাও, তবে উহা বলপূর্ব্বক তোমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইব। যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক,—তবে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। তোমরাও মুসলমান, আমরাও মুসলমান। যদি আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় থাকে এবং আমাদের নিজের ও আমাদের ঘোড়াগুলির খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে পারি, তবে কি উত্তম হয়!"

অতঃপর আমার ভৃত্যদিগকে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে আদেশ দিলাম। ইহা দেখিবামাত্র স্থানীয় অধিবাসীরা কোরাণ শরিফ লইয়া আসিল এবং আমাকে বলিল,—"লুঠ মার করিবেন না, আপনারা যাহা চান, আমরা তাহাই আপনাদের নিকট বিক্রয় করিব। শাহের আদেশ অমান্য করিবার এখন এই একটী হেতু মিলিল।"

তাহারা আমাদের জন্য খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসিল এবং আমাকে বলিল,— "আমরা আপনার পিতামহ দোস্ত মোহাম্মদ খানের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলাম। অদ্য আপনার পরিচর্য্যা করিতে পারিয়া বড়ই সুখী হইলাম।"

সেই রাত্রি সর্দ্দারদের সহিত খুব আরামে কাটাইলাম। পর দিন 'সব্‌জ' নগরের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া গেল। খাজা আম্‌খানা হাদি অল্ মুমেনিনের পবিত্র সমাধি এই শহরের সন্নিকটে। আমি সেখানে থাকিয়া বোখারার শাহ্‌কে পত্র লিখিলাম:—

"আমি সর্দ্দার আবদুর রহমান খান, আমার মহামান্য পিতৃব্যকে লিখিয়া জানাইতেছি যে, আমি এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি আফগানস্থান যাইবার বাসনা করিয়াছি। যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন, তবে আপনার খেদমতে হাজির হইয়া পদচুম্বন করত কৃতার্থম্মন্য হইব এবং তৎপর আপন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিব।"

পর দিন উত্তর আসিল:—"খোদার নামে অনুরোধ, তুমি আমার নিকট আসিও না; আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।"

এই উত্তর পাইয়া আমি মনে করিলাম, এই ব্যক্তি [illegible], ইহার মুখ দেখা যাইতে পারে! কারণ সে রুশীয়দের পক্ষপাতী—তাহাদের একান্ত অনুগত ও কৃপা-প্রার্থী।

আমি প্রথমতঃ সব্‌জ নগরে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়া রওয়ানা হইলাম; কিন্তু পর্ব্বতের নিম্নদেশ দিয়া গেলে অধিকতর সুবিধা হইবে ভাবিয়া, সেখানে না গিয়া 'ইয়াকুব বাগে' গমন করিলাম। অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিবার পর অতি দূরে দুই তিন হাজার গাভী চরিতেছে—দেখা গেল। আমার সঙ্গিগণ বলিল, "এ গুলি বোখারা পতির প্রেরিত পাওয়ার; আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিতেছে।" আমরা তখনই ফিরিলাম এবং অন্য পথে শহরের দিকে যাত্রা করিলাম; কিন্তু সেই নগরের ভিতর প্রবেশ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

প্রায় চারি মাইল পথ অতিক্রমের পর দেখিলাম, সেই গাভীর পাল আমাদের দিকেই আসিতেছে! আমি যাহাতে সেই নগরের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারি, তজ্জন্য তাহার সমুদয় প্রবেশ দ্বার গুলি রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার কারণ, আমার কয়েক শত কর্ম্মচারী ও সভাবদ্ ইতিপূর্ব্বে সমরকন্দে আমাকে ত্যাগ করিয়া বোখারাপতির অধীনে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্য শাহ্ ভাবিলেন, যদি আমি নগরে গমন করি, তবে হয় ত তাহারা সকলেই তাঁহার কর্ম্মত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইবে! এই কারণেই তিনি আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে নিষেধ করিয়া পত্রোত্তর লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারিদিগকে 'আমি আসিতেছি' ইহা বলিয়া দিয়াছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাহারা একত্র মিলিত হইয়া আমাকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিল। আমি নগরের প্রধান দরজা বন্ধ দেখিতে পাইয়া অন্য দরজায় গমন করিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ সেখানে আমার জনৈক পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উহার মারফত তাহাদের নিকট এক খানা পত্র প্রেরণ করিলাম। পত্রে লিখিলাম—"আমি আফগানস্থান যাইতেছি; তোমাদিগকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। যদি তোমরা অন্ত শেষ বেলার মধ্যে আসিয়া মিলিত না হও, তবে আমি 'ইয়ারতিপা'র দিকে যাত্রা করিব।" এই ব্যক্তি আমার পত্র

খানা জেনারেল নজির, কাজী জান মোহাম্মদ ও অন্যান্য সর্দারগণের নিকট লইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহারা এই পত্র বাহককে বন্দী করিয়া ফেলিল এবং সেই নগরস্থিত অন্যান্য কর্মচারিগণ যাহাতে এই সংবাদ অবগত হইতে না পারে, তজ্জন্য তাহারা পত্র খানা লুকাইয়া রাখিল।

আমি তাহাদের জন্য নিষ্ফল প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে 'ইয়ার তিপা' রওয়ানা হইলাম। সারা দিন চলিয়া রাত্রি তিন ঘটিকার সময় সেখানে পৌছিলাম। এই যায়গায় তিন দিন অবস্থান করা গেল। আমার দশ জন কর্মচারী 'সব্জ' নগর হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে আমার সহিত সম্মিলিত হইল। তাহারা বলিল যে, আমার কোনও পত্রই তাহাদের হস্তগত হয় নাই! আমার অফিসারদিগের এইরূপ ভয়াতুরতার কথা শুনিতে পাইয়া আমি বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িলাম।

তিন দিন পর 'কোলতা মিনারের' দিকে রওয়ানা হইলাম। আমি কি করি ও কোথায় যাই, তাহা দেখিবার নিমিত্ত বোখারাপতি আমার পশ্চাতে এক শত সওয়ার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি গোধূলী লগ্নে এই স্থানে পৌছিয়া উহাদিগকে একটী নদীর তীরে দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমার সওয়ারদিগকে গুলি চালাইতে আদেশ করিলাম। ইহাতে শত্রু পক্ষীয় ১০।১৫জন লোক আহত ও নিহত হইল। অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিল।

এই আকস্মিক ঘটনার পর আর সেখানে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করাও নিরাপদ মনে করিলাম না। ভয়ানক শীত পড়িয়াছিল; তথাপি সেই সময়েই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম এবং তিন দিনের পথ 'করাচাহ', 'চলক্ শোর-আব' অতিক্রম করিয়া পরদিন রাত্রে শয়ন করিবার কালে 'বান্দাহ' পৌছিলাম। শেষোক্ত নগরদ্বয় 'হেসারে'র অন্তর্গত। পর দিন 'বাইসুন' পৌছা গেল। তথা হইতে 'সরে আসিয়া', 'ইউরচি' এবং 'এগার' হইয়া হেসারে উপস্থিত হইলাম।

শুনিতে পাইলাম, এদেশের অধিপতির পুত্র নগরেই অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু আমার আগমন-সংবাদ পাইয়া তিনি শহর ছাড়িয়া 'করাতাগ' পর্ব্বতের উপর চলিয়া গিয়াছেন। 'হেসারে' সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত ও

সুন্দর খাঁর 'মেহুমান অ হুক্কাকশান' দের সরাই (১); আমি সেখানেই থাকিলাম।

এখানকার নরপতি ও তাঁহার পুত্র আমার সহিত বড়ই দুর্ব্যবহার করিলেন। ইঁহারা স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসিদিগের উপরও ঘোরতর অত্যাচার করিতে ছিলেন। আমি ইঁহাদের ও নগরের উচ্চপদস্থ লোকগণের নিকট হইতে কতকগুলি অশ্ব কাড়িয়া লইবার সঙ্কল্প করিলাম। এই উদ্দেশ্যে সর্দ্দার আবদুল্লা খানকে বলিলাম—"তুমি নগরের সর্দ্দারদিগকে পত্র লিখ যে, তাহাদের সহিত তোমার এক সময়ে দু' চারিটী প্রয়োজনীয় গুপ্ত কথা বলিবার আছে, অতএব তাঁহারা যেন শীঘ্র আসিয়া সাক্ষাৎ করেন।" তাঁহারা আসিলে তুমি বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে, তাঁহাদের অধিপতি প্রকৃত পক্ষে আমার উপর সন্তুষ্ট কি না? এবং এই যে অসদ্ব্যবহার গুলি করা হইতেছে—অনাদরের ভাব দেখান হইতেছে, ইহা কি রুসীয়গণকে দেখাইবার জন্য? যেন তাহারা ইহাদের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়া বসে,—না, উহারা যথার্থই আমার উপর সন্তুষ্ট নয়?"

সর্দ্দার পত্র প্রেরণ করিল। কি কি করিতে হইবে তাহা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলাম। উহারা আসিলে আমি একটী পর্দ্দার আড়ালে গিয়া বসিয়া রহিলাম। সর্দ্দার আবদুল্লা আহাদিগকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লইয়া আসিল এবং পর্দ্দা সরাইয়া আমাকে সালাম করিল,—আমি কে তাহা উহাদের নিকট বলিল। তৎপরে সে তাহাদের অশ্বগুলির বল্গা ধরিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"আপনি রাজপুত্র; এই সকল সর্দ্দার আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব ঘোড়া আপনার খেদমতে উপস্থিত করিয়াছেন।" বলা বাহুল্য সর্দ্দার আবদুল্লা এই সকল কার্য্য উপস্থিত সর্দ্দারদিগের অনুমতি ব্যতিরেকেই তাহাদের পক্ষ হইয়া করিতেছিল এবং এইরূপ কৌশলে কার্য্যো-দ্ধারের কল্পনা আমি ও আবদুল্লা পূর্ব্বেই পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া-ছিলাম। আজ সে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছিল মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নির্ব্বিঘ্নে উদ্দেশ্য অনুরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ছয়টী

---

(১) 'মেহুমান অ হুক্কাকশান'—পারসী শব্দ; ইহার অর্থ মাতাল ও ধূম্র পানকারী। এস্থলে ইহাদের সরাই বা আড্ডা।

ঘোড়া পাইলাম। আমি প্রথমতঃ সে দেশের নরপতিকে এক খানি পত্র লিখিয়া তাঁহার সদয় ব্যবহার ও তদীয় সর্দ্দারগণের উপঢৌকন দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। আরও লিখিলাম—"যদি কখনও রুস গবর্ণমেন্টের সহিত আপনার শত্রুতা উপস্থিত হয়, তাঁহারা আপনার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হন, তবে তখন আমি আপনাকে কাবুলে আশ্রয় দান করিব।" অতঃপর আমরা জৈহন নদীর দিকে যাত্রা করিলাম।

একটী রাত্রি 'হেসার সাদমানে' অতিবাহিত করিলাম। পর দিনকার রাত্রি 'তংগীকাকে'; 'কোজকোতিয়া' পৌছিয়া ছয় দিন থাকিলাম। এখান হইতে 'খাজা গল্‌গুন' উপস্থিত হওয়া গেল। এই যায়গায় পৌছিয়াই নিতান্ত কঠিন নিউরেল্‌জিয়া (ধমনী বেদনা) রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলাম; কিন্তু তিন দিন ঔষধ ব্যবহারের পর খোদাতা-লার কৃপায় আরোগ্য লাভ করিলাম।

এখানে থাকিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, মীর শাহের পুত্র শাহ্‌জাদা হোসেন—তদীয় পিতৃব্য মীর ইউসফ আলী ও মীর নসর উল্লা 'রোস্‌তাক', 'কতাগান' ও 'বদখ্‌শান' তুল্যাংশে আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। শাহ্‌জাদা হোসেন "ফয়েজ আবাদে" মীর ইউসফ আলী 'রোস্‌তাকে' ও মীর নসর উল্লা 'কশমে' রাজত্ব করিতেছেন। আমি শাহজাদা হোসেনকে আমার 'খাজা গল্‌গুন' আগমন বার্ত্তা জানাইবার জন্য পত্র লিখিলাম এবং মীর আলম নামক আমার জনৈক কর্ম্মচারী দ্বারা উহা পাঠাইয়া দিলাম। পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, ইনি (শাহ্‌জাদা হোসেন) আমার শ্বশুরের ভ্রাতা।

এই পত্র প্রেরণ করিয়াই আমি 'সুচাহ্‌ আবে'র দিকে রওয়ানা হইলাম। ইহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম—জৈহন নদীর তীরে ও 'রোসতাকে'র ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। দুই দিন চলিয়া সেখানে পৌছিলাম এবং তৃতীয় দিন নদী পার হইয়া সন্ধ্যার সময় "রোস্‌তাক" নামক গ্রামে প্রবেশ করিলাম।

অপর দিকে শাহ্‌জাদা হোসেনের নিকট আমার এইরূপ পত্র প্রেরণ ভাল বোধ হইল না; এই জন্য সে আমার পত্রবাহককে বন্দী করিয়া রাখিল এবং আমাকে জৈহন নদী পার হইতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিল। সে আরও লিখিয়াছিল—"আমরা শপথ করিয়াছি যে, যদি আমাদের ভূমির উপর এক জন

আফগানদেরও পর পতিত হয়, তবে আমরা সেই পরিমাণ জমি ও তাহাদের অপবিত্র মনে করিয়া আমাদের দেশের বাহিরে ফেলিয়া দিব। অতএব সাবধান, আমার অধিকারে পদক্ষেপ করিও না।”

‘মোস্তাকে’ অবস্থান কালে এই পত্র আমার হস্তগত হইল! আমি উহার এইরূপ জবাব লিখিলাম :—

“হে নির্ব্বোধ, অকৃতজ্ঞ, ভীরু, কাপুরুষ! আমি বহু বৎসর পর্য্যন্ত তোর ও তোর ভ্রাতাগণের প্রতিপালন ও সর্ব্ববিধ সাহায্য করিয়াছি এবং তোর অধম-বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনও করিয়াছি। আমি এই বিশ্বাসে ইহা করিয়াছিলাম যে, প্রয়োজনের সময় তোদের দ্বারা আমার অনেক সাহায্য হইবে; কিন্তু আজ আমার সম্পূর্ণ ভ্রমের কথা বুঝিতে পারিলাম,—তোর প্রকৃত বাসনা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তোর সকল উদ্দেশ্য, তোর অন্তরের প্রকৃত কথাটা আজ খোলা-খুলি ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে! তুই একথা মনে করিস্ যে, যদি আমার হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য তিল মাত্রও ভয় থাকিত, তবে আমি কখনও এত দূরে চলিয়া আসিতাম না। হে পুরুষত্ব হীন! কা’ল বুঝিতে পারিবে—তুই ও আমি—এই উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর শক্তি সম্পন্ন।”

সেই দিন রাত্রিতেই শাহাজাদা আমি যাহাতে নদী পার হইতে না পারি, তজ্জন্য নদী তীরে ১০০০ এক হাজার সওয়ার নিযুক্ত করিলেন। খুব অন্ধকার হওয়ার পর আমার বিশ জন প্রহরী সৈন্য আড়াআড়ি ভাবে তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে শত্রু সৈন্যেরা ভাবিল, হয় ত আমার কোন বৃহৎ সৈন্যদল তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে; সুতরাং তাহারা ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তাহাদের ছয় জন লোক আমাদের হস্তে বন্দী হইল।

আমার নিকট তখন যুদ্ধের জন্য মোটে মাত্র ১০০ এক শত অশ্বারোহী সৈন্য এবং পতাকাবাহী ও অন্যান্য কার্য্যের দশ জন লোক; আর পরদিন আমা-দিগকে ১২০০০ বার হাজার শত্রু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে! আমি জানিতাম, যেরূপ সাহসী লোকই হউক না কেন, এরূপ প্রবল শক্তির সহিত যুদ্ধে এইরূপ মুষ্টিমেয় লোক লইয়া কখনও জয়ী হইতে পারে না;—জয় লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত

নির্ব্বোধ ও বাতুলের পরিচয় ভিন্ন আর কিছু নয়! ফলতঃ জানিয়া শুনিয়া বলিতে ঝম্প প্রদানের ন্যায় ইহাও আত্মহত্যার রূপান্তর মাত্র; কিন্তু তাহা জানিলেই কি হইবে? বুঝিলেই কি হইবে? আমি নিজের জীবন খোদা-তা-আর উদ্দেশ্যে—খোদার পথে—খোদার কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলাম এবং কোরাণ শরিফের যে সকল 'আয়েতে' এইরূপ ধর্ম্ম ও ন্যায় পথে জীবন উৎসর্গ কারীকে খোদা বহু দুর্লভ ও বৃহৎ বৃহৎ পুরস্কার প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সে সময়ে আমি মরিয়া হইয়া উঠিয়াছি—ধর্ম্মোত্তেজনায় দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছি—আমার চক্ষে দশ হাজারইবা কি? আর এক লক্ষই বা কি? সকলই সমান—সকলই একরূপ! আমি লক্ষ লক্ষ সৈন্যকেও আর ভয় করি না—দুর্দ্ধর্ষ অনিকিনীকেও গ্রাহ্য করি না! আমি ধর্ম্মমদে সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া পড়িলাম—খোদার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং তাহার মোহে ও অনুরাগে মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলাম।

আমি এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কা'ল তাঁহারই প্রেম পথে—তাঁহারই উপদেশ অনুসারে প্রাণ দান করিয়া কৃতার্থন্মন্য হইব। আমি ইহাও জানিতাম—যদি বা এবার কোন রূপে বাঁচিয়া যাই, তবে 'বদখ্শান' ও 'কতাগান' বাসীরা আমায় জীবিত রাখিবে না! যদি তাহাদের নিকট হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারি, তবে প্রবল ইংরেজ সৈন্যের সম্মুখে পড়িতে হইবে! এই সকল বিপদের কথা চিন্তা করিয়া আমার জীবনের কিছুমাত্র আশা ছিল না। কিন্তু একথা নিশ্চয় যে, যদি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতা-লা এক অতি সামান্য ও হেয় লোককে বাঁচাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে সমগ্র পৃথিবীর লোকে শত চেষ্টা করিয়াও তাহার একটী সামান্য কেশ পর্য্যন্ত বক্র করিতে সমর্থ হয় না।

আমার হৃদয় তখন এত দৃঢ়—মনে এত স্থির সঙ্কল্প যে, যদ্যপি সমুদয় পৃথিবীর বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন পড়িত, তাহা হইলে উহাদিগকেও তখন আমার চক্ষে পদতলস্থ পিপীলিকার ন্যায় অনুভূত হইত! খোদা জানেন আমি সত্য বলিতেছি কি না? ইহা বাহাদুরী নয়—প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার হৃদয় বল—যাহা খোদা আমাকে দান করিয়াছিলেন। আমি স্পষ্ট ভাবে সমুদয় মুসলমানদিগকে বলিতে ইচ্ছা করি—আমার কত কিছু না বিপদ ঘটিয়াছে;

কিন্তু আমার সারা জীবনে এই খাঁটি শিক্ষা প্রাপ্ত করিয়াছি যে, যদি তোমরা পবিত্র হৃদয়ে সরল মনে একনিষ্ঠ হইয়া খোদা তা-লার আদেশ মত কার্য্য করিতে পার, তবে অবশ্য—নিশ্চয় তিনি তোমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে সফল মনোরথ করিবেন—এ কথায় সন্দেহ করিবার কিছু নাই—ইহা ভূরি ভূরি পরিমাণে সত্য। আমি নিজের জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া—বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া ও হৃদয়ে অনুভব করিয়া, জীবন সমুদ্রের প্রবল ও উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে ভাসিয়া ডুবিয়া নাকাল হইয়া বহু দিন পর তীর সংলগ্ন হইয়াছিলাম। ইহাতে আমি যে জ্ঞান অর্জ্জন ও অবিচলিত বিশ্বাস টুকু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি, তাহার বলে আমি বলিতেছি—এই বিশ্বাস এই নির্ভরতার নিঃসংশয় ফল স্বরূপ আজ আমি আফ্‌গানস্থানের বাদশাহ্।

পর দিন প্রাতঃকালে খোদাতা-লার উপর নির্ভর করিয়া শাহ্‌জাদা হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রওয়ানা হইলাম। বার মাইল অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, শত্রু পক্ষের এক প্রবল সৈন্যদল—যাহার মধ্যে ১২০০০ বার হাজার সেনা ছিল—দ্বাদশটী পতাকা উড়াইয়া আমার দিকে আসিতেছে। যখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে দুই মাইল ব্যবধান রহিল, তখন আমি ইহা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলাম যে, কোন ভৌতিক শক্তির তাড়নায় যেন শত্রুর বিপুল বাহিনী ক্রমে ক্রমে এদিকে সেদিকে—বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বিভক্ত হইয়া গেল! কি কারণে এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

এই সময়েই 'বদখ্‌শানের' মীরের (শাহ্‌জাদা হোসেনের খুল্লতাত ভ্রাতার) কতকগুলি সওয়ার খোদাতা-লার প্রশংসা-গীত গাইতে গাইতে অপর দিক হইতে আসিতে লাগিল। আমার সওয়ারদিগকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া এই সৈন্য দলের উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য আমি কয়েক জন সর্দ্দার সহ যাত্রা করিলাম। তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "আমরা আবদুর রহমানকে সালাম করিতে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"যদি তোমরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে অল্প অল্প লোক করিয়া তাঁহার নিকট গমন কর। একেবারে সকলে যাইও না।"

তাহারা এজন্য কতিপয় সর্দারকে মনোনয়ন করিল; এবং ইহারা আমার সহিত রওয়ানা হইলেন।

আমি আপন সৈন্য দলে আসিয়া মিলিত হইলাম এবং দলীয় সর্দারগণকে বলিলাম—"আমিই সর্দার আবদুর রহমান।" ইহাতে তাহারা সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। আমাকে সালাম করিয়া বলিল,—"আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন, তবে আমরা এক্ষণেই পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শাহ্‌জাদা হোসেনের সৈন্যগুলিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।"

আমি বলিলাম—"আমি ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য আসিয়াছি; মুসলমানদিগকে বধ করিবার জন্য নহে।" আমি তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিলাম যে, যদি এই সকল পলায়নপর শত্রু সৈন্য বন্ধু ভাবে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হয়, তবে আমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব।

আমি 'রোস্তাকে' উপস্থিত হইলাম এবং নগরের বহির্দ্দেশে মীরের কেল্লায় রহিলাম। স্থানীয় সর্দারগণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন—আমাকে উপঢৌকন দান করিলেন এবং নানা রূপে সৌহৃদ্য ভাব প্রতিপন্ন করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে খেলাৎ প্রদান করিলাম; তাঁহারা আমার বিশ্বস্ত প্রজারূপে পরিণত হইলেন।

এক জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন, আমি কিরূপে এক দিনের মধ্যে এই ২০০০০ বিশ হাজার লোককে একান্ত বাধ্য ও বশীভূত করিয়া ফেলিলাম —কিরূপে তাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইলাম! আমি ইহার কারণ স্বরূপ এইমাত্র বলিতে পারি যে, মানব মণ্ডলীর মন খোদার হস্তে এবং সেই দিন সেই অসহায়ের সহায়,—বিপন্নের আশ্রয় দাতা ও চির সুহৃদ তাহাদিগকে আমার দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন—আমার ভক্ত অনুরক্ত করিয়া দিয়াছিলেন! শাহ্‌-জাদা হোসেনের সহিত যুদ্ধের দিনও কোন বিরাট অলক্ষ্য শক্তির পীড়নে প্রবল দ্বাদশ সহস্র সৈন্য মুহূর্ত্ত কালও যুদ্ধ স্থলে সমবেত থাকিতে পারে নাই—ভয়ানক আসুরিক অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় তাহারা ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ও ভয়ে যে যে দিকে সুবিধা পাইয়াছিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল! সকলই বিধাতার বিধান—লীলাময়ের লীলা—আশ্চর্য্য কিছুই নাই! ইহা তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী দাসের প্রতি অনুগ্রহ মাত্র।

সেখানকার সর্দ্দারগণের এবং সাধারণ লোকদের পক্ষ হইতে 'জর্গা' উপ-ঢৌকন আসিল। আমি তাহাদিগকে কয়েক দিনের মধ্যে ২০০০ দুই হাজার সওয়ার ও ১০০০ এক হাজার মিলিশিয়া পদাতিক সৈন্য সমবেত করিয়া মীর বাবাজানের অধিনায়কতায় 'ফয়েজ আবাদে' প্রেরণ করিতে আদেশ করিলাম। এই অনুজ্ঞা যথাযথ প্রতিপালিত হইল। শাহজাদা হোসেন আমার যে বার্ত্তা বাহককে বন্দী করিয়াছিল, আমি তাহাকে এই সৈন্য দলের সহযাত্রী করিয়া দিলাম। এবার সে নিম্ন-লিখিত পত্র লইয়া চলিল। আমি ইহাতে লিখিলাম :—

"হে মুসলমানগণ! আমি আফগানদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই; কারণ তাহারা মুসলমান। আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থে বিধর্ম্মিদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। এই জন্য আমার আদেশ পালন করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর ইহাই খোদা ও রসুলের আজ্ঞা। আমরা সকলেই খোদা তা-লার দাস। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করা আমাদের সকলেরই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ও 'ফরজ'!"

আমি এই পত্রে স্বাক্ষর করিলাম—"জনৈক মুসলমান।" ভাবিলাম, এই সকল লোকেরা নিশ্চয়ই আমার সহিত আসিয়া যোগদান করিবে। এই পত্র খানা সমুদয় অধিবাসিদের উদ্দেশে ছিল। আমি সর্দ্দার ও মীর গণের নামে আরও এক খানা পত্র লিখিয়া মীর বাবার হাওলা করিয়া দিলাম। উহাতে এইরূপ লিখিলাম :—

"মীর শাহ্‌জাদা হোসেন! ফয়েজ আবাদের সর্দ্দারগণ এবং প্রজা সাধারণ! আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, তোমাদের দেশকে ইংরেজদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছি। যদি শান্তির সহিত এই কার্য্য সমাধা হয়, তবে খুব ভাল; নতুবা আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে।

তোমরা সকলে এই স্থানের মীর ও নেতা। এই জন্য মুসলমানের দেশ ফিরিঙ্গির হাতে যাইবে—ইহা কখনও হইতে পারে না,—প্রাণ থাকিতে এরূপ হইতে দেওয়া উচিত নহে। আমাদের রাজ্যের সহিত আমাদের সম্মান—পদমর্য্যাদা, শান্তি স্বচ্ছন্দতা ও দুর্ল্লভ গৌরব লুপ্ত হইবে, আর পৃথিবীর লোকেরা মনে করিবে, মীরগণের হৃদয়ে বুঝিবা কিছুমাত্র লজ্জা বা অভিমান বর্ত্তমান নাই! এই জনা তাহারা আপনাদের একতার অভাবে ও পরস্পর আত্ম-কলহে নিরত থাকিয়া নিজ নিজ রাজ্য ও ধর্ম্ম হারাইয়া বসিয়াছে!

হে মীরগণ! আমার পরামর্শ শুন। যদি তোমরা আমার কথা মান্য না কর, তবে আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য এই হইবে যে, আমি বিধর্ম্মিদিগের বিরুদ্ধে যেরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিব, সেইরূপ ধর্ম্মের বিরোধী মনে করিয়া ধর্ম্ম রক্ষার্থে তোমাদের সহিতও যুদ্ধ করিব। এখন এই দুই পথের যে কোন পথ অনুসরণ কর; অর্থাৎ হয় খোদা ও তাঁহার রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অ ছাল্লামের ধর্ম্মের সহায়তা কর,—নতুবা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও!"

আমার পত্র পাঠ করিয়া সর্দ্দারগণ ও সাধারণ লোকেরা তাহাদের মীরের নিকট গমন করিল এবং বলিল—"বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সর্দ্দার আবদুর রহমান খানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, আমাদের দেশকে বিধর্ম্মিদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করাই অধিকতর সঙ্গত কার্য্য। কিছুতেই আমাদের মাতৃভূমির উপর অন্য ধর্ম্মাবলম্বি-দিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া উচিত নহে। অতএব আপনি আবদুর রহ-মান খানের অধীনতা স্বীকার করুন।"

মীর বলিল—"আমি কাশ্মীরের শিখ জাতির বন্ধু। তৎস্থলে কি আমি এক জন মুসলমানের আনুগত্য স্বীকার করিব? তাহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইব? ইহা কখনও হইতে পারে না। আমি কাশ্মীরে চলিয়া যাইব।"

এই কথা শুনিয়া সর্দ্দারেরা বলিল,—"যদি আমরা পূর্ব্বে আপনাকে হিন্দুদের অনুগত বলিয়া জানিতে পারিতাম, তবে কখনও আপনাকে আমাদের মীর করি-তাম না। ভাল,—আপনি যত শীঘ্র সম্ভব কাশ্মীরে চলিয়া যাউন।" ফলতঃ সত্য সত্যই সেই নির্ব্বোধ 'চিত্রাল' ও 'লদাখের' পথে কাশ্মীর গমন করিল। সে নিজের পরিবারের স্ত্রী পুত্র দিগকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছু দিন গত না হইতেই সে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল; তাহার শিশু সন্তানদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় রহিল না! এ দিকে তাহার প্রজাবর্গ আমার অধীনতা স্বীকার করিল।

কয়েক দিন পর আমি 'কতাগানের' মীর সুলতান মোরাদকে পত্র লিখি-লাম—"আমি আফ্‌গানস্থানকে ইংরেজদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিবার মানসে আসিয়াছি। আপনি আমাকে আপনার রাজ্যের উপর দিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করুন এবং সৈন্য ও অর্থ দ্বারা আমার সাহায্য করুন।"

উত্তর আসিল :—

"ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার, কি তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট করিয়া আত্মরক্ষা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। এই জন্য কিছুতেই তোমাকে আমার রাজ্যের উপর দিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিলাম না।"

আমি ইহার উত্তর দিলাম :—"হতভাগ্য! তুমি কাফেরদিগের সহিত মিলিয়া গিয়াছ? আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থে তোমার সহিতও যুদ্ধ করিব।"

ইহাতে কিছুই ফল হইল না—তাহার মন কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না! অতঃপর আমি বল্‌খের সৈন্যদিগের নিকট নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে ১০০০ এক হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র লিখিলাম :—

"হে আফগানগণ! তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, আমি 'বল্‌খ' আসিতেছি; এ সময়ে আমার পথে 'রোস্‌তাকে' অবস্থান করিতেছি; কিন্তু আমি যখন আসিব, তখন তোমাদের মীর সুলতান মোরাদ তোমাদিগকে আমার সহিত মিলিত হইতে দিবে না!"

একটী লোককে ভিক্ষুকের বেশ পরাইয়া তাহার হস্তে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রগুলি প্রদান করিলাম। বলিয়া দিলাম, বল্‌খ প্রদেশে যত মস্‌জেদ—যত সড়ক, যত সৈনিক ছাউনী দেখিবে, তাহার স্থানে স্থানে এই সকল পত্র ফেলিয়া দিবে। আমার বিশ্বাস ছিল, এইরূপ ভাবে কাগজ পড়িয়া থাকিতে দেখিলে, লোকেরা উহা পড়িয়া দেখিবে এবং মীর সুলতানের প্রতি সন্দেহ পূর্ণ নয়নে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

এখন বদখশানের কথা বলিব। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, আমার খুল্লতাত ভ্রাতা সর্দ্দার সরওয়ার খান ও সর্দ্দার ইস্‌হাক খানকে সফরের খরচ, ৬০ ষাটটী বন্দুক, ১২০০০ বার হাজার কার্ত্তুস প্রদান করিয়াছিলাম এবং তুর্কম্যানদিগের নামে কতকগুলি পত্র লিখিয়া তাহাদের নিকট দিয়া, উহাদিগকে সমরকন্দ হইতে তুর্কিস্তান যাইতে উপদেশ দিয়াছিলাম।

এস্থলে গোলাম হায়দর খান নামক 'ওরদক' সম্প্রদারের একটী লোকের সম্বন্ধেও লেখা বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যক্তি আমির শের আলী খানের সৈন্য দলে কার্য্য করিয়া কর্ণেল পদে উন্নীত হয়। সর্দ্দার ইয়াকুব খান আমির হইলে সে এই পদেই কার্য্য করিতে থাকে; কিন্তু যখন ইয়াকুব খান সার লুই কেভেনারি সাহেবকে ইংরেজদিগের পক্ষে কাবুলে রেসিডেণ্ট রাখিতে সম্মত হন, তখন

তিনি গোলাম হায়দর খানকে বল্খের গভর্ণর জেনেরল ও ভাইস্রয় পদে নিযুক্ত করেন। এই গোলাম হায়দর তাহার উপরোক্ত নূতন পদের ক্ষমতাবলে 'কজল্বাশ' সম্প্রদায়ের কাদের খান নামক এক ব্যক্তিকে 'শবরগানের', গোলাম মগজদ্দিন খান নাসেরিকে 'স াপুলে'র, মোহাম্মদ সরওয়ার খানকে 'আক্চার' গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে।

যখন আমার খুল্লতাত ভ্রাতা সরওয়ার খান ও ইস্হাক খান এবং আবদুল কুদ্দুস খান তুর্কিস্তানে উপস্থিত হয়, তখন গোলাম হায়দর খান সেখানকার লোকদের অজ্ঞাতে চুপি চুপি তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিবার জন্য দুই তিন হাজার 'কজল্বাশ' সওয়ার প্রেরণ করিল। আমার ভ্রাতাগণ উপযুক্ত সময়েই এই সংবাদ অবগত হইল। তাহাদের যুদ্ধ করিবার শক্তি ছিল না, এই জন্য বল্খের পথ ছাড়িয়া 'শবরগানের' দিকে যাত্রা করিল এবং সেখানকার গবর্ণরকে তাহাদের আগমন সংবাদ জানাইল। এই গভর্ণরও 'কজলবাশ' সম্প্রদায়ের লোক। খুব সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি তাহাদিগকে সাহায্য করিবার কিছু আশা দিয়াছিল! তাহারা যখন শবরগান পৌছিল, তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। তখনই সরওয়ার খান নগরের ভিতর গিয়া গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রকাশ করিল। তাহার ভ্রাতাগণ তাহাকে এইরূপ অপরিণামদর্শিতার কার্য্য করিতে পুনঃ পুনঃ বারণ করিল এবং বুঝাইয়া শুনাইয়া তাহার মত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সরওয়ার খান 'খোস্ত' নিবাসী শরবত আলী নামক জনৈক ভৃত্যের পরামর্শ মত বলিল,—"আমাকে কেল্লায় যাইতে দাও; নতুবা আমি তোমাদের উপর গুলি চালাইব।" অতঃপর সে তাহার উপরোক্ত ভৃত্যটীকে সঙ্গে লইয়া একাকী কেল্লার দিকে রওয়ানা হইল।

সরওয়ার নগর দ্বারে পৌছিয়া উহা খুলিয়া দিবার জন্য দরজায় ঘা মারিতে লাগিল। পাহারা ওয়ালাগণ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে তোমরা? কি উদ্দেশ্যে দরজায় ঘা মারিতেছ?"

বাহির হইতে সে জবাব দিল—"আমরা জেনেরল গোলাম হায়দর খানের নিকট হইতে আসিয়াছি; তিনি এই নগরের গভর্ণরের নামে পত্র দিয়াছেন,—উহাই লইয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়াই তাহারা অবিলম্বে দরওয়াজা খুলিয়া দিল। সে নগরের ভিতর প্রবেশ করিলে পাহারা ওয়ালাগণ সরওয়ার খানকে চিনিয়া ফেলিল এবং বলিল, "আপনার এই নগরে আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?" তাহার বক্তব্য শুনিয়া উহারা বলিল,—"আপনি শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাউন, নতুবা গভর্ণর আপনাকে বন্দী করিয়া ফেলিবে। কাল সৈন্য লইয়া আসিবেন; আমরা আপনাদের বশ্যতা স্বীকার করিব। শহরের অন্যান্য লোকেরাও আমাদের অনু-বর্ত্তী হইবে।"

আমি বদখশান অধিকার করিয়াছি বলিয়া সরওয়ার খান অবগত হইয়া-ছিল। সে শাস্ত্রীদের কোন কথা শুনিল না, তাহাদের কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। বরং বলিল,—"গভর্ণর নিজে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন; আমাকে দেখিবা মাত্র পদ চুম্বন করিবেন—আমার বশ্যতা স্বীকার করিবেন।" স্থূল কথা সে সোজাসুজি গভর্ণরের নিকট চলিয়া গেল এবং উপস্থিত হইবামাত্র গভর্ণর তাহার হাত পা বাঁধিয়া এক জন কর্ণেল ও তদীয় অশ্বারোহী সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে গুপ্ত ভাবে 'দস্ত আরজনার' পথে "মাজার শরিফে" গোলাম হায়দর খানের নিকট পাঠাইয়া দিল। সূর্য্যোদয়ের অল্প পূর্ব্বে সেই দুর্ভাগ্য বন্দীকে লইয়া উহারা 'দাহ্‌দাদি' উপস্থিত হইল! এই সংবাদ জ্ঞাপন জন্য গোলাম হায়দর খানের নিকটও এক জন লোক প্রেরিত হইল।

গোলাম হায়দর স্বীয় অধীনস্থ সর্দ্দার ও পরামর্শদাতাদিগকে লইয়া মন্ত্রণায় বসিয়া গেল। অবশেষে স্থির হইল—সরওয়ার খানকে আর কিছুতেই এই পৃথিবীতে রাখা উচিত নহে। তাহার 'শবরগান' আগমনের সংবাদ পাইলে হয় ত পাহাড়ী লোকেরা ও উজবকেরা বিদ্রোহী হইতে পারে। অতএব ত্বরায় তাহাকে এই পৃথিবী হইতে অপসারিত করা হউক।"

এই নির্দ্ধারণ অনুসারে গোলাম হায়দর স্বীয় উজির 'রেজওয়ান' ও গোলাম মায়াজদ্দীন নামক জনৈক সভাসদ্‌কে সর্দ্দারের প্রাণ বিনাশের জন্য নিযুক্ত করিল। এই দুই ব্যক্তি যথাসময়ে তাহার আদেশ পালন করিল। 'দাহ্‌দাদির' একটা দেয়ালের নীচে সরওয়ারের লাসটী সমাহিত করিল এবং তাহার মস্তক চ্ছেদন করিয়া গোলাম হায়দরকে দেখাইবার জন্য লইয়া গেল।

সেদিকে আবদুল কদ্দুস খান ও ইস্‌হাক খান স্বীয় ভ্রাতার কোন খবর না

পাইয়া 'ময়মনা' চলিয়া গেল। সেখানকার "ওয়ালি" (শাসনকর্ত্তা) দেলাওর খান তাহাদিগকে বন্দী করিয়া গোলাম হায়দরের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য স্বীয় তুর্কম্যান প্রজাদের মধ্যে আদেশ প্রচার করিল। প্রজাগণ ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জানাইল—"ইঁহারা আবদুর রহমান খানের ভাই। আমরা তাহাদের জন্য প্রাণ দিতেও সঙ্কুচিত হইব না।" ইহা বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত থাকিল না—২০০০ দুই হাজার পরিবার উক্ত দুই ভ্রাতার সহিত আসিয়া মিলিত হইল; কিন্তু গভর্ণর তাহাদিগকে বন্দী করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক ও চেষ্টিত ছিল। এখানে সহজে মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ছলনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে হিরাতে পাঠাইয়া দিল। তখন সেখানে মোহাম্মদ আইয়ুব খান অবস্থান করিতেছিল। বলা বাহুল্য, সেও তাহাদিগকে বন্দী করিবার চেষ্টায় ছিল।

গোলাম হায়দর সরওয়ার খানের মস্তক প্রাপ্ত হইয়া সুলতান মোরাদকে লিখিয়া জানাইল—"সৈন্যগণ সরওয়ার খানকে বধ করিয়াছে এবং আশা আছে যে, আবদুর রহমান খানকেও অচিরেই এই দশাপন্ন করা যাইবে—অথবা তাহাকে বন্দী করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করা হইবে।" কিন্তু সুলতান মোরাদ উত্তর লিখিলেন,—"আবদুর রহমান খান পর্য্যন্ত তুমি পৌছিতে পারিবে না; কারণ সে এখন বদখশানে অবস্থান করিতেছে।"

পাঠকগণের স্মরণ থাকিয়া থাকিবে যে, আমি 'মীর বাবাকে' ফয়েজ আবাদে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিছু দিন পর আমি তাহাকে পত্র লিখিলাম—"তুমি সসৈন্য রোসতাকে ফিরিয়া আইস। আমি উভয় সৈন্য লইয়া কতাগানের মীরদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ যাত্রা করিব; কারণ তাহাদের এমন অভিলাষ নাই যে, মুসলমান জাতি পৃথিবীতে উন্নতি করে,—পৃথিবীতে তাহাদের প্রাধান্য বজায় থাকে! ইহাদের স্বজাতিদ্রোহিতায় মুসলমান শক্তি ক্রমশঃ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে!"

মীর বাবা উত্তর লিখিল—"আমার বিবেচনায় আপনি যদি এখন ফয়েজ আবাদে তশরিফ আনয়ন করেন, তবে বড়ই ভাল হয়। তাহা হইলে এখানকার লোকেরা আপনাকে স্বচক্ষে দেখিতে পারিবে। ইহার পর কতাগান চলিয়া যাইবেন।"

আমি সেই সময়েই রওয়ানা হইলাম। মীর মোহাম্মদ ওমর (ইহাকে

আমি রোসতাকের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলাম), কয়েক জন সর্দ্দার ও দুই হাজার সওয়ার আমার সঙ্গে চলিল। "আরগু" নামক স্থানে পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য শিবির সন্নিবেশিত করা হইল। সেই দিন রাত্রিকালে আমার চা' পান করাইবার ভৃত্য আসিয়া আমাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া বলিল,—"একটী অর্দ্ধ উলঙ্গ লোক—বোধ হয় উন্মত্ত—সে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে।" আমি তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিবার নিমিত্ত অনুমতি দান করিলাম। সেই পাগলবেশী লোকটী আমাকে এক খানি পত্র প্রদান করিল। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল ঃ—

"আমি এই পত্র লেখক এক জন আফগান সওদাগর; শুনিতে পাইলাম, মীর বাবা খান বদখ্শানের কতিপয় সর্দ্দার ও স্বীয় উজিরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে যে, আপনাকে বন্দী করিয়া ইংরেজদিগের নিকট প্রেরণ করিবে; কারণ ইহা সম্পাদন করিতে পারিলে ভবিষ্যতে বদখ্শানের শাসন ক্ষমতা তাহার নিজের ও পুত্র পৌত্রাদি উত্তরাধিকারী ক্রমে—তাহারই বংশীয়-দের হস্তগত থাকিয়া যাইবে। খোদার নামে অনুরোধ—আপনি ফয়েজ আবাদে আসিবেন না।"

সেই রাত্রিটী বড়ই অস্থির চিত্তে অতিবাহিত করিলাম। সারা রাত্রি কেবল ছটফট্ করিয়া, নানা রূপে প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিয়া কাটাইলাম। প্রাতঃকালে মোহাম্মদ ওমর ও রোস্তাকের অন্যান্য সর্দ্দার দিগকে ডাকাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। সকলেই পত্র পাঠ করিয়া বলিল,—"মীর বাবা যেরূপ অকৃতজ্ঞ ও কাপুরুষ, তাহাতে এই সওদাগর যাহা লিখিয়াছে, তাহা সত্য হওয়া বিচিত্র নহে।" মোহাম্মদ ওমর বলিল, "আমার সহিত মীর বাবার বহু কালের শত্রুতা; সুতরাং আমি আর ফয়েজ আবাদে যাইব না।"

আমি বলিলাম—"যদি তুমি ফিরিয়া যাইতে চাহ, তবে চলিয়া যাও। আমি সম্মুখেই অগ্রসর হইব। মীরের দ্বারা আমার কোন ভয় নাই।" পরন্তু তাহাকে তদীয় সমুদয় সওয়ার সহ রোস্তাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উহা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনুমতি দান করিলাম। সে চলিয়া গেল। সর্দ্দার আবদুল্লা খানকেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইয়া দিলাম। উদ্দেশ্য সে তাহার কার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবে এবং সেখানকার অবস্থা আমাকে

লিখিয়া জানাইবে। অতঃপর খোদার উপর ভরসা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কয়েক মাইল চলিবার পর আমরা 'রজ্‌গান' নামক একটা পাহাড়ের উপর পৌঁছিলাম। এখান হইতে দেখিতে পাইলাম, মীর বাবার অধিনায়কতায় আমাদের দিকে ৬০০০ ছয় হাজার সওয়ার আসিতেছে! আমার সওয়ারদিগকে দাঁড়াইতে আদেশ করিয়া বলিলাম, "আমি সম্মুখে অগ্রসর হইতেছি; যদি তোমরা এই সৈন্যদিগকে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিতে পাও, তবে গুলি চালাইবে।"

এই কথা বলিয়াই আমি দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিলাম, সম্মুখ দিক হইতে আগত সৈন্য শ্রেণী আমার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করিল। আমার সওয়ারদিগকে ত্বরায় আসিয়া মিলিত হইবার জন্য সঙ্কেত করিলাম। তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া যোগদান করিল।

আমি ফয়েজ আবাদের সওয়ারদের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম। কথা প্রসঙ্গে বলিলাম, "আমি শুনিয়াছি, তোমরা নাকি খুব ভাল 'সওয়ার'। আমার ইচ্ছা তোমরা ঘোড়া দৌড়াইয়া আমাকে দেখাও।"

এই কথা শুনিয়া তাহারা ঘোড়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন আমার সওয়ারদিগকে "পুস্ত" ভাষায় বলিলাম—"তোমরা মীরকে ঘেরিয়া লও।" অতঃপর এই ভাবে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম; মীরও আমার সৈন্যের বেষ্টনী মধ্যে রহিল।

'ফয়েজ আবাদে' পৌঁছিয়া আমার সঙ্গীদিগকে কেল্লা অধিকার করিতে আদেশ করিলাম। ত্রিশ জন অশ্বারোহী সৈন্যকে দরজায় পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা গেল। তিন দিন পর মীর বাবার নামে কেল্লায় গোলাম হায়দর খানের এক খানা পত্র আসিল। তাহাতে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে—"এখনও পর্য্যন্ত কেন আবদুর রহমান খানকে বন্দী করিয়া পাঠাও নাই?" এই সময়েই খেলাৎ, চারিটী অশ্ব ও স্বর্ণ মণ্ডিত সাজ প্রভৃতি উপঢৌকন সহ বোখারা পতিরও এক খানা পত্র আসিয়া পৌঁছিল। ইহাতে বোখারাপতি এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—"জেনারেল গোলাম হায়দর খান আমার একান্ত হিতৈষী; তিনি এই রাজ্যটি আমাকে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া-

ছেন। অতএব আবদুর রহমান খানকে তোমার শীঘ্র শীঘ্র বন্দী করিয়া ফেলা উচিত।" নরপতি প্রবর আরও লিখিয়াছিলেন, "আবদুর রহমান্ খান রুস্ রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। যদি কেহ তাহাকে বধ করিতে পারে, তবে এজন্য হত্যাকারীকে কোন প্রকার দণ্ড দান করা হইবে না!"

মীর বাবার খোদাতা-লার প্রতি বিশ্বাস বা ভয় একটু মাত্র ছিল না। সে কেবল ধনবান লোক ও তাহাদের ঐশ্বর্য্যের উপাসক ছিল; সুতরাং গোপনে গোপনে বদখশান বাসী দিগকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল।

এক দিন সে আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"আজ কাল খুব 'তিংর' পড়িতেছে, চলুন এক দিন শিকার খেলিয়া আসা হউক।" আমি সম্মতি দান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি যে সৈন্যদের যাওয়ার কথা বলিয়াছিলে, তাহারা কত দিন মধ্যে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইবে?" সে বলিল, "২০০০০ বিশ হাজার আশরফি আমাকে প্রদান করুন; আমি লোকদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া সম্মত করিব।" আমি বলিলাম, "আমি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সঞ্চয় করিতেছি। আমার এমন ইচ্ছা কখনও নাই যে, উৎকোচ প্রদান করিয়া আমার সৈন্য দলে সওয়ার লইব। বিশেষতঃ এখন আমার নিকট দশ হাজার 'কতাগানী' ও দশ হাজার 'রোসতাকী' সিপাহী আছে এবং আশা আঁছে, কাবুল পৌঁছিবামাত্র আরও লক্ষ লক্ষ আফগান আসিয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইবে।" প্রকৃত কথা এই, সেই নির্ব্বোধ মীর মনে করিয়াছিল, আমার নিকট যে বাক্সগুলি ছিল, তাহা আশরফি পূর্ণ! কিন্তু তখন আমার নিকট মাত্র এক হাজার আশরফি ছিল; আর সেই বাক্সগুলি কার্ত্তুস পূর্ণ ছিল!

আমরা শিকারের সমুদয় আয়োজন ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি; এমন সময় বদখশানের কয়েকজন লোক আমাকে সতর্ক করিবার জন্য সংবাদ দিল যে, 'মীর আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। সে স্বীয় উজির ও অধীনস্থ সর্দ্দারদের সহিত পরামর্শ করিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে, আপনাকে বন্দী করিয়া আগামী কল্য বধ করিবে!'

এই কথা শুনিয়াই আমি ত্রিশ জন সওয়ারকে আমার সঙ্গে শিকারে যাইতে

আদেশ করিলাম। তাহাদিগকে বলিয়া রাখিলাম, "মীর বাবাকে চোখে চোখে রাখিতে হইবে; গুলি চালাইবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে তৈয়ার থাকিতে হইবে; কিন্তু আমি যে সময় পর্য্যন্ত আমার বন্দুক দ্বারা মীরের দিকে লক্ষ্য না করিব, সে পর্য্যন্ত তোমরা গুলি চালাইতে প্রবৃত্ত হইও না।" এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়াই আমি মীরের সঙ্গে পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিলাম।

পর্ব্বতের নিম্নে পৌছিয়া দেখিলাম, আমাদের সহিত আরও ৫০০ পাঁচ শত সওয়ার আসিয়া মিলিত হইল। মীরের পরিচারকেরা পর্য্যন্ত সে দিন যেন যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল!

মীর বাবা আমার বাম পার্শ্ব দিয়া চলিতেছিল; 'তিতর' না পাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "মীর! বদখশান হইতে রওয়ানা হইবার কালে শুনিয়াছিলাম, তুমি আমাকে বন্দী করিয়া ইংরেজদের নিকট পাঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছ এবং এইরূপে তাহাদের কার্য্য করিয়া তুমি পুরস্কার লাভ করিবে—তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছ বলিয়া আনন্দিত হইবে! যদি একথা বাস্তবিক পক্ষে সত্যই হইয়া থাকে, তবে আর গৌণ করিও না; এখনকার ন্যায় মহা সুযোগ আর পাইবে না!" ইহা বলিয়াই আমার বন্দুকটী মীরের বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া ধরিলাম। তন্মুহূর্ত্তে আমার বিশ জন সঙ্গীও তাহার সহচরদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িবার উপক্রম করিল। ইহাতে তাহারা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমাদিগকে মারিও না, আমাদিগকে মারিও না; আমরা মীরের দলভুক্ত নহি। তোমরাই ত তাহাকে আমাদের সর্দ্দার রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলে!" মীর বাবার সহিত তাহাদের এই প্রকার সম্বন্ধের পরিচয় পাইয়া আমি আর অধিক কিছু করিলাম না। আমরা কেল্লায় প্রত্যাগমন করিলাম।

আমি তিন দিন পর 'ঈশান আজিজ' নামক রোসতাকের এক জন সর্দ্দার দ্বারা মীর বাবাকে সেই দিনকার বৈকালিক খানা আমার সহিত খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। মীর বাবা যথাসময়ে আসিল; কিন্তু ৩০০ তিন শত সশস্ত্র লোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। আমার প্রহরী সৈন্যগণ তাহাদিগকে কেল্লায় প্রবেশ করিতে দিল না। তাহারা মীরকে বলিল—"এত লোককে ভিতরে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে কেবল মাত্র ত্রিশ জন লোক সঙ্গে লইয়া যাইতে পার।" ইহাতে মীর ভয়ঙ্কর কোপাবিষ্ট হইয়া আফ-

গান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া গালাগালি প্রদান করিতে লাগিল; তাহার সওয়ার দিগকে বল পূর্ব্বক কেল্লা দখল করিতে হুকুম দিল। বিগল্ বাদকদিগকে বলিল—"অবিলম্বে গুলি চালাইবার সঙ্কেত করিয়া বিগল বাজাও।" অতঃপর তাহারা সবলে কেল্লার প্রথম দরজা অধিকার করিয়া ফেলিল। আমার প্রহরী সেনাগণ তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে হটিয়া ভিতরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এক জন ভৃত্য দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিল—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আমরা একেবারে মারা পড়িয়াছি!"

আমি তখন একটা ঢিলা পিরাণ পরিয়া খোলা কোমরে বসিয়া রহিয়াছিলাম; কিন্তু পকেটে একটা সাত নলা তমথ্‌চা ছিল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং আমার লোকদিগকে লইয়া দরজায় গমন করিলাম। দেখিলাম—৫০০০ হাজার লোক অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাহিরে সমবেত! আমার ভৃত্যদিগকে বলিলাম, "এত অধিক সংখ্যক লোকের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব। আমি একা বাহিরে গিয়া শত্রুদের ভিড়ে মিশিয়া পড়িতেছি; তাহা হইলে লোকেরা আমাকে হঠাৎ চিনিতে পারিবে না। যদি পরিচয়ের পূর্ব্বে মীরের গলা আমার হাতে আসে, তবে বুঝিও আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি। নতুবা যদি আমি মারা যাই, তবে এখন তোমাদিগকে খোদার নিকট সঁপিতেছি—ইচ্ছা হয় যুদ্ধ করিবে—কিম্বা তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিবে।" ইহা বলিয়াই আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। তমথ্‌চাটী ওভার কোটের আস্তিনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম।

সৌভাগ্য বশতঃ কেহই আমাকে চিনিতে পারিল না; আমি সকলের মধ্য দিয়া মীরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং পশ্চাদ্দিক হইতে অকস্মাৎ সজোরে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া তমথ্‌চাটী তাহার কপোল দেশে স্থাপন করিলাম এবং রোষভরে গর্জ্জন করিয়া বলিলাম,—"এখন তুমি কি বলিতে চাও? তোমার নিকট সেই আফ্‌গান উপস্থিত—যাহাদিগকে গালাগালি দিয়াছিলে! শীঘ্র তরবারী ফেলিয়া দাও; নতুবা এই আমি গুলি ছুড়িলাম।" মীর বাবা চীৎকার করিয়া উঠিল এবং কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—"তমথ্‌চা সরাইয়া লউন, তমথ্‌চা সরাইয়া লউন—আমি তলওয়ার ফেলিয়া দিব!" কিন্তু আমি তাহার গলদেশ আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া মুড়িতে লাগিলাম। এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে সে তলওয়ার ফেলিয়া দিল।

তৎপর বলিলাম—"তোমার লোকদিগকে কেল্লা হইতে বাহির হইয়া আসিতে হুকুম দাও।" সে তাহাই করিল। তখন আমার লোকদিগকে পুস্ত ভাষায় বলিলাম—"কেল্লার বাহিরের দরজা অধিকার করিয়া লও।" আমি মীরকে বলিলাম—"আমি ত তোমাকে বন্ধুভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তুমি কেন এই রূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিলে?" তৎপর বদখ্শানের লোকদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিলাম—"তোমরা কি আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে—না এই অধম কাপুরুষ মীরের—এখন যাহার হাত পর্য্যন্ত হেলাইবার শক্তি নাই—তাহার জন্য যুদ্ধ করিবে?" লোকেরা তাহাদের মীরের এই প্রকার দুর্গতি ও তাহাকে প্রায় মরণাপন্ন দেখিয়া বলিল,—"আপনার পক্ষে থাকিব।" এই কথা শুনিয়াই আমি তাহাদিগকে স্ব স্ব বাটীতে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলাম। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর দশ জন সওয়ার সহ মীরকে তাহার বাটিতে লইয়া গেলাম এবং তাহার পত্নী ও শিশু সন্তানদিগকে ডাকিয়া বলিলাম, "আমি আজ তোমাদের অতিথি; আমাকে 'খানা' খাওয়াও।"

পর দিন প্রাতে কেল্লায় ফিরিয়া আসিলাম। আমার আশ্চর্য্য রূপে জীবন ধারণ ও ভীষণ বিপদ হইতে অক্ষত শরীরে উদ্ধার পাওয়ার জন্য খোদাতা-লার দরগায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম এবং খুব নিশ্চিন্ত চিত্তে ও শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে দীর্ঘ বিশ্রাম লাভ করিলাম।

এস্থলে ইহা লেখা প্রয়োজন যে, মীর বাবা ও মীর মোহাম্মদ ওমরের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর শত্রুতা বর্ত্তমান ছিল। আমি ইহাদের বিবাদ মীমাংসা ও বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম; শেষে এই বিষয়ে সফল মনোরথও হইলাম। মীর মোহাম্মদ ওমর চারি সহস্র সওয়ার লইয়া ফয়েজ আবাদে আগমন করিল এবং নগরের বাহিরে 'যুজন' নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। আমি তাহাদের এক খানা পত্র পাইলাম। তাহাতে তাহারা এই মিলনোপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন জন্য পরস্পর খেলাৎ প্রদান করিতে বাসনা প্রকাশ করিয়াছে এবং এই উৎসবে আমাকে যোগদান করিবার জন্যও নিমন্ত্রণ করিয়াছে।

আমি তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম; যথাসময়ে উৎসব ক্ষেত্রে গিয়াও উপস্থিত হইলাম এবং উভয় মীরের মধ্যস্থলে উপবেশন করিলাম।

আমার সম্মুখে চিনির একটা বড় টুকরা ও মিঠাই পূর্ণ বাসনগুলি ছিল। যখন তাহারা একে অপরের খেলাৎ পরিধান করিল ও বন্ধুত্ব-সূচক সন্ধি হইয়া গেল, তখন মীর বাবা আমার সহিত ব্যঙ্গ করিয়া বলিল - "এখন আমরা দুই ভ্রাতা মিলিয়া গিয়াছি; এই জন্যই কি চিনির টুকরাটী বিভাগ করিতেছেন? আমরাই ত ইহা বিভাগ করিয়া লইতে পারি!" এই কথা বলিতেই বুঝিয়া ফেলিলাম, ইহা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে! আমি বলিলাম, "তোমা-দেরই পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হইবে!" অতঃপর চিনির টুকরাটী উঠাইয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম।

ইহার কয়েক ঘণ্টা পর আমি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় হইলাম; কিন্তু আমার মনে চিন্তা জন্মিয়া গেল যে, ইহারা হয় ত এবার আমার বিরুদ্ধে আরও ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়া বসিবে! আমি প্রত্যহ তাহাদিগকে সেখান হইতে রও-য়ানা হইবার জন্য দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহারা ক্রমাগত কোন না কোন ছলনা করিয়া সেখানে থাকিতে লাগিল।

এই সময়ে আমি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিঠি (রোক্কা) বলখের বহু স্থানে বিত-রণ করিয়াছিলাম, তাহা সৈনিক অফিসারেরা দেখিতে পাইয়াছিল। উহারা গোলাম হায়দরকে লিখিয়া জানাইল, "আমরা মীর সুলতান মোরাদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতেছি; কারণ তিনি ইংরেজদিগের বন্ধু।" এই পত্র পাইয়া গোলাম হায়দর ভাবিল, মীর সুলতান মোরাদের রাজ্য অধিকার করিবার এই ত এক মহা সুযোগ উপস্থিত! এতদ্ভিন্ন সে আরও মনে করিল, আবদুর রহমান সুলতান মোরাদের রাজ্যের নিকটে আছে, এ সময়ে সেদিকে সৈন্য প্রেরণ করিলে, নিশ্চিত তাহার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হইয়াছে ভাবিয়া সে ভীত হইয়া যাইবে এবং বদখ্শানের লোকেরাও ইহা দেখিতে পাইয়া নিশ্চয়ই তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবে! এই আশায় সে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঁচটী পল্টন, বার শত সওয়ার ও পাঁচ বেটারী তোপ সহ সুলতান মোরাদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিল।

এই সৈন্যদল 'তালকান' পৌছিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে আরম্ভ করিল, "মীরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে হইবে; কারণ সে আমাদিগকে আবদুর

রহমান খানের সহিত মিলিত হইয়া জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) করিতে অনুমতি দান করে নাই।"

সুলতান মোরাদ এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া মীর বাবা ও মোহাম্মদ ওমরকে পত্র লিখিল—"আবদুর্ রহমান খানকে বেশী সঙ্গে রাখিও না; নতুবা সৈন্যদল এক দিন আমার ন্যায় তোমাদের উপরও প্রতিশোধ লইতে ছাড়িবে না।"

আমি এই পত্র প্রেরণের কথা কিছুমাত্র অবগত ছিলাম না। আমার নিকট তাহার আর এক খানা পত্র আসিল। তাহাতে তিনি আমাকে 'কত্তাগান' যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—"আপনার পদ চুম্বন করিয়া ধন্য হইবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছি।" এই পত্র পাইয়া আমি সাতিশয় বিস্মিত হইলাম; কারণ পূর্ব্বোক্ত পত্রের কথা আমি একেবারেই জানিতাম না। ভাবিলাম, মীর সুলতান প্রথমে আমার সহিত সম্মিলিত হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; কি আশ্চর্য্য, এখন একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছেন! আমায় সাদরে আহ্বান করিয়াছেন, নিমন্ত্রণ করিয়াছেন! পত্রবাহক দেখিল, আমার সন্দেহ জন্মিয়া গিয়াছে, সুতরাং সে উপরোক্ত সমুদয় ঘটনা বর্ণন করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "কাল রওয়ানা হওয়া যাইবে।"

মোহাম্মদ ওমর আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল; কিন্তু মীর বাবা বলিল, "আমি কিছু পরে আসিতেছি।" আমি তাহাকে আদেশ করিলাম, 'যে পঞ্চাশ জন আফ্গানকে আমি কারামুক্ত করিয়াছি, সে যেন তাহাদিগকে পঞ্চাশটী বন্দুক, জিন ও লাগামাদিতে সজ্জিত পঞ্চাশটী অশ্ব প্রদান করিয়া নিজের সঙ্গে লইয়া আইসে।'

দুই দিন পর রওয়ানা হইলাম এবং বদখ্শানের অন্তর্গত কশম্ নামক শহরের পথে 'কেল্লা জফর' নামক একটা পুরাতন কেল্লায় থাকিলাম। মীর সুলতানের পত্রবাহক জেদ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য বলিতে লাগিল। আমি অস্বীকার করিয়া বলিলাম, "যে পর্য্যন্ত মীর বাবা ও 'রোস্তাকের' অশ্বারোহী সৈন্যদল আসিয়া মিলিত না হয়, আমি অগ্রসর হইতে পারিব না।" এরূপ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল, এমন গৌণ করিব যে, মীর সুলতান আমাকে আট্কাইয়া রাখিবার উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হয়!

ছয় দিন পর সংবাদ আসিল, বল্খের সৈন্যদল কর্ত্তৃক সুলতান মোরাদ

পরাজিত হইয়াছেন এবং সপরিবারে কোলাবের ভূতপূর্ব্ব মীরকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন! শীঘ্রই জানিতে পারিলাম, তাহারা আমাদের দিকেই পলাইয়া আসিতেছেন এবং খুব নিকটেও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন! ইহা শুনিয়াই আমি আবদুল্লা খানকে চল্লিশ জন সওয়ার সহ আমার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলাম।

উহারা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, "আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট করিব না। যদি তোমরা বিশ্বস্ততার সহিত আমার কার্য্য কর, তবে আমি যথাসাধ্য তোমাদের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিব।"

সুলতান মোরাদের সহিত অঙ্গীকার করিয়া বলিলাম, "যদি কখনও আমি রাজত্ব প্রাপ্ত হই, তবে তখন তোমাকে কতাগানের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিব।" আবদুল্লা খানকে ছয় শত সওয়ার সহ মীরের সঙ্গে 'তালকান' প্রেরণ করিলাম। উদ্দেশ্য, সে আমার পক্ষ হইতে সেখানকার লোকদিগকে সান্ত্বনা দান করিবে। ইহার পর আমিও শীঘ্র শীঘ্র রওয়ানা হইয়া দুই দিন মধ্যে 'তাল্‌কান' পৌঁছিলাম।

---

# সপ্তম অধ্যায়

## আমার সিংহাসনারোহণ।

( ১৮৮০ খৃঃ অব্দ )

যে সময় এদিকে এই সকল ঘটনা হইতেছে, তখন গোলাম হায়দর খান বল্খের সৈন্য দলের অর্দ্ধাংশের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল; সর্দ্দার সরওয়ার খানকে বধ করায় এই সৈন্য দল বিদ্রোহী হইয়াছিল। গোলাম হায়দর খান তিন বেটালিয়ন গোলন্দাজ, তিন সহস্র সওয়ার ও এক সহস্র মিলিশিয়া পদাতিক সহ 'তথ্‌তাপুলে' গিয়াছিল; কারণ বিদ্রোহীরা সেখানকার কেল্লায় আশ্রয় লইয়াছিল। এই কেল্লা আমার পিতা ও পিতামহ দোস্ত মোহাম্মদ খান পাঁচ বৎসরে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আমার এখনও স্মরণ আছে যে, যখন আমি দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক ছিলাম, তখন প্রায়ই এই কেল্লার কথা বার্ত্তা শুনিতে পাইতাম। এখন আমার বয়স ৪৩ তেতাল্লিশ বৎসর; কিন্তু সেই কথা আজও আমার এত স্মরণ আছে যে, বোধ হয় যেন কাল এই সব কথা বার্ত্তা হইয়া গিয়াছে!

কাবুলের রাজ পরিবারের আত্মরক্ষার জন্য এই কেল্লা নির্ম্মাণ করা হয়; যদি কোন সময় এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হয় যে, কাবুল নগর আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং কোন বিদেশীয় শক্তির কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়, তবে তখন ইহাতে আশ্রয় লওয়া হইবে। এই কারণ বশতঃ ইহা খুব উৎকৃষ্ট ও মজবুত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

গোলাম হায়দর এই কেল্লার বাহিরে পৌঁছিয়া বিদ্রোহীদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল; কিন্তু কেহই কাহাকেও হটাইতে পারিল না। অতঃপর বিদ্রোহিগণ গোলাম হায়দরের সঙ্গীয় সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমরা বিদ্রোহী নহি; গোলাম হায়দর ও 'কজল বাশেরা' তোমাদের ও আমাদের বাদশাহের পুত্রকে 'দাহ্‌দাদি' নামক স্থানে হত্যা করিয়াছে; আমরা এই জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছি।

ভ্রাতৃগণ! আমাদিগকে নিজ বাদশাহের পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষা ও তাহাদের সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে কি?"

এই কথা শুনিয়াই গোলাম হায়দরের সৈন্যগণ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিল এবং তাহার ও 'কজলবাশ'দের উপর আক্রমণ করিল। হঠাৎ মহা বিপদ উপস্থিত দেখিয়া গোলাম হায়দর দুই শত শরীর রক্ষক সহ 'মাজার শরিফ'এর দিকে পলায়ন করিল; কিন্তু ইহাতেই সে নিস্তার পাইল না। সৈন্যগণ অনবরত তাহার এতই অনুসরণ করিতে লাগিল যে, শেষে সে জৈহুন নদী ও 'আব্ দু' পাস নামক পার্ব্বত্য দরি পথ অতিক্রম করিয়া বোখারায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। সে নিজের সমুদয় ধন রত্ন ও স্ত্রী পুত্র দিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিল। সৈন্যেরা তাহার ও কজলবাশদের সমুদয় মালামাল লুণ্ঠন করিল—তাহার পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। বিদ্রোহিগণ আমার দুই জন অফিসারকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের আপন অফিসার রূপে নিযুক্ত করিল।

'তাশ্ করগান', 'কতাগান', 'শবরগান', 'সরপুল' ও 'আক্‌চা'র সৈন্যেরাও শীঘ্রই এই সকল ঘটনার কথা শুনিতে পাইল এবং গোলাম হায়দরের নিয়োজিত অফিসারদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিল। এই কালেই আমি ছয় হাজার রোস্তাকী, দুই হাজার কশ্মী সওয়ার সহ 'তাল্‌কান' পৌঁছিয়াছিলাম।

যখন গোলাম হায়দরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহার জেনারেলদিগের উপর 'কুন্দুজের' সৈন্যেরা আক্রমণ করিল, তখন তাহার সমুদয় অফিসারেরা স্ব স্ব প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল এবং গোলাম হায়দরের ভ্রাতুষ্পুত্র সৈন্য দলের ভীষণ কোপানল হইতে বাঁচিবার জন্য গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিল। ইহার পর সমুদয় সৈন্যদল আসিয়া আমাকে 'সালাম' করিল। আমি খোদাতা-লার দরগায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য 'সেজদাহ্' করিলাম এবং তাঁহার অপার করুণার প্রশংসা করিয়া বলিলাম—"হে খোদা! হে লীলাময়! তোমার অনন্ত শক্তির প্রভাবে এই দুর্ভাগ্য দেশকে বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে রক্ষা কর—বিজাতীয় শক্তির কবল হইতে উদ্ধার কর। যাহারা তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে—দেশকে রসাতলে দিবার যোগাড় করিয়াছে, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর। হে জগৎপাতা! তোমার হস্তে সমস্ত শক্তি নিহিত; এই দুঃসময়ে আমার

নিরুপায় স্বদেশকে তোমার সুদুর্ল্লভ মহিমাবলে এই ভীষণ বিপদ হইতে বাঁচাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিদের সাহায্য কর—পৃথিবীতে ইস্‌লামের সম্মান বজায় রাখ।"

সৈন্যেরা আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলে, সর্দ্দার আবদুল্লা খানকে কতকগুলি পত্র প্রদান করিয়া 'কুন্দুজের' সৈন্যদিগের নিকট প্রেরণ করিলাম। এই পত্রে তাহাদের বিশ্বস্ততার জন্য ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলাম—"হে সৈন্যগণ! তোমাদিগকে আমার ধর্ম্মভাই ও একটী শরীরের অংশ মাত্র বলিয়া মনে করি। আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্দ্দার আবদুল্লা খানকে তোমাদের মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও আমার নিরাপদে পৌঁছার সংবাদ জ্ঞাপন জন্য পাঠাইতেছি। রশদ ও টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমাকে এখানে আরও কয়েক দিন থাকিতে হইবে।"

আমি তাল্‌কানে রহিলাম। সর্দ্দার আবদুল্লা খান পত্র সহ কুন্দুজের নদী পার হইয়া পর পারে চলিয়া গেল।

সৈন্যেরা আমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। তাহাদের শিবির নানারূপ সুন্দর সুন্দর আলোকমালায় সজ্জিত করিল—আতশবাজী ছুড়িল এবং আনন্দ প্রকাশার্থ ভোজ দান করিল। আমাদের পয়গম্বর আলায়হে অছ্‌-ছালাতে অ-ছাল্লামের উদ্দেশে দরূদ পড়িয়া, 'বথ্‌শিয়া' দিল,—তাঁহার পবিত্র আত্মার মধ্যবর্ত্তীতায় খোদাতা-লার দরগায় আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল,—যেন সেই জগৎপতি ইংরেজদিগের হস্ত হইতে আফ্‌গানস্থানের মুসলমানগণকে উদ্ধার করেন, অথবা তাহাদের উপর আমাদিগকে বিজয়ী করেন, কিম্বা তাহাদের হৃদয় আমাদের দিকে ফিরাইয়া দেন! আমার নিকটেও সিপাহীদিগের এক খানা পত্র আসিল। তাহাতে তাহারা আমার মঙ্গল মতে পৌঁছার জন্য আনন্দ-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছে এবং আরও লিখিয়াছে—"আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস,—খোদা আমাদের সাহায্যকারী এবং আপনাকে আমাদের দিকে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে,—কোন দ্বিতীয় শক্তির প্রভুত্ব ও অত্যাচার হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" আমি খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম, কারণ তিনিই এতগুলি লোকের মন আমার দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন!

দুই দিন পর্য্যন্ত ফয়েজ আবাদের মীর—মীর বাবা খানের জন্ত অপেক্ষা করিলাম; কিন্তু তবুও সে আসিয়া পৌছিল না। আমি তাহার না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিলাম। সে উত্তরে লিখিল—"আমার আসিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ সমুদয় সৈন্তগণই ত আপনার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে!" আমি ইহার উত্তরে লিখিলাম—"অবশ্যই তোমাকে আসিতে হইবে। নতুবা আমি নিজেই আসিতেছি!" এই পত্র পাইয়া সে তাহার সভাসদগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই বলিল,—"আপনার যাওয়া উচিত, নতুবা আবদুর রহমান খান সৈন্ত প্রেরণ করিবেন; তাহা হইলে আপনাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইতে হইবে!" সে তাহাদের পরামর্শ মত কার্য্য করিল এবং ছয় হাজার সৈন্ত সহ 'তালকান' আসিয়া পৌছিল।

পর দিন আমি মীর বাবা, মীর মোহাম্মদ ওমর ও মীর সুলতান মোরাদকে তাহাদের অধীনস্থ সর্দ্দারগণ সহ দরবারে হাজির হইবার জন্ত আদেশ করিলাম। তাহারা দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—"আমার এখন কি অবস্থা তাহা তোমরা অবগত আছ; আমি জেহাদের জন্ত আগমন করিয়াছি; কিন্তু আমার সৈন্তগণের নিকট খাত্ত দ্রব্য কিম্বা টাকা পয়সা কিছুই নাই! এই দেশের শাসনকর্ত্তাদের উচিত, তাহাদের স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে টাকা প্রদান করা এবং প্রজাদেরও অবশ্য কর্ত্তব্য—সওয়ারদিগকে তাহাদের অতিথির ন্তায় খাত্ত দ্রব্য সরবরাহ করা; প্রত্যেক দুই খানা বাড়ী হইতে একটী ভেড়া ও এক বস্তা গম বা যব আইসা চাহি। ইহার পর আমি আর কাহাকেও কোন কষ্ট দিব না।" পর দিন এ সম্বন্ধে উত্তর দিবার জন্ত সময় দিয়া দরবার ভঙ্গ করিলাম।

আমি সর্দ্দার ইস্হাক খানকে পত্র লিখিলাম "যে কালে তুমি 'ময়মনা' হইতে রওয়ানা হইয়াছিলে, সেই সময় হইতে তোমার আর কোন মঙ্গল সংবাদ জানিতে পারি নাই। আপাততঃ আমি এদিকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছি; অতএব এই সময়ে যদি তুমি 'মাজার শরিফে' আসিয়া সেই দেশের সুবন্দোবস্ত কর তবে বড়ই ভাল হয়।" আমার এই পত্র সে 'আন্দখুবি' নামক মরুভূমিতে থাকিয়া প্রাপ্ত হইল; আমার 'বদখ্শান' ও 'কত্তাগান' অধিকার করার সংবাদ সে ইতিপূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছিল। এইজন্ত পত্র পাইয়াই

রওয়ানা হইয়া তিন দিন মধ্যে 'মাজার শরিফে' পৌঁছিল এবং আমাকে লিখিল—"আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু আমার নিকট সৈন্য দলের জন্য কিছুমাত্র রসদ সঞ্চিত নাই।"

এই সময় মধ্যে মীর বাবা প্রভৃতি ও অন্যান্য সর্দারগণ বলিয়া পাঠাইল—"আমরা আপনার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছি। নগদ ৩০০০০০৲ তিন লক্ষ টাকা যোগাড় করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করা যাইতেছে। প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আরও অধিক টাকা প্রদান করিব। আপনি যখন একটী বিদেশী শত্রুর গ্রাস হইতে দেশকে রক্ষা ও আমাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তখন আমরা যথা সাধ্য আপনার সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করিব।"

আমি 'খান আবাদে'র কেল্লায় ও অন্যান্য কয়েক স্থানে রসদের দ্রব্যাদি সঞ্চিত করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলাম। সর্দার ইস্‌হাক খানকে লিখিলাম—"তুমি বার হাজার উট প্রেরণ কর। আমি তদ্দারা রসদের দ্রব্যজাত পাঠাইয়া দিব।"

এই সময়ে ইয়ার মোহাম্মদ খান নামক 'তাশ্‌করগান' বাসী জনৈক সওদাগর আমার জন্য নানাপ্রকার উপঢৌকন লইয়া আসিল। আমি সেখানকার এতগুলি সওদাগরের মধ্যে মাত্র এই এক ব্যক্তির উপঢৌকন লইয়া আইসার কারণ বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু শীঘ্রই জানিতে পারিলাম—বল্‌খের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌রয় সরকারী ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া কয়েক সহস্র আশরফি এই সওদাগরের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল; এই ব্যক্তি তাহাই আমাকে জানাইতে আসিয়াছিল। ধনাগারে তখন সর্ব্বশুদ্ধ ৪০০০ চারি সহস্র রুসীয় স্বর্ণমুদ্রা, ১০,০০০ দশ সহস্র বোখারা দেশীয় স্বর্ণমুদ্রা, ৬০,০০০ ষাটি হাজার কাবুলী টাকা, ১০০৲ এক শত টাকা মূল্যের ২০০০ দুই হাজার খানি নোট ছিল। উপরোক্ত ভাইস্‌রয় (রাজ প্রতিনিধি) এই সমুদয় ধন আত্মসাৎ করিয়াছিল।

আমার ছোকরা-চাকর (Page boy) ফরামর্জ খানকে (১) এই সওদাগরের সঙ্গে 'তাশ্‌করগান' প্রেরণ করিলাম। সে যথাসময়ে নিরাপদে এই বিপুল অর্থ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

---

(১) ইনি আমিরের শেষ জীবনে হিরাতের প্রধান সেনাপতি হন।

পরদিন 'নওরোজ' উৎসব ছিল। এতদুপলক্ষে আদেশ প্রচার করিলাম—"শের আলী খানের মৃত্যুর পর তুর্কম্যানগণ যে ছয় হাজার আফগানী বালিকা ও স্ত্রীলোককে ক্রীতদাসী রূপে রাখিয়াছে, তাহাদিগকে স্বাধীনতা দান করিয়া স্ব স্ব আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক।" এই আদেশ পালনের পূর্ব্বে মীর বাবা খান আমার পত্রবাহকগণকে বন্দী করিয়া রাখিল। সে মনে করিল,—আমি ত অতি শীঘ্রই ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িব; সুতরাং এই হতভাগিনী স্ত্রীলোকদিগকে মুক্তিদান করিতে বিলম্ব করিলে, পুনঃ আমার এমন সময় থাকিবে না যে, এই আদেশের কথা স্মরণ করিয়া রাখি। আমার কয়েক জন পত্রবাহক তাহার এই কার্য্যে নির্ব্বাক্ থাকিতে পারিল না; তাহাদিগকে বধ করা হইল। কেবল এক ব্যক্তি মাত্র দৌড়িয়া গিয়া নদীতে ঝাপাইয়া পড়িল। মীর বাবা ভাবিল, সে নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছে; কিন্তু এই ব্যক্তি অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া ফকিরের বেশে আমার নিকট আসিয়া পৌছিল। আমি তাহার নিকট এই সমস্ত অবস্থা শুনিতে পাইয়া আর অধিক ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎক্ষণাৎ মীর বাবা ও তাহার পরামর্শদাতা গণকে বন্দী করিয়া ফেলিলাম। মীর মোহাম্মদ ওমরকে ফয়েজ আবাদের ও তাহার ভ্রাতাকে রোসতাকের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করিলাম এবং পুনঃ দ্বিতীয় বার ক্রীতদাসীদিগকে মুক্তি দিবার জন্য আদেশ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার পত্নীর ভ্রাতাগণকে মুক্তি দান করিলাম। ইহারা 'শগ্নানে' বন্দী হইয়াছিলেন। আমি এই সকল দুর্ভাগ্য বন্দীদিগকে তাহাদের আপন আপন আত্মীয় বান্ধবের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। খোদাতা-লার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম; কারণ তিনিই ত আমাকে স্বজাতির সাহায্য করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন!

পরদিন 'কুন্দুজে' পৌছিলাম। সিপাহীরা ১০১টী তোপ দাগিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। আমাকে দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং শত্রু পক্ষীয় দুই শত অফিসারকে তাহারা আমার সম্মুখে লইয়া আসিল ও আমার তুষ্টি সম্পাদনার্থে উহাদিগকে বধ করিতে চাহিল; কিন্তু আমি তাহাদিগকে বধ করিবার অনুমতি না দিয়া মুক্তি প্রদান করিলাম।

পরদিন তোপখানা পরিদর্শন করিতেছি, এমন সময় একটী লোক আমার

সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সালাম করিয়া আমার পদোপরি পড়িয়া গেল। ইহাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। উহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া দেখিলাম—নাজের হায়দরের পুত্র মোহাম্মদ সরওয়ার খান। সে সময়-কন্দে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; এই জন্য সে প্রথমতঃ অত্যন্ত অনুশোচনা প্রকাশ করিয়া নিজের অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত লজ্জিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি বলিলে, সে কহিল—"আমি কাবুল হইতে আপনার জন্য এক খানা পত্র লইয়া আসিয়াছি।"

আমি স্বীয় তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। এই ব্যক্তি ইংরেজ রেসিডেন্টের পক্ষ হইতে পত্র বাহক হইয়া 'হিন্দুকুশ' অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল। পথে যেমন প্রচণ্ড শীত ছিল, তেমনি অনবরত ভূরি ভূরি পরিমাণে তুষার পতিত হইতেছিল এবং ভূমিতে এত বরফ জমিয়াছিল যে, হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত তাহার ভিতর প্রবেশ করিত। আমি পত্রখানা খুলিলাম; তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল:—

"আমার সম্ভ্রান্ত বন্ধু সর্দ্দার আবদুর রহমান খান, যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ, নমস্কার ও মঙ্গলাশীর্ব্বাদ অন্তে আপনার বন্ধু গ্রিফিন এই পত্র দ্বারা আপনাকে জানাইতেছেন যে, আপনি মঙ্গল মতে কতাগান পৌঁছায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন। আপনি কিরূপে রুস্ রাজ্য হইতে আগমন করিলেন, এবং ভবিষ্যতে আপনার কি কি কার্য্য করিবার কল্পনা ও অভিলাষ আছে, যদি তাহা এখন লিখিয়া জানান, তবে গবর্ণমেণ্ট আরও সন্তুষ্ট হইবেন।"

আমার সৈন্যদিগকে এই পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলাম; কারণ এইমাত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার প্রথম সম্বন্ধ! আমি ইহাও মনে করিলাম, যে, সৈন্যদিগের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করা এ সময়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। আমার ভয় ছিল—কোথাও বা ষড়যন্ত্রকারীরা এমন কথা প্রচার করিয়া না দেয় যে, আমি ইংরেজদের সহিত মিলিয়া গিয়াছি এবং তাহাদিগকে আফগান রাজ্য প্রদান করিবার জোগাড় করিয়াছি! কারণ এইরূপ কথা প্রচারিত হইলে আমার সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্ভাবনা ছিল—এই সুযোগে শত্রুরা আমাকে একেবারে বিনাশ করিতে পারিত! আমার মনে হইল, এই একটা সুন্দর সুযোগ উপস্থিত! এইবার দেখিব, বৈদেশিক কার্য্য সম্বন্ধে লোকেরা

আমাকে কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত হয় এবং আমার উপর কতদূর বিশ্বাস ও নির্ভর করে। ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পত্রখানা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া বলিলাম—"যদি সর্দ্দারগণ এই পত্রের উত্তর প্রদান করিতে আমাকে সাহায্য করেন, তবে আমি সন্তুষ্ট হইব; কারণ আমার এমন ইচ্ছা নাই যে, আমার নূতন বন্ধুদের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করি। আমার একান্ত বাসনা—সকলেই পত্রোত্তর লিখিতে আমার সহায়তা করে; আমাকে ন্যায় সঙ্গত ও হিত জনক পরামর্শ প্রদান করে।" তাহারা আমার নিকট দুই দিন সময় প্রার্থনা করিল।

অতঃপর তৃতীয় দিন প্রায় এক শত খানা পত্র আসিল; তাহাতে কেহ কেহ লিখিয়াছে:—

"হে ইংরেজ জাতি! আমাদের দেশ ছাড়িয়া দে; নতুবা আমরা তোদিগকে বল পূর্ব্বক বাহির করিয়া দিব, অথবা এই চেষ্টা করিতে করিতে আপনারাই জীবন দান করিব।"

এক খানা পত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল যে, "ইংরেজদিগের সহিত কোন চিঠি পত্র আদান প্রদান করিবার পূর্ব্বে, তাহাদের দ্বারা বিগত আফ্‌গানস্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠনাদি জন্য যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ পূরণ করিয়া লওয়া হউক।"

আর এক খানা পত্রে লিখিত ছিল—"ইংরেজেরা আমাদের তোপগুলি ও কেল্লা সমুদয় বিনষ্ট করিয়া যে মহা ক্ষতি করিয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০০০০০০০০০৲ এক শত কোটী টাকা আদায় করুক; নতুবা ইতিপূর্ব্বে এক বার যেরূপ হইয়াছে, সেইরূপ এবারও একটী ইংরেজ সজীব অবস্থায় পেশাওর পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে না!"

এক জন সর্দ্দার লিখিয়াছিল,—"হে প্রবঞ্চক বিধর্ম্মিগণ! তোমরা নানারূপ ছলনা, প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতা দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া লইয়াছ; এখন সেইরূপে আফগানস্থানটাও আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছ! যত দিন পর্য্যন্ত সম্ভব ও সাধ্য হয়—আমরা তোমাদিগকে বাধা দিবই দিব। তৎপর অন্য কোন শক্তি—যেমন রুস—তোমাদের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগদান করিবে!"

এইরূপে তাহারা অনর্থক বাক্য প্রয়োগ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব অভিমত বা উত্তেজনা ব্যক্ত করিল। আমি সমুদয় পত্রগুলি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলাম এবং বলিলাম—"আমিও এক খানা পত্র তোমাদের সম্মুখেই লিখিব। কিন্তু তোমরা এইরূপ মনে করিও না যে, আমি পূর্ব্ব হইতেই কাহারও সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া কোন নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছি।" আমি এক খানা চিঠির কাগজ ও কলম লইয়া সেই দয়াময়, অগতির গতি, বিপন্নের বান্ধব, বিশ্ব স্থষ্টিকর্ত্তার দরগায় দীন ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, যেন তিনি আমাকে উপযুক্ত মত জবাব লিখিবার শক্তি প্রদান করেন। ইহার পর সাত হাজার 'উজবক' ও আফগানের সম্মুখে এই পত্র লিখিলাম :—

"আমার সম্ভ্রান্ত বন্ধু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি গ্রিফিন সাহেব,

এই পত্র লেখক সর্দ্দার আবদুর রহমান খানের তরফ হইতে আপনি সালাম গ্রহণ করুন। আমার মঙ্গল মতে পৌঁছ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া আপনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উহা পাইয়া আমি সুখী হইয়াছি।

"রুস সাম্রাজ্য হইতে আমি কিরূপে আসিয়াছি?" আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে, রুসীয় 'ভাইস্‌রয়' জেনারেল কাফম্যান ও রুস্ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই আমি রুস্-রাজ্য হইতে যাত্রা করিয়াছি এবং ইহাতে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, এমন ভীষণ বিপদ ও আশঙ্কা পূর্ণ অবস্থায় আমার স্বজাতীয় ভাইদিগের সাহায্য করা। আপনাকে সালাম।"

এই পত্র খানা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া সৈন্যগণকে শুনাইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহা কি তোমরা সকলেই অনুমোদন কর? না কাহারও কোন আপত্তি আছে?" তাহারা উত্তর দিল—"আমরা আপনার অধিনায়কতায় আমাদের ধর্ম্ম ও দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু বাদশাহদের সহিত কখন কিরূপে চিঠি পত্র আদান প্রদান করিতে হয়, তাহা আমরা অবগত নহি।" তাহারা খোদা ও রসুলের নামে শপথ করিয়া উপযুক্ত মত জবাব লিখিবার পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে প্রদান করিল এবং "ইয়া চার ইয়ার" (১) শব্দে

---

(১) আফগানস্থানের লোকেরা যুদ্ধের সময় এই ধ্বনি করিয়া থাকে। 'চার ইয়ার'

জয়ধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিল—"আপনি যে উত্তর লিখিয়াছেন, তাহাই ঠিক হইয়াছে; আমরা সকলেই তাহা মঞ্জুর করিতেছি।"

ইহার পর পত্র খানা সরওয়ার খানকে দেওয়া হইল। সে চারি দিন অব-স্থান করিয়া 'কুন্দুজ' হইতে কাবুল যাত্রা করিল।

আমি ধীরে ধীরে 'চারাহ্‌কারের' দিকে রওয়ানা হইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কাবুলের ইংরেজ অফিসারদিগের নিকট এই মৌখিক প্রস্তাব করিয়া পাঠাই-লাম যে—"আমি আপনাদের সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য 'চারাহ্‌-কারে' আসিতেছি।"

৩০এ এপ্রিল তারিখে গ্রিফিন সাহেবের আরও এক খানি পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি আমাকে কাবুল গমন করিয়া আফ্‌গান রাজ-শক্তি স্বহস্তে লইবার জন্য এক বাক্যে অনুরোধ করিয়াছেন!

১৬ই মে তারিখে আমি ইহার এইরূপ উত্তর লিখিলাম:—

"প্রিয় বন্ধু,

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর আমার অনেক আশা—আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং এখনও আছে। আমি আপনাদিগের যেরূপ অকৃত্রিম বন্ধুত্বের প্রত্যাশা করি-তাম, এখন তাহা প্রত্যক্ষ রূপে প্রমাণিত হইল দেখিয়া সুখী হইলাম। ইহাই আমার সম্পূর্ণ ভরসার কারণ ও সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

আপনি আফ্‌গান জাতির স্বভাব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। এক ব্যক্তির কথাও এ জাতির নিকট কিছুমাত্র কার্য্যকরী হইতে পারে না—যে পর্য্যন্ত তাহাদের বিশ্বাস জন্মান না যায় যে, যাহা কিছু করা হইতেছে, তাহা তাহাদেরই জাতীয় মঙ্গলের জন্য। আমাকে কাবুল যাইবার অনুমতি প্রদানের পূর্ব্বে তাহারা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর জানিতে চাহে। তাহাদের প্রশ্নগুলি এই:—

(১) আমার রাজ্যের সীমান্ত কোথায় হইবে?

---

ধর্ম্ম চারি বন্ধু—অর্থাৎ হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত ওমর (রা), হজরত ওস্‌মান (রাঃ) ও হজরত আলি (রাঃ)—আমাদের শেষ পয়গম্বর সাহেবের এই প্রিয়তম আস্‌হাব (সহচর) ও ধর্ম্মবন্ধু চতুষ্টয়।

(২) কান্দাহার আমার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না?

(৩) কোন ইউরোপীয় রাজদূত কিম্বা ইংরেজ সৈন্য কি আফ্‌গানস্থানে থাকিবে?

(৪) ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন শত্রুকে দমন করিবার নিমিত্ত, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কি আমার উপর কোন আশা করা হইবে?

(৫) ব্রিটিশ রাজশক্তি আমার ও আমার রাজ্যের কি কি উপকার করিবার জন্য অঙ্গীকার করিতেছেন?

(৬) এবং ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা আমার দ্বারা কি কি কার্য্য করাইতে চাহেন?

ইহার উত্তর আমার স্বজাতি ও স্বদেশ সেবক ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখাইতে হইবে; তৎপর তাহাদের পরামর্শ ও অনুমতি অনুরূপ আমি যে সকল সর্ত্ত স্বীকার করিতে পারি, কেবল সেই সকল সর্ত্তযুক্ত 'একরারনামা' মঞ্জুর করিব এবং তাঁহাই পালন করিতেও পারিব। খোদাতা-লার স্বরূপ ও কৃপার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বর্ত্তমান। তিনি আমাকে ও আমার স্বদেশ বাসী স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে এমন শক্তি প্রদান করিবেন, যাহার বলে আমরা একতাবদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সাহায্য করিতে পারিব। ভ্রাতঃ! যদিও আপনাদের আপাততঃ সাহায্য লইবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু পৃথিবীকে বিশ্বাস করিবেন না—সম্ভবতঃ এমন সুযোগ এক দিন হইয়া পড়িবে!"

বিধাতার কৃপায় আমার বশ্যতা স্বীকার ও শিষ্যত্ব গ্রহণ জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল এবং ধনে প্রাণে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইল। 'পাঞ্জশের' (১) হইতে 'চারাহ্‌কারে' পৌছা পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০০০ তিন লক্ষ গাজী (ধর্ম্মযোদ্ধা) সমবেত হইয়া আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। আমি খোদাতা-লার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। তিনিই আজ এই বিপুল লোক মণ্ডলীকে আমার একান্ত বাধ্য—ভক্ত করিয়া দিয়াছেন! ইহারা

(১) "পাঞ্জশের"—আফগান স্থানের একটা প্রদেশ। ইহার অর্থ পাঁচটী সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্র। এখানে পাঁচ জন মুসলমান তাপসের (অলি-আল্লাহ্‌) সমাধি বর্ত্তমান। তাঁহাদের নামানুসারে এই প্রদেশের নাম পাঞ্জশের হইয়াছে।

আমাকে ইহাদের বাদশাহ বলিয়া মনে করিয়া থাকে ও সম্মানিত করে। তাহারা আমার পক্ষে থাকিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অকপট হৃদয়ে অঙ্গীকার করিল; কিন্তু আমি উত্তর দিলাম—"যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে না; কারণ ইংরেজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কাবুলের সিংহাসনে উপবেশন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।"

১৪ই জুন তারিখে গ্রিফিন সাহেব আমার পত্রের উত্তর প্রেরণ করিলেন; তাহা এই :—

"যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ অন্তে—

আপনি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আপনাকে তাহার জবাব দিবার জন্য হুকুম আসিয়াছে।

প্রথমতঃ—বৈদেশিক শক্তি সমূহের সহিত কাবুল পতির কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত?"—যেহেতু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বৈদেশিক কোন শক্তির আফগান স্থানের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপের অধিকার নাই এবং যেহেতু রুস ও পারস্য গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে "একরার" করিয়াছেন যে, তাহারা আফ্গান স্থানের কার্য্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, কাবুল পতি ইংরেজদের ভিন্ন আর কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ রাখিতে সমর্থ নহেন। যদি এরূপ কোন বৈদেশিক শক্তি আফ্গানিস্থানের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয় এবং কাবুল পতির পক্ষ হইতে কোন প্রকার অন্যায়াচরণ কিম্বা অত্যাচার না করা স্বত্বেও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে, তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে শত্রুকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন, কিন্তু এই সর্ত্তে যে, কাবুল পতি স্বীয় বৈদেশিক কার্য্য কলাপে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ মত চলিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—রাজ্যের সীমান্ত নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমার উপর ইহা বলিবার জন্য হুকুম হইয়াছে যে, সমগ্র কান্দাহার প্রদেশ এক জন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার অধীন করা গিয়াছে; এতদ্ভিন্ন 'পেশিন' ও 'শিবি' ইংরেজদিগের দখলে রাখা হইয়াছে। অতএব গভর্ণমেণ্ট এই বিষয় সম্বন্ধে আপনার সহিত কোন কথা বার্ত্তা বলিতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ ভূতপূর্ব্ব আমির মোহাম্মদ ইয়াকুব

খানের সহিত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে যে সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়েও আপনার সহিত নূতন কিছু বলিবেন না। এই সর্ত্তগুলি বজায় রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত আছেন যে, আপনি আফ্গান স্থানে (হিরাত সহ—যাহা আপনার অধিকারে দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রতিভূ হইতে পারেন না; তবে যদি আপনি তাহা অধিকার করিবার জন্য কোন চেষ্টা উদ্যোগ করেন, তাহাতেও গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা করিবেন না) এরূপ এক সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুন, যাহা আজ পর্য্যন্ত আপনার বংশের কোন কোন আমির মাত্র করিতে পারিয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কোন কার্য্যেই কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। আর আপনার রাজ্যের কোথাও ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখিতে স্বীকৃত হউন—একথাও আপনাকে বলা হইবে না; তবে দুইটী পাশাপাশি ও একটী সীমান্তে মিলিত রাজ্যের মধ্যে সাধারণ সুবিধা ও বন্ধুভাবে যাতায়াতের নিমিত্ত উভয় শক্তির মিলিত মতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এক জন মুসলমান এজেণ্টকে কাবুলে অবস্থান করিতে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা হউক।"

২২এ জুন তারিখে সংক্ষেপে এই পত্রের এক জবাব লিখিলাম—"আফ্গান স্থানের অধীন হইতে আমি কান্দাহার ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহি। কান্দাহার রাজ-বংশধরগণের জন্মভূমি; ইহা ছুটিয়া গেলে আফ্গান রাজ্যের গৌরব অনেকাংশে হ্রাস হইয়া পড়ে।"

আমি খোদার উপর নির্ভর করিয়া 'কোহ্স্তানের' (১) দিক হইতে 'চারাহকারে' প্রবেশ করিলাম। ইংরেজ সৈন্যগণ গাজী দিগের বিপুলতা দর্শন করিয়া বড়ই চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। প্রত্যহ 'কোহ্স্তান' ও কাবুলের সর্দ্দারগণ এবং অন্যান্য যে সকল লোকেরা ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, উহারা আমার সহিত আসিয়া মিলিত ও শপথ করিয়া দলবদ্ধ হইতেছিল। যাহারা নিজে আসিতে পারিল না, তাহারা পত্র লিখিয়া বা অন্য

(১) "কোহ্স্তান"—অর্থ পাহাড়ী প্রদেশ। ইহা কাবুলের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখানে অনেক বিখ্যাত ও উচ্চ সম্ভ্রম শীল আফ্গান সর্দ্দার বাস করেন।

কোন উপায়ে আমাকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল। আমার গুপ্তচরগণ কাবুল হইতে লিখিয়া জানাইল—"ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ অনেকটা আশঙ্কা যুক্ত ও হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার প্রকৃত বাসনা কি, এবং তাহাদের সম্বন্ধেই বা আপনার মনোভাব কিরূপ, তাহা উহারা একেবারেই বুঝিয়া উঠিতে পারি-তেছে না।"

২০শে জুলাই তারিখে আফগান জাতির যে সকল সর্দ্দার ও প্রধান প্রধান লোকেরা উপস্থিত ছিল, তাহারা আমাকে 'চারাহ্ কারে' আপনাদের বাদশাহ ও আমির বলিয়া ঘোষণা করিল এবং তাহাদের অধিপতি রূপে আমার নাম 'খোৎবা' ভুক্ত করিয়া লইল। লোকেরা এই মনে করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল যে, খোদাতা-লা তাহাদের রাজ্য এক জন মুসলমান শাসনকর্ত্তার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন!

ওদিকে গ্রিফিন সাহেবও ২২এ জুলাই তারিখে কাবুলে এক দরবার অনুষ্ঠান করিয়া ইংরেজ অফিসার ও আফগান সর্দ্দারদিগের সমক্ষে আমার আমির হওয়ার কথা ঘোষণা করিলেন। সেই সময়ে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা এই :—

"ঘটনার গতি পরম্পরায় সর্দ্দার আবদুর রহমান খানের জন্য এমন এক উপায় হইয়া গিয়াছে, যাহা গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ অনুকূল; অতএব ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা-ন্বিত আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের পৌত্র সর্দ্দার আবদুর রহমান খানকে কাবু-লের আমির স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া অদ্য সানন্দে ঘোষণা প্রচার করিতে-ছেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তোষের কারণ জন্মি-য়াছে যে, সমুদয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ও সর্দ্দারগণ 'বারকজেই' বংশের এমন এক জন শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত পুরুষকে সম্রাট্ রূপে মনোনয়ন করিয়াছেন, যিনি প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃ পুরুষ এবং প্রখ্যাতনামা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও মত বড়ই বন্ধুত্ব পরিচায়ক। যে পর্য্যন্ত তাঁহার শাসন-দণ্ড পরিচালনা কালে তিনি এইরূপ মত পোষণ করিতেছেন বলিয়া প্রদর্শিত হইতে থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত অবশ্যই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য করিতে থাকিবেন। তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যাহারা আমাদের কার্য্য করিয়াছে, যদি

তাহাদের সহিত তিনি সদয় ব্যবহার করেন, তবে আমরা বুঝিব—আমাদের গভর্ণমেণ্টের সহিতই তিনি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিলেন।”

২৯এ জুলাই তারিখে সিমলা হইতে কাবুল স্থিত ইংরেজ কর্ম্মচারিদিগকে তারে জানান হইল—“ইংরেজ সৈন্য মিউন্দ নামক স্থানে সর্দ্দার আইয়ুব খানের সহিত যুদ্ধে শোচনীয় রূপে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে।” এই সংবাদ শুনিয়া গ্রিফিন সাহেব আর কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া অল্প সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে “জেম্মার” দিকে রওয়ানা হইলেন। ইহা একটা নগর—কাবুল হইতে অনুমান ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী। ৩০এ জুলাই হইতে ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত—তিন দিন তাঁহার ও আমার মধ্যে কথা বার্ত্তা চলিল। যে সকল কথা ঠিক হইয়া গেল, আমার প্রজাদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট তৎসম্বন্ধে এক খানা রীতিমত “একরার নামা” চাহিলাম। গ্রিফিন সাহেব নিম্ন লিখিত মর্ম্ম বিশিষ্ট এক খানা কাগজ আমাকে প্রদান করিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল :—

“হিজ্ একসেলেন্সি ভাইসরয় ও সকৌন্সিল গভর্ণর জেনেরল ইহা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আপনাকে আহ্বান করায় আপনি কাবুলের দিকে রওয়ানা হইয়াছেন। আপনার এই বন্ধুত্ব-সূচক ধারণা ও ব্যবহারের কথা চিন্তা করিয়া এবং আপনার অধীনে স্থায়ী ও মজবুত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্দ্দারগণের ও প্রজা সাধারণের যে সকল উপকার হইতে পারিবে, তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আপনাকে কাবুলের “আমির” বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের তরফ হইতে আমাকে ইহা বলিবার জন্য ও হুকুম আসিয়াছে যে, আপনার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কোন কার্য্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র হস্তক্ষেপের ইচ্ছা নাই; এমন কি গভর্ণমেণ্ট আপনার অধিকারের কোথাও ইংরেজ রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত রাখিতে চাহেন না; তবে সাধারণ বন্ধুত্ব পরিচয়—যাতায়াত ও বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত—যেমন দুইটী পাশাপাশি রাজ্যের মধ্যে হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই স্বতন্ত্র জাতির সম্মিলিত মতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এক জন মুসলমান এজেণ্টকে কাবুলে থাকিতে দেওয়া উচিত।

বৈদেশিক শক্তি সমূহের সহিত কাবুল পতির কিরূপ সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে প্রজা দিগকে জানাইবার জন্য আপনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মত ও কামনা কিরূপ, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। এই বিষয়ে সকৌন্সিল গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় আপনাকে ইহা বলিবার জন্য অনুমতি দান করিয়াছেন —যেহেতু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট বৈদেশিক কোন শক্তির আফগান স্থানের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপের অধিকার নাই এবং যেহেতু রুস ও পারস্য গভর্ণমেণ্ট আফগানস্থানের কার্য্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন বলিয়া "একরার" করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আপনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন না। যদি কোন বৈদেশিক শক্তি আফগানস্থানের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং এই প্রকার হস্তক্ষেপে আপনার পক্ষ হইতে কোন প্রকার অবৈধ কি অন্যায় মূলক কার্য্য অনুষ্ঠান না হওয়া স্বত্বেও আপনার রাজ্য আক্রমণ করে, তবে সেই অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অতদুর ও এই প্রণালীতে আপনাকে সাহায্য করিবেন,- যাহা সেই আক্রমণ রোধ করিতে ও শত্রু দিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাহা ও এই সর্ত্তে যে,—আপনি বৈদেশিক সম্বন্ধাদিতে অকপটভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবেন।"

ইংরেজ অফিসার গণ এই দেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়া গ্রিফিন সাহেব আমাকে কাবুল যাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আর ও বলিলেন—"একদল ব্রিটিশ সৈন্য জেনারেল রবার্টসের অধিনায়কতায় কান্দাহার যাইবে। আর এক দল সার্ ডোনাল্ড ষ্টুয়াটের (১) পরিচালনাধীনে পেশাওর যাইবে। অতএব আপনি আমাদের নিরাপদে যাওয়ার ও সৈন্যদের রীতিমত রশদ যোগাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিউন।"

আমি যথাসাধ্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলাম;

(১) Sir Donald Stewart.

পরন্তু সীমান্ত পর্য্যন্ত ইংরেজ দিগকে নিরাপদে পৌছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধেও যতদুর সম্ভব, তাঁহাদিগকে ভরসা ও আশ্বাস প্রদান করিলাম।

আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আমার মতে যত সুত্বর সম্ভব—জেনারেল রবার্টসের কান্দাহার রওয়ানা হইয়া যাওয়া উচিত। তিনি চলিয়া গেলে পর আমি সার্ ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্টের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে যাইব।"

৮ই আগষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্য সহ জেনারেল রবার্টস কাবুল হইতে কান্দাহার যাত্রা করিলেন। পথে কেহ তাঁহার কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না করে এবং রীতিমত তাঁহার সৈন্য দিগের ও ভারবাহী পশুদের রশদ যোগায়, এই উদ্দেশ্যে সর্দ্দার শমূছ উদ্দীন খানের পুত্র সর্দ্দার মোহাম্মদ আজিজ খানকে অন্যান্য কতিপয় অফিসার সহ তাঁহার সঙ্গে কান্দাহার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে নিযুক্ত করিলাম। ইহাঁদের মারফত যে আদেশ পত্র প্রেরণ করিলাম, সমুদয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাহা মান্য করিল; পথে কিছু মাত্র গোলযোগ কিম্বা অসুবিধা হইল না। এই প্রণালীতে জেনারেল রবার্টস নিরাপদে কান্দাহার পৌছিলেন; অপর দিকে আয়ুব খান ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে পরাভূত হইয়া হিরাতে পলায়ন করিল।

১০ই আগষ্ট তারিখে সার্ ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট ও গ্রিফিন সাহেব "শেরপুর" হইতে "পেশাওরে" রওয়ানা হইলেন। তাঁহাদের রওয়ানার কয়েক মিনিট মাত্র পূর্ব্বে আমি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে গমন করিলাম। প্রায় পনর মিনিট কাল পর্য্যন্ত আমাদের দরবার হইল। বন্ধুত্ব জ্ঞাপক অনেক কথাবার্ত্তা চলিল। এই বাক্যালাপের মধ্যে ইহাও ঠিক হইয়া গেল যে,—'শেরপুর স্থিত আফগানী তোপ খানার বিশটী তোপ—যাহা তখন সেখানে ছিল—আমাকে দেওয়া হইবে। প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা ইংরেজেরা কাবুলে অবস্থান কালে খাজানা বাবদ আদায় করিয়াছিলেন এবং সৈন্য দলের রশদ ও কেল্লাদি প্রস্তুত করিতে ব্যয় হইয়া গিয়াছিল,—উহা আমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। কাবুলে ইংরেজগণ যে সকল নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা না ভাঙ্গিয়া আমাকে বজায় রাখিতে হইবে।'

এইরূপে দ্বিতীয় আফ্গান যুদ্ধ ও আফ্গান স্থানে ইংরেজ আধিপত্যের পরিসমাপ্তি হইয়া গেল; আর এইরূপে কাবুলের সিংহাসন ও শাসনশক্তি পুনঃ

আমার হস্তে আসিল। কি আত্মীয়তা সূত্রে ও বংশ পরম্পরায়—কি ধর্ম্মবিধান অনুসারে আমি পূর্ণ রাজ্যের অধিকারী ছিলাম।

আফ্গান স্থানের লোকেরা তাহাদের রাজ্য একজন মুসলমান বাদশাহের হস্তগত হইল দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইল; আর আমিও বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম; কারণ তিনিই এই কার্য্য সম্পাদনের ভার আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন! আমার স্বজাতিগণ দেশের অপকৃষ্ট শাসন নীতি ও অবস্থার সদাপরিবর্ত্তন শীলতায় যে সকল কষ্ট ভোগ করিতেছিল, এখন আমি তাহাদিগকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে পারিব!

অতঃপর আমি রাজ্যের সুবন্দোবস্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম—শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিলাম ও দেশকে উন্নত করিবার যোগাড় করিলাম; কিন্তু তাহাও বড় সহজ কার্য্য ছিল না। ফলতঃ রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমি আরও বিষম সমস্যায় পতিত হইলাম।

# অষ্টম অধ্যায়।

—o—

## রাজ্যের সুবন্দোবস্ত।

আমার সিংহাসনারোহণ ও ইংরেজদিগের কাবুল ত্যাগের পর আমি দেশের উন্নতি ও উৎকৃষ্টতর শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার অধীনস্থ প্রত্যেক নগরে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলাম,—এখন তাহাই বর্ণন করিব। বড় বড় ও খুব প্রয়োজনীয় নগরে উপযুক্ততম ও অত্যধিক ক্ষমতাপন্ন লোক নিযুক্ত করিলাম; আর তদপেক্ষা ক্ষুদ্র নগর গুলিতে—যথায় কাজকর্ম্ম অপেক্ষাকৃত অনেকটা কম ছিল—মধ্যশ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন লোক প্রেরণ করিলাম। রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য নিম্ন লিখিত বিভাগ গুলি প্রতিষ্ঠিত করা হইল। যথাঃ—

(১) গভর্ণর, তদধীনস্থ সেক্রেটারিগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী সমূহ। *

---

* The Gove:n›r togethor with his Secretaries and Staff. আমিরের রাজ্যে শাসন কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক নগরে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদেশে এমন কোন যথার্থ সীমাবদ্ধ নিষেধ বিধি নাই,—যদ্দারা এক অফিসারের কার্য্যের সহিত অন্য অফিসারের কার্য্যের স্বাতন্ত্র্যতা উপলব্ধি হয়। এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অভিযোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আদালতে যাইতে হয় না। এক আদালতেই সর্ব্ব প্রকার অভিযোগ চলিতে পারে। প্রায় মোকদ্দমাই অভিযোগকারী যে কোন আদালতে ইচ্ছা, উপস্থিত করিতে সক্ষম এবং উহা গ্রাহ্যও হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গভর্ণরগণ স্বীয় নগরস্থ সমুদয় বিভাগীয় আফিস গুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের মীমাংসিত মোকদ্দমার আপিল শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কার্য্য জমিদারাদির নিকট হইতে খাজানা উসুল করা,—তাঁহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসা করা,—স্ব স্ব প্রদেশে শান্তি রক্ষা করা এবং রাজার ঘোষণাপত্র ও অনুজ্ঞাদি সময়ে সময়ে যাহা বাহির হয়, তাহা স্ব স্ব অধীনস্থ কর্ম্মচারী বর্গের ও প্রজাদিগের নিকট প্রেরণ করা।

কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরের গভর্ণরের উপর একজন বড় গভর্ণর নিযুক্ত আছেন। এইরূপ কয়েকজন বড় গভর্ণরের উপর একজন 'ভাইসূরয়' (রাজ-প্রতিনিধি),—যাঁহাকে আফগান গভর্ণমেণ্ট "নায়েবল্ হুকুমত" বলেন। দেশের সমুদয় 'ভাইসূরয়'—সমর বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগগুলির উপর আমিরের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা হবিবউল্লা খান (বর্ত্তমান আমির)

(২) কাজী ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ। *

(৩) কোতোয়াল † মায় পুলিস ফোর্স,—সেক্রেটারী ও মহকুমায়ে রাহ্-দারির ‡ মেম্বরগণ।

কর্ত্তৃত্ব করেন। ইঁহার নিকট পূর্ব্বোক্ত উচ্চপদস্থ অফিসার দিগের মীমাংসা সম্বন্ধে 'আপীল' হয়। ইহাই আপিলের উচ্চতম ( Supreme Court ) আদালত।

* The Kazi ( Judge of the Ecclesiastical Court ) with his Subordinate.

কাজীর আদালত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া পরিগণিত; যদিও ইহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারাদালত, তথাপি কেবল ধর্ম্মবিষয়ক বিচার-ক্ষমতাতেই ইঁহার কার্য্য সীমাবদ্ধ নহে। এখানে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অভিযোগও উত্থাপিত হইতে পারে; এই জন্য ইহাতে কেবল 'মজ্‌হবি' ( মুসলমান শাস্ত্র বিধান সম্বন্ধীয় ) মোকদ্দমাই হয় না,—সর্ব্ব বিষয়ক অর্থাৎ যে শ্রেণীর মোকদ্দমাই হউক না কেন, এই আদালতে গৃহীত হয়। তবে সাধারণতঃ বৈষয়িক গোলযোগ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য সম্বন্ধীয় মোকদ্দমাই এখানে বেশী মীমাংসিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকারীত্ব এবং যে সকল মোকদ্দমায় প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেওয়া যাইতে পারে, উহার বিচার এই আদালতেই হইয়া থাকে। এই বিচারালয়ের চিফ্ জজের আখ্যা "কাজী"। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ 'মুফ্‌তি' নামে খ্যাত। অধিকাংশ জুরিদিগের মতে মোকদ্দমা মীমাংসিত হয়।

† The Kotwal ( Head of the Police Department ) together with the force of Police, Secretary, and the members of the Rahdari Department.

শাসন বিভাগীয় অন্যান্য অফিসার দিগের তুলনায় ফৌজদারী মোকদ্দমায় কোতোয়ালের ক্ষমতা অনেকটা বেশী। এক দিকে ইঁনি সমগ্র পুলিস ফোর্সের কর্ত্তা,—অপর দিকে ফৌজদারী আদালতের জজ,—সমাচার সংগ্রহ বিভাগের অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে প্রাচ্য রাজ্য মধ্যে ইহাঁরাই অত্যধিক ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারী; ইঁহাদের হস্তে বড় গুরুতর ক্ষমতা নিহিত। পূর্ব্বদেশীয় বহু প্রাচীন গ্রন্থে কোতোয়ালদের অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে অসংখ্য অসংখ্য গল্প ও শ্লোকাবলী আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। গুরুতর মোকদ্দমা গুলি বিচারার্থ রাজধানীতে পাঠাইতে হয়।

‡ আফগানস্থানে পর্য্যটনের ব্যবস্থা আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সেখানে

(৪) (ক) কাফেলা বাশি, * (খ) মজলেসে তেজারৎ বা পঞ্চায়েৎ, † (গ) মহকুমায়ে মাল, ‡ (ঘ) রোজনামচা, § (ঙ) চবু-

---

এক নগর হইতে অন্য নগরে যাইতে হইলে, এই বিভাগ হইতে যাত্রার অনুমতি-পত্র লওয়া আবশ্যক; নতুবা যাওয়া যায় না। ইহা অনেকাংশে পাস্‌পোর্টের (Pass Port) অনুরূপ। দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে তাহাদের অনুমতি পত্রে 'মহকুমায়ে রাহ্‌দারির' অফিসার মোহর করিয়া দেন। তৎপর নগরের কোতোয়াল ও গভর্ণরের দ্বারা দস্তখত করাইয়া লইতে হয়।

আফগানস্থান ছাড়িয়া ভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে—সে যে কোন প্রয়োজনেই হউক না কেন—আমিরের পক্ষ হইতে তদীয় পুত্র তাহাতে দস্তখত ও মোহর করিয়া দেন।

* Kafila Bashi (Head of the Caravan Department)

এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ভ্রমণকারীদের ভারবাহী পশুর বন্দোবস্ত করিয়া দেন। যে সকল ব্যবসায়ী উট, খচ্চর কি অন্যান্য পশু ভাড়ায় খাটাইয়া থাকে, তাহারা ভাড়া কারীদের সহিত সদ্ব্যবহার করে কিনা, তাহা দেখা এবং যাহাতে কোন প্রকার প্রবঞ্চনা করিতে না পারে, তৎ সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করা ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য। ভাড়া কারী গণকে এই আফিসে একটা কমিশন দিতে হয়।

এই বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধীয় ও হিসাব পত্র সম্বলিত রিপোর্ট রীতিমত গভর্ণমেণ্টে প্রেরণ করে। এই বিভাগে যে কমিশন আদায় হয়, তদ্দ্বারা ইহার কর্ম্মচারী দিগের বেতন দেওয়া যায়। উদ্বৃত্ত টাকা সরকারী ব্যাঙ্কে জমা হয়।

† The Board of Commerce

এই বিভাগে সওদাগর দিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা হয়। এই আদালতের বিচার পতির উপাধি "মীর মজ্‌লেস্‌"। ইঁনি সওদাগর সভার মেম্বর দিগের মত লইয়া বিচার করেন। এই সভার মেম্বর মুসলমান ও হিন্দু সওদাগর দিগের মধ্য হইতে তাহাদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুসারে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

‡ The Revenue Office

ইহাতে রাজস্বাদির হিসাব পত্র রাখা হয় এবং বার্ষিক যে পরিমিত রাজস্ব প্রত্যেক জমিদারের দেয়, তাহার "ইয়াদ দাস্ত" (স্মারক-লিপি) এখানেই থাকে।

§ The Roznamcha Office

এই আফিসে দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব হয়। রাজস্ব আদায় ও ব্যয় সম্পর্কীয় যে

তরহ্ * —ট্যাক্স আদায়কারী গণের আফিস, (চ) খাজানা † (ছ) ফৌজ ‡—ইহারা প্রত্যেক নগরে শান্তি রক্ষার জন্য অবস্থান করে।

আমি সমুদয় শ্রেণীর সর্দ্দার ও প্রত্যেক প্রদেশের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট আদেশ-পত্র প্রেরণ করিলাম—যেন তাহারা দেশ মধ্যে যথাসম্ভব শান্তি রক্ষার চেষ্টা করে,—স্বদেশবাসী ও নিকটবর্ত্তী সাধারণ প্রজাবর্গের প্রতি অনু-গ্রহ প্রদর্শন করে। যদি তাহারা এই আদেশ যথাযথ পালন করে, তবে ইহার প্রতিদান স্বরূপ তাহারা আমার পক্ষ হইতে সদয় ব্যবহার, পুরস্কার ও অন্যান্য রাজানুগ্রহ পাইবার আশা করিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহাদের উপর দয়া ও সৌহৃদ্য ভাব প্রদর্শন করিয়া এ সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিলাম।

অতঃপর আমার পত্নী ও পুত্রদ্বয়—হবিব উল্লা খান ও নসর উল্লা খানকে লইয়া আসিবার নিমিত্ত কয়েক জন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে রুস রাজ্যে প্রেরণ করিলাম। ইঁহাদিগকে আমি সেখানে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। আমার যে সকল আত্মীয় কান্দাহারে ছিলেন, তাঁহাদিগকেও আহ্বান করিলাম। এই বৎ-সরেই ২২এ নবেম্বর তারিখে আমি মোল্লা আতিক উল্লার তনয়ার পাণিগ্রহণ

---

সকল আদেশ পত্র অন্যান্য আফিস হইতে জারি হয়, তাহার নকলও এখানে রাখা হইয়া থাকে।

* The Chabutarah ইহা ট্যাক্স কালেক্টর গণের আফিস। এতদ্দারা সমুদয় বাণিজ্য দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক আদায় করা হয়। আমদানী, রপ্তানী—সমুদয় দ্রব্যের উপর দেয় শুল্কের পরিমাণ শতকরা আড়াই টাকা।

† The Treasury নাগরিক রাজস্ব ও ট্যাক্স আদায়কারী কর্ম্মচারিগণ তাহাদের আদায়ী খাজানা কি ট্যাক্স স্বহস্তে লইতে পারেন না। কেবল তাহা স্থানীয় ব্যাঙ্কে দাখিল করিবার জন্য অনুজ্ঞা পত্রাদি জারী করেন। এইরূপ নানাবিধ ব্যয়াদি সম্বন্ধীয় আদেশ পত্রাদি ও সেখান হইতে প্রচারিত হয় এবং উহা এই ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। বিভিন্ন বিভাগ গুলির প্রধান কর্ম্মচারিগণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নামে আদেশ পত্র প্রেরণ করেন।

‡ প্রয়োজনের সময় কার্য্যে লাগাইবার জন্য প্রত্যেক বিশিষ্ট নগরে অল্প সংখ্যক সৈন্য থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বিবিধ প্রকার বিভাগ গুলির চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রাদেশিক প্রধান আফিসে প্রেরিত হয় এবং সেখান হইতে রাজধানী কাবুলের উচ্চতর বিভাগীয় আফিস গুলিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

করিলাম। আমার এই নব-পত্নীর মাতা সম্পর্কে আমার খুড়ি ছিলেন। আমার পিতৃব্য সর্দ্দার ইউসফ খানের যোগাড় যত্নে তাঁহারই বা ভীতে এই পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইল। এই শেষোক্ত পত্নীর গর্ভে আমার কনিষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ ওমরের জন্ম হইয়াছে।

অল্প দিন মধ্যে আমার পরিবারের সকলেই—মাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও শিশু পুত্রগণ আসিয়া পৌঁছিলেন। ইঁহারা কয় বৎসর যাবৎ আমাকে দেখিতে পান নাই; সুতরাং এই মিলন যে কত আনন্দপ্রদ হইল, তাহা বলিবার নহে। আমি খোদা তা-লার দরগায় কৃতাঞ্জলি পুটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। প্রায় বার বৎসর নির্ব্বাসন ক্লেশ ও নানাবিধ বিপদ ভোগের পর তিনি আমাকে এই সুখ প্রদান করিলেন।

বাহিরে আপাততঃ কোন যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকিলেও, লোকের মনে প্রচ্ছন্ন ভাবে এখনও বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিতেছে—তাহার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। এই জন্য আমি দেশের লোকের মানসিক অবস্থার সংবাদ সংগ্রহার্থে চারি দিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিলাম। এই উপায়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাসী ও আমার গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহা ভূরি ভূরি প্রমাণের সহিত উত্তম রূপে জানিতে পারা গেল; আমি তাহাদের উপর খুব দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাহারা আমার বিপক্ষ ছিল এবং বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য লোকদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল, তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে লাগিলাম। এইরূপ ষড়যন্ত্রের নায়ক ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবাদ-প্রিয় লোকদিগকে ভালরূপে চিনিতে সক্ষম হইলাম। কতকগুলি অবাধ্য ও দুর্দ্দান্ত বড় লোক এই দলে ছিল। ইহারা শের আলী খানের বংশধরগণের দলভুক্ত ছিল। তাহাদের স্বভাব অনুরূপ আমিও তাহাদের সহিত আচরণ করিতে লাগিলাম; কাহাকেও কাহাকেও দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলাম। কাহাকেও কাহাকেও তাহাদের ধূর্ত্ততার জন্য কঠিন শাস্তি প্রদান করিলাম। এই সময়ে আমি দিবা রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিতাম—সর্ব্বপ্রকার কার্য্য নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। আমি আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতাম না। যে সকল চিঠি পত্র লেখার প্রয়োজন পড়িত, আমি তাহা স্বহস্তে লিখিতাম; কাহাকেও কিছু জানিতে দিতাম না।

এই সময়ে দুইটী বিষয় বড় গুরুতর ও চিন্তার কারণ হইল। এতৎ সম্বন্ধে আমার পূর্ণ মনোনিবেশ করিবার প্রয়োজন পড়িল। প্রথমতঃ সৈন্যদের বেতন ও সরকারী অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত টাকা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ ও সমর বিভাগীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি কিছু মাত্র ছিল না। আমি প্রথম অভাব নিরাকরণার্থে কাবুলে একটী সরকারী টাকশাল স্থাপন করিলাম। তাহাতে হস্ত নির্ম্মিত ছাঁচ দ্বারা টাকা নির্ম্মাণ চলিতে লাগিল। সে সময়ে ইহার কোন কল আমার নিকট ছিল না; তবে সৌভাগ্য বশতঃ এখন আমার টাক্‌শালে মুদ্রা নির্ম্মাণের ভাল ভাল কল আছে। তদ্দারা ইউরোপীয় উন্নত প্রণালীতে মুদ্রা নির্ম্মিত হয়; এ সম্বন্ধে যথাস্থলে বিস্তৃত বিবরণ লিখা হইবে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার টাকশালেও কিছু টাকা তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। উহা আমি গালাইয়া ফেলিয়া শতকরা ছয় ভাগ তামা মিলাইয়া কাবুলী টাকা (১) তৈয়ার করাইয়াছি।

আমি কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ করিলাম, যেন তাহারা রাজ্য হইতে চাঁদি রূপা ক্রয় করে এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তামা মিশাইয়া টাকা তৈয়ার করাইয়া লয়; এই উপায়ে কিছু লাভ পাওয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন এই মর্ম্মে ফরমান (২) জারি করিলাম যে, ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্টের আমলে যে সকল টাকা লোকেরা ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, কিম্বা লুণ্ঠন করিয়াছে, অথবা সরকারী ব্যয় বাবদ তাহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহাদের নিকট থাকিয়া তাহাদের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, উহার সমুদয়ই সরকারী ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে হইবে।

এই সাধারণ ঘোষণা প্রচারের পরই বহু লোক তাহাদের ঋণের টাকা আদায় করিয়া ফেলিল। যাহারা টাকা পরিশোধ করিল না, তাহাদের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক উহা কাড়িয়া লওয়ার জন্য কালেক্টর (সংগ্রাহক) নিযুক্ত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হিসাব পত্র পরীক্ষা করিয়া, যে সকল লোকের নিকট রাজস্ব বাকী পড়িয়া আছে, তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত হিসাবকারী কর্ম্মচারী (Accountant) নিযুক্ত করিলাম।

---

(১) ইংরেজী টাকা ষোল আনা; কাবুলী টাকা বার আনা।

(২) "ফরমান" রাজকীয় আদেশ-পত্র।

বিদ্রোহ কিম্বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য আমি আদেশ প্রচার করিলাম—"যুদ্ধের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সরঞ্জাম ও রশদ সংগ্রহ করা হউক; ভারবাহী পশু ক্রয় করা হউক এবং সেনা সম্বন্ধীয় প্রত্যেক দ্রব্যই ভাল ও ঠিক অবস্থায় রাখা হউক।" এই উপায়ে এমন যোগাড় যন্ত্র করিয়া রাখিলাম যে, যদি দৈবাৎ কোন প্রয়োজন পড়িয়া যায়, তাহা হইলে যেন আমাকে কিছুমাত্র অসুবিধা বা দুর্য্যোগে পড়িতে না হয়!

দ্বিতীয় অসুবিধা বা যুদ্ধাস্ত্রের অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে, আমি দেশের সমুদয় লৌহ-শিল্পী বা কামার দিগকে বন্দুক নির্ম্মাণ, তোপ ও গোলা ঢালাই এবং হস্ত নির্ম্মিত কার্ত্তুস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলাম। সে সময়ে কার্ত্তুস প্রস্তুত করিবার ও কোন কল আমার নিকট ছিল না। হস্ত নির্ম্মিত অস্ত্রাদির যে কারখানা আমার পিতামহ, পিতার পরামর্শে স্থাপন করিয়াছিলেন,—যাহার তত্ত্বাবধানের ভার আমার হস্তেই ন্যস্ত ছিল এবং যাহার কথা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে উল্লেখ করিয়াছি—উহা এই সময়ে ও কাবুলে বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার কার্য্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল; উহার অবস্থা ও ভাল ছিল না। আমি এই কারখানার উন্নতি করিলাম,—পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিলাম। আর আমার কর্ম্মচারী দিগকে আদেশ করিলাম—"প্রজাদের নিকট যে পরিমাণ সমর সম্ভার পাওয়া যাইতে পারে, তাহা ক্রয় করিতে হইবে। উহারা বহু পরিমিত অস্ত্র শস্ত্র ও গোলা বারুদ লুণ্ঠন করিয়াছিল এবং খুব সম্ভবতঃ এখনও তাহাদের কাহার ও কাহার ও নিকট বিক্রয়ের জন্য থাকিয়া থাকিবে!" আমি ভাবিলাম,—কিছুদিন পর আমাকে আয়ুব খানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; অতএব এখন যাহা সংগ্রহ করা যায়, তাহাই মহোপকারে আসিবে। এই উপায়ে ১৫০০০ পনর হাজার গোলা (যাহার মধ্যে অল্প বিস্তর অকার্য্য কর ও ছিল) ও তদনুরূপ অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী ক্রয় করা হইল। পূর্ব্বাহ্নে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করায় আমার দেশের পক্ষে তাহা খুব উপকার জনক ও ফল দায়ক বলিয়া শেষে প্রমাণীত হইয়াছিল।

অতঃপর আমি শের আলী খান মরহুমের সৈন্য দল হইতে কয়েকজন ভাল ভাল অফিসারকে বাছিয়া আমার সৈন্যদল ভুক্ত করিলাম। আমার দেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যে সকল অফিসার আমার অধীনে কার্য্য করিয়াছিল,—

তাহাদের সকলকেই তলব করা হইল। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে একটী বৃহৎ ও শক্তি সম্পন্ন সৈন্য দল প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম।

শের আলী খানের আমলে লোক দিগকে বলপূর্ব্বক সৈন্য দলে ভর্ত্তি করা হইত। আমি সেই পুরাতন নিয়ম উঠাইয়া দিয়া হুকুম দিলাম—"যে সকল লোক স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক এবং সেই কার্য্যের যথার্থ উপযুক্ত,—কেবল তাহাদিগকেই এই বিভাগে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে।"

প্রত্যেক ছাউনীতে ( Canton ment ) প্রতি পল্টনের রোগা ও আহত সিপাহী দিগের চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল স্থাপন করিলাম। ( ১ ) অপিচ সিপাহী দিগের লেখা পড়া শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সমূহ ( মাদ্রাসা ) প্রতিষ্ঠিত করা গেল। ভ্রমণ কারীদের হেফাজতের জন্য পথে—স্থানে স্থানে পাহারা বসাইলাম। দেশের ব্যবসায়ী দিগকে জানাইয়া দিলাম যে, এখন হইতে তাহারা নির্ভয়ে নিরাপদে রাজপথে ভ্রমণ করিতে পারিবে। আমদানী রফ্‌তানী কার্য্যে উন্নতি করিবার জন্য ও তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিলাম। নূতন নূতন রাজপথ,—নূতন নূতন সরাই নির্ম্মাণ করিবার জন্য সরকারী ইঞ্জিনিয়ার ও আমিন নিযুক্ত করা হইল। ফলতঃ প্রবাসী দিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা, নিরাপদতা এবং প্রজা দিগকে সন্তুষ্ট ও দেশে শান্তি বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি যথা সম্ভব সর্ব্ব প্রকার বন্দোবস্ত করিলাম।

আমার রাজত্বের প্রারম্ভে, দেশে রীতিমত শাসন তন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে যে সকল কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল, তাহার সমগ্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সহজ নহে। আমার শাসন কালের পূর্ব্বে আফ্‌গান গভর্ণমেণ্ট ও তাহার প্রয়োজনীয় বিভাগ গুলির কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা নিম্ন লিখিত গল্পটীর দ্বারা অনেকটা বোধগম্য হইবে।

---

( ১ ) এই সকল হাঁসপাতালে দেশীয় চিকিৎসকেরা কার্য্য করিয়া থাকেন। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এদেশে সাধারণ হাঁসপাতাল ছিল না। আমির মহোদয় যে হাঁসপাতালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা কেবল সৈন্যদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাধারণ লোকেরা ব্যবস্থার জন্য তখন দুইটী ঔষধালয়ে যাইত। তন্মধ্যে একস্থানে ইউরোপীয় ঔষধ ও অপর স্থানে দেশীয় ঔষধ প্রদত্ত হইত ; কিন্তু কোন স্থানের ঔষধেরই মূল্য দিতে হইত না। আমির আবদুর রহমান খানের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে আফ্‌গান স্থানে এইরূপ ঔষধালয় ও ছিল না।

একবার এক ব্যক্তি একটী বাগান প্রস্তুতের ইচ্ছা করিয়া কয়েকজন লোককে তাহার কনট্রাক্ট প্রদান করিয়া ছিলেন। কনট্রাক্টরেরা একটা নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিবে বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য কি কি ভাবে বাগান তৈয়ার করিতে হইবে, তাহা ও বাগান নির্ম্মাতা কণ্ট্রাক্টর দিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং সমুদয় টাকা ও তাহাদিগকে অগ্রিম প্রদান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক কণ্ট্রাক্টরেরা অগ্রিম টাকা লইয়া চলিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে সমুদয় টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। বাগান প্রস্তুতের কথা আর তাহাদের মনে ও রহিল না! কিন্তু যেদিন কার্য্য শেষ করিয়া দিবার কথা,—সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাহারা সকলে বাগান নির্ম্মাতার নিকট গমন করিয়া বলিল—"বাগান প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া তাঁহাকে এক খণ্ড জমী দেখাইবার নিমিত্ত লইয়া গেল।

বাগান নির্ম্মাতা জমী দেখিয়া বলিল—"কিন্তু এই ভূমি খণ্ডে ত একটী বৃক্ষ ও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না!"

কণ্ট্রাক্টরেরা উত্তর দিল—"বৃক্ষ ভিন্ন আর সকলই প্রস্তুত রহিয়াছে।"

বাঃ নিঃ—"কৈ,—বাগানে জল সেচনের খাল ও ত খনন করা হয় নাই!"

কণ্ট্রাক্টরগণ পুনরায় উত্তর করিল—"কেবল জল সেচনের খাল ভিন্ন আর সকল জিনিষই তৈয়ার রহিয়াছে।"

বাঃ নিঃ—"গাছগুলি পশু দিগের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাগানের চতুর্দ্দিকে ত প্রাচীর কিম্বা বেড়া ও নির্ম্মাণ করা হয় নাই!"

কণ্ট্রাক্টর দের পুনঃ সেই জবাব—তাহাদের কণ্ট্রাক্টের কার্য্য মধ্যে কেবল মাত্র প্রাচীর নির্ম্মাণ বাকী রহিয়াছে।

বাগান নির্ম্মাতা চেঁচাইয়া বলিলেন—"কৈ,—জমিটাও ত চাষ করা হয় নাই!"

আবার সেই উত্তর—"সকল জিনিষই প্রস্তুত; কেবল চাষটা মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।"

আফগান গভর্ণমেণ্টের অবস্থা ও তখন অবিকল ইহার অনুরূপ!—কেবল মুখে মুখে,—কেবল কথায় বার্ত্তায়—"অবশিষ্ট-সকল বিষয়ই ঠিক ছিল!" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল না!

যে সময়ে আমি কাবুল ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের বন্দোবস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন সর্দ্দার আবদুল্লা খান 'তুখি' কে (১) বদখ্শানের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করি। আমার খুল্লতাত ভ্রাতা মোহাম্মদ ইসহাক খান (২) ও সর্দ্দার আবদুল কদ্দুছ খান কে (৩) তুর্কিস্থানের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাহারা আমার উপদেশানুরূপ দক্ষিণ পশ্চিমস্থ প্রদেশ গুলির সুবন্দোবস্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমান্ত ইংরেজ দিগের দখলে ছিল। তাঁহারা শের আলী খান নামক এক ব্যক্তিকে তাহার শাসন কর্ত্তা (ওয়ালি) নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। সে এ পর্য্যন্ত কান্দাহারে অবস্থিতি করিতে ছিল; কিন্তু কিছুদিন পরেই ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেলেন এবং পেন্সন প্রদান করিয়া করাচিতে তাহার বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।

---

(১) ইনি আমিরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। আমির ইহার সহিত গুপ্ত পরামর্শাদি করিতেন। আমিরের শেষ জীবনে ইনি অনুক্ষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত রহিয়াছেন।

(২) মোহাম্মদ ইসহাক খান আজ কাল রুস্ রাজ্যে বাস করিতেছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে ইহাঁর সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় দেখিতে পাইবেন।

(৩) আবদুল কদ্দুছ খান এখন (১৯০০ খৃঃ অঃ) " মীর অরজ।" এই পদ অনেকটা ভারত সম্রাটের Chamber lain এর অনুরূপ। আজকাল তিনি সমগ্র আফগানস্থান মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাপন্ন ও গণ্য মান্য অফিসার। তাঁহার বংশের নব্বই জনের অধিক লোক এ সময়ে গভর্ণমেণ্টের উচ্চতম পদ সমূহে নিযুক্ত আছেন। ইনি ১৮৮১ খৃঃ অব্দে আইয়ুব খানের নিকট হইতে হিরাত কাড়িয়া লন,—ইহার বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ইহাঁর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। তাঁহারা ইহাকে সুলতান খানের পুত্র ও দুর্দ্ধর্ষ আকবর খান 'ওজিরির' পৌত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আকবর খান ইহাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা—পিতামহ নহেন। তাঁহার পিতা সর্দ্দার সুলতান মোহাম্মদ খান—আমির দোস্ত মোহাম্মদ খানের ভ্রাতা,—পৌত্র নহে। দ্বিতীয় ভ্রম—সর্দ্দার সুলতান খান তাঁহার পিতা নন। দ্বিতীয়তঃ ইনি ইস্হাক খানের কর্ম্মচারীদের মধ্যে ও কেহ ছিলেন না। আমির আবদুর রহমান খান রুস রাজ্য হইতে যাত্রা করিবার কালে ইহাঁকে ইস্হাক খানের সহকারী রূপে নিযুক্ত করেন। খোদ আমিরের আদেশানুসারে ইনি হিরাত অধিকার করিতে গমন করিয়াছিলেন।

১৮৮১ খৃঃ অব্দের ২১এ এপ্রিল তারিখে ইংরেজ সৈন্য কান্দাহার আমার হস্তে প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। আমি উহাকে আমার গভর্ণমেণ্টের অধীনে একটী প্রদেশ করিয়া লইলাম।

আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে আমার মনে হয়, ইংরেজেরা ওয়ালিশের আলী খানকে কান্দাহার হইতে লইয়া যাইবার এই সকল কারণ ছিল।

( ১ ) মোহাম্মদ আইয়ুব খান কান্দাহার আক্রমণ করিবার নিমিত্ত হিরাতে সমুদয় প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত ও অগণিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ছিল। তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি শের আলী খানের ছিল না। ইতিপূর্ব্বে ও একবার আইয়ুব খানের সহিত যুদ্ধে সে দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

( ২ ) কান্দাহারের লোকেরা ও অন্যান্য মুসলমানগন সাধারণতঃ তাহার বিরুদ্ধাচারী ছিল। সাধারণ লোকেরা ত তাহাকে দু'চক্ষেই দেখিতে পারিত না। এই কারণ বশতঃ কোন্ সময়ে বিদ্রোহ-বিপ্লব ঘটিয়া বসে তাহার প্রাণ যায়—এই ভয়ে সে অনুক্ষণ ভীত থাকিত।

( ৩ ) কান্দাহার আমার রাজ্য হইতে ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে আমি কোন "একরার" নামা প্রদান করি নাই;—ছাড়িয়া দিতে ও সম্মত ছিলাম না। আমি উহাকে আমার পূর্ব্ব পুরুষদের বাসস্থান ও ভূতপূর্ব্ব কতিপয় অধিপতিদের রাজধানী ছিল বলিয়া,—বিশেষ চক্ষে দেখিতাম—সম্মান করিতাম। এই সময়ে ইংরেজেরা যখন আমাকে উহা দখল করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন;—আমিও তাহা মঞ্জুর করিলাম,—কিন্তু অনেক ভাবনা ও দ্বিধার পর!

এক দিকে মনে করিলাম—কান্দাহার অধিকার করিলে বড়ই দুর্ব্বিপাকে পড়িতে হইবে; কারণ আমি জানিতাম—আইয়ুব খান শীঘ্রই কান্দাহার আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তৈয়ার হইয়া রহিয়াছে! উহা রক্ষা করিবার উপযুক্ত যোগাড় যন্ত্র করিতে আমি আর কিছুমাত্র সময় পাইব না! আমি ইহাও জানিতাম যে,—দেশের অবস্থা এখন ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে; উহা পূর্ণ ভাবে স্থিতিশীল হয় নাই! যদি আমি কাবুল ছাড়িয়া আইয়ুব খানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কান্দাহার গমন করি,—তবে কয়েক মাস আমাকে রাজধানী ত্যাগ করিয়া বাহিরে থাকিতে হইবে। আমার এই অনুপস্থিতির সময় কাবুলে যে কোন প্রকার অঘটন ঘটিয়া বসিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি আছে!

অপর দিকে ভাবিলাম,—কান্দাহার ভিন্ন কাবুলের রাজত্ব যেন নাসিকা হীন মুখ—অথবা দরজা হীন কেল্লা! আমি নিজকে স্বজাতির নিকট ভয়াতুর ও পুরুষত্ব হীন বলিয়া পরিচিত করিব,—তাহাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস জন্মিতে দিব যে,-পূর্ব্বতন ভূপতি দিগের রাজধানী অধিকার করিতে আমার মনে কোনও প্রকার ভয় বা আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে,—ইহা কখন ও হইতে পারে না।

আমি এই দুই দিক অর্থাৎ লাভ ও ক্ষতির দিক লক্ষ্য ও বিবেচনা করিয়া স্থির করিলাম—বিপদের আশঙ্কা খুব বেশী; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় খোদার উপর ভরসা করিয়া কান্দাহার হস্তগত করাই নিরূপণ করিলাম এবং হাশেম খানকে গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলাম।

# নবম অধ্যায়।
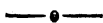
## হিরাত আফগান রাজ্যভুক্ত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি যখন সিংহাসনারোহন করি, তখন আমার জীবন শান্তি পূর্ণ ছিল না; আমি সে সময়ে সর্ব্ব প্রকার ভীষণ ভীষণ বিপদ সমুহে পরিবেষ্টিত ছিলাম। তখন আমার জীবনটী ভারবহ হইয়া পড়িয়াছিল। কোন্ সময়ে কোন্ বিপদে পতিত হইয়া যে প্রাণ যায়, তাহার স্থিরতা ছিল না। চতুর্দ্দিক হইতে দারুণ সমস্যা গুলি যেন মুখ ব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল! এই অবস্থায় 'আমির' হইয়া আমাকে প্রথমেই একটী ভয়াবহ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইল। এই সমর কোন ও শত্রুর সহিত নহে —আমারই নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—এক রক্তমাংস এবং আমারই প্রজা ও লোক জনের সঙ্গে! আমি কাবুলে আজ ও ভালরূপে বসিতে পারি নাই,— সমর বিভাগের কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিবার সময় পর্য্যন্ত পাই নাই— এমন সময় আমাকে যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য হইতে হইল!

মোহাম্মদ আইয়ুব খান ইংরেজ দিগের দ্বারা পরাভূত হইয়া হিরাত অধিকার করিয়াছিল। সে সেই পরাভবের দিন হইতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে; অবশেষে একটী প্রবল ও বিপুল সৈন্য দল সংগ্রহ করিয়া হিরাত হইতে কান্দাহারের দিকে যুদ্ধ যাত্রা করিল! আমি পূর্ব্ব হইতে এই আশঙ্কা করিতে-ছিলাম,—ইহা উপরেই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু তাহা হইলেই কি হইবে,— এই বিপদের সম্মুখীন হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল!

এই সময়ে কতকগুলি বিষয় আইয়ুব খানের অনুকূল ও আমার প্রতিকূল দেখা গেল। তাঁহার নিকট খুব ভাল ভাল অস্ত্র,—সমর সরঞ্জাম ও আমা হইতে অনেক বেশী সৈন্য ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা,—অশিক্ষিত অন্ধ বিশ্বাসী মোল্লাগণ আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্ম যুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্ব সাধারণের নিকট ঘোষণা প্রচার করিয়াছিল! ইহাতে আইয়ুব খানের আশাতীত সুযোগ হইয়া পড়িল! বর্ব্বর মোল্লাগণ প্রচার করিতে লাগিল—"আবদুর রহমান ইংরেজের

সহিত মিলিয়া গিয়াছে; সে 'গাজী' (ধর্ম্ম যোদ্ধা) দের শত্রু; অতএব তোমরা কেহই তাহার পক্ষে থাকি ও না।"

আইয়ুবের সঙ্গে ১২০০০ বার হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিম্নলিখিত অফিসার দিগের অধীনে ছিল:—হোসেন আলী—প্রধান সেনাপতি; নায়েব হাফিজ উল্লা খান—ডেপুটী প্রধান সেনাপতি। অন্যান্য অফিসারগণ:—এর সালান খান 'গল্‌জেই' এর পুত্র-জেনারেল তাজ মোহাম্মদ খান; সর্দ্দার মোহাম্মদ হোসেন খান; সর্দ্দার সুলতান জানের পুত্র ও মোহাম্মদ আজম খানের পৌত্র —সর্দ্দার আবদুল্লা খান; মোহাম্মদ আলী খানের পুত্র সর্দ্দার আহ্‌মদ আলী খান; নূর খান; সর্দ্দার আবদুস্ সালাম খান কান্দাহারী, কাজী মোহাম্মদ সইদের পুত্র কাজী আবদুস্ সালাম। আইয়ুব খান—ইয়াকুব খানের পুত্র মুসা জানকে ও শেরদেল খানের পুত্র খোশ্‌দেল খানকে কয়েক হাজার সৈন্য সহ হিরাতে রাখিয়া আসিয়াছিল।

সর্দ্দার শামস্ উদ্দীন খান ও সর্দ্দার হাশেম খান (ইঁহাদিগকে আমি কান্দাহারের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলাম) নিম্ন লিখিত অফিসার দিগকে আইয়ুব খানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করিল; যথা:—গোলাম হায়দর খান 'তুখি'—প্রধান সেনাপতি। অধঃস্তন অফিসার—সর্দ্দার খোশ্‌দেল খান কান্দাহারীর পুত্র সর্দ্দার মোহাম্মদ হোসেন খান; কাজী সা-আদ উদ্দীন খান,— ইনি এখন হিরাতের ভাইস্‌রয়। ইহাঁদিগকে সাত পল্টন পদাতিক,—দুই বেটারি তোপ, চারি রেজিমেণ্ট নিয়মিত অশ্বারোহী, তিন হাজার মিলিশিয়া অশ্বারোহী, সাত পল্টন মিলিশিয়া পদাতিক প্রদত্ত হইল।

২০ এ জুলাই তারিখে 'গরশকে'র নিকটবর্ত্তী "কারেজ" নামক স্থানে উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইল,—ভীষণ সংগ্রাম আরব্ধ হইয়া গেল। প্রথমতঃ বোধ হইতে লাগিল যেন, কান্দাহারী সৈন্যের ভাগ্যেই বিজয় লাভ ঘটিবে;—উহারা অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতে ছিল! আইয়ুব খানের প্রায় সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্য পরাস্ত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল এবং নানা দিকে পলায়ন করিল! কেবল মাত্র অনুমান আশী জন সর্দ্দার অল্প সংখ্যক লোক সহ রণ-ক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল! উহারা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর খালি পড়িয়া রহিয়াছে,—সমুদয় সৈন্য তাহাদিগকে

ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে; সুতরাং আর পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা অসম্ভব! অতএব পলায়ন কালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা,—বীরের মত যুদ্ধ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করা তাহারা ভাল বিবেচনা করিল এবং সকলে একস্থলে সমবেত হইয়া প্রবল বেগে কান্দাহারী বাহিনীর মূল অংশের উপর পতিত হইল, ও সোজা সোজি প্রধান সেনাপতি ও কাজী সা আদ উদ্দীনের নিকট গিয়া উপনীত হইল। তাহারা এই মুষ্টিমেয় ধ্বংশ মুখে পতিত বীরগণের বিস্ময়কর শৌর্য্যের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া,—পরাজিত হইয়া কান্দাহারের দিকে পলায়ন করিল। সর্দ্দার আবদুল্লা খান এবং আইয়ুব খানের কয়েক জন অফিসার এই যুদ্ধে নিহত হয়।

আইয়ুব খান অগ্রসর হইয়া বিনা বাধায় ও বিনা যুদ্ধে কান্দাহার নগর অধিকার করিল।

আমার অফিসার দিগের মধ্যে হাশেম খান ও গোলাম হায়দর খান 'কোলাতে' পলায়ন করিল। সর্দ্দার মোহাম্মদ হোসেন খান পবিত্র ধাম মক্কা মোয়াজ্জমায় চলিয়া গেল। শমস্ উদ্দীন খান 'খের্কার' (১) মধ্যে লুক্কায়িত হইল। মোহাম্মদ আইয়ুব খান অঙ্গীকার করিয়া বলিল—যদি সে সেই পবিত্র স্থান হইতে বাহির হইয়া আইসে, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না; কিন্তু সে বাহির হইয়া আসিতেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করিল!

এই পরাজয়ের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বাধ্য হইয়া আমাকে কান্দাহার যাইতে হইল। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হবিব উল্লা খানকে কাবুল নগরের গভর্ণর ও পরওয়ানা খানকে সমগ্র সৈন্য দলের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া

---

(১) "খের্কা" অর্থ খুব ঢিলা ও লম্বা জামা বিশেষ। উপরোক্ত "খের্কা" আমাদের শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মস্তফা ছল্লোল্লাহ আলায়হে অ ছাল্লাম পরিধান করিতেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর বহু মুসলমান বাদশাহের নিকট উহা সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এখন উহা কান্দাহারে একটী অট্টালিকার ভিতর রক্ষিত। লোকেরা ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে একথা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি—সে যে কোনরূপ অপরাধই করুক না কেন—যে কক্ষে এই পবিত্র পরিচ্ছদ রক্ষিত, তাহাতে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে—সে স্বেচ্ছায় যে পর্য্যন্ত বাহির না হয়—কেহই তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

কান্দাহার অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। আমার সঙ্গে প্রায় ১২০০০ বার হাজার সৈন্য ও নিম্ন লিখিত অফিসারগণ চলিল :—

গোলাম হায়দর খান ‘চর্খি’,—প্রধান সেনাপতি। ফরামরজ খান—প্রধান সেনাপতি (১) গোলাম হায়দর খান ‘তুখি’—প্রধান সেনাপতি; এতদ্ভিন্ন আরও বহু সংখ্যক অফিসার ছিল,—তাহাদের নাম এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

‘তুখি’, ‘আন্দরাহ্’ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রায় ১০০০০ দশ হাজার লোক পথে আমার সহিত আসিয়া মিলিত হইল। আইয়ুব খানের সৈন্য সংখ্যা ২০০০০ বিশ হাজার ছিল। এই সময়ে আমি ধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া গিয়াছি বলিয়া কতক গুলি মোল্লা ফতোয়া (ধর্ম্ম-ব্যবস্থা) প্রচার করিল। এই ফতোয়া-পত্রে তাহারা লিখিয়াছিল—“আমির আবদুর রহমান ইংরেজ দিগের একান্ত অনুগত ও তাহাদের নায়েব স্বরূপ; তিনি বিধর্ম্মীর সহিত যোগদান করিয়া নিজেও ‘কাফের’ হইয়া গিয়াছেন; অতএব কোন আফ্‌গানই তাহার পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য করিও না; বরং প্রাণপণে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিও।” কেহ কেহ বলিয়া থাকে—আইয়ুব খান মোল্লাদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল পূর্ব্বক এই ‘ফতোয়ায়’ মোহর করিতে বাধ্য করিয়াছিল!

কয়েক দিন দ্রুত ‘কুচ্’ করার পর আমি ‘তেমুরিয়া’ গ্রামে পৌঁছিলাম। ইহা কান্দাহার হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী। আইয়ুব খান কান্দাহার হইতে এক মাইল সম্মুখে অগ্রসর হইয়া “খেল মোল্লা আলিমে” অবস্থান করিতেছিল; কিন্তু আমার পৌঁছিবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া সে কান্দাহার নগরের ছাউনীতে হটিয়া গেল!

১৮৮১ খৃঃ অব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাচীন কান্দাহার নগরের ধ্বংশাবশেষের উপর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইল। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে আইয়ুব খানের কতকগুলি ভ্রমজনক কার্য্যে তাহার সৈন্যগণের সাহস ও উৎসাহ কতকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছিল।

ভ্রম গুলি এই :—

(১) গোলাম হায়দর খান পরলোকগত; ফরামরজ খান এখন হিরাতে কার্য্য করিতেছেন।

(১) নগর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সে আমার সৈন্যের সম্মুখীন হইল না; সে আমাকে আক্রমণ না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে আমাকে তাহার উপর আক্রমণ করিতে সুযোগ প্রদান করিল। ইহাতে সৈন্য দলের নিকট তাহার ভয়াতুরতা প্রকাশ পাইল।

(২) কান্দাহার নগর অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া ছাউনীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

(৩) "খেল মোল্লা আলিম" হইতে হটিয়া গিয়াছিল।

(৪) যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত সে নিজে যুদ্ধে যোগদান করিল না,—শিবির হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী—"কোহ্ ছ্হল জিনাহ্" নামক পাহাড়ের চূড়া দেশে থাকিয়া যুদ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। এই সকল কারণে তাহার সৈন্যদিগের উৎসাহ হ্রাস হইয়া গিয়াছিল,—তাহারা বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ সৈন্যগণ তাহার আচরণ দেখিয়া বুঝিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে নিজে সমরে যোগদান করিতে ভয় পাইতেছিল!

(৫) সে "কোহ্ ছ্হল জিনাহে"র পশ্চাতে ৭০০০ সাত হাজার সওয়ার এই উদ্দেশ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল যে, বিষম সঙ্কট পূর্ণ সময়ে—যখন প্রবল ভাবে যুদ্ধ হইতে থাকিবে, তখন ইহাদিগকে ত্বরিত গতিতে আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ করা যাইবে।

কিন্তু উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সে এতই ভীত হইয়া পড়িল যে,—সেই বৃহৎ সৈন্য দলের কথা তাহার আর স্মরণই রহিল না! সুতরাং যুদ্ধের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত উহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে সমর্থ হইল না,—পাহাড়ের পশ্চাতে নিষ্কর্ম্মা ভাবে পড়িয়া রহিল! আইয়ুব খান একবার রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া আপনার লোক দিগকে সাহস পর্য্যন্ত প্রদান করিল না। তথাপি তাহার কতিপয় উপযুক্ত ও সাহসী অফিসার এবং সমর নিপুণ সিপাহিগণ অতুলনীয় পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। তাহার কামান গুলি প্রাচীন কান্দাহারের পাহাড় সমূহের শীর্ষদেশে এমন উপযুক্ত স্থানে ও দক্ষতার সহিত স্থাপিত হইয়াছিল যে, উহা অত্যন্ত সফলতা দেখাইল।—পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল ভীষণ যুদ্ধ চলিল,—কোন্ পক্ষের বিজয় লাভ হইবে, তাহা কিছুই বুঝা গেল না। আমার বাহিনীর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব প্রতিপক্ষ গণের অসহ্য বেগ প্রতিরোধ।

করিতে অসমর্থ হইয়া কতকটা পশ্চাতে হটিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু মধ্যবর্ত্তী অংশে আমি নিজে শরীর রক্ষক ১০০০ এক হাজার পদাতিক সৈন্য সহ দণ্ডায়মান ছিলাম। ইহাতে মধ্যবর্ত্তী মূল সৈন্যদল খুব সাহস ও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রত্যেক সিপাহী যুদ্ধে এতই নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া পড়িল যে, আমার কয়েকজন আর্দ্দালি পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া পড়িল,—আমার নিকট মাত্র একজন সহিস রহিল!

যখন আমরা যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িলাম,—তখন আইয়ুব খানের সৈন্যদলে দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখা যাইতে আরম্ভ করিল;—আর সেই মুহূর্ত্তেই আমার যে চারি পণ্টন পদাতিক সৈন্য 'গরশকে' পরাজয়ের পর মোহাম্মদ আইয়ুব খানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল এবং এই সময়ে তাহার পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল—হঠাৎ তাহারা আমার দিকে ফিরিয়া গেল!

আমার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে আফগান রাজ্যের সমুদয় শিক্ষিত সিপাহীদের এই সাধারণ রীতি ছিল যে, যুদ্ধকালে যে মুহূর্ত্তে তাহারা এক পক্ষকে অপর পক্ষের তুলনায় দুর্ব্বল দেখিতে পাইত, সেই সময়েই উহারা সেই পক্ষ ছাড়িয়া, প্রবল পক্ষের দিকে গিয়া মিলিত হইত। এই কারণ বশতঃ উপরোক্ত চারি পণ্টন সৈন্য আমার জয় লাভের উপক্রম দেখিবামাত্র, তন্মুহূর্ত্তে বন্দুক ফিরাইয়া—আইয়ুব খানের যে সৈন্যদল আমার সৈন্যদের সহিত প্রবল পরাক্রমে ও প্রাণপণ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছিল,—তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই অসম্ভাবিত ঘটনা দেখিতে পাইয়া আমার সৈন্যগণের সাহস আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল,—কামান ও বন্দুক দ্বারা অজস্র গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিতে পাইয়া শত্রু সৈন্যেরা মহা বিপদ গণিল,—তাহাদের পদ স্খলিত হইল এবং যে যেদিকে পারিল,—পলায়ন করিল। এইরূপে আইয়ুব খান পরাভূত হইয়া হিরাতের দিকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

আমি কাবুল হইতে কান্দাহারে রওয়ানা হইবার কালে সর্দ্দার আবদুল কদ্দুছ খানকে তুর্কিস্থান হইতে হিরাতে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ দিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, হয় ত আইয়ুব খান পূর্ব্বোক্ত নগর ভালরূপ সুরক্ষিত করিয়া আসে নাই! এই আদেশ পাইবা মাত্র সর্দ্দার আবদুল কদ্দুছ খান চারি শত

অশ্বারোহী, চারিশত পদাতিক ও দুইটী পার্ব্বত্য তোপ লইয়া অবিলম্বে হিরাত আক্রমণ করিল। লুই নায়েব খোশ্‌দেল খান, যাহাকে আইয়ুব খান সেই নগরের হেফাজতের জন্য রাখিয়া আসিয়াছিল—আমার সৈন্য দিগকে বাধা দিবার জন্য অল্প পরিমিত সৈন্য প্রেরণ করিল; কিন্তু তাহারা পরাজিত হইল ও আমার সৈন্যেরা হিরাতে পৌঁছিল। নগর হইতে বহির্গত হইয়া যুদ্ধে যোগদানের সাহসটুকু ও খোশ্‌দেল খানের ছিল না। সে এইমাত্র চেষ্টা করিয়াছিল যে, প্রত্যহ অল্প সংখ্যক সিপাহীকে আবদুল কদ্দুছ খানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিত; আর এই সৈন্যেরা আসিয়া বিনাযুদ্ধে তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিত—অস্ত্র রাখিয়া দিত! ৪ঠা আগষ্ট আবদুল কদ্দুছ খান কেল্লা আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল।

পাঠকগণকে সর্দ্দার আবদুল কদ্দুছ খানের পরিচয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে সময়ে ইংরেজগণ কাবুলে ছিলেন, তখন সে আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য তাশ্‌কন্দে রওয়ানা হয়, কিন্তু সে সমরকন্দে পৌঁছিলে আমি তাহাকে পত্র লিখি যে,—"তুমি আর এখানে আসিও না, কারণ আমি নিজেই কাবুলে যাইতেছি। অতএব আমার আসা পর্য্যন্ত সেখানেই অবস্থান করিতে থাক।" আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,—সর্দ্দার সরওয়ার খান, ইস্‌হাক খান এবং আবদুল কদ্দুছ খানকে তুর্কিস্থানের সুবন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। আবদুল কদ্দুছ খান এখনও আমার খুব কর্ম্মদক্ষ ও বিশ্বস্ত অফিসার দের অন্যতম।

আইয়ুব খান হিরাতে যাইবার কালে পথে শুনিতে পাইল যে, সেই নগর তাহার সৈন্যদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং উহা সর্দ্দার আবদুল কদ্দুছ খান অধিকার করিয়াছে! এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সে পারস্যের পবিত্র নগর 'মেশ-হেদ' এর দিকে পলায়ন করিল। আমি ফরামরজ খানকে (১) সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং তোপখানা

(১) ইনি সর্ব্বসাধারণের অধিকতর প্রিয় সেনাপতি ও আমির মহোদয়ের একজন নির্ভর যোগ্য ও গুপ্ত পরামর্শদাতা অফিসার। শিশুকালে ইনি আমির বাহাদুরের "পেজ্‌বয়" (বালক ভৃত্য) রূপে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার পরিবারে লালিত পালিত হন। বর্ত্তমান সময় হিরাত নগর তাঁহার হেফাজতে আছে।

সহ অবিলম্বে হিরাতে রওয়ানা করিলাম। অতঃপর আমি কান্দাহারের প্রয়োজনীয় সমুদয় বন্দোবস্ত সম্পাদন করিয়া কাবুলে রওয়ানা হইলাম।

যে সকল মোল্লা আমাকে "কাফের" বলিয়া "ফতোয়া" "দিয়াছিল, তন্মধ্যে আবদুর রহিম আখুন্দ (১) 'কাকর' (২) 'খের্কার' মধ্যে গিয়া লুকাইয়াছিল। আমি হুকুম দিলাম—"এমন পবিত্র যায়গায়, এইরূপ অপবিত্র হৃদয় কুকুরকে কখন ও থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।" অতঃপর তাহাকে সেই অট্টালিকার বাহিরে আনয়ন করিয়া আমি স্বহস্তে তাহার শিরচ্ছেদ করিলাম।

কাবুলে পৌঁছিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। দেখিলাম,—আমার চির হিতাকাঙ্ক্ষী ও সাতিশয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী—ডেপুটি প্রধান সেনাপতি পরওয়ানা খান (৩) ও আমার পুত্র হবিব উল্লা খান স্ব স্ব কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছেন।

হবিব উল্লা খান তখন ও নিতান্ত তরুণ বয়স্ক বালক মাত্র, কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে একটা বড় গুরুতর কার্য্য করিয়াছিল! আমার কাবুলে অনুপস্থিতি কালে সে সিপাহী দিগের মধ্যে গিয়া তাহাদের সর্দ্দার গণের সহিত আমার হিতাকাঙ্ক্ষার নিমিত্ত কথা বার্ত্তা বলিয়াছিল! ইহাতে ভীত কিম্বা একটু মাত্র শঙ্কিত হয় নাই। প্রত্যেক বিষয়ে পরওয়ানা খান,—মীরজা আবদুল হামিদ খান ও অন্যান্য কয়েকজন অফিসারের পরামর্শ মত কার্য্য করিয়াছিল। বলা

---

(১) ইহার পুত্র মৌলবী আবদুর রউফ কাবুলে মোল্লাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্যে অধক্ষ্যতা করিয়া থাকেন। ইনি আমিরের অমাত্যগণের ও অন্যতম।

(২) 'কাকর'—কান্দাহার স্থিত একটী সম্প্রদায়ের নাম।

(৩) ইঁহাকে আমির মহোদয় স্বীয় পুত্রের সমুদয় অফিসার ও আত্মীয়দের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতেন। আমিরের নির্ব্বাসিত অবস্থায় ইঁনি অনুক্ষণ ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। যখন আমিরের অর্থকষ্ট উপস্থিত হইত, তখন ইঁনি নিজকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া আমিরের অভাব নিরাকরণের চেষ্টা করিতেন। এইরূপে তিনি আপনাকে তিন চারিবার বিক্রয় করিয়াছিলেন। পরে আমির ও তাঁহাকে মুক্ত করিয়া লইতেন; তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমিরের সমুদয় প্রজাগণ তাঁহাকে প্রাণ মন দিয়া ভালবাসিত। ইঁনি ১৮৯২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে একজন আমিরের মোসাহেব। অবশিষ্ট পুত্র চতুষ্টয় আমিরের চারি পুত্রের মোসাহেব।

বাহুল্য আমি ইহাঁদিগকে তাহার উপদেশক রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতির সময় 'কোহ্স্তান' ও 'হেসারক্'এর অধিবাসিগণ,—মহ্মুদ কুনরি, আবদুর রশিদ, জুমা খান, মোহাম্মদ হোসেন 'ওরদক' লোকদিগকে একটা বিরাট বিপ্লব উপস্থিত করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার কর্ম্মচারী দিগের বুদ্ধিমত্তা ও বন্ধু ব্যবহারের নিমিত্ত এই ষড়যন্ত্রে কোন প্রকার মন্দ ফল উৎপন্ন হইতে পারে নাই!

মোহাম্মদ আইয়ুব খানের পরাজয় ও হিরাত অধিকার দ্বারা আমি আমার পূর্ব্ব পুরুষদের পূর্ণ রাজত্বের মালিক হইলাম; কিন্তু এখন ও বহু কার্য্য করিতে বাকী ছিল; যতদিন পর্য্যন্ত উহা সম্পাদন করিতে না পারি—ততদিন আমি নিজকে প্রকৃত পক্ষে দেশের মালিক বা বাদশাহ বলিতে সমর্থ নহি। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রত্যেক মোল্লা,—প্রত্যেক সম্প্রদায় ও গ্রামের সর্দ্দার— আপনারাই আপনাদিগকে স্বাধীন রাজা বলিয়া মনে করিত। ইহার পূর্ব্বে প্রায় দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত—এই মোল্লাদের মধ্যে বহুলোকের স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রাধান্য তাহাদের কোন বাদশাহ্ই বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই; তুর্কিস্তানও 'হাজারার' মীরগণ, 'গল্জেই জাতির সর্দ্দারগণ—আপনাদের আমির হইতে অধিক তর শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। আমি দেখিলাম, যতদিন ইহাদের শক্তি সমভাবে বজায় থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাদশাহ রাজ্যের বিচার করিতে পারিবেন না। তাহাদের অনাচার—অত্যাচার অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! ইহাদের একটা আমোদের কার্য্য এই ছিল যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মস্তক কর্ত্তন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তাপে রক্তবর্ণ লোহার চাদরের উপর রাখিয়া দেখিত,—উহা কিরূপ ভাবে লাফাইয়া উঠে! ইহা হইতে ও বহু জঘন্য রীতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; কিন্তু পাঠকগণের বিরক্তির ভয়ে আর তাহা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না।

দেশমধ্যে তখন ভয়ানক অরাজকতা; প্রত্যেক সর্দার,—প্রত্যেক অফিসার, —প্রত্যেক শাহ্জাদা (রাজ পুত্র) ও প্রত্যেক বাদশাহ্ চোর, ডাকাত ও খুনের এক একটা বড় বড় দলকে নিজস্ব চাকর রাখিতেন; আর ইহারা প্রবাসী সওদাগর ও দেশের অন্যান্য অর্থশালী ব্যবসায়ী লোকদিগকে বধ করিয়া তাহাদের ধন সম্পদ—টাকা পয়সা লুণ্ঠন করিত এবং এই লুণ্ঠিত মাল মনিব ও ভৃত্যগণ বণ্টন করিয়া লইত! প্রত্যেক বড় ডাকাতের নিকট বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রাদি

দ্বারা সজ্জিত এক একটী দল থাকিত। পাঠকগণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন,—সাদু ও দাদু নামক এইরূপ দুইজন ডাকাতের সহিত আমাকে কিরূপ প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। উহারা এতই শক্তি সম্পন্ন ছিল যে, কয়েকবার আমার সৈন্যদিগকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজনকে আমি পিঞ্জরা মধ্যে বন্ধ করিয়া 'কোহ্ লতাবন্দ' (১) নামক পর্ব্বতের শিখর দেশে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছি; সে আজও সেখানে ঝুলিতেছে!

অধিকাংশ মোল্লা লোকদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা দিতে ছিল, যাহা কস্মিন কালেও আমাদের পয়গম্বর রসুল মকবুল হজরত মোহাম্মদ মস্তফা ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে অ ছাল্লাম শিক্ষা প্রদান করেন নাই! এইরূপ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম-ব্যবস্থাগুলি প্রত্যেক রাজ্যে, সমুদয় মুসলমানদের মধ্যে অবনতির প্রধান কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! তাহারা লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছিল—কখনও কোন কার্য্য করিও না,—কেবল অপরের ধন দৌলত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিবে এবং স্বার্থের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতেও নিবৃত্ত হইবে না!

উপরোক্ত আত্মকৃত সম্রাট্‌গণ স্ব স্ব অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে স্বতন্ত্র ভাবে নানা প্রকার ট্যাক্স আদায় করিত। এই জন্য রাজদণ্ড গ্রহণের পরই আমার প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য হইল,—এই সকল অসংখ্য চোর, ডাকাত,—ভণ্ড তপস্বী ও কৃত্রিম বাদশাহদিগের ধ্বংশ সাধন করা; তবে আমি স্বীকার করিতেছি যে, ইহা সহজ কার্য্য ছিল না! ক্রমাগত পঞ্চদশ বৎসর অনবরত যুদ্ধের পর উহা-দের কেহ কেহ আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল,—অথবা কেহ কেহ রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। শেষোক্ত প্রকার লোকদের মধ্যে কেহ হয়

(১) "কোহ্ লতাবন্দ"—এই নাম হওয়ার কারণ—কোন কোন লোকের ধারণা যে, এই পর্ব্বতের শিখরদেশে 'লতা' (ব্যবহার দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত পুরাতন পরিচ্ছদের এক কোণ বা সামান্য অংশকে 'লতা' বলে) ঝুলাইয়া রাখিলে সন্তান সন্ততি কিম্বা অন্যান্য যে কোন দ্রব্যের জন্য মানস ও দোয়া করা যায়, খোদা তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমের পিতা মাতা যে কালে পারস্য হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আসিতে ছিলেন, সে সময় তিনি এই পর্ব্বতের শিখরদেশে ভূমিষ্ঠা হন।

আমা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিল,—অথবা কাহাকেও এই পৃথিবী হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল!

আমার সিংহাসনারোহণ কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত করিব। ইহার পর আমার জীবন কালের নানা ঘটনা বর্ণন করিব; কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে যে সকল লোক দেশে সুবিচার প্রতিষ্ঠা, সভ্যতা, উন্নতি, শিক্ষা ও লোকদিগের স্বাধীনতা লাভের বিরুদ্ধবাদী ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে লিখা প্রয়োজন।

বহুসংখ্যক একদেশদর্শী ও বর্ব্বর প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক এই সকল যুদ্ধের জন্য আমার নিন্দাবাদ প্রচার করিয়াছিল। আমি বড়ই কঠোর ও অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়া তাহারা আমার প্রতি দোষারোপ করিত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতি সমূহের মধ্যে এমন অগণিত উদাহরণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যদ্দ্বারা জানা যায় যে, এই জন্য তাহাদিগকে ও প্রথমতঃ স্বজাতীয়ের ও স্বদেশীয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; কারণ তখন তাহারা 'সভ্যতা' শব্দের অর্থ বুঝিত না! ইতিহাস ইহার অভ্রান্ত সাক্ষী। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ও ইংলণ্ডের শ্রমজীবিগণ আপনাদের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে মহা উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে!

আমি এই বিষয়ে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতে পারি যে, আমার রাজত্ব কালে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার স্বজাতিগণ এরূপ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছেন যে, ধনবান্ ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকেরা নির্ভয়ে—নিরাতঙ্কে—দিন রাত্রি, আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে সমর্থ; তাহাদের কিছুমাত্র বিপদ কিম্বা ক্ষতি হয় না; কিন্তু আফ্গান স্থানের সীমান্তে,—ইংরেজাধিকৃত অংশে খুব মজবুত শরীর রক্ষকের হেফাজত ভিন্ন কোন ব্যক্তি এক পা অগ্রসর হইতে পারে না।

---

# দশম অধ্যায়।

—o—

## আমার সিংহাসনারোহণ কালে দেশের কি অবস্থা ছিল?

"অতুয়েজ্জু মান্ তাশাউ, অতুজেল্লু মান্ তাশাউ, বেইয়াদি কাল্ খায়ের, ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়েন্ কাদির"—( কোরাণ শরীফ )।

ভাবার্থ—"খোদা যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করিতেছেন, যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত করিতেছেন; খোদার হস্তেই মঙ্গল নিহিত; সমুদয় দ্রব্যাদির উপর তাঁহার ক্ষমতা বিদ্যমান।"

সকলেই হয় ত মনে করিয়া থাকিবেন,—যেদিন আমি সিংহাসন প্রাপ্ত হই, সেইদিন হইতে আমার আমোদ প্রমোদ পূর্ণ সুখময় জীবন আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। পক্ষান্তরে সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার স্বাধীনতা চির বিদায় লইয়াছিল এবং আশঙ্কা, ভয়,—দুঃখ, কষ্ট, নিরাশা, ভাবনা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আমি আমার পিতা ও পিতৃব্য আমির আজম খানের রাজত্ব কালে রাজ কার্য্যে যোগদান করিতাম,—নিজে ও অনেক কার্য্য করিতাম, কিন্তু তখন সমুদয় দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ছিল। একথা নিঃসন্দেহ—মানুষ যতই উন্নতি করিতে থাকে, ততই তাহাদের দায়িত্ব বাড়িয়া যায়; আর যতই দায়িত্ব বাড়ে,—ততই চিন্তা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দান করে যে—মহা বিচারের দিন খোদাতা-লার সম্মুখে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত কার্য্যের জন্য দায়ী হইবে; কিন্তু বাদশাহগণ কেবল তাঁহাদের নিজের অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্যই দায়ী হইবেন না; বরং তাঁহাদিগকে স্ব স্ব প্রজাদের সুখ ও শান্তির জন্য ও জবাব দিহি হইতে হইবে। বিশ্বপতি এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগকে এত লোকের উপর প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন।

হদিস্ শরিফে লিখিত আছে,—সেই মহা বিচারের দিন বিশ্বপতি এই পৃথিবীর সম্রাট্গণকে প্রথমতঃ ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন—"অদ্য এই পৃথিবীর রাজত্ব কাহার?" তখন সকলে একবাক্যে উত্তর দিবেন—"তোমার—হে খোদা! যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন!"

পুনরায় খোদা জিজ্ঞাসা করিবেন—"যদি তোমরা একথা জানিতে, তবে আমি যাহাদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম,—তোমরা কেন তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতার জন্য চেষ্টা কর নাই?"

মহা বিচারের দিন প্রজাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য আমাকে জবাব দিতে হইবে চিন্তা করিয়া, পরন্তু আমার রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পাইয়া, আমি একান্ত হতাশ ও বিষাদিত হইয়া পড়িলাম।

আমি দেশের নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম, শৃঙ্খলা স্থাপন ও দেশের উন্নতি করা কেবল কঠিন কার্য্যই নহে, বরং উহা একেবারে অসম্ভব! তখন কেহ স্বপ্নে ও ভাবিতে পারিত না যে, সেই দয়াময়ের দয়ায় ও সাহায্যে আমার রাজত্ব কালে, এত অল্প সময় মধ্যে আফ্গানস্থানের এরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি হইবে! সে সময়ে রাজ্য বিনাশের সম্ভবপর প্রধান কারণ গুলিই কেবল বর্ত্তমান ছিল না; বরং উন্নতির সমুদয় হেতু গুলি ধীরে ধীরে অবনত হইতে হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন সোপানে উপনীত হইয়াছিল! এমনকি উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও সন্দেহ হইতেছিল! তবে লীলাময় এই দায়িত্ব আমাকে সমর্পণ করিলেন; আমি তাঁহার দরগায় দীনভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"হে অনাথের নাথ, দয়াময়! যে লোকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানের ভার আমাকে প্রদান করিয়াছ, তাহাদিগকে উপযুক্তরূপ 'হেফাজত' করিবার শক্তি আমাকে প্রদান কর,—যেন এই পৃথিবীতে ও মহা বিচারের দিনে আমাকে এজন্য লজ্জিত হইতে না হয়!"

আমি একেবারে সাহসহীন হইলাম না। খোদাতা-লা তাঁহার পবিত্র 'কালামে' তদীয় বন্ধু শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মস্তফা ছল্লোল্লাহ আলায়হে অছাল্লামকে বলিয়াছেন।:—

"অস্ সাবেরিনা ফিল্ বা অ ছা এ, অদ্ দাররা এ, অহিনাল বা অ সা, উলাইকা ল্লাজিনা সাদাকু অ উলাইকা হুমুল্ মুত্তাকুন"—(কোরাণ শরীফ)

"বিপদ, কষ্ট ও অভাবে পতিত হইয়া ও যাঁহারা খোদার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে; কিছু মাত্র সাহসহীন হয় না, কিম্বা ধৈর্য্য হারায় না, তাঁহারাই যথার্থ বিশ্বাসী ও খাঁটী লোক; উহারাই মুক্তি পাইবে।"

আমি তাঁহার এই অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিলাম। তখন দেশের উপর যে সকল অশান্তি ও বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল, যদি আমি উহা সম্পূর্ণ বর্ণন করি, তবে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন হয়। এই কারণ বশতঃ আমার সিংহাসনারোহণ কালে আফ্গান স্থানের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিব। উহাতে পাঠক গণের ও কৌতূহল নিবৃত্তি হইবে এবং তাঁহারা আপনা আপনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও উন্নতির সহিত, সে সময়ের অবস্থার কত বিভিন্নতা ছিল, তাহা তুলনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এখন আমি আমার সমুদয় বিপদ ও জটিল সমস্যা গুলির কয়েকটী কারণ উল্লেখ করিব। উহা এই :—

(১) "কসর বালাহেসার" (১) আমার পূর্ব্ব পুরুষদের পৈতৃক রাজ-প্রাসাদ; কিন্তু উহা ইংরেজ সৈন্যেরা উড়াইয়া দিয়াছিল। আমার বাস করিবার উপযুক্ত অন্য কোন অট্টালিকা ও ছিল না। এই জন্য সিংহাসনা-রোহণের সময়ে আমার থাকিবার জন্য কোন শাহীমহল বা অন্য কোন ভাল যায়গা পাওয়া গেল না। আফ্গান স্থানে হোটেল ও নাই যে, তথায় কিছু-কাল অবস্থান করিব! আমার মনে হয়, ইতিহাসে কদাচিত এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে যে, দেশের বাদশাহের শয়ন করিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র কুঠরি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই! সুতরাং নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত পর্য্যন্ত তাঁবু মধ্যে—কখনও প্রজাদের কাঁচা বাড়ী ধার করিয়া লইয়া, তাহাতে বাস করিতে লাগিলাম।

এই গ্রন্থের বর্ণিত অধ্যায় গুলিতে পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে, শিশুকাল হইতে খোলা ময়দানে শয়ন ও বাগান বাটীতে থাকা আমার অভ্যাস। এই সকল স্থানের পরিষ্কৃত ও মুক্তবায়ু সেবন করিয়া আমার দেহে নব জীবন

১। "কসর বালা হেসার" অর্থ উচ্চ রাজ-প্রাসাদ।

সঞ্চার হইত। আর এখন অপরিষ্কৃত, বায়ু চলাচলহীন,—বদ্ধ গলি মধ্যস্থিত কাঁচা বাটীতে আবাস! উহা অসংখ্য অসংখ্য গর্ত্তপূর্ণ; রাত্রিকালে ইঁদুর গুলির শোর গোল,—তাহাদের 'কিচির মিচির' করিয়া যুদ্ধ—আমার রাজত্ব কালের প্রথম লড়াই রূপে নেত্র পথবর্ত্তী হইয়াছিল! ফলতঃ মূষিক বাহিনার চীৎকার ও গোলযোগে সারারাত্রি না ভালরূপে শুইতে পারিতাম—না নিদ্রা আসিত! ইহাতে আমার সাতিশয় কষ্ট ও অসুখ বোধ হইতে লাগিল।

(২) সরকারী ব্যাঙ্কে একটী কপর্দ্দক ও ছিল না। সৈন্য কিম্বা অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী দিগের বেতন কোথা হইতে আদায় করা হইবে? কেবল ইহাই নহে,—খাজানা প্রাপ্তির পর্য্যন্ত উপায় ছিল না! শের আলী খান, ইয়াকুব খান ও ইংরেজ সৈন্যগণ কিছুকাল মাত্র পূর্ব্বে এক কি দুই বৎসরের কর অগ্রিম আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, কিম্বা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য আমি আর কিছু মাত্র টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইলাম না।

(৩) দেশ সুরক্ষিত ও শান্তি বজায় রাখিবার জন্য অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ প্রভৃতি সমর-সরঞ্জামের দরকার; কিন্তু উহা একেবারেই ছিলনা। ইংরেজ-দের নিকট হইতে যে ত্রিশটী পুরাতন আফগানী তোপ লইয়াছিলাম, তাহাদের অবস্থা এত জীর্ণ ছিল যে, যদি কোন তোপের নাল আছে ত, গাড়ী নাই। যদি গাড়ী আছে ত, তাহার চাকার অক্ষ দণ্ডটী ভাঙ্গা; অথবা কাষ্ঠ নির্ম্মিত চাকা ও তোপের গাড়ী গুলির এমন শোচনীয় অবস্থা ছিল যে, প্রথমবার চালাইবা মাত্র উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে! যে কয়েকটার সমুদয় আসবাব পূর্ণ ছিল; তাহার ও গোলা ছিল না। একখানা পাথর কিম্বা একটা কাষ্ঠ দণ্ড গোলা বারুদ হীন তোপ হইতে অধিকতর কার্য্যোপযোগী; কারণ কোন সিপাহী তোপের নাল দ্বারা শত্রুকে মারিত পারে না; কিন্তু কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা মারিতে পারে!

(৪) হিরাত আমার অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আইয়ুব খানের শাসনা-ধীনে ছিল। সে আমার বিরুদ্ধে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য লোকদিগকে উত্তেজনা প্রদান করিতেছিল,—নিজে ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অপর-দিকে সর্দ্দার শের আলী খানকে ইংরেজেরা কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা (ওয়ালি) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ওয়ালি প্রবর ও তাহার সহিত দলভুক্ত হইবার

জন্য লোকদিগকে প্ররোচনা দান করিতে ত্রুটী করিতেছিল না। ময়মনার গভর্ণর দেলাওর খান প্রাণপণে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। ফলতঃ আমার ক্ষমতা বিনাশ করিবার জন্য চারিদিকে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজ্য মধ্যে ও ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্ শাহ্ সুজা, শের আলী খান, ইয়াকুব খান প্রভৃতির দৌর্ব্বল্যে প্রত্যেক সর্দ্দার, প্রত্যেক সৈয়দ, প্রত্যেক মোল্লা নিজেই নিজকে স্বাধীন শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিতেছিল এবং বলপূর্ব্বক প্রজাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেছিল। বাদশাহ্-দের মধ্যে এমন শক্তি, সাহস ও ক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল না যে, তাঁহারা এমন আত্ম সর্ব্বস্ব ও ভয়ানক স্বার্থপর অত্যাচারী দিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করেন।

শের আলী খানের দফ্তরের যে সকল কাগজ পত্র এখন আমার কর্ম্ম-চারীদের জিম্মায় আছে, উহাতে জানা যায়, কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে তজ্জন্য তাহাকে মাত্র ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড করা হইত! ইহাতে প্রমাণিত হয়—সে সময়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জীবন ভেড়া কিম্বা গাভীর প্রাণ হইতে সুলভ ছিল। এই প্রকার মৃদু ও শিথিল শাসন নিমিত্ত বিশ সহস্র পরিবার পূর্ণ "নজর আব" নামক একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ হইতে জরিমানা বাবদ বার্ষিক ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় হইত। ইহার অর্থ এই—বৎসর মধ্যে এক হাজার লোক খুন করা যাইত!

কাবুলস্থিত শের আলী খানের পরিবারের সাহায্যকারিগণ,—অশিক্ষিত মোল্লাগণ ও কৃত্রিম "গাজী" সকল—যাহাদিগকে আফগানেরা "তাজী" (১) এই সার্থক আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন—এই বলিয়া লোকদিগকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল যে,—"আবদুর রহমান বিধর্ম্মী—কাফের ইংরেজ দিগের বন্ধু; সুতরাং সে ও কাফের; অতএব প্রত্যেক মুসলমানকেই তাহার বিরুদ্ধে "জেহাদ" (ধর্ম্ম যুদ্ধ) করা চাই।

কাবুলে বিচারালয়ের এইরূপ এক নিয়ম ছিল যে, সকল ব্যক্তিই—সে যত সামান্য লোকই হউক না কেন—নিজে বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

---

১। এক জাতীয় কুকুর।

অভাব অভিযোগ ও প্রার্থনা জানাইতে পারিত। আবেদন পেশ করিবার এইরূপ সহজ প্রণালী ছিল,—অভিযোগকারী বাদশাহের শ্মশ্রু ও পাগড়ী ধরিয়া থাকিত। ইহাতে বুঝা যাইত, সে বলিতেছে—এই শ্মশ্রুর লজ্জা করুন ও আমার অভিযোগ শ্রবণ করুন। ইহাতে বাদশাহকে ও বাধ্য হইয়া তাহার কথা শুনিতে হইত।

একদিন আমি "হাম্মামে" স্নান করিতে যাইতেছি, এমন সময় একটী লোক ও তাহার পত্নী দ্রুত দৌড়িয়া আসিয়া আমার পাছে পাছেই স্নানাগারে প্রবেশ করিল এবং স্বামীটী সম্মুখদিক হইতে আমার শ্মশ্রু ধরিল; আর পশ্চাদ্দিক হইতে স্ত্রীলোকটী আমার পাগড়ী ধরিয়া টানিতে লাগিল। পুরুষটী সজোরে আমার শ্মশ্রু আকর্ষণ করিতে থাকায়, আমি বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলাম। তখন নিকটে কোন শান্ত্রী ও উপস্থিত ছিল না; সুতরাং আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কোন উপায় দেখিলাম না! আমি তাহাদিগকে মিনতি করিয়া বলিলাম—"দাড়ি ছাড়িয়া দাও,—দাড় ছাড়িয়া দাও; দাড়ি না টানিলে ও আমি তোমাদের কথা শুনিতে পারিব।" কি কিছুতেই কিছু হইল না,—সেই ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় দাড়ি টানিতেই লাগিল!

আমার মনে তখন ভয়ানক অনুশোচনা হইতে আরম্ভ হইল,—'হায় কেন আমি ইউরোপীয় রীতি অবলম্বন করিয়া দাড়ি মুড়াইয়া ফেলি নাই!' শেষে বহু কষ্টে এই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাওয়া গেল। অতঃপর আমি ভবিষ্যতে হাম্মামের দরজায় কড়া পাহাড়া বসাইবার জন্য আদেশ করিলাম।

আর একটা প্রথা এইরূপ ছিল। দরবারে কখনও মিঠাইয়ের "খাঞ্চা" আসিলে মন্ত্রীগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গ স্ব স্ব ভাগ পাইবার অপেক্ষা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ সকলে মিঠাই লুণ্ঠনের জন্য উহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িত—মিঠাই লইয়া প্রত্যেকের মধ্যে মহা কাড়া কাড়ি চলিত এবং যে অধিকতর বলবান্—সে-ই শক্তি পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া কিছু কিছু মিঠাই হস্তগত করিতে সমর্থ হইত! আমি তাহাদিগকে যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক কার্য্য! তোমরা বন্য জন্তুর ন্যায় স্বীয় বাদশাহের সম্মুখে আচরণ করিতেছ! ইহাতে তোমাদের ও আমার সম্মান হানি হইয়া থাকে।" কিন্তু তাহারা আমার এ কথায় কর্ণপাত করিল না।

একবার পবিত্র ঈদোৎসবের দিন তাহাদের এইরূপ অসভ্য ব্যবহারে আমার মনে এত ক্রোধের সঞ্চার হইল যে, তদ্দণ্ডে পাহাড়ার সিপাহী দিগকে আদেশ করিলাম—যেন তাহারা এই সকল অসভ্যকে উত্তমরূপে লাঠি পেটা করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য সিপাহীরা যথা শক্তি তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতে ক্রটী করিল না। ইহাতে কাহার ও মাথা ফাটিল,—রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। তাহাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া আমার ঈষৎ হাসি আসিল,—দুঃখ ও হইল। হতভাগ্যদের মিঠাই খাওয়ার জন্য এই কষ্ট! কিন্তু এই শাস্তি প্রদানের ফলে সেই দিন হইতে এই নির্ব্বুদ্ধিতা জনক ও অপ্রিয় রীতি উঠিয়া গেল।

এক্ষণে আমি 'শাহী' পরামর্শ দাতাগণের ও রাজ্যের মন্ত্রি বর্গের উচ্চ জ্ঞান সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিব।

একবার বাজারে রুটী ও ময়দা বড়ই দুর্ম্মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। লোকেরা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া পড়িল। আমি সে সময়ে যে সকল মন্ত্রীর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতাম, তাহারা খুব দৃঢ়তার সহিত আমাকে পরামর্শ প্রদান করিল যে—"শস্য ও ময়দা বিক্রেতাদের স্ব স্ব দোকানের দরজার সহিত প্রেক দ্বারা তাহাদের কাণ বিধাঁইয়া রাখা হউক; তাহা হইলেই উহারা ভীত হইয়া নিশ্চয়ই শস্য ও ময়দার দর শস্তা করিয়া দিবে!" আমি তাহাদের এই মহামূল্য পরামর্শ শ্রবণ করিয়া আর থাকিতে প্পারিলাম না; উচ্চ হাস্য করিতে করিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত, আমি আর:কোন বিষয়েই আমার এই পরামর্শ দাতাদের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করি নাই!

রাজ-সিংহাসনের দাবীদার এত অসংখ্য লোক ছিল যে, তাহাদের সকলের নামের তালিকা করা অসম্ভব। আমার স্ত্রী পুত্রাদি রুসিয়ায় ছিল। আমার যে কয়েকজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদিগকে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত দূরে—ভিন্ন ভিন্ন শহরে বাধ্য হইয়া পাঠাইতে হইল; সুতরাং এইরূপ বিপদ ও নিরাশার কালে আমার নিকট কোন সৎ পরামর্শদাতা ও বন্ধু রহিল না। তবে যাহার কেবল খোদার উপর ভরসা ও নির্ভর,—দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের কালে তাহার পক্ষে কেবল খোদাতা-লার সহযোগীতাই যথেষ্ট।

এতদ্ভিন্ন প্রতিবাসী বৈদেশিক রাজ্যগুলির নিমিত্ত ও আমাকে কম উদ্বিগ্ন

থাকিতে হইল না ; কারণ যদি আমি এক শক্তির দিকে কিঞ্চিন্মাত্র ও অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতাম, তাহা হইলে অপর শক্তি আমার উপর দোষারোপ করিত!

ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞ রাজনীতিক পুরুষগণ বুঝিতে পারিবেন,—যখন কোন রাজ্য এইরূপ ধ্বংশ-দশায় পতিত হয় এবং উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যথেচ্ছাচারী সর্দ্দারদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়,—তখন উহাদিগকে একত্র জুড়িয়া একটী দৃঢ় রাজ শক্তিতে পরিণত করিতে কত দীর্ঘ সময়ের দরকার! দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারত সাম্রাজ্যকে দেখুন। মোগল বংশের শেষ সম্রাট্‌দের দুর্ব্বলতায় উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক রাজ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছিল! উহা সুশৃঙ্খল ও সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া লইতে ইংরেজদিগের ও কত দীর্ঘ সময় আবশ্যক হইয়াছিল! কত বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছিল! তবে ইংরেজ রাজনৈতিকগণ বিস্ময়কর বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান ও বহুদর্শী। এইরূপ আফ্‌গান স্থানের এমন শোচনীয় অবস্থা ছিল যে,—যদি কখনও উহার অধিপতি রাজধানী হইতে কয়েক মাইল দূরে চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেন—তাঁহার আসনে অপর কোন্ ব্যক্তি বসিয়া গিয়াছেন! সুতরাং তখন তাঁহাকে সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া দূরদেশে পলায়ন করিতে হইত!

শের আলী খানের নিজের,—প্রজাদের সর্দ্দার গণের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি না থাকায়, তিনি এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। ইহাকে তিনি অতি উৎকৃষ্ট ও বুদ্ধিমত্তাজনক উপায় বলিয়া মনে করিতেন। উহা এই:—তিনি আপনার অধীনস্থ সর্দ্দার ও কর্ম্মচারী দিগের মধ্যে পরস্পর খুব বিবাদ বাঁধাইয়া দিতেন, খুন জখমের সাহস পর্য্যন্ত প্রদান করিতেন। ইহার সঙ্গে তিনি এই মর্ম্মে এক আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন যে,—যদি কোন ব্যক্তি আপনার শত্রুকে বধ করিতে চাহে, তবে জনপ্রতি ৩০০৲ তিনশত টাকা সরকারী ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে হইবে। এই হারে টাকা জমা দিয়া যে যত শত্রুকে ইচ্ছা বধ করিতে পারিবে। শের আলী খানের ধারণা ছিল—এই উপায়ে দুইটী উপকার হইবে। প্রথমতঃ বিপ্লব-প্রিয় সর্দ্দারেরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া নিহত হইবে ; তিনি ও তাহাদের হস্ত হইতে নিরুদ্বেগে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ এইরূপে মৃত জন প্রতি ৩০০৲

তিনশত টাকা তিনি উপরি লাভ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। মহাত্মা শেখ সাদী বলিয়াছেন ঃ—

"ব কউমে কে নেকি পছন্দাদ্ খোদায়,
দেহাদ্ খস্‌রোবে আদলে নেক রায় ;
চুথাহাদ্ কে বিরাঁ শাওয়াদ্ আলামে,
কুনদ্ মুল্‌কে দর পাঞ্জায়ে জালেমে ;"

"যখন খোদাতা-লা কোন জাতির উপর রাজী থাকেন—ধর্ম্মশীল রাজা তাহাদিগকে প্রদান করেন। যখন কোন রাজ্যকে ধ্বংশ করিতে চাহেন,—তখন সেই দেশ অত্যাচারী বাদশাহের হস্তে সমর্পণ করেন।"

খোদাতা-লার ধন্যবাদ,—আফ্‌গান স্থান এখন আর সেই আফ্‌গানস্থান নাই! আজকাল সমুদয় রাজ্য মধ্যে বৎসরে মোটে মাত্র পাঁচটী হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা হয়,—যাহা বহু উন্নত ও সভ্য রাজ্য সমূহের মোকদ্দমার সংখ্যা হইতে অনেক কম!

লোকদিগের উপজীবিকার পন্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল,—তাহাদের স্বভাবে নানা মারাত্মক দোষ প্রবেশ করিয়াছিল! যে সময়ে শের আলী খানের বয়োজ্যেষ্ঠ দুই পুত্র,—ইয়াকুব খান ও আইয়ুব খান হিরাতে আপনাদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তখন আমিরের পুত্রদিগের এমন উত্তম ও ধর্ম্মপরায়ণতার (?) আদর্শ দেখিয়া আফ্‌গান প্রজাগণ কতই না সৎশিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবে! শেখ সাদী বলিয়াছেন ঃ—

"মন্ আজ বেগা নেগাঁ হরগেজ না লালাম্
কেবামন্ হার্ চেকারদ্ আঁ আশেনা কারদ্।"

"আমি শত্রু দ্বারা কখনও কাঁদি নাই ; কারণ আমার সঙ্গে যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা আমার বন্ধু ও আপনার লোকেরাই করিয়াছে!"

সম্রাট্ ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীবর্গ সর্ব্বপ্রকার আত্ম-সুখে নিমজ্জিত ছিলেন। পক্ষান্তরে প্রজাগণ ও বিষম কষ্ট ভোগ করিতেছিল। অত্যাচারী সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহাদের নিকট হইতে অত্যধিক পরিমাণে ট্যাক্স উসুল করিত। নমাজী লোক দুর্লভ হইয়া পড়ায় মস্‌জেদ সমূহ ভবঘুরে কুকুরদিগের বিশ্রামাগারে পরিণত হইয়া গিয়াছিল! শুক্রবার বিশ্রামের দিন ; কিন্তু

এ দিন ধর্ম্ম কার্য্য ও প্রার্থনার পরিবর্ত্তে লোকেরা জুয়া খেলিয়া, অপরের অনিষ্ট করিয়া, খেলা ধূলা, আমোদ প্রমোদ করিয়া কাটাইত,—একে অপরকে প্রস্তরাঘাত করিত! কাবুল নগরের বহির্ভাগে,—শহরের পার্শ্বে "জুব্বা" (১) নামক যে একটী গোরস্থান আছে, এই দিন উহাতে বহুসংখ্যক লোক পরস্পর যুদ্ধ করিয়া আহত হইত! খোদা সত্যই বলিয়াছেন:—

"ইন্না-ল্লাহা লাইয়ু গাইয়েরু মা বেকাউমে হাত্তা ইউগাইয়েরু মা বে আন্ফুছেহিম্"। (কোরাণ-শরিফ)

"নিঃসন্দেহ—যখন পর্য্যন্ত কোন জাতি তাহাদের নিজের স্বভাবকে খারাপ না করে,—আল্লাহ-তালা ততদিন সেই জাতিকে ধ্বংশ করেন না।"

খোদা-তালার অসংখ্য ধন্যবাদ,—যে রাজ্যের এমন শোচনীয় ও পরিতাপকর অবস্থা ছিল, এখন উহা এইরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে! এখন দেশে সর্ব্বপ্রকার শান্তি বিরাজমান। প্রজাদের অবস্থা এত সচ্ছল ও উন্নত যে, আফ্গান গভর্ণমেণ্টের বন্ধুগণ ও এজন্য অত্যন্ত আনন্দিত। আজ কাল তাঁহারা আফ্গান প্রজাদিগকে একটী শক্তি সম্পন্ন জাতি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজনের সময় তাহাদের দ্বারা খুব বেশী সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আশা ও করিতে পারেন। শত্রুগণ ও এখন তাহাদিগকে শৌর্য্য বীর্য্য শালী ও ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

আমার প্রজা সাধারণ আজ কাল এতই শান্তিপ্রিয় ও বাধ্য যে, অত্যন্ত আনন্দ ও একাগ্রতার সহিত আমার সর্ব্বপ্রকার আদেশ উপদেশাদি পালন করিয়া থাকে। উহারা 'হাজারা' ও 'কাফের স্তানের' যুদ্ধে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বদেশহিতৈষিতার অতুলনীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তাহারা প্রমাণ করিয়া দিল এবং আমি ও ইহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে, এখন উহারা গভর্ণমেণ্টের উন্নতিকে তাহাদের নিজের উন্নতি বলিয়া মনে করে এবং একের ক্ষতিকে অপরের ক্ষতি বলিয়া গণ্য করে। বহুসংখ্যক লোক সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে 'হাজারা' ও 'কাফের স্তানে' যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্টের শত্রুকে আপনাদের শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিল। আফ্গান

(১) 'জুব্বা'—পাহাড়ময় একখণ্ড ভূমি বিশেষ।

প্রজাগণ স্বীয় গভর্ণমেণ্টের উপর কতদূর প্রীতি ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন এবং উহার কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে—১৮৯৫খৃঃ অব্দে তাহার একটা প্রধান নিদর্শন দেখা গিয়াছিল। সেই বৎসর সরকারী কর্ম্মচারিগণ, ব্যবসায়িগণ, জমিদারগণ এবং প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরা আপনাদের বার্ষিক আয়ের এক দশমাংশ স্বেচ্ছায় সরকারী ব্যাঙ্কে দাখিল করিয়াছিল! আমি এজন্য তাহাদের নিকট কোন প্রকার আবেদন করি নাই। এই টাকা দ্বারা তাহারা আমাকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ ও অন্যান্য সমর সরঞ্জাম ক্রয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

পাঠক! ইহা কি সেই জাতি? যে জাতীয় লোকেরা আমার রাজত্বের প্রারম্ভে সদাসর্ব্বদা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিত—বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিত (১)—আজ তাহারা কত শান্তি প্রিয়—বাধ্য,—বিশ্বস্ত,—আইন কানুনের বশীভূত ও সভ্য! তাহাদের অবস্থার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া কে না বিস্মিত হইবে! ইহারা এখন সর্ব্ববিধ শ্রম-শিল্পকার্য্য শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছে এবং সাধারণতঃ আপনাদের দেশের উন্নতি ও স্ব স্ব সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সজীবতা লাভ জন্য চেষ্টা করিতেছে। খোদার কৃপায় এমন কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যদ্দ্বারা ভবিষ্যতে আর ও অধিকতর উন্নতি ও মঙ্গল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আমার সিংহাসনারোহণ কালে জনসাধারণের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বর্ণন করা হইল। এখন ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি বিবৃত করিতেছি।

খোদাতা-লার শেষ তত্ত্ববাহক হজরত মোহাম্মদ মস্তফা ছাল্লোল্লাহ আলায়হে অ ছাল্লাম এই 'হদিসে' (২) যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ

---

(১) এই বিদ্রোহের কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

(২) মুসলমানদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক দ্রব্যই খোদার ইচ্ছা ও আদেশের অধীন; কিন্তু যে নিজকে নিজে সাহায্য করে, তিনি কেবল তাহাকেই সাহায্য করিয়া থাকেন। নিম্ন-লিখিত ঘটনা দ্বারা ইহা বোধগম্য হইবে।

একদা এক ব্যক্তি নমাজ পড়িবার নিমিত্ত এক মসজেদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে হজরত রেসালত মাব্ ছাল্লেল্লাহ্ আলায়হে অছাল্লাম 'তশ্‌রিফ' আনয়ন করিয়াছিলেন। নবাগত ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট্র মসজেদের ফটকের বাহির্ভাগে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন—"উট কাহার হেফাজতে ছাড়িয়া দিয়াছ?" সেই ব্যক্তি উত্তর

আধ্যাত্মিক কবি মওলানা রুম আপনার এই কবিতা মধ্যে যাহার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমি তাহার উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর ও তদনুসারে কার্য্য করিলাম। মওলানা বলিয়াছেন :—

"গোফ্‌ত পয়গম্বর ব আওয়াজে বলন্দ্‌
বা তাওয়াক্কল জামুয়ে উশ্‌তর ব বন্দ্‌"

পয়গম্বর খোদা ছাল্লেল্লাহ্‌ আলায়হে অছাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন—'খোদার উপর ভরসার সহিত উটকে বাঁধ।'

ইতিপূর্ব্বে এমন দুইটী ঘটনা ঘটিয়াছিল যদ্দ্বারা আমার অশান্তি ও নিরাশা পূর্ণ জীবনে অত্যন্ত সান্ত্বনা ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল। আমি তদ্দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, রাজত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমি অকৃতকার্য্য হইব না, —পরিশেষে অবশ্যই সফলতা লাভ করিতে পারিব। আমি এতক্ষণ উহা পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করি নাই, এজন্য এস্থলে তাহা উল্লেখ করিতেছি। একটী ঘটনা এই :—

তখন আমি রুস্‌ সাম্রাজ্য হইতে আফ্‌গান স্থানে রওয়ানা হই নাই। যাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্বে এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলামঃ—দুইজন ফেরেশ্‌তা (স্বর্গীয় দূত)—আমার দুই বাহুতে ধরিয়া আমাকে এক বাদশাহের 'হুজুরে' লইয়া গেলেন। সেই সম্রাট্‌ প্রবর প্রাসাদের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মুখাকৃতি ডিম্বের ন্যায় গোলাকার; তাহাতে বড়ই বিনম্র, শান্ত, সভ্য ভব্য ও ধীরতার ভাব প্রস্ফুটিত। শ্মশ্রু গোল; নেত্রদ্বয়ের উপরিস্থ ভ্রূ ও পালক খুব সুন্দর ও লম্বা। পরিধানে নীল রঙ্গের খুব বড় ঢিলা জামা। মস্তকোপরি ধব ধবে শুভ্র বর্ণের পাগড়ী। তাঁহার আকৃতিতে পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও ভদ্রতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘাকৃতি কিন্তু

---

দিলেন—"তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ্‌—অর্থাৎ আমি খোদার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া আছি।" হজরত বলিলেন—"আকেল্‌হা অ তাওয়াক্কাল্‌ আলাল্লাহ্‌ অর্থাৎ উহার পা বাঁধিয়া দাও এবং খোদার উপর নির্ভর করিয়া থাক।" সংক্ষেপতঃ ইস্‌লাম দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দান করে যে,—লোকদিগের উচিত—যেন তাহারা যথাসাধ্য পরিশ্রম করে এবং ফল পাইবার জন্য খোদার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তাহারা যেন কখনও এমন আশা করে না যে, —যব বপন করিয়া গম প্রাপ্ত হইবে।

অপেক্ষাকৃত সরু দেহ একব্যক্তি বসিয়া আছেন। তাঁহার শ্মশ্রু দীর্ঘ ও শুভ্র। চেহারায় দয়া ও চিন্তাশীলতা বিভাসিত। ইহার পরই আর এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দেহ তত লম্বা নহে,—মধ্যমাকৃতি—নাতি দীর্ঘ, নাতি ক্ষুদ্র; ইহাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী হইতে তাঁহার চেহারা অনেকটা পরিষ্কার; সম্মুখে একটা কলমদান রক্ষিত। তাঁহার পোষাক কতকটা জাঁক জমক সম্পন্ন ছিল। আরবী ভাষায় হস্ত লিখিত কয়েক খণ্ড কাগজ ও তাঁহার সম্মুখে ছিল। বাদশাহের বামদিকে আরও এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শ্মশ্রু স্বর্ণ বর্ণ, গোঁফ ও কপালের নিম্নদেশস্থ ভ্রু মোটা; নাসিকা সরল ও উন্নত। চেহারায় অন্তরস্থিত অপরিসীম দয়া ও কৃপা প্রবণতার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। তবে উপরোক্ত মহাপুরুষ দ্বয়ের তুলনায় তাঁহাকে সাধু পুরুষ হইতে অনেকটা রাজনীতিজ্ঞের ন্যায়ই অধিক মানাইতেছিল। সকলের চেয়ে তাঁহার দেহ ও অধিক লম্বা ছিল। ইহাঁর পার্শ্বে একটী দীর্ঘ দণ্ড রক্ষিত। এই ব্যক্তির পরেই আর এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দেহের সুষমা অপরিসীম। উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তির তুলনায় তাঁহার আকৃতি অনেকটা বাদশাহের অনুরূপ ছিল। ইহাঁর পরিহিত পোষাক কতকটা প্রাচীন কালের সামরিক অফিসারদের ন্যায়, হস্তে তরবারী ছিল। বদনে অতিশয় দক্ষতা ও নিপুণতার ভাব প্রকাশিত। সাধারণ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে একজন যোদ্ধার ন্যায় দেখাইতেছিল; কিন্তু তাঁহার দেহ সেই কক্ষস্থিত সকলের চেয়ে ক্ষুদ্র ছিল।

আমি বাদশাহ ও তাঁহার সঙ্গী চতুষ্টয়ের সম্মুখে নীত হইলে দেখিলাম, সেই কক্ষ সংলগ্ন জানালা উদ্‌ঘাটন করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহাদের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। বাদশাহ্ সেই ব্যক্তির দিকে (যাহাকে সেই সময়েই মাত্র আনয়ন করা গিয়াছিল) চাহিয়া চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া কি জিজ্ঞাসা করি-লেন; কারণ আমি তাঁহার কোন কথা শুনিতে পাইলাম না; কিন্তু সেই ব্যক্তি উত্তর দিতে শুনিলাম। সে বলিল—"যদি আমি রাজত্ব প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্ম মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তৎস্থলে মস্‌জেদ তৈয়ার করাইয়া দিব।" এই জবাব শুনিয়া বাদশাহের বদনে বিরক্তির চিহ্ন বিভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার জন্য ফেরেশ্‌তাদিগকে আদেশ করিলেন। বলা বাহুল্য তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালিত হইল।

তৎপর আমাকে ও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। আমি বলিলাম—"আমি বিচার করিব এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞানান্ধকার ও পৌত্তলিকতা বিনাশ করিয়া "কলেমা" প্রচার করিব।" আমার এই জবাব শুনিয়া সহচর চতুষ্টয় সদয়-নেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাতে বোধ হইল, যেন আমাকে বাদশাহ করিতে তাঁহাদের সম্মতি আছে! সেই মুহূর্ত্তেই আমি যেন কোথা হইতে দিব্য জ্ঞান লাভ করিলাম। আমার মনে হইল, এই বাদশাহ সরওরে দো আলম হজরত রসুল মকবুল ছাল্লোল্লাহ্ আলায়হে অছাল্লাম এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সহচরদ্বয় হজরত আবুবকর সিদ্দিক ও হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ্ আন্‌হু। বাম পার্শ্বে হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ্ আন্‌হু ও হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহু।

অতঃপর আমি জাগ্রত হইয়া চক্ষু মেলিলাম। মনে অত্যন্ত সুখোদয় হইল! ভাবিলাম,—খোদাতা-লার শেষ তত্ত্ব বাহক ও তাঁহার খলিফা চতুষ্টয়,—যাঁহাদের দ্বারা-আধ্যাত্ম-জগতে ইস্‌লাম রাজ্যের জন্য নরপতি নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইয়া থাকে—তাঁহারা আমাকে ভাবি আমির রূপে মনোনয়ন করিয়াছেন!

দ্বিতীয় বারের ঘটনা এইরূপঃ—

একদিন স্বদেশবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমার মনে এমন দারুণ যাতনা উপস্থিত হইল যে, অসহিষ্ণু হইয়া খাজা আহ্‌রার (কদঃ) সাহেবের পবিত্র সমাধিতে গমন করিলাম,—ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। আমার জীবনের সমুদয় কষ্ট ও নিরাশার কথা ভাবিয়া,—তদুপরি দেশবাসীদিগের শোকে মুহ্যমান হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। নিরাশার অকূল পাথারে নিমজ্জিত হইয়াছি,—কোথায় গিয়া ঠেকিব জানিনা। পিতৃ-মাতৃ ভূমি পরহস্তগত,—ছিন্ন ভিন্ন; অশান্তির দুর্দ্দমনীয় দাবানল তাহার উপর দিন রাত্রি জ্বলিতেছে! এদিকে আমি সহায়হীন,—কপর্দ্দকহীন; অন্ন চিন্তায় সদা সর্ব্বদা পরের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে—পরের সাহায্যে আমি জীবন রক্ষা করিতেছি! হে বিধাতঃ! আর কি আমার সুদিন দিবে না? চিরকালই কি পরের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিবে? বাড়ী ঘর ছাড়িয়া, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিতেছি; করুণা নিদান!

এমন ভাবে আমায় আর কতদিন ঘুরাইবে? এইরূপ ভাবে বহুক্ষণ কাতর প্রার্থনা করিলাম। মর্ম্মবেদনায় ফুপিয়া ফুপিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্তি আসিল। আমি সমাধি মন্দিরের মেজে শয়ন করিলাম - শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখিলাম—সমাধি-শায়িত মহাপুরুষের আত্মা বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"কাবুল চলিয়া যা; তুই আমির হইবি। এই সমাধি হইতে একটা পতাকা লইয়া যা। উহা তোর নিজের সৈন্যদের সম্মুখে স্থাপন করিস্। সদা সর্ব্বদা তোর জয় থাকিবে।"

আমার নিকট এখন ও সেই অলৌকিক মাহাত্ম্য পূর্ণ পতাকা বর্ত্তমান; আমার সৈন্যেরা ও আর কখনও যুদ্ধে পরাজিত হয় নাই।

---

## একাদশ অধ্যায়।

—o—

### আমার রাজত্ব কালের যুদ্ধ।

১৮৮১ খৃঃ অঃ আইয়ুব খান পরাজিত হইলে পর—(যাহার কথা উপরে বিবৃত করিয়াছি) সেই বৎসরেই আর একজন সর্দ্দারের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হয়। এই ব্যক্তি 'কুনর' (১) বাসী সৈয়দ মহ্‌মুদ। সে দুর্দ্দান্ত 'ওজির' মোহাম্মদ আকবর খানের জামাতা এবং শের আলী খানের দলভুক্ত ছিল। সে আমার সিংহাসনারোহণ কালে আপনাকে 'কুনরের' স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। প্রকৃত পক্ষে সে কুনরের শাসনকর্ত্তা ছিল।

এই ব্যক্তি 'কুনর' হইতে ছয় মাইল দূরে —'মাদি' নামক একটা পাহাড়ের উপর বাস করিতেছিল।

আমি যখন কান্দাহার যাত্রা করিয়াছি, তখন সে কুনর বাসী ৪০০।৫০০ চারি পাঁচ শত বিশ্বাসঘাতক প্রজাকে সঙ্গে লইয়া আমার রাজ্য আক্রমণ করিল। এই নির্ব্বোধ মনে করিয়াছিল,—পুরাতন প্রণালীর বন্দুকাদি দ্বারা সজ্জিত উপরোক্ত চারি পাঁচ শত লোকের সাহায্যেই সে একজন বাদশাহ হইয়া যাইবে!

আমার পক্ষ হইতে সর্দ্দার আবদুর রসুল ও মীর শানাগোল তাহাকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইল:—কিন্তু সে যুদ্ধ না করিয়া সেই পাহাড়ের উপর প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং 'কুনরের' নিরক্ষর ও ধর্ম্মোন্মত্ত লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই উপায়ে বহুসংখ্যক লোক তাহার দলভুক্ত হইল।

---

(১) "কুনর" কাবুলের উত্তর পূর্ব্ব দিকে,—ভারতবর্ষের সীমান্ত সন্নিহিত একটী প্রদেশ। সৈয়দ আহ্‌মদ নামক যে ব্যক্তি ভারতবর্ষের সীমান্তে অশান্তি-অনল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তিনি উপরোক্ত সৈয়দ মহ্‌মুদের পুত্র। ভারত গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে মোটা রকমের পেন্সন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ইঁনি কাবুল চলিয়া যান। ইঁনি আমির আবদুর রহমান খানের খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন।

ছয় মাস পর সে পুনরায় বিদ্রোহাচরণ করিল ;—এই সময়ে আমি কান্দাহার জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছি।

আমি গোলাম হায়দর খান 'চর্থিকে' প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া তৎসহ আবদুল গফুর খানকে সৈয়দ মহ্‌মুদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলাম। আমার প্রধান সেনাপতি সমর ক্ষেত্রে অশ্ব হইতে পতিত হইয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু আমার সাহসী সিপাহিগণ সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরিশেষে মহ্‌মুদ সেই প্রবল বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভারতবর্ষের দিকে পলায়ন করিল। বলা বাহুল্য সে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছিল।

যে সকল লোক তাহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিল, তাহাদের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া হইল।

সেই বৎসরেই ( ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ) মীর আহ্‌মদ 'গোল্‌মানীর' পুত্র শের খান আপনাকে আমির শের আলী বলিয়া ঘোষণা করিল ; এবং তাহাকে আমির শের আলী স্বীকার করিয়া ও তাহার সহিত দলবদ্ধ হইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ জন্য লোকদিগকে প্ররোচনা প্রদান করিতে লাগিল ; কিন্তু সে অধিক গোলযোগ করিতে পারিল না ;—অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করা হইল। সেই অবস্থায়ই সে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে নিম্ন লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়।

'ময়মনার' 'ওয়ালি' ( গভর্ণর ) দেলাওর খান আপনাকে আইয়ুব খান ও শের আলী খানের পরিবারের সাহায্যকারী বলিয়া মনে করিত। সে যখন দেখিতে পাইল যে,—আইয়ুব খান আমার দ্বারা পরাজিত হইয়াছে,—তখন ভাবিল—আর অধিক দিন তাহার স্বাধীনতা বজায় থাকিবে না ;—কারণ ময়মনা আমার রাজ্যের সীমার অভ্যন্তরে ছিল।

উপরোক্ত কারণ বশতঃ সে আমা হইতে দূরে ও স্বতন্ত্র থাকিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এমনকি, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ রুসীয় রাজ-কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য চাহিয়া পত্র লিখিল ; কিন্তু তথা হইতে কোন প্রকার সাহায্যই প্রাপ্ত হইল না। তৎপর বেলুচিস্তানের গভর্ণর জেনারেল সার রবার্ট সেণ্ডেম্যান * সাহেবকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিল যে, "আমি নিজকে

* Sir Robert Sandeman—Governor-General-in Beluchistan.

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন ও একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অতএব আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।" এই পত্রের উত্তর আসিল —"তুমি আমির আবদুর রহমান খানের অধীনতা স্বীকার কর। সন্ধি সর্ত্তানুসারে কি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট—কি রুস্ গভর্ণমেণ্ট—কাহার ও আফ্গান স্থানের আভ্যন্তরিণ কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।"

এইরূপে সেই নির্ব্বোধ স্বীয় কৃতকার্য্যের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত একাকী পড়িয়া রহিল !!

আমি তুর্কিস্থানের গভর্ণর মোহাম্মদ ইসহাক খানকে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেলাওরের বিষদন্ত ভগ্ন করিবার জন্য আদেশ করিলাম। সে আমার আজ্ঞা পালন করিল; কিন্তু আমাকে লিখিয়া জানাইল যে,— "ময়মনার" 'ওয়ালি' অত্যন্ত ক্ষমতাশালী; তাহাকে পরাজিত করা সহজ কার্য্য নহে।"

আমি বুঝিতে পারিলাম,—ইস্হাক আমার সহিত প্রতারণা করিতেছে! আমি যে সময়ে তাহাকে আমার অকপট হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ভাবিয়া গৌরব-অনুভব করিতাম—তখন সে অনবরত বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতেছিল !!

আমার এই সন্দেহ কিছুদিন পর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

এই বৎসরেই 'শগ্নান্' ও 'রওশন' * এর সর্দ্দার মীর ইউসফ আলীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা হইল। ইহার কারণ এইরূপ ছিল :—

* এই দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্য পামির হইতে "পাঞ্জা" অর্থাৎ জৈহুন নদীর উচ্চ অংশ ( Upper oxus. ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্ষুদ্র রাজ্য দ্বয়ের মধ্যে পরস্পর খুব নৈকট্য সম্পর্ক বিদ্যমান। মীর শাহ্ ইউসফ আলী ইহার ভূতপূর্ব্ব অধিপতি শাহ্ খামুশের অধঃস্তন বংশধর। শাহ্ খামুশ বোখারার জনৈক প্রসিদ্ধ দরবেশ। ইনি সর্ব্বপ্রথম 'শগ্নান' বাসীদিগকে ইস্লামের পবিত্র আলোকে আনয়ন করতঃ তাহাদের উপর শাসন কর্ত্তৃত্ব করেন। মধ্য এশিয়ার অন্যান্য সর্দ্দারদের ন্যায়, এখানকার দেশীয় শাসনকর্ত্তাগণ ও আপনাদিগকে মাসিডোনিয়ার ভুবন বিজয়ী সম্রাট্ আলেক্জ্যাণ্ডারের ( Alexander the Great of Macedon, ) বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। জৈহুন নদীর উচ্চ অংশের

যদি ও মীর ইউসফ আলী নিজকে স্বাধীন শাসন কর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে ইহাতে পরিতুষ্ট রহিল না! সে মনে করিল—হয় ত আমি ভবিষ্যতে তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইব! অতএব উহা প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে, সে প্রথমতঃ 'খোকন্দের' শাসন কর্ত্তার সহিত সন্ধি স্থাপন করিল; তৎপর রুস্ গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। এমন কি রুসীয় ভ্রমণকারী ডাক্তার লেবার্ড রেগেল (১) সাহেবকে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া অভিযোগ করিল যে,—"আফ্গান স্থানের আমির আমার রাজ্য অধিকার করিতে ইচ্ছুক। আমি নিজকে রুস গভর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি; আর আপনারা আমাকে সহায়তা করেন না!"

সে এইরূপে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্টে ফেলিয়াছিল। আমি আর সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকিতে সমর্থ হইলাম না। এতদিন তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম। এবার 'খোকন্দ' 'রওশন' 'শগ্নান' ও 'বোখারা'স্থিত আমার গুপ্তচর গণের দ্বারা তাহার প্রকৃত বাসনার কথা জানিতে পারিলাম। উহারা আমাকে জানাইল

চতুর্দ্দিকে,—দেশ মধ্যে এখন ও সেকেন্দর জোল্কর্নায়েনের উপাখ্যান গুলি লোকেরা উৎসুক হৃদয়ে শ্রবণ করিয়া থাকে!

"তারিখে রশিদি" নামক প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, প্রবাদ-সেকেন্দর বাদশাহ্ পৃথিবীর সমুদয় দেশ জয় করিয়া নিজের বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের নিকট বলেন যে,—"আমার জন্য তোমরা এমন একটী স্থান অনুসন্ধান কর, যেখানে বর্ত্তমান সময়ের কোন সুলতান পৌছিতে পারেন নাই; আমি তথায় আমার সন্তান সন্ততি দিগকে বসবাস করাইব। তাঁহার পরামর্শদাতাগণ বদখ্শানকে এই জন্য মনোনয়ন করেন।

এইরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, একজন প্রসিদ্ধ যাদুকর 'বাগদাদ' জয়ের কালে সেকেন্দর বাদশাহের সাহায্য করিয়াছিল। এই ব্যক্তি স্বীয় মায়া-বিদ্যাবলে সেকেন্দরকে "দরওয়াজে" লইয়া গিয়া 'খম' এর কেল্লায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। বহু বৎসর অন্তর, সেকেন্দরের কন্যা দেওয়া পরী পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া, স্বীয় পিতার অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার খোঁজ পান এবং যাদুকরকে বধ করিয়া তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দান করেন।

(১) DR. Laberd Regel.

যে,—মীর রুস্ গভর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে; এমন কি রুসীয় সৈন্যদিগকে নিজের রাজ্যে আহ্বান পর্য্যন্ত করিয়াছে!

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল; যদি 'শগ্নান' ও 'রওশন' রুস্ গভর্ণমেণ্ট দ্বারা অধিকৃত হয়, তবে আমি আর তাহাদিগকে সে স্থান হইতে নাড়িতে পারিব না,—আমার গভর্ণমেণ্ট ও নিরাপদ থাকিবে না! এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি জেনারেল কেতাল্ খান ও কতাগানের গভর্ণর সর্দ্দার আবদুল্লা খানকে মীর ইউসফ আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলাম। অল্প যুদ্ধের পর মীরকে বন্দী করিয়া সপরিবারে কাবুলে আনয়ন করা হইল।

আমি গোল অজার খান কান্দাহারীকে সেখানকার গভর্ণর নিযুক্ত করিলাম। ইহাতে আশাতীত কার্য্য হইল। মীরের আহ্বান অনুসারে 'আইওমুফ' নামক (১) জনৈক রুসীয় কর্ম্মচারী সসৈন্যে সেখানে পৌছিয়া দেখিলেন, —আফ্গান গভর্ণর দেশ শাসন করিতেছেন! আফগান সৈন্যগণ সীমান্ত রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে!! সুতরাং রুসীয়েরা প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল।

রুস্ গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই স্থানের দাবী করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে সার্ মর্টিমার ডুরাণ্ড সাহেবের মিশন কাবুলে আসিলে ইহা পরিষ্কার মীমাংসিত হইয়া যায়।

মীরের শাসন কালে প্রজাদের উপর যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল, আমি এই দেশ অধিকার করিয়াই তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার রাজ্যে দাস বিক্রয়ের যে কঠোর ও অসহনীয় নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা ও উঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই সকল প্রদেশের মীরদের প্রকৃতিতে যে সকল মন্দ অভ্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক কিছু উল্লেখ করিব না; কারণ গ্রন্থের প্রারম্ভে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখা হইয়াছে।

---

(১) M. Ivanoff.

(১) Sir Mortimer Durand.

'শনুয়ারী' জাতীয় লোকেরা জালাল-আবাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে,—পেশাওরে যাতায়াতের শড়কের পার্শ্বে স্থানে স্থানে বসবাস করিয়া থাকে। ইহারা সদা সর্ব্বদা কাবুলের আমিরদিগকে উত্যক্ত করিয়া আসিয়াছে! ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে আমাকেও নিতান্ত জ্বালাতন করিয়া তুলিল। বহু বৎসর হইতে উহারা 'কাফেলা' লুণ্ঠন করিত—ভ্রমণকারীদিগকে হত্যা করিত, এবং গ্রামবাসী দিগের ধন সম্পদ ও পশুপাল কাড়িয়া লইত! পরলোক গত আমির শের আলী খানের রাজত্ব কালে ইহাদের অত্যাচারে পেশাওরের সড়কটী বড়ই বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি তখন একটী লোক ও এই সড়ক দিয়া কাবুল পর্য্যন্ত স্বীয় জীবন ও মাল নিরাপদে লইয়া যাইতে পারিত না।

এই সকল অবৈধ অত্যাচার রোধ কল্পে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। ইহারা এতই ধূর্ত্ত ছিল যে, ইহাদের সহিত যাহারা কারবার করিত, তাহারা ও তাহাদিগকে ভয় করিত; কারণ সুবিধা পাইলে ইহারা তাহাদের উপর ও অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে শীতকালে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হবিব উল্লা খানকে কাবুলের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া 'জালাল আবাদে' গমন করিলাম। সেখানকার সুবন্দোবস্ত ও শান্তি স্থাপন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গেল। 'শনুয়ারী' সম্প্রদায়ের সর্দ্দার ও মোল্লাগণকে ডাকাইয়া লইলাম এবং খুব মিষ্ট কথার সহিত বন্ধু ভাবে ভৎ্সনা করিয়া বলিলাম—"তোমরা মুসলমান হইয়া অন্য মুসলমানের মাল লুণ্ঠন কর,—রাহাজানী কর; ইহা খোদা ও তাঁহার তত্ত্ববাহকের অনভিপ্রেত ও তাঁহাদের আদেশের বহির্ভূত কার্য্য।"

আমি যথাসাধ্য তাহাদিগকে এই অন্যায় কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহারা বহুকাল যাবৎ দস্যু ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল; সুতরাং আমার উপদেশে কোন ফল হইল না।

এস্থলে ইহা ও লেখা অসঙ্গত নহে যে, শের আলী খানের সময়ে ইহাদের স্পর্দ্ধা বড়ই বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। তখন "জালাল আবাদের" গভর্ণর শাহ্ আহ্মদ, শনুয়ারীদিগের লুণ্ঠনাদির বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ করিলে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিত। তাহার এই যুক্তি ছিল যে, এই সকল লোক বিচারের ছলনায় তাহার ও শনুয়ারী দিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাঁধাইয়া দিতে চাহে!!

দিন দিন ইহাদের অবাধ্যতা ও অত্যাচার চরমে উঠিল। আমার উপদেশ-বাক্যের প্রতি তাহারা কিছুমাত্র লক্ষ্য করিল না; পূর্ব্বের ন্যায় দেশ মধ্যে লুঠ তারাজ করিতে লাগিল। অতএব আমি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য আয়োজন করিতে বাধ্য হইলাম।

এই সময়ে সর্দ্দার অলী মোহাম্মদের পুত্র নূর মোহাম্মদ ও "সালেহ্ খেল" সম্প্রদায়ের বিখ্যাত দস্যু 'সাদু' ও 'দাদু'—শনুয়ারী দিগের সহিত মিলিত হইল। এই উপায়ে শত্রু পক্ষের প্রায় ১৫০০০ পনর হাজার লোক আমার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল।

আমি গোলাম হায়দর খানকে (১) তিন পল্টন পদাতিক, এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী ও দুই বেটারি তোপ সহ শত্রু দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলাম। পেশাওরের সড়কের নিকটবর্ত্তী প্রজারা বিদ্রোহী দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল; কারণ উহারা এই দস্যুদের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি এই বলিয়া তাহাদের সাহায্য লইতে অস্বীকার করিলাম যে,—"যে সকল লোক আমার প্রজাদের শান্তি হরণ করে, তাহাদের শাস্তি দান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।"

যাহা হউক যুদ্ধ যাত্রার পর 'হেসারক', 'আচীন', 'মঙ্গল' ও "মঙ্গুখেল"—এই চারিটী স্থানে চারিবার ভীষণ সংগ্রাম হইল। প্রত্যেক যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাভূত ও তাহাদের বহু লোক নিহত ও আহত হইল। অবশিষ্ট বিদ্রোহী সম্প্রদায় গুলি আমার বশ্যতা স্বীকার করিল। 'মঙ্গুখেল' জাতিটী হয় সম্পূর্ণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল;—নতুবা যাহারা জীবিত ছিল—'তরাহে' (তিরা) পলাইয়া গেল।

যুদ্ধে নিহত বিদ্রোহী দিগের মস্তক দ্বারা আমি দুইটী অত্যুচ্চ মিনার প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিলাম। একটী মিনার জালাল আবাদে; অপরটী এই বিদ্রোহের উত্তেজনাকারী শাহ্ আহ্মদের বাস গ্রামে। এই মিনার দুইটী দেখিয়া দূর হইতে লোকেরা মনে করিবে—যাহারা নিঃসহায় পথিক দিগকে

(১) ইঁনি আমিরের শেষ জীবনে তুর্কিস্থানের প্রধান সেনাপতি হন।

বধ করিয়া থাকে,—তাহাদের এইরূপ শাস্তি প্রদত্ত হয়! এই ভাবিয়া উহারা মৃত বিদ্রোহী দিগকে ধিক্কার দিবে।

'পুস্ত' ভাষায় একটা সুন্দর কবিতা আছে, উহাতে শন্নুয়ারী দিগের স্বভা-বের সুন্দর আদর্শ বিদ্যমান। কবিতাটী এই :—

"গর্ দো সদ্ সাল্ কাশি রঞ্জ অদেহি জহ্মতে থেশ্,
মার অ শন্নুয়ারী অ আক্‌রাব না শাওয়াদ্ দোস্ত বতু ;"

"দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত যদি ধীর ভাবে চেষ্টা কর,—আপনাকে ও কষ্ট দাও,—তথাপি সর্প, শন্নুয়ারী ও বৃশ্চিক তোমার বন্ধু হইবে না।"

১৮৮৩ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে 'মঙ্গল' ও 'জরমৎ' (১) এর অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইল। এই বিদ্রোহের কারণ অন্য স্থলে উল্লেখ করা হইবে। ইহা ভাবি প্রধান যুদ্ধ গুলির ও মূল হেতু স্বরূপ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি "ফেরারী" (২) ও লোকদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিয়াছিল।

আমি এই বিদ্রোহ দমন কল্পে কাবুল হইতে এক দল সৈন্য সহ জেনারেল সেফ্ উদ্দীনকে প্রেরণ করিলাম। এই জেনারেল শের আলী খানের সেই অলস ও নির্ব্বোধ অফিসারদের অন্যতম,—যাহারা নিয়মিত বেতন লইত,-অথচ কোন কার্য্য করিত না!. এবার ও সে সেই নীতি অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহী-

(১) এই দুইটী প্রদেশ আফ্গান স্থানের অধীন ; কাবুলের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষের সীমান্তের সন্নিহিত।

(২) "ফেরারী" শব্দের অর্থ পলায়িত ; কিন্তু সাধারণতঃ ইহা নিম্ন-লিখিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা :—(ক) যে ব্যক্তি স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে, তাহাকে "ফেরারী" বলে। (খ) সরকারী আদেশে যাহাকে দেশান্তরিত করা হয়, তাহাকেও ফেরারী কিম্বা সময় সময় "আখরাজি" বলে। (গ) যে সকল লোক আপনাদের সর্দ্দার কিম্বা বাদশাহের সহিত স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও চলিয়া যায়, তাহাদিগকেও "ফেরারী" কহে। যেমন আমিরের সঙ্গে যে সকল লোক রুস্ রাজ্যে গমন করিয়াছিল, তাহারা (ব্রিগেডিয়ার হইতে রণ-দামামা বাদক সামান্য বালক পর্য্যন্ত—উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে,)—আমিরের ফেরারী বলিয়া অভিহিত। আর যে সকল লোক আমিরের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে—(যেমন আইয়ুব খানের সঙ্গে ভারতবর্ষে কিম্বা ইস্হাক খানের সঙ্গে রুস রাজ্যে) বসবাস করিতেছে, তাহাদিগকে উহাদের ফেরারী কহে।

দের সহিত যুদ্ধ করিল না। এই কারণ বশতঃ ইহাকে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে বন্দী করিয়া কাবুলে আনয়ন করা হইল। তাহার স্থলে জেনারেল কেতাল খান (১) ও মোল্লা ইয়াহ্ ইয়ার অধিনায়কতায় অন্য সৈন্য প্রেরণ করা গেল। অল্প যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল ও আমার বশ্যতা স্বীকার করিল। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহারা আমার খুব শান্তি প্রিয় প্রজা রূপে পরিগণিত রহিয়াছে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ময়মনার শাসন কর্ত্তা দেলাওর খানের চেতনা দান করার প্রয়োজন হইয়া পড়িল; কারণ সে ইতিপূর্ব্বে নিজকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে মোহাম্মদ ইস্‌হাক খান ও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই,—ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এবার আমি দৃঢ় বাসনা করিলাম,—যে প্রকারেই হউক, আর তাহাকে স্বতন্ত্র থাকিতে দেওয়া হইবে না! এই জন্য দুইটী স্বতন্ত্র সৈন্য দলকে দুই দিক হইতে ময়মনা আক্রমণ করিতে আদেশ করিলাম। এক সৈন্যদল ব্রিগেডিয়ার জবরদস্ত খানের (২) অধিনায়কতায় হিরাত হইতে

---

(১) ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে ইনি মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি প্রসিদ্ধ সেনাপতি গোলাম হায়দর খানের ভ্রাতুষ্পুত্র। গোলাম হায়দর খান ও গত ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন।

(২) ইনি এখন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর পিতা মীর আলম খান কান্দাহারের গভর্ণর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফয়েজ মোহাম্মদ "কাবৃচি বাশী" বা শাহী দরবারের দ্বার রক্ষকদের সর্দ্দার। ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ। রাজসভাসদ গণের জন্য আসনাদি সজ্জিত করা এবং কোন ব্যক্তি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহাকে সম্রাট্ সমীপে উপস্থিত করা ইহাঁর কার্য্য। এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান অফিসারকে "মীর অরজ" বা "এ-শক্ আকাসী" কহে। বিগত ১৯০০ খৃঃ অব্দে হিরাত-বিজেতা সর্দ্দার আবদুল কদ্দুস্ খান এই পদে কার্য্য করিতেন।

যখন কোন রাজকর্ম্মচারী অথবা রাজ-অতিথি—প্রজাদের মধ্যে কেহ, বা কোন সর্দ্দার কিম্বা কোন বিদেশী স্ব স্ব কার্য্যে অথবা গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে,—সে স্বেচ্ছায়ই হউক কিম্বা আমিরের আহ্বানেই হউক,—সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিলে, দরবারের 'হলের' বাহিরে—অপেক্ষা করিবার কক্ষে (Waiting Room.) দাঁড়াইতে হয়। তখন প্রধান দ্বার রক্ষকের

যাত্রা করিল। এই দলে এক পল্টন 'হিরাতি' পদাতিক, দুই শত অশ্বারোহী ও ছয়টী তোপ ছিল। পলঙ্গ তোশ্‌ খান নামক এক জন 'জমশেদি' সর্দ্দার ছয় শত মিলিশিয়া সৈন্য সহ তাহার সঙ্গে চলিল। এই সৈন্য দল ১০ই এপ্রিল তারিখে হিরাত হইতে ময়মনা রওয়ানা হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌হাক খানকে বলখ্‌ হইতে পাঁচ হাজার সিপাহী সহ যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করিলাম।

ময়মনার কেল্লা অত্যন্ত সুরক্ষিত ও মজবুত ছিল। কয়েক দিন অবরোধ ও অল্প যুদ্ধের পর বিদ্রোহীগণ বশ্যতা স্বীকার করিল। দেলাওর খানের দুষ্কার্য্যের জন্য তাহাকে বন্দী করিয়া কাবুলে আনয়ন করা হইল। মীর হোসেন খানকে দেলাওর বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল; তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দান করিয়া দেলাওর খানের স্থলে ময়মনার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করিলাম।

এখন আমি কাবুল ও আফ্‌গান স্থানের প্রকৃত অধিপতি হইলাম। তিনটী প্রয়োজনীয় প্রদেশ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিল—অর্থাৎ হিরাত আইয়ুব খানের অধীনে,—কান্দাহারী 'ওয়ালী' শের আলী খানের ও ময়মনা দেলাওর খানের শাসনাধীনে ছিল। করুণা ময়ের করুণায় তাহাও আমার হস্তে আসিল। ইহাতে আমি সমগ্র আফ্‌গান রাজ্যের কর্ত্তা হইলাম। আমি ভাবিলাম,—এ সময়ে অপর রাজ্যের সহিত আমার রাজ্যের সীমান্ত সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিয়া রাখা ভাল। বর্ত্তমান অধ্যায়ে এই সীমান্ত সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী বর্ণন করিব না। পাঠকগণ পরে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই বিবরণ অবগত হইবেন। সীমান্ত সম্বন্ধীয় একটা ঘট-

---

একজন সহকারী আসিয়া দর্শনার্থীর নাম জিজ্ঞাসা করেন,—প্রয়োজন বোধ করিলে আমিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহাও জানিতে চাহেন। তৎপর সহকারী স্বীয় উপরিস্থ কর্ম্মচারী "কাব্‌চী বাসী"কে সমুদয় প্রয়োজনীয় কথা জানান। তিনি অনুপস্থিত থাকিলে 'এ-শ্‌ক্‌ আকাসীকে' জানাইতে হয়;—ইনি প্রাতঃকালে,—আমিরের নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় হইতে,—রাত্রিকালে শয়ন করা পর্য্যন্ত, অনুক্ষণ আমিরের নিকট উপস্থিত থাকেন। ইহার পর এ বিষয়ে আমিরের নিকট রিপোর্ট যায়। তৎপর হয় সেই ব্যক্তিকে দরবারের "হল" কামরায় ডাকাইয়া লওয়া হইয়া থাকে,—নতুবা সাক্ষাৎ করার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। সুতরাং কেহই "কাব্‌চী বাশী" ও 'এ-শ্‌ক্‌ আকাসীর' মধ্যবর্ত্তীতা ভিন্ন আমিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না"।

নায় যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল বলিয়া এস্থলে সে বিষয়ে সামান্ত ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

এক পক্ষে ব্রিটিশ ও আফ্‌গান গভর্ণমেণ্ট মিলিয়া রুসিয়ার সহিত আফ্‌গান স্থানের সীমা নির্দ্ধারণ জন্য একটী সীমান্ত কমিশন নিযুক্ত করেন। ইংরেজ মিশনের প্রধানতম কর্ম্মচারী সার্ পিটার লামস্‌ডেন (১) সাহেব ছিলেন। ইঁহাদের সম্বন্ধীয় নিম্ন লিখিত ঘটনা প্রত্যেক আফ্‌গানেরই লক্ষ্য করা উচিত।

প্রথমতঃ—রুস্ গভর্ণমেণ্ট ইংরেজদের সহিত আমাকে বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা মনে মনে ভাবিতে ছিলেন যে,—আমি তাঁহাদের প্রতিপক্ষ হইয়া গিয়াছি। কিন্তু আমি আজও এ কথা স্বীকার করিতেছি যে, —রুস্ রাজ্যে অবস্থান কালে রুস্ গভর্ণমেণ্ট আমার সহিত যে প্রকার সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। তবে দুইটী কারণে ইংরেজ দিগের সহিত বন্ধুত্ব রাখা আমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা :—(১) আমার সহিত তাঁহাদের "একরার নামা" লেখা পড়া হইয়াছিল। (২) ইহাতে আমার ও আমার রাজ্যের লাভ আছে।

দ্বিতীয়তঃ— রুস গভর্ণমেণ্টের মন্দ বোধ হইবার কারণ—আফ্‌গান গভর্ণমেণ্টের এত সাহস বাড়িয়া গিয়াছে যে, সীমা নির্দ্ধারণ দ্বারা তাঁহাদের আবহমান কালের অগ্রসর নীতি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে!

তৃতীয়তঃ—তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, রুস্ ও আফ্‌গান গভর্ণমেণ্ট পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া স্ব স্ব সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া লয়। আফ্‌গান স্থানের পক্ষে ইংলণ্ড যেন এই বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে না পায়!

চতুর্থতঃ—আমার "রাউলপিণ্ডি" যাওয়া রুসের পক্ষে নিতান্ত মর্ম্মদাহকর হইয়াছিল। কারণ ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা কাবুল হইতে চলিয়া আসিলে, রুসীয় সংবাদ পত্র গুলি প্রচার করিতেছিল যে, ইংরেজেরা স্বেচ্ছায় ও আবদুর রহমানের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া, সেখান হইতে ফিরিয়া আসে নাই,—পরাজিত, ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে! আমার 'রাউলপিণ্ডি' 'যাও-

(১) Sir Peter Lumsden.

ম্মার ইহাই প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল যে,—আমাকে রুসীয়দের এই ভ্রম বর্ণনার প্রতিবাদ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে,—আমি ইংরেজ দিগের বন্ধু এবং আমার ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা আর ও দৃঢ়তর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে!

উপরোল্লিখিত কারণ সমূহে এবং রুসের প্রাচ্য রাজ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাধারণ নীতি পরম্পরায়, একদল রুসীয় সৈন্য 'পাঞ্জদহের' দিকে অগ্রসর হইল। আমি পূর্ব্ব হইতেই ইহার আশঙ্কা করিতেছিলাম। এই জন্য রুস্‌দিগকে 'পাঞ্জ্‌দহ' অধিকারে বিফল মনোরথ করিবার উদ্দেশ্যে,—তথায় এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করা সঙ্গত মনে করিলাম। এই উপায়ে ইতিপূর্ব্বে 'শগনান' ও 'রওশন' হইতে 'আইওয়ুফ'কে দূরে রাখিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি ইংরেজ দিগকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই আমার কথা শুনিতে চাহিলেন না। ইংরেজেরা বলিলেন—"যে জায়গা আফগানী সৈন্যের অধিকারে রহিয়াছে—রুসীয়ার সাধ্য ও নাই যে তাহা স্পর্শ করে!" কেবল ইহাই নহে,—"পাঞ্জ্‌-দহ" নগরের হেফাজত সম্বন্ধে ইংরেজেরা আমাকে এতদূর ভরসা দিলেন যে,—১৮৮৪ খৃঃ অব্দে—২১এ নবেম্বর তারিখে সার পিটার লামস্‌ডেন সাহেব আমার নিকট পত্র লিখিয়া জামিন হইলেন,—তিনি কিছুতেই রুস্‌ ও আফ্‌গান সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ হইতে দিবেন না!

এই সময়ে রুস্‌ সৈন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে "গজলতেপ্পা" পৌঁছিয়া উহা সুদৃঢ় করিয়া ফেলিল। আফ্‌গানী সৈন্য জৈহুন নদীর বাম পার্শ্বে,—"আকৃতেপ্পা" নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। এই সৈন্যদলে কেবল মাত্র ১৪০ একশত চল্লিশ জন তোপ চালক' ৪ চারিটী পিত্তলের ও ৪ চারিটী পার্ব্বত্য তোপ ও অল্পসংখ্যক পদাতিক সৈন্য ছিল। ৩০এ মার্চ্চ আফ্‌গানী সৈন্য "পুল খস্তি"তে ছিল এবং রুস্‌ সৈন্য এক মাইল দূরে—"গজল তেপ্পায়" অবস্থান করিতেছিল।

২৯এ মার্চ্চ জেনারেল কমরুফ (১) আফ্‌গানী জেনারেলকে বলিয়া পাঠা-

(১) General Komaroff.

ইল—"তোমার সৈন্যদল নদীর দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে হটাইয়া লইয়া যাও; নতুবা যুদ্ধ চলিবে এবং আফ্‌গানী সৈন্যের উপর আক্রমণ করা হইবে।"

এই সময় পর্য্যন্ত মিশনের ইংরেজ অফিসার ও তাঁহাদের সৈন্যগণ আমার সৈনিক অফিসারদিগকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতার আশা দিয়া বলিতেছিল যে,—"যদি তোমরা আপনাদের জায়গা হইতে আর এক পদ ও অগ্রসর না হও, তাহা হইলে সাধ্য নাই যে, রুসীয়েরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে! আর যদি তোমাদের পক্ষ হইতে কোন অন্যায়াচরণ ভিন্ন রুসীয় সৈন্যেরা তোমাদিগকে আক্রমণ করে,—তবে উভয় শক্তির মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহার প্রতিকূল কার্য্য করা হইবে এবং রুস্‌গণকে ইহার ক্ষতিপূরণ জন্য দায়ী হইতে হইবে।"

আমি আমার সেনাপতি জেনারেল গোশ্‌ উদ্দীন খানকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে,— সে যেন মিশনের ইংরেজ অফিসারদের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্যই না করে! সুতরাং আমার জেনারেল ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের অঙ্গীকার ও ভরসায় বিশ্বাস করিয়া নিজের যায়গা ছাড়িয়া আর অগ্রসর হইল না। পরদিন (৩০এ মার্চ্চ) রুসীয় সৈন্যের একটী পূর্ণ ব্রিগেড্ সেই অল্পসংখ্যক আফ্‌গানী সৈন্যের উপর আক্রমণ করিল, আর ইংরেজ অফিসারগণ এই সমাচার অবগত হইয়াই নিরুদ্বেগে স্বীয় সৈন্যদল ও অন্যান্য সঙ্গীদিগকে লইয়া হিরাতের অভিমুখে পলায়ন করিলেন!

জেনারেল গোশ্‌ উদ্দীন খান ও আফ্‌গান সৈন্যের অন্যান্য অফিসারেরা ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল —"বন্ধুগণ! তোমরা এ-কি করিতেছ? এই মহাবিপদ কালে রুস্ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে একা ফেলিয়া যাইও না।" কিন্তু ইহাতে ও ইংরেজেরা পলায়ন করিতে নিবৃত্ত হইল না!

অবশেষে আফ্‌গানেরা রুস্‌দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ইংরেজদের নিকট বন্দুক প্রার্থনা করিল; কারণ রুসীয় সৈন্যের ব্রীচ্‌লোডার, আফ্‌গানী বন্দুক হইতে উৎকৃষ্ট ছিল; পরন্তু আফ্‌গানদের বন্দুক ও বারুদ বৃষ্টি এবং তুষারে ভিজিয়া সম্পূর্ণ খারাপ হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু সেই ইংরেজগণ,—যাহারা আফ্‌গানদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল,—

তাহারা তখন বন্দুক পর্য্যন্ত প্রদান করিতে অস্বীকার করিল এবং অল্পসংখ্যক সাহসী আফ্গানকে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া মারা যাইবার জন্য সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া, আপনারা অকুণ্ঠিতচিত্তে ও মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া হিরাতের দিকে পলায়ন করিল !!

আমি আরও একটা কথা শুনিতে পাইয়াছি, কিন্তু তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে দায়ী হইতে পারিব না। উহা এই,—ইংরেজ সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ এতই আশঙ্কাযুক্ত ও ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কালে তাহাদের নিকট শত্রু মিত্র বিচার ছিল না। বিষম হিমে আড়ষ্ট হইয়া তাহাদের কোন কোন ভারতীয় কর্ম্মচারী ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল; কোন কোন উচ্চপদস্থ অফিসার পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন,—তবে আমি তাহাদের নাম উল্লেখ করিব না।

পক্ষান্তরে আফ্গানী শৌর্য্যশালী সিপাহীরা,—যাহাদের মনে আফ্গান হওয়ার শ্লাঘা বিদ্যমান ছিল—তাহারা ইহাতে আফ্গানদের সম্মান বোধ করিল যে,—প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের অধিকসংখ্যক লোক নিহত কিম্বা আহত হইল; কিন্তু হায়! কি পরিতাপের কথা,—নিকৃষ্ট বন্দুক ও শত্রুদিগের তুলনায় সংখ্যাল্পতা নিমিত্ত তাহারা কিছুই করিতে পারিল না;— পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া কেবল অল্পসংখ্যক লোক হিরাতে উপস্থিত হইল!

ইংরেজদিগের এইরূপ লজ্জাকর ব্যবহারে আফ্গান জাতির নিকট তাঁহাদের সম্মান ও গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত উহার প্রভাব আফ্গান জাতির হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই!

আমি আমার স্বজাতিগণকে এই কথা বিশ্বাস করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি যে, তখন মিঃ গ্ল্যাড্ষ্টোন লিবারেল পার্টির নেতা ছিলেন, এবং ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ ছিল। এই কারণ বশতঃই ইংরেজগণ এইরূপ দুর্ব্বল নীতি ও ভীরুতা প্রদর্শন করিয়াছিল; নতুবা ইংরেজেরা অবশ্য অবশ্য রুসীয়দিগের নিকট হইতে এই অন্যায় কার্য্যের জন্য উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে ত্রুটী করিত না; কিন্তু আমার স্বজাতিগণ একথা গ্রাহ্য মধ্যে আনিতেই প্রস্তুত নহে। তাহারা বলিয়া থাকে,—"যদি ভবিষ্যতে আমাদিগকে কোন শত্রুর

সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তবে কিরূপে আমরা জানিতে পারিব যে, লিবারেল কিম্বা কন্সারভেটিভ্ দলের লোকেরা রাজত্ব করিতেছে? আর যদি লিবারেল পার্টী আমাদের সাহায্য করিতে অক্ষম ছিল,—তবে কেন ইংরেজ সৈন্য ও মিশনের প্রধান কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দেয় নাই যে,—শেষ সময়ে সঙ্কট দেখিলে তাহারা পলায়ন করিবে! ইংরেজগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে বলিয়া জানিতে পারিলে পূর্ব্বেই সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য অন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম।"

ডিসেম্বর মাসে যখন এই গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন সেই সময় হইতে ৩০এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত অতি সহজে পাঞ্জদহ্ রক্ষার জন্য, কাবুল হইতে হিরাতে আফ্গান সৈন্য পৌঁছিতে পারিত। প্রকৃত পক্ষে কাবুল হইতে সৈন্য প্রেরণেরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন 'হিরাত' ও 'তুর্কিস্তানে' প্রচুর আফ্গান সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। সংক্ষেপতঃ ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ৩০এ মার্চ্চ তারিখে রুসীয়েরা বলপূর্ব্বক "পাঞ্জদহ্" অধিকার করিয়া ফেলিল। আজ পর্য্যন্ত উহা ফিরাইয়া লওয়ার শক্তি কাহার ও হয় নাই। উহা এখনও তেমনই রুসের অধিকারে রহিয়াছে!

আমি এই ঘটনার সময়ে 'রাউলপিণ্ডি' নগরে লর্ড ডফারিণের (১) সহিত বিচার-বিতর্ক করিতেছিলাম। যেদিন সন্ধ্যাকালে লর্ড প্রবর আমাকে এই বলিয়া ভরসা দিলেন যে,—'যদি রুসীয়েরা আফ্গান অধিকারে পদক্ষেপ করে, তবে অবশ্য অবশ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আপনার সহায়তা করিবেন, কিন্তু তাহার মুহূর্ত্তমাত্র পরেই খোদ সেই লর্ড ডফারিণ রুসীয়দের 'পাঞ্জদহ্' অধিকারের সংবাদ আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন!! কিন্তু আমি এমন পাত্র নহি যে, ইহাতেই ভীত—কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া যাইব! তবে ভবিষ্যতের জন্য উত্তম শিক্ষা পাইলাম মনে করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। (২)

---

(১) Lord Dufferin.

(২) ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে যখন মিঃ কার্জ্জন (এখন লর্ড কার্জ্জন—ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট) কাবুল ভ্রমণে গমন করেন, তখন তিনি আমিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, আমিরের সঙ্গে তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হয়।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে "গল্‌মান" বাসীদিগকে আফ্‌গান রাজ শক্তির অধীনে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলাম। "লম্‌গান" (১) নামক প্রদেশের উত্তর পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতগুলির শিখর দেশে ইহা অবস্থিত।

---

- কথোপকথনের মধ্যে আমির খুব উত্তেজনার সহিত—কঠোর ভাষায়—অবশ্য বিদ্রূপ ও পরিহাসযুক্ত কথার আবরণে—'পাঞ্জদহের' কলঙ্ক-কাহিনী বর্ণন করেন; কিন্তু নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়, মিঃ কার্জ্জনও অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়া ফেলিলেন যে,—"তখন তাঁহার পার্টির গভর্ণমেণ্ট ছিল না,—মিঃ গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের লিবারেল গভর্ণমেণ্ট ছিল।" এই উত্তর শুনিয়া আমির উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"দুঃখ এই,—আমি পয়গম্বর (ঈশ্বরের বার্ত্তাবাহক) নহি; আমার নিকট কোন প্রকার 'এল্‌হাম' ও (অন্তরীক্ষ কোন শক্তি দ্বারা ভাবী ঘটনা অবগত হওয়াকে 'এল্‌হাম' বলে।) হয় না যে,—যদি পুনঃ কখনও আমার উপর বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তখন লিবারেল কিম্বা কন্সারভেটীভ্‌দের গভর্ণমেণ্ট হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই আমি জানিয়া রাখিব। আর প্রয়োজনের সময়ে কন্সারভেটিভ্ গভর্ণমেণ্টও যে লিবারেল গভর্ণমেণ্টের ন্যায় আচরণ করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি আছে; কারণ উহাওত প্রমাণিত হইতে পারে নাই!"

আমির সর্ব্বদাই বলিতেন,—"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজকীয় বন্দোবস্তে এমন এক বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতা বিদ্যমান যে,—যখন কোন দোষের কার্য্য হয়, তখন একটা না একটা পার্টি এমন হয়,—যাহার উপর সম্পূর্ণ দোষ পড়িয়া থাকে।"

(১) ইহা প্রচুর ধন-সম্পদ পূর্ণ ও উর্ব্বর প্রদেশ,—জালাল আবাদ ও কাবুলের মধ্যে এবং পেশাওরের সড়কের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময় ইহা 'লগমান' নামে অভিহিত। এই নাম 'লমগান' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

আফ্‌গান ঐতিহাসিকগণ বলেন—সেই পৃথিবী-ব্যাপী বিরাট জলপ্লাবনের পর হজরত নূহ্ আলায়হে চ্ছালামের অন্যতম পুত্র মেহ্‌তর লামক সর্ব্ব প্রথম ভূমিতে অবতরণ করেন। তাঁহার নামানুসারেই এই প্রদেশের নাম করণ করা হইয়াছে। লম্‌কান প্রদেশে—মহম্মদরা নগরের নিকটে একটী বৃহৎ প্রাচীন কবর বিদ্যমান। উহা 'লাম' অথবা 'লামক' পয়গম্বরের সমাধি বলিয়া জন-সমাজে প্রচার। তবে এই জনরব কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না।

পক্ষান্তরে সাধারণতঃ কাবুলের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, শয়তানকে স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ার সময় সে লগ্‌মান উপত্যকার উপর নিক্ষিপ্ত হয়। এজন্যই লগ্‌মানী লোকেরা অত্যন্ত চতুর ও শঠচূড়ামণি বলিয়া কাবুলের লোকদের ধারণা; কিন্তু লগ্‌মানী লোকেরা বলে,—"শয়তান" সর্ব্বপ্রথম কাবুল নগরের পশ্চিম দিকস্থ "আস্‌মার" নামক পাহাড়ের উপর

আমার ইচ্ছা ছিল, গল্‌মান বাসীদিগকে আমার শাসনাধীনে শান্তিতে রাখিব; আর তাহাদের জাতীয় কার্য্যে তাহারা স্বাধীন থাকিবে; কিন্তু এতৎসঙ্গে তাহাদের রাজ্য জয় করিবার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। 'জালাল আবাদের' (১) আশে পাশে যাহারা বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিত, কিম্বা লোকদিগকে খুন করিত, তাহারা অথবা অন্যান্য বিষয়ের অপরাধিগণ এই 'গল্‌মান' পর্ব্বতের শিখরদেশে গিয়া আত্মরক্ষা করিত। ইহার উপত্যকা পর্য্যন্ত কোন সড়ক ছিল না। তথায় তোপ প্রেরণ করিবারও উপায় ছিল না। অশ্বারোহী সৈন্য ও সেই উপত্যকায় উঠিতে পারিত না। পদব্রজে যাওয়ার জন্য যে একটা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর পথ ছিল, - তাহার ও দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত। এই পথ এত অল্প পরিসর ছিল যে, এক সময়ে একটী মাত্র লোক ইহার উপর দিয়া চলিতে পারিত। উপরে দুই তিনটী মাত্র লোক থাকিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিত এবং সেই প্রস্তর গড়াইয়া আসিয়া সৈনিকদিগের উপর পতিত হইত। এই উপায়ে তাহারা অক্লেশে একটী বৃহৎ সৈন্যদলের গতি রোধ করিতে সক্ষম হইত। এই জন্য যত বড় সৈন্যদলই হউক না কেন, এক একজন সিপাহী করিয়া এই পথে অগ্রসর হইতে পারিত। ইহাই গল্‌মান রাজ্যের দুর্ভেদ্যতার কারণ এবং এই নিমিত্তই ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগকে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই!

আমি নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিদিগকে গল্‌মানগামী সৈন্যদলের অধিনায়কতায় নিযুক্ত করিলাম।

---

পতিত হয়; এই জন্যই কাবুলীগণ লগ্‌মানীদের তুলনায় অধিক চতুর।" তবে শেষোক্ত স্থানেই সর্ব্বপ্রথম শয়তান অবতীর্ণ হয় বলিয়া অধিক লোকের বিশ্বাস। আমাদের বিবেচনায় লগ্‌মান বাসিগণ কাজকর্ম্মে আফ্‌গানস্থানের সমগ্র সম্প্রদায় হইতে অধিক নিপুণ ও সতর্ক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শয়তান প্রথমতঃ এই দুই স্থানের কোথায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা অধুনা সঠিক বলিতে পারা সম্ভবপর নহে।

(১) এই প্রসিদ্ধ নগরটী কাবুল ও পেশাওয়রের মধ্যে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্ব প্রদেশীয় আফ্‌গানি সৈন্যের হেড কোয়ার্টার। দিল্লীশ্বর প্রখ্যাতনামা সম্রাট্ জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ আকবর স্বীয় নামানুসারে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমতঃ ইহা জালাল উদ্দীন নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও তাঁহার নামানুসারেই "জালাল আবাদ" বলা হয়।

গোলাম হায়দর খান 'তুখি'—প্রধান সেনাপতি; দোস্ত মোহাম্মদ 'জবার-খেল' (ইনি শেষ জীবনে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন), মীর শানাগোল (১), মোহাম্মদ গুল খান জবারখেল্ (২), মোহাম্মদ আফ্‌জল খান 'জবারখেল্' (৩); ইহাঁদের অধীনে দুই প্রকার সৈন্য ছিল। প্রথমতঃ নিয়মিত সৈন্য; দ্বিতীয়তঃ মিলিশিয়া সৈন্য। শেষোক্ত সৈন্যদিগকে পাহাড়ী জাতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ইহারা পর্ব্বতের উপর উঠিতে বড়ই মজবুত ছিল।

অন্ধকার হইয়া আসিলে অফিসারেরা ইহাদিগকে দৃঢ় রশি সাহায্যে একটা পাহাড়ের শিখরে টানিয়া তুলিল। বিদ্রোহীদের অধিকৃত পূর্ব্বোক্ত পথের ত্রিসীমায় ও তাহারা কেহ গেল না। এইরূপে শত্রুদিগের অজ্ঞাতে উহারা একটা পাহাড়ের উপর আপনাদের সমুদয় সৈন্য সমবেত করিল এবং বিদ্রোহীদের উপর আপতিত হইল।

শত্রুদিগের সংখ্যা অধিক ছিল না; মাত্র এক হাজার পরিবার সেখানকার অধিবাসী ছিল। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর উহারা পরাভূত হইল এবং ভবিষ্যতে কোনপ্রকার মন্দ কার্য্য কিম্বা বিদ্রোহ উৎপন্ন না করিয়া, শান্তভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে, এই অঙ্গীকারে আমার বশ্যতা স্বীকার করিল।

কিন্তু ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে উহারা এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। আমার একজন লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ও দুই শত সিপাহী সেখানে শান্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিল, উহারা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহাদিগকে বধ করিল। এবার আমার পূর্ব্বোক্ত প্রধান সেনাপতি সেই দেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল এবং সমগ্র অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল; একটী লোক ও আর সেখানে থাকিতে পারিল না।

আমি ইহাদিগকে মাতৃভুমির পরিবর্ত্তে,—তাহা হইতে দূরে—'গরশক'—'জরমৎ' ও 'খোস্ত' প্রদেশে যায়গা প্রদান করিলাম। তাহাদের দেশে 'লম-

---

১। ইনি পরে আমিরের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন।

২। ইনি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বন্দীদশায় কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

৩। ইনিও পরলোক গমন করিয়াছেন।

গান ও অন্যান্য প্রদেশের লোকদিগকে বসতি করিতে দিলাম। এইরূপে এখানকার গোলযোগ স্থায়ীরূপে দূর হইয়া গেল। (১)

---

## ১৮৮৬।৮৭ খৃঃ অব্দে দেশব্যাপী সাধারণ বিদ্রোহ।

আমার সিংহাসনারোহণ কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোন যুদ্ধ খুব সামান্য এবং অতি সত্বর ও স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সামান্য চেষ্টাতেই সম্পন্ন করা গিয়াছিল। তজ্জন্য আমাকে কোন আশঙ্কায় পতিত হইতে হয় নাই বা তাহাতে কোন মন্দফল উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু কতকগুলি যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ানক ও আশঙ্কাপ্রদ ছিল। এতদ্ভিন্ন রাজ্য জুড়িয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটা বিরাট বিদ্রোহের আভাষ পাওয়া যাইতেছিল। ইহা হইতে চারিটী ভয়াবহ যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। উহা এই যথা :—

(১) ১৮৮১ খৃঃ অব্দে কান্দাহারে মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সহিত যুদ্ধ; ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। সে সময়ে অশিক্ষিত মোল্লাগণ আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার জন্য লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল; কিন্তু উহারা সফল মনোরথ হইতে পারে নাই।

(২) গল্‌জেইদিগের বিদ্রোহ,—নিম্নে ইহার বিবরণ বিবৃত করিব। এই বিদ্রোহ প্রায় দুই বৎসরকাল বর্ত্তমান থাকে।

(৩) ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে—তুর্কিস্তানে মোহাম্মদ ইস্‌হাক খানের বিদ্রোহ।

(৪) ১৮৯১—৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত 'হাজারা জাতের' সর্ব্বসাধারণের বিদ্রোহ।

---

১। আফ্‌গানস্থানে সাধারণতঃ নির্ব্বাসনের এইরূপ নিয়ম প্রচলিত। যখন কোন সম্প্রদায় কিম্বা পরিবার কোনপ্রকার গুরুতর ষড়যন্ত্র কিম্বা বিদ্রোহ বা কোন সাংঘাতিক অপরাধে অপরাধী হয়,—যদ্দ্বারা সাধারণ বিদ্রোহের আশঙ্কা ও সম্ভাবনা হইয়া পড়ে, তবে তাহাদিগকে স্ব স্ব বাসগ্রাম বা প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দূরে অন্য কোন দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই নূতন স্থানে, নির্ব্বাসিত ব্যক্তি দেশে যেরূপ মূল্যবান বাড়ী ঘর ও জমা জমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তদনুরূপ বাড়ী ও জমাজমি দেওয়া হয়। কোন কোন সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। যেমন আমিরের শত্রুদিগকে,—তাহাদের দলের যে সকল লোক রুসীয়া কিম্বা ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছে,—তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

শেষোক্ত বিদ্রোহ দুইটী সম্বন্ধে পরে লিখা হইবে। এস্থলে 'গল্‌জেই' (১) জাতির সাধারণ বিদ্রোহের বিষয় লিখিতেছি।

(ক) প্রথম কারণ,—যাহা আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি;—শের আলী খান ও ইয়াকুব খানের রাজত্বকালে, তাহাদের শাসন-ব্যবস্থার দোষে ও দুর্ব্বলতায় প্রায় সকল 'মোল্লা' ও 'খান'ই নিজকে নিরঙ্কুশ ও স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন নরপতি বলিয়া মনে করিত। উহারা আপনাদিগকে রাজপুত্র ও পয়গম্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেও ক্রটী করিত না। বিশেষরূপে 'গল্‌জেই' জাতির মোল্লা ও "খান"গণ এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছিল। এই জাতি আফ্‌গানস্থান মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, সমরপ্রিয় ও সাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। জন সংখ্যায় ও ইহারা দেশ মধ্যে তিনটী প্রধান সম্প্রদায়ের অন্যতম অর্থাৎ 'দোররানী' 'হাজারা' ও 'গল্‌জেই'—এই তিনটী সম্প্রদায়ই আফ্‌গান রাজ্যে প্রবল। তুর্কম্যানেরাও সংখ্যায় বড় কম নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে, হাজারা জাতিও মঙ্গোলিয়ান শাখা হইতে উৎপন্ন

---

১। "পুস্তু" ভাষায় "গল্" শব্দের অর্থ চোর এবং "জেই" শব্দের অর্থ পুত্র। সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ অপহৃত পুত্র। এই বাক্য ব্যবহারের মূল ইতিহাস এইরূপ।

প্রাচীন কালে কোন আফ্গান সম্রাট্ নন্দিনী মীর হোসেন নামক কোন রাজ পুত্রের প্রতি অনুরাগিনী হন এবং অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে স্বীয় জীবন যৌবন বিতরণ করেন। রাজপুত্র তখন নির্ব্বাসিত অবস্থায় ছিলেন। রাজতনয়া পিতাকে না জানাইয়া উপরোক্ত রাজকুমারের সহিত পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হন। এই পরিণয়ের ফলে তাহাদের একটী পুত্র সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে। সম্রাট্ তখন এই শিশুর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে রাজকন্যা বলেন—"আমার স্বামী যে রাজপুত্র তাহা কেহই অবগত নহে। এই জন্য আপনি প্রকাশ্যতঃ একজন সাধারণ লোকের সহিত আমাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইবেন না মনে করিয়া আপনাকে জানাইতে ভয় হইয়াছিল; কিন্তু আমি উত্তমরূপে জানিতাম যে, ইঁনি রাজপুত্র।" বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন—"এই অবস্থায় তোমার পুত্রের নাম 'গল্‌জেই' হওয়া উচিত।" তদনুসারে এই শিশুর বংশধরগণ "গল্‌জেই" আখ্যা ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময় ইহারা আফ্গান রাজ্যমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহসী, শক্তিশালী, বীর্য্যবন্ত ও দৃঢ়কায় জাতি। এই সম্প্রদায় মধ্যে প্রায়শঃ স্ত্রীলোকেরা নিজেই স্ব স্ব স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া লয়। ইহারা 'হরম সরা' বা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে না। ইহাদের স্বামী নির্ব্বাচন, বাগ্দান ও পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনের বিবরণ বড়ই কৌতুকাবহ। স্বতন্ত্র গ্রন্থে তাহা বিবৃত করার ইচ্ছা রহিল।

হইয়াছে; কিন্তু এখন উহারা আফ্গান জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে; কারণ তাহারা সমগ্র দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তুর্কম্যানদিগের ন্যায় উহারা এখন আর স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণ্য নহে।

গল্জেই জাতির মধ্যে অত্যধিক ক্ষমতাশালী অনেকগুলি 'খান' ছিল। ইহাদের অধীনে সমরনিপুণ বহুলোক থাকিত। এই খান ও তাহাদের সিপাহীবর্গ লোকদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিত। সে দুর্ব্বিসহ ক্লেশের কাহিনী শুনিলে চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়! ফলতঃ তাহাদের অসীম ক্ষমতা, প্রয়োজনাতিরিক্ত ট্যাক্স আদায়, লুণ্ঠন, 'কাফেলা' আক্রমণ, আপনাদের মধ্যে পরস্পর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ এবং সাধারণ সাধারণ বিষয়ে রক্তপাত কেবল এই দেশবাসীদের মধ্যেই প্রসিদ্ধ ছিল না,—সমগ্র জগতেই তাহা বিখ্যাত ছিল। এই জন্য ইহার প্রতিকার করা আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হইল; আমি চক্ষের সম্মুখে এইরূপ অন্যায়াচরণ কখনও প্রচলিত থাকিতে দিতে পারি না। উহারা আমাকে ঘৃণা করিয়া থাকে; আমার শাসনতন্ত্র বিপর্য্যস্ত ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিবার জন্য তাহারা কোন সম্ভবপর চেষ্টা করিতেই ত্রুটী করে নাই! প্রসিদ্ধ কবি শেখ সাদী বলিয়াছেন ঃ—

"আজাঁ মারে বর পায়ে রায়ী জেনাদ
কে তরসদ্ সারাশ রা বকুবদ বসংগ"

"রাখাল স্বীয় হস্তস্থিত প্রস্তর দ্বারা সর্পের মাথায় আঘাত করিবে—এই ভয়েই সর্প রাখালকে দংশন করিয়া থাকে।"

(খ) ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহাচরণের জন্য আমি শেরখান তুখি গল্জেইকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলাম,—একথা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাহার অনেক বন্ধু-বান্ধব ও দলভুক্ত ব্যক্তিগণ আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল।

(গ) আস্মত উল্লা খান ও অন্যান্য 'গল্জেই' খানেরা আমির শের আলী খানের পরিবারের বন্ধু কিম্বা সম্পর্কিত আত্মীয় ছিল এবং এই কারণ বশতঃ উহারা আমার শত্রুদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। ইহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ও ষড়যন্ত্র জাল বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই জন্য ১৮৮২ খৃঃ অব্দে আস্মত উল্লা খানকে গ্রেফ্তার করা হয়। সে গল্জেই

সম্প্রদায়ের একজন গণ্য মান্য সর্দ্দার এবং লোকদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজনা দান করিয়াছিল।

(ঘ) বিখ্যাত মোল্লা "মশ্‌কে আলম" (জগতের সুবাস)—যাহাকে আমি "মুশে আলম" নামে অভিহিত করিতাম—কৃত্রিম গাজীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। বিদ্রোহিগণই তখন 'গাজী' ও 'মোল্লা' আখ্যা ধারণ করিয়া সাধারণ লোকের নিকট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিত। ইহারা বল পূর্ব্বক প্রজাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেছিল।

'মশ্‌কে আলম'কে 'মুশে আলম' বলিবার কারণ,—তাহার আসল নামের তুলনায়, তাহার মুখের আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক 'জগতের মূষিকে'র (মুশে আলম) অনুরূপ ছিল!

এই ব্যক্তি গল্‌জেই সম্প্রদায়ের লোক। আমি তাহাদের সম্প্রদায়গত অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় উঠাইয়া দিয়াছিলাম। এই জন্য 'গলজেই' জাতির বর্ব্বর ও অসভ্য লোকদিগের উপর তাহাদের যে আধিপত্য ছিল, তদ্দ্বারা তাহারা আমাকে কষ্ট দিবার চেষ্টা করিল। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতে নিযুক্ত রহিল; শেষে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিল। ইহাতে বহুলোক নিহত হয়; হাজার হাজার লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়। (১)

খোদাতা-লা কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন:—"ইন্নাল্লাহা ইয়া মুরু বেল্ আদ্‌লে অল্ এহছানে অ-ই-তা-এ জেল্ কুরবা অ-ইয়ান্ হা আনিল্ ফাহ্‌শা এ অল্ মুন্‌কারে অল্ বাগ্ য়ি ইয়া ইজু কুম্ লাআল্লা কুম্ তাজাক্ কারুণ।"

---

১। আমির সদা সর্ব্বদা বলিতেন—এই পৃথিবীতে যতগুলি যুদ্ধ,—মারামারি—কাটাকাটি, খুন জখম অশিক্ষিত মোল্লাদের দ্বারা হইয়াছে, এমন আর অন্য কোন শ্রেণীর লোক দ্বারা হয় নাই। আফ্‌গানস্থানে ইহারা সদাসর্ব্বদা উন্নতির বিরোধী এবং দেশকে পূর্ব্বাবস্থায় রাখিতে তৎপর। ইহারা শিক্ষাদানের ছলে লোকদিগকে এমন শিক্ষা দান করে, যাহা ইস্‌লামের বিশ্বাস (আকায়েদ) ও উহার মূল উপদেশগুলির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। ফলতঃ ইহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম জগতের অপ্রকৃত নেতা। ইস্‌লামের বিশালতা ও মহাপ্রাণতা ইহাদের দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে: সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব, ইহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল হইবে।

আমির দু' একবার এক মোল্লার সহিত অপর মোল্লার দীর্ঘ দাড়ী বাঁধিয়া অথবা দাড়ীতে দড়ি বাঁধিয়া তাহা সজোরে আকর্ষণ করিবার আদেশ দান করিয়াছিলেন।

"নিশ্চয় খোদাতা-লা বিচার, লোকের উপকার ও আত্মীয় স্বজনকে দিবার জন্য এবং পাপকর্ম্ম ও অবাধ্যতা হইতে বাঁচিবার নিমিত্তই তোমাকে হুকুম করেন; যেন তুমি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ কর।

অর্থাৎ—"খোদার পৃথিবী বিচার ও শান্তিতে রাখ; বিবাদ বিসংবাদ,—রক্তপাত—খুনাখুনির কারণ স্বরূপ হইও না, কারণ দয়াময় খোদাতা-লা তাঁহার পৃথিবীতে যাহারা শান্তি ভঙ্গ করে, তাহাদিগকে ভালবাসেন না।"

হায়! কি পরিতাপের বিষয় যে, মোল্লাদিগের কার্য্য আমাদের ধর্ম্মশিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল !!

(ঙ) আমি বকেয়া খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু উহা কেহই প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

(চ) আফগান স্থান বড়ই সঙ্কটপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। ইহার শক্তি সম্পন্ন প্রতিবাসিগণ ক্ষুধাতুর শকুনির ন্যায় অনুক্ষণ দুর্ব্বল শীকারকে কবলগত করিয়া একেবারে পরিপাক করিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক ও প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এমন স্থলে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যয়াদি নির্ব্বাহ ও সীমান্ত সুদৃঢ় করার জন্য তথায় কেল্লা শ্রেণী নির্ম্মাণ ও পুরাতন কেল্লা মেরামত করার কত প্রয়োজন, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়; কিন্তু রাজস্ব ভাণ্ডারে একটী কপর্দ্দকও ছিল না; সুতরাং টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন পড়িল।

ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট রাজ্যের আয়ের প্রায় অর্দ্ধাংশ "মোল্লা", "সৈয়দ" ও "পীর" (ধর্ম্মগুরু) আখ্যাধারী অসংখ্য অসংখ্য দরবেশ ও পবিত্রাত্মা নামধারী লোক দিগকে বৃত্তি স্বরূপ প্রদান করিতেন। ইহাতে দুই প্রকার ক্ষতি হইত; গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতা ও বিনাশের ইহাও একটা প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ রাজ্যের অর্দ্ধেক আয় এমন লোকদিগকে দেওয়া যাইত,—যাহাদের উহা পাইবার কিছুমাত্র অধিকার ছিল না এবং এই অর্থের বিনিময়ে তাহারা কোনপ্রকার কার্য্যই করিত না। দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে লোকদিগকে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া অলসভাবে জীবন কর্ত্তন করিতে ও বিনা পরিশ্রমে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে উৎসাহিত করা হইত। এই ব্যবস্থা দ্বারা বুঝা যায়, ইহারা স্বদেশের কিম্বা

স্বজাতির কোন উপকার করিতে অসমর্থ বশতঃ যেন ইহাদিগকে এইরূপ পুরস্কার প্রদান করা হইতেছিল!!

আমি দেখিলাম, এই নিষ্কর্ম্মা লোক পোষণের বিরাট ব্যয় গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে গুরু ভার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং আমি উহা কলমের এক খোচায় বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি আদেশ করিলাম,—"যে সকল লোক স্ব স্বউপযুক্ততা অনুরূপ কার্য্য করিবে, তাহারা সরকারী বেতন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলে উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য এক প্রকার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে।"

এই প্রণালীতে সমুদয় আত্ম-প্রধান মহাপুরুষের—মায় পূর্ব্বোক্ত 'মুশে আলমের' বংশধর ও এইরূপ অন্যান্য মূষিকদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আর এই উদ্বৃত্ত টাকাগুলি যে সকল সিপাহীকে এই অধম ও মহা ক্ষতিকর মূষিক সকল বিনাশ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রদান করা গেল;—যেন মূষিক বংশ আর অন্যায় রূপে বল পূর্ব্বক টাকা আদায় করিয়া লোকদিগের বাড়ীতে গর্ত্ত খুড়িবার সুবিধা না পায়!!

এই কার্য্যে মোল্লা, ধর্ম্মগুরু ও কৃত্রিম সাধু পুরুষদের মধ্যে বিরাট উত্থানের একটা ভয়ানক সাড়া পড়িয়া গেল! দেশ জুড়িয়া প্রবল ভাবে আমার নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। আমাকে নখে টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য মূষিকেরা পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিল!

আমি যে বিদ্রোহের কথা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি, উপরোক্ত আদেশের জন্যই প্রধানতঃ তাহার উৎপত্তি; তবে সৌভাগ্য বশতঃ এই বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ায় আমি চিরকালের জন্য মূষিকদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলাম।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে আমি তাহাদের প্রথম উদ্যোগের সমাচার প্রাপ্ত হইলাম। এই সময়ে তাহারা আমার শাসন-ব্যবস্থা উল্টাইয়া ফেলিবার জন্য সার অলিভার সেণ্ট জন্ (১) সাহেবের মারফত ইংলণ্ডে—কুইন ভিক্টোরিয়ার নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করিল। এই পত্রে 'গল্জেই' সম্প্রদায় লিখিয়াছিল:—

---

(১) Sir Oliver St John.

"মহানুভবে! যদি আপনার কথনও অত্যাচারে নিপীড়িত, শোচনীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত সদাশঙ্কিত আফ্‌গান স্থানের নিরুপায় অধিবাসীবর্গের উপকার করিবার শুভ সঙ্কল্প থাকিয়া থাকে, তবে এই দুঃসময়ের কালে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমাদের সাহায্য করুন। এখনকার ন্যায় মহাসুযোগ আর কখনও পাইবেন না।"

উপরোক্ত পত্রখানা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর হস্তগত হইয়াছিল কিনা জানি না; কিন্তু একথা অবগত আছি যে,—বিদ্রোহীরা পত্রখানার কোন উত্তর প্রাপ্ত হয় নাই!

তৎপর তাহারা আইয়ুব খানকে পারস্য হইতে আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিল; তদনুসারে সে আফ্‌গান স্থানে প্রবেশেরও চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হইল,—ইহার কথা পরে বিবৃত হইবে।

এতদ্ভিন্ন বিদ্রোহিগণ আর যে যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই; তবে একথা নিশ্চয় যে, গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন উহারা সফল মনোরথ হইতে পারিল না, তখন প্রকাশ্যভাবে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিল।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে—শরৎ কালের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত রূপে এই যুদ্ধের উৎপত্তি হয়।

সর্দ্দার গুল মোহাম্মদের পুত্র (সর্দ্দার খন্দল খান কান্দাহারীর পৌত্র) কান্দাহার হইতে কাবুলে আসিতেছিল। এমন সময় পথিমধ্যে—'মুশকী' ও 'চাহার দহের' মধ্যভাগে এক যায়গায় মীর আহ্‌মদের পুত্র শের খান তাহাকে বধ করিল এবং তাহার স্ত্রী, পরিবারের অন্যান্য লোকদিগকে ও মালপত্রাদি লইয়া গেল। দ্বিতীয় আক্রমণ এইরূপে হয়। মীর্জ্জা সৈয়দ আলীর অধিনায়কতায় একটী দোররাণী পল্টন কান্দাহার হইতে কাবুলে যাইতেছিল; ইহারা সবে মাত্র নূতন সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছিল,—তখনও অস্ত্র পায় নাই। এই পল্টন—'মুশকি' পৌঁছিলে 'আন্দরি' ও 'হুৎকি' গল্‌জেইগণ হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। দস্যুরা তাহাদের সঙ্গীয় সরকারী ১৪০টী উষ্ট্র, ৮০টি তাঁবু এবং ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল।

আমি তাহাদের এই অত্যাচারের বিষয় অবিলম্বে অবগত হইলাম। 'মশ্‌কে আলম' ও তাহাদের দলভুক্ত হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত জেনারেল গোলাম হায়দর খান 'তুখি', হাজি গুল খান কম্যাণ্ডাণ্ট, (১) ও কর্ণেল মোহাম্মদ সাদেক খানকে (২) দুই পল্টন পদাতিক, চারি রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী এবং দুই বেটারী তোপ সহ রওয়ানা করিলাম। এই সৈন্যদল গজ্‌নি পৌঁছিলে 'দহন শের' ও 'নানী' নামক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী যুদ্ধ হইল এবং বিদ্রোহিগণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

সমুদয় শীতকাল ইহারা শান্তভাবে রহিল ; কিন্তু তলে তলে সমগ্র গল্‌জেই জাতিকে আমার বিরুদ্ধে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য যথেষ্ট যোগাড় ও আয়োজন করিতে লাগিল। ইহাতে ষড়যন্ত্রের পরিচালকগণ কৃতকার্য্যও হইল। মার্চ্চমাসে গল্‌জেই জাতির আপামর সাধারণ—মোট কথা সমগ্র জাতিটী ক্ষেপিয়া উঠিল। মশ্‌কে আলমের পুত্র মোল্লা আবদুল করিম ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে এই মর্ম্মে একখানা সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলঃ—

"গল্‌জেই জাতির সমুদয় জনগণ,

আমার নিকট ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র যোদ্ধা আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যদি আমাদের স্বজাতীয় সমুদয় লোকই আসিয়া আমার সহিত যোগ দাও, তবে নিশ্চিতই আমরা জয়লাভ করিতে পারিব।"

১৮৮৬ খৃঃ অব্দের শরৎ কালের বিদ্রোহে,—যাহার কথা উপরে বিবৃত করিয়াছি—আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, 'হুৎকি' বাসীরাও যোগদান করিয়াছিল। এই কারণ বশতঃ আমি জেনারেল গোলাম হায়দর খানের পিতা সরহঙ্গ সেকেন্দর খানকে (১) কান্দাহার হইতে 'হুৎকি' প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ দিলাম এবং সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হইতে জরিমানা স্বরূপ বাড়ী প্রতি একটী বন্দুক ও একখানা করিয়া তরবারী আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে বলিয়া দিলাম।

---

(১) ইনি পরে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন।

(২) ইনি পরে কান্দাহারে ব্রিগেডিয়ার পদে কার্য্য করেন।

(১) ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

'সরহঙ্গ' 'হুৎকি' প্রদেশে পৌঁছা মাত্র অসন্তুষ্ট জনসাধারণ বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। 'আন্দরা', 'হুৎকি', 'তর্কী' ও অন্যান্য গল্‌জেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ ভাবে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। উহারা স্ব স্ব পত্নী ও পরিবারের লোকদিগকে "ওজিরিস্তান", "জোব" ও "হাজারা" রাজ্যে পাঠাইয়া দিল এবং আমার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তৈয়ার হইল।

এই সময়ে গল্‌জেই রাজ্যে আমার যথেষ্ট সৈন্য ছিল না। এমন কি তথাকার "গজনি" "কোলাতে গল্‌জেই" ও "মা-অ্‌রুফের" ন্যায় বড় বড় শহরও উপযুক্ত মত সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় ছিল না।

জেনারেল গোলাম হায়দর খানের সঙ্গে কেবলমাত্র দুই পল্টন পদাতিক ও তিন রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সৈন্য গিয়াছিল। আমি অগোণে,—সেই মার্চ্চ মাস মধ্যেই—সেকেন্দর খানের সাহায্যার্থ ছয় শত পদাতিক সহ কর্ণেল সুফিকে যাইতে আদেশ করিলাম। এতদ্ভিন্ন মিলিশিয়া পদাতিক ও নব নিযুক্ত দোররাণী পল্টনকে ও সেকেন্দর খানের সহিত গিয়া মিলিত হইবার জন্য হুকুম দিলাম; কিন্তু এই শেষোক্ত পল্টন দ্বারা বেশী কোন কার্য্য হয় নাই। আমি কাবুল হইতে আরও সৈন্য জেনারেল গোলাম হায়দর খানের সাহায্যার্থ অতি দ্রুত রওয়ানা করিলাম।

যুদ্ধের প্রারম্ভ কালে বিদ্রোহীদের অদৃষ্ট খুব সুপ্রসন্ন দেখা গেল,—তাহারাই জয়লাভ করিল। 'মা-অ্‌রুফের' গভর্ণর ইসা খান, সেকেন্দর খানের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাইতেছিল; পথে বিদ্রোহীরা 'হুত্‌কি' বাসী শাহ্‌ খানের অধিনায়কতায় তাহাকে পরাজিত করিল। ১২ই এপ্রিল তারিখে সেকেন্দর খান ও সেই স্থানে—সেই সময়ে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; প্রথমতঃ তাঁহারও পরাজয় হইল, কিন্তু অবশেষে বিজয় লাভ করিলেন।

এই সময়ে উত্তর প্রদেশে ও যুদ্ধ চলিতেছিল। সেখানে জেনারেল গোলাম হায়দর খান গল্‌জেই জাতির 'তর্কি' ও 'আন্দরি' শাখার লোকদের সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ভয়ানক যুদ্ধের পর তাঁহার জয় হইল; অতঃপর তিনি স্বীয় পিতা সেকেন্দর খানের সহিত গিয়া মিলিত হইলেন। ইহাকে 'হুৎকী' বাসিগণ পরাজিত করিয়াছিল।

মে মাসে গোলাম হায়দর খান ও সেকেন্দর খানের সৈন্যদল একত্র মিলিত

হইল। ইহাতে সর্ব্ব সাকুল্যে চারি পল্টন পদাতিক, দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী ও অষ্টাদশটী তোপ ছিল। এতদ্ভিন্ন প্রজাদের মধ্য হইতে কতকগুলি বিশ্বাসী লোক বহ্‌লুল খান 'তর্কির' অধিনায়কতায় সরকারী সৈন্যের সাহায্য করিতে ছিল।

শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ২৩০০০ তেইশ হাজার ছিল। ইহারা আপনাদের নেতা শের খান 'হুৎকী' কে 'আমির' করিয়াছিল।

বিদ্রোহিগণ চারি দিক হইতে সাহায্য পাইতেছিল। দিন দিন তাহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতক 'গলজেই' প্রজারা আসিয়া শত্রু দলের সহিত যোগদান করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে রটনা হইল—বিদ্রোহীরা রুস্ গবর্ণমেণ্ট, ময়মনা ও হিরাত-বাসীদের এবং পারস্যে আইয়ুব খানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। ময়-মনা ও হিরাত বাসীরা সহায়তা করিতেও প্রস্তুত হইয়াছে!

হিরাতে আমার যে সৈন্যদল ছিল, তাহাদের অধিকাংশ লোকই গল্‌জেই জাতীয়! ইহারা যখন শুনিতে পাইল—তাহাদের সমুদয় আত্মীয় বান্ধব ও সমগ্র জাতিটী বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, তখন উহারাও বিগড়াইয়া গেল। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ৬ই জুন তারিখে হিরাতের কেল্লায় এক দল বৃহৎ গল্‌জেই জাতীয় হাজারা পল্টন বিদ্রোহাচরণ করিল। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৮০০ আট শত ছিল। বিদ্রোহিগণ মেগাজিনের কতক অংশ লুণ্ঠন করিল এবং আমার প্রধান সেনাপতিকে কেল্লা মধ্যে বেষ্টন করিয়া কয়েদ করিল। কিন্তু হিরাত স্থিত আমার অন্যান্য সৈন্যেরা পূর্ব্বের ন্যায় গভর্ণমেণ্টের বশীভূত রহিল। এই সৈন্যদল পূর্ব্বোল্লিখিত বিশ্বাস ঘাতক সৈন্যদিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। বিদ্রোহীরা তাহাদের ভীষণ পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল এবং অপর বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে হিরাত হইতে 'আন্দরা' চলিয়া গেল। কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক সিপাহী 'মোরগাব' স্থিত বিদ্রোহী-দিগের বৃহৎ সৈন্য দলে গিয়া মিলিত হইল। ইহাতে শত্রুদিগের সাহস দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল এবং আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের মনে দারুণ ভাবনা উপস্থিত হইল। আরও এক কথার ভয় ছিল; বহু লোক এমন ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল যে, বিদ্রোহীদের বিজয়ের লক্ষণ দেখিবামাত্র তাহারা গিয়া তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবে!

এমন দুঃসময়ের কালে—যখন আমার বিশ্বাসঘাতক সৈন্যেরাও বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিল, তখন অশিক্ষিত মোল্লা ও আমার শত্রুগণ দেশ মধ্যে প্রচার করিয়া দিল যে,—"বিদ্রোহীরা হিরাত অধিকার করিয়াছে, ময়মনা ও দেশের অন্যান্য অংশের লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিয়াছে ! !"

ওদিকে আমার বীরবর সেনাপতি জেনারেল গোলাম হায়দর খান যে সকল স্থানে শত্রুদিগকে সমবেত পাইলেন, ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে পরাভূত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি 'আতাকর' নামক স্থানে একটী বৃহৎ 'হুৎকী' সৈন্য দলকে পরাস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পিতাকে সেখানে রাখিয়া আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইলেন। "আব্ এস্তাদাহ্' নামক জায়গায় তর্কী সম্প্রদায়ের সহিত আরও একটা যুদ্ধ হইল। এখানেও তিনি বিজয় লাভ করিলেন। ইহার পর 'মোরগাবের' দিকে রওয়ানা হইলেন ; তথায় হিরাতের বিদ্রোহী সৈন্যেরা বিপ্লববাদীদের প্রবল সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

আমি জুন মাসে খুব সত্বর, সেনাপতির সাহায্যার্থে কাবুল হইতে দুই পল্টন পদাতিক ও চারি শত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলাম। ২৭এ জুলাই তারিখে ইহারা গোলাম হায়দর খানের সহিত মিলিত হইল এবং বিদ্রোহী সৈন্য দলের এক অংশকে পরাজিত করিল। ইহারা তাহাদের মূল সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাইতেছিল। অতঃপর গোলাম হায়দর খান সেই বিদ্রোহী সমবেত মূল সৈন্যের দিকে রওয়ানা হইলেন। তখন তাহাদের ভারবাহী পশু ও রশদের বন্দোবস্ত এমন খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকেরা ক্ষুধার জ্বালায় মর মর হইয়া গিয়াছিল। সংক্ষেপে এই বলিলেই হয় যে,—আমার সৈন্যেরা উহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করিল।

আগষ্ট মাসেও ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে লাগিল ; কিন্তু তাহা তেমন গুরুতর ছিল না। সহজেই উহারা পরাজিত হইল এবং সাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের যে একটা প্রবল উত্তেজনা জন্মিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল।

মোল্লা আবদুল করিম কোরমের দিকে পলায়ন করিল। তাহার ভ্রাতা আফ্জল খাঁ বন্দী ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

আমার ডেপুটী প্রধান সেনাপতি তৈমুর শাহ্‌ গল্‌জেই ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে পাঞ্জ্‌দহের যুদ্ধে কেমন যেন নিশ্চেষ্ট ভাব দেখাইয়াছিল; কিন্তু সেবার আমি তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলাম। এবার জানিতে পারিলাম, বিদ্রোহের সময় সে আমার বিরুদ্ধে খুব জোগাড় যন্ত্র করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে এক জন কাপ্তান ও আর্দ্দালী এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল।

উপরোক্ত অপরাধে তৈমুর শাহ্‌কে গ্রেফ্‌তার করিয়া কাবুলে আনয়ন করা হইল। ১৩ই জুলাই এই গুরুতর বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ আমি তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবার (১) আদেশ প্রদান করিলাম। এরূপ কঠিন শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইহা দেখিয়া সমর বিভাগীয় অন্যান্য লোকেরাও সতর্ক হইবে। তাহারা বুঝিতে পারিবে, যে ব্যক্তি বহুদিন যাবত প্রভুর লবণ খাইয়াছে, এবং যাহাকে ডেপুটী প্রধান সেনাপতির ন্যায় অত্যুচ্চ দায়িত্ব পূর্ণ ও সম্মানিত পদে উন্নীত করা হইয়াছে—আপন প্রভুর বিরুদ্ধে তাহার অস্ত্রধারণ কতদূর দূষণীয় ও নিন্দনীয় ব্যাপার!

জেনারেল গোলাম হায়দর খান এইরূপ বিখ্যাত বিজয় লাভের পর কাবুলে ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে ধূমধামে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য পরওয়ানা খানের নেতৃত্বাধীনে কাবুল স্থিত এক বৃহৎ সৈন্য দলকে এক 'কূচ' দূরে প্রেরণ করিলাম। তিনি কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাকে ডেপুটী প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত করিলাম এবং তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ একটী হীরক নির্ম্মিত 'তম্‌গা' (মেডেল) প্রদান করিলাম। এইরূপে গল্‌জেই জাতির প্রবল বিদ্রোহ চিরতরে দূরীভূত হইল।

আইয়ুব খান বিদ্রোহীদিগের বিজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পারস্য গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আমার "মহকুমায়ে খবর

---

(১) ইহাকে আফ্‌গানী ভাষায় "সংগসার" বলে। ইস্‌লাম ধর্ম্মানুমোদিত গুরুতর শাস্তি সমূহের মধ্যে ইহাও অন্যতম। শাস্তিদান প্রণালীটী এইরূপ। অপরাধী ব্যক্তিকে ভূমিতে বসাইয়া তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হইতে থাকে। যতক্ষণ প্রাণ বাহির না হয়, ততক্ষণ উপর্য্যুপরি প্রস্তর বর্ষণ করা হইয়া থাকে। ইহা আফ্‌গান রাজ্যে গুরুতর অপরাধীর শাস্তি।

রেসানি" (সমাচার সংগ্রহ বিভাগ) (১) এমন উত্তম নিপুণতা সহকারে পরিচালিত হয় যে, পারস্য, রুসীয়া, ভারতবর্ষ এবং আফগানস্থানে যে সকল লোকের প্রতি আমার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন, তন্মধ্যে এমন

---

(১) Intelligence Department. আফ্গান স্থানের স্থায় এত অসংখ্য গোয়েন্দাপূর্ণ রাজ্য পৃথিবীতে আর নাই। এখানকার গোয়েন্দা ও সমাচার সংগ্রহ বিভাগ বড় সুন্দররূপে ও পূর্ণতার সহিত পরিচালিত হয়। রুসীয়া গোয়েন্দার জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও সুব্যবস্থায় ইহার সহিত সমতুল্য নয়।

আফ্গান স্থানের লোকেরা প্রত্যেক বাটীতে এক একজন গুপ্তচর অবস্থান করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করে। পত্নী অন্তরে অন্তরে ভয় করিয়া থাকে—তাহার স্বামীই হয় ত বা তাহার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে। প্রত্যেক স্বামীও অবশ্য পত্নী দ্বারা এইরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকে। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে যে, পুত্রও আপন পিতা মাতার বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কার্য্য করিয়াছে। যেমন সর্দ্দার দলুর পুত্র তাহার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করিয়াছিল। মিস্ত্রি কোতবের স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিল। এইরূপ অপরাধী ব্যক্তিদের পুত্র, ঘনিষ্ট সম্পর্কিত আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ যে তাহাদিগকে ধরাইয়া দিয়া থাকে। প্রতিবৎসর এরূপ শত শত মোকদ্দমা হয়। দোষ প্রমাণিত হইলে অপরাধীরা শাস্তি পায় এবং আমির ইহাদিগকে পুরস্কৃত করেন। এই কারণ বশতঃ আফ্গান স্থানের সকল লোকেরই মনে সাধারণতঃ একপ্রকার বিষম আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই অপরকে ভয় করে। আমিরকে কেবল আত্মরক্ষা ও লোকদিগের ধূর্ত্ততা, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র রোধ করিবার নিমিত্ত এইরূপ করিতে হয়; কারণ আফ্গান স্থানের লোকেরা অতীত কালে আপনাদের বাদশাহ ও 'খান' দিগকে বধ করিয়াছিল এবং তাহারা আমিরের শত্রুদিগের সঙ্গে—সে দেশ মধ্যেই হউক কিম্বা বিদেশেই হউক—সদাসর্ব্বদা ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে। বহুসংখ্যক উদাহরণের মধ্যে কেবল একটীমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,—সমগ্র রাজ্যমধ্যে এইরূপ কড়া দৃষ্টি রাখা কতদূর প্রয়োজনীয়।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে, যখন কাবুলের প্রায় সমুদয় সৈন্য হাজারা যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল, তখন কয়েকজন প্রধান প্রধান লোক আমিরকে বধ করিবার জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিল। প্রায় একশত লোক তাহাদের সহযোগী হইল। ইহারা স্থির করিল,—একরাত্রে জেলখানায় অগ্নি প্রদান করিবে; এই জেলখানা কাবুল নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে স্বল্পসংখ্যক নাগরিক পুলিস উহা নির্ব্বাপিত করিবার জন্য তথায় চলিয়া যাইবে; কারণ এই কার্য্য তাহাদের অন্যতম নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। এই

কোন ব্যক্তি নাই, যাহার কার্য্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি না রাখা হইয়াছে এবং যাহার সংবাদ নিয়মিত রূপে আমার নিকট না আসিতেছে ! !

আইয়ুব খানের পলায়ন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমি সমগ্র সীমান্তে পাহারা নিযুক্ত করিলাম। সে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাকে বন্দী করিবার জন্য আদেশ দেওয়া গেল। আইয়ুব আফগান সীমান্তে 'গোরিয়ান' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, আমার প্রহরী সৈন্যগণ তাহার অভ্যর্থনার (!) জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে ! তখন সে কাবুলের সিংহাসন প্রাপ্তির বিনিময়ে তাহার প্রাণ রক্ষা করাই বিষম সঙ্কট জনক বুঝিতে পারিল এবং অতি কষ্টে খোরাশানের মরুভূমি অভিমুখে পলায়ন করিয়া—যাহারা তাহাকে সিংহাসন ও রাজ উষ্ণীষ প্রদান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল ! !

---

সময়ে আমির যথোপযুক্ত রক্ষী দ্বারা পরিবৃত থাকিবেন না। সুতরাং তখন তাহারা খালি ময়দান পাইয়া তাঁহাকে অক্লেশে বধ করিতে পারিবে। ইহার পর সমুদয় দেশমধ্যে বিদ্রোহ উৎপাদন করিয়া দেওয়া অতি সহজ হইবে এবং তাহারা নির্ব্বিঘ্নে শহর ও দেশের অন্যান্য অংশে লুণ্ঠন করিবে।

কিন্তু জেলখানাতেও আমিরের গুপ্ত চর ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে আমির এই সমাচার অবগত হইলেন। তৎক্ষণাৎ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত লোকদিগকে গ্রেফ্‌তার করা হইল। উহারা কয়েদিদিগকে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিল, তাহাও ধরা পড়িল।

যাহারা এই বিভাগের নিমিত্ত এবং প্রজাদিগের মধ্যে গুপ্তচর নিযুক্ত করায় আমিরের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে, তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল নিজের ও নিজ-বংশধরগণের হেফাজতের জন্যই বাধ্য হইয়া আমিরকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে একথাও ঠিক যে, অনেক সময় গুপ্তচরগণ কাহার ও কাহার ও শত্রুর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আমিরের নিকট রিপোর্ট করিয়া থাকে,—এইরূপ অনেক ঘটনাও ঘটিয়াছে। যদি কোন গুপ্তচরের রিপোর্ট মিথ্যা বলিয়া প্রমাণীত হয়, তবে তাহাকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে। একবার 'কিশমিশ' নামক জনৈক মোল্লা আমিরের পুত্রের বিরুদ্ধে এইরূপ রিপোর্ট প্রেরণ করে। অনুসন্ধানে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণীত হয়। অতঃপর তাহাকে তোপমুখে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

জনৈক কবি বলিয়াছেন :—

"যদি কোন ব্যক্তি প্রস্তরের উপর নিজের মাথা দ্বারা আঘাত করিতে থাকে, তবে প্রস্তর ভাঙ্গে না, তাহার মাথাই ভাঙ্গিয়া থাকে।"

বহু কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের পর আইয়ুব খান স্বেচ্ছায় জেনারেল মেকলিনের (১) নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। ইঁনি তখন মেশহেদ নগরে ভারতের বড় লাটের এজেন্ট। কয়েক খানা চিঠি পত্র লেখালেখির পর রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডফারিণ একটা বড় বুদ্ধিমত্তার কার্য্য করিলেন—অর্থাৎ আইয়ুব খানকে পারস্য হইতে ভারতবর্ষে লইয়া গেলেন। সে তথায় আজ পর্য্যন্ত বসবাস করিয়া আমার বীর সিপাহী দিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে!

---

## ইস্‌হাক খানের বিদ্রোহ।

এখন আমি ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করিব। ইহা প্রধানতম যুদ্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়।

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, রুসীয়া হইতে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে সর্দ্দার আবদুল কদ্দুছ খান, সর্দ্দার সরওয়ার খান, সর্দ্দার ইস্‌হাক খান,—আমার এই তিন খুল্লতাত ভ্রাতাকে ময়মনার দিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে আমার বিশ্বাস-ঘাতক ও প্রবঞ্চক খুল্লতাত ভ্রাতা ইস্‌হাক খানের বিষয়ে কিছু লেখা প্রয়োজন; কারণ সেই মূল বিদ্রোহী ছিল।

ইস্‌হাক আমার পিতৃব্য মীর আজম খানের বিবাহিতা পত্নীর গর্ব্ভজাত পুত্র নহে। তাহার মাতা আর্ম্মেনিয়া বাসী কোন খৃষ্টানের কন্যা। এই খৃষ্টান মহিলা পিতৃব্যের 'হরমে' ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা ছিলেন না। ইহারই গর্ব্ভে পিতৃব্যের ঔরসে ইস্‌হাক খানের জন্ম হয়।

ইস্‌হাক খানের পিতার স্বভাবের কথা পাঠকগণ অবগত আছেন। আপনাদের ইহা ও স্মরণ থাকিয়া থাকিবে যে, আমার পিতার মৃত্যুর পর

---

(১) General Maclean.

তাঁহাকে কাবুলের রাজসিংহাসন প্রদান করিবার সময় আমি তাঁহার কিরূপ পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম!

আমার পিতা বাদশাহ্‌ ছিলেন; তাঁহার পর আমি সিংহাসনের অধিকারী ছিলাম। কিন্তু আমি সেই স্বার্থত্যাগ করিয়া পিতৃব্যকে 'আমিরি' পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি তাঁহার জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছি এবং তদীয় পুত্র ইস্‌হাক খান ও অন্যান্য পুত্রদের উপর যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছি—তাহাদিগকে যেরূপ সযত্নে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহা এস্থলে আর পুনরায় না লিখিলেও চলে; কারণ উহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

ইস্‌হাক খানের অকৃতজ্ঞতা দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,—সে সেই সকল উপকার ও অনুগ্রহের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল!

ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য,—আমাদের বংশে যে আত্ম-বিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মূল আমার পিতৃব্য মীর আজম খান ছিলেন। তিনিই আমার পিতা ও শের আলী খানের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর শত্রুতা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ বিগ্রহ পরায়ণতা তাঁহার পুত্র ইস্‌হাক খানের মধ্যেও বর্ত্তিয়াছিল এবং শীঘ্রই হউক কি বিলম্বেই হউক,—উহা একদিন না একদিন জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইত!

আমি যখন রুসীয়া হইতে যাত্রা করি, তখন আমার সঙ্গীদিগকে আমার বশীভূত থাকিবার জন্য কোরাণ শরিফ দ্বারা শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম। মোহাম্মদ ইস্‌হাক খানও তখন অকপট ভাবে আমার বশীভূত থাকিবে, বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে বলিয়া শপথ করিয়াছিল। সেই সময়ে মোহাম্মদ ইস্‌হাক খান ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে কালামে মজিদের উপর শপথ গ্রহণ সূচক মোহর ও স্বাক্ষর করিয়াছিল, তাঁহা এখনও কাবুলে আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত।

আমার রাজত্বের প্রথম বর্ষেই যখন আমি তাহাকে একেবারে অত বড় তুর্কিস্তানের গভর্ণর ও ভাইসরয়ের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তখন ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, আমি তাহার উপর ও তাহার প্রতিজ্ঞার উপর কত বিশ্বাস করিতাম! আমি যত গভর্ণর ও সৈনিক অফিসারকে কাবুল হইতে তুর্কিস্থানে প্রেরণ করিতাম, সকলকে এইরূপ দৃঢ় আদেশ দিয়া দিতাম

যে,—তাহারা যেন সদা সর্ব্বদা ইস্‌হাক খানকে আমার ভ্রাতা এবং আমার পুত্রের ন্যায় মনে করে—সেইরূপ সম্মানও করে।

ইস্‌হাক প্রতি সপ্তাহে আমার নিকট যে পত্র লিখিত, তাহা আমি এখনও রাখিয়াছি; তাহাতে সে আমাকে তাহার বশ্যতা জ্ঞাপক কত কথাই না লিখিয়াছিল! সেই পত্রগুলি কেবলই তাহার নানাপ্রকার অঙ্গীকারে পূর্ণ! তাহার লিখিবার ভঙ্গী এবং ভাষা ও ভাববিন্যাস এমন ছিল যে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যেন, কোন নিতান্ত বাধ্য ও অনুগত পুত্র আপনার পিতাকে—কিম্বা কোন আজ্ঞাবহ ভৃত্য স্বীয় প্রভুকে পত্র লিখিতেছে!! পত্রের ভিতর সে এইরূপ লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিত—"আপনার 'দাস'—'সামান্য'—'অধম' কর্ম্মচারী মোহাম্মদ ইস্‌হাক।" এই জন্য আমিও তাহাকে আপন পুত্র ও ভাইয়ের ন্যায় সম্বোধন করিতাম। আমার সহিত সে ধূর্ত্ততা করিতেছে বলিয়া আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিতাম না।

বিশেষ প্রয়োজনের সময় সদ্ব্যবহারে লাগিবে ভাবিয়া আমি তখন তুর্কিস্তানে সর্ব্ববিধ সমর সরঞ্জাম ও রশদাদি—যেমন অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ ও প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম - অবশ্য এখনও আমি তথায় সদাসর্ব্বদা যুদ্ধের সমুদয় আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়া থাকি!

আমি তুর্কিস্তানের সৈন্যদের ব্যবহারার্থে ভাল ভাল বন্দুক ও অন্যান্য সমরাস্ত্র প্রেরণ করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, আমার পরমাত্মীয় ইস্‌হাক খান যখন রুস-সীমান্তে অবস্থান করিতেছে, তখন তাহারই উপর ইহার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। এই জন্য তাহাকে তুর্কিস্তানের যুদ্ধ বিভাগের ও সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিলাম।

আমি কি তখন জানিতাম,—আমার অস্ত্র—আমার অর্থ—আমারই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে? আমাকে নিজের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ব্রীচ্‌লোডিং তোপ ও বন্দুকের গোলাগুলি বুক পাতিয়া লইতে হইবে? কিন্তু শেষে ইস্‌হাক তদীয় পিতার ন্যায় বিদ্রোহী মূর্ত্তিতেই প্রকাশিত হইল!

তাহাকে তুর্কিস্তানে প্রেরণের পর হইতেই সে লিখিতে লাগিল—"আপনি যে বহু পরিমিত সৈন্য এখানে রাখিয়াছেন, তাহার ব্যয় এত অধিক যে, এই রাজ্যের আয় দ্বারা কিছুতেই তাহা সঙ্কুলন হয় না।" এই কারণ বশতঃ সেখান-

কার সিপাহীদিগের বেতন পরিশোধ করিবার নিমিত্ত সদাসর্ব্বদা অন্যান্য প্রদেশের আয় হইতে টাকা বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলাম।

ওদিকে ইস্‌হাক খান ক্রমাগত আমার প্রেরিত টাকা ও তোপগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের যোগাড় করিতে লাগিল; অথচ আমি তাহার কোন সংবাদই জানিতে পারিলাম না!!

এইবার সে 'বক ধার্ম্মিক' সাজিল এবং তুর্কিস্তানের লোকদের নিকট আপনাকে একজন পবিত্রাত্মা সিদ্ধ পুরুষ ও নিষ্ঠাবান মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করিল।

ইস্‌হাক অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া নমাজ পড়িবার জন্য মস্‌জেদে গমন করে; ইহাতে মুসলমানদের এক অংশ—মোল্লাগণ তাহার প্রতারণা-জালে বদ্ধ হইল; ইহারা কেবল অধিক রোজা নমাজকারী লোকের সম্বন্ধে খুব মনোযোগ প্রদান করিয়া থাকে এবং উহা দেখিয়াই ভুলিয়া যায়; কিন্তু তাহাদের কার্য্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করে না!

মহামান্য সুধী ও পবিত্রাত্মা তাপস আবদুল্লা এন্‌সারী মহোদয়ের (১) এই উপদেশ বাক্যের কথা পূর্ব্বোক্ত অশিক্ষিত মোল্লাদের স্মরণ ছিল না:—

"বেশী রোজা রাখা অন্ন বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে; বেশী নমাজ পড়া সেই সকল অলস বিধবার কার্য্য,—যাহারা কাজ কর্ম্ম হইতে নিজকে একটা ছলে মুক্ত করিয়া রাখিতে চাহে; কিন্তু অপরের সাহায্য করা বীর পুরুষের প্রকৃত উপাসনা।"

তিনি আরও বলিয়াছেন—"বাতাসে উড্ডীন হওয়া কোন 'কারামতের' (২) কার্য্য নয়; কারণ নিতান্ত অপবিত্র মক্ষিকাও ইহা করিতে সমর্থ। সেতু কিম্বা নৌকা ভিন্ন নদী পার হওয়াও কোন আশ্চর্য্য কার্য্য নয়; কারণ কুকুর ও এক খণ্ড শুষ্ক খড়ের মধ্যেও এই শক্তি আছে; কিন্তু যাহারা মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছে, নানাবিধ দুঃখ ও শোক সন্তাপে মুহ্যমান হইয়া

(১) ইনি হিরাতের একজন প্রসিদ্ধ প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত।

(২) আধ্যাত্মিক শক্তি বলে কোন অলৌকিক কার্য্য অনুষ্ঠান।

রহিয়াছে, তাহাদের হৃদয় জয় করা, তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখা এবং সাহায্য করা পুণ্যাত্মা সাধুপুরুষের প্রকৃত কারামত বা অলৌকিক অনুষ্ঠান!”

ইস্‌হাক অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে প্রতারণা-জালে বিজড়িত করিবার জন্য ধর্ম্মনেতা ও মোল্লা সাজিল এবং “নক্‌শ্‌বন্দিয়া” সম্প্রদায়ের এক দরবেশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। বোখারা বাসী খাজা বাহা উদ্দীন (নক্‌শ্‌বন্দ) রহমতল্লাহে আলায়হে (১) নামক জনৈক পবিত্রাত্মা সিদ্ধ পুরুষ, সম্রাট্ তৈমুর লঙ্গের রাজত্ব কালে এই প্রসিদ্ধ গুপ্ত উপাসক (তত্ত্বজ্ঞানী বা সাধক) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের শিক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট ও উপকার জনক, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু আজ কাল এমন অনেক লোক আছে, যাহারা এই সম্প্রদায়ের শিষ্যত্বের দাবি করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে তেমন কোন গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা কেবল টাকা আদায় করিয়া অলস ভাবে নিজ নিজ জীবন কর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে লোকদিগকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য যে আমাদের ধর্ম্ম ও শেষ পয়গম্বর সাহেবের (দঃ) শিক্ষা ও ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত, একথা উহারা একেবারে ভুলিয়া যায়! ইহা নক্‌শ্‌বন্দীয়া সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতার আচরণেরও সম্পূর্ণ প্রতিকূল। আমাদের শেষ পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ও ছাল্লাম নিজে গুরুতর পরিশ্রম করিতেন; খাজা বাহাউদ্দীন (রহঃ) কুম্ভকারের কার্য্য করিতেন—মন খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকিত। নিম্ন লিখিত উপদেশগুলি দ্বারাই তাঁহার শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলিয়াছেন :—

“আপনার হাত কর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখ, আর মন তোমার সেই অতিপ্রিয়

---

(১) অপর সম্প্রদায় ত্রয়ের নাম “কাদেরিয়া”, “চিশ্‌তিয়া”, “শহর্‌ওর্দ্দিয়া”। “কাদেরিয়া” সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী রহ্‌মতুল্লাহে আলায়হে মহোদয় ৭০০ বৎসর হইল এই গুপ্ত উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বোগদাদ নগরে তাঁহার পবিত্র সমাধি বিদ্যমান। “চিশ্‌তিয়া” সম্প্রদায় হজরত খাজা ময়ীনুদ্দীন চিশ্‌তি রহমতল্লাহে মহোদয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠাকাল উপরোক্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব কালের কিছু পরে। খাজা মহোদয়ের সমাধি আজমির নগরে বর্ত্তমান। “শহরওর্দ্দি” সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত শাহাবুদ্দীন রহমতল্লাহে আলায়হে মহোদয়।

খোদার দিকে রাখিও। প্রকাশুতঃ এই অনিত্য সংসারের কার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাক; কিন্তু পরোক্ষে—অন্তরে অন্তরে আত্মার উন্নতিতে নিযুক্ত রহিও। ইহাতে তোমার মন বদ্ধ হইবে—হস্ত কার্য্যের উপযুক্ত থাকিবে।"

তুর্কম্যান লোকেরা অধিকাংশ এই সম্প্রদায়ের 'মুরিদ'। ইস্‌হাক খান ও আপনার তুর্কম্যান প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ের 'মুরিদ' ( শিষ্য ) হইল। এই সময়ে "মাজার শরিফে"র কৃত্রিম "পীর" ( গুরু ) গণ তাহাদের নিকট "এল্‌হাম" হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিল এবং ইস্‌হাক খানকে আসিয়া বলিল -"খাজা 'নকশ্‌বন্দ' তোমাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন।"

ইস্‌হাক এই কথা বিশ্বাস করিয়া আপনাকে আফ্‌গান স্থানের আমির বলিয়া জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিল।

এস্থলে এই বিদ্রোহের তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা কিছু লিখা-আবশ্যক। সে সময়ে আমার নিকট সংবাদ আসিয়াছিল,—'ইস্‌হাক খান হিসাবের যে ফর্দ্দ আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছে, সে তাহা হইতে অধিক টাকা আদায় করিয়াছে। সেই প্রদেশের যে আয়, তদ্দ্বারা তথাকার সমুদয় প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াও টাকা বাঁচিবার কথা; সুতরাং আমার নিকট আর তাহার টাকা চাহিয়া পাঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই।'

আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইস্‌হাক খানের হিসাব পত্র পরীক্ষা ও তৎসম্বন্ধে প্রকৃত রিপোর্ট প্রদান করিবার নিমিত্ত আমার একজন অফিসারকে তুর্কিস্তানে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

যদিও আমার নিকট বলা হইতে লাগিল যে,—ইস্‌হাক খান আমার সহিত প্রতারণা করিতেছে; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এ সকল কথা আমার একেবারেই বিশ্বাস হইল না। মধ্যে মধ্যে নানা উপায়ে এইরূপ রিপোর্টও আমার নিকট আসিতে লাগিল; কিন্তু আমি তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রণিধান করিলাম না। বরং ইসহাক খানের যেন কেহ নিন্দা না করে, এজন্য কঠোর নিষেধ-বিধি প্রচার করিলাম।

পরবৎসর আমি তাহাকে আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে এবং হিসাব পত্র প্রেরণ করিতে পত্র লিখিলাম। সে শারীরিক অসুস্থতার ভাণ

করিয়া সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে ক্ষমা চাহিল এবং তাহার এক সহকারীর দ্বারা হিসাব পাঠাইয়া দিল।

এই সময়েই জানিতে পারিলাম, তাহার ষড়যন্ত্র জাল বহু দূর বিস্তৃত হইতে চলিয়াছে! তাহার বশ্যতা স্বীকারের জন্য সে লোকদিগকে কোরাণ শরিফের উপর শপথ করাইয়া লইতেছে! যে ইহাতে অস্বীকৃত হয়, তাহাকে শাস্তি দান কিম্বা গুপ্তভাবে ঘাতক দ্বারা হত্যা করা হইতেছে!

আমি ইস্‌হাকের অসুস্থতার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাহার চিকিৎসার জন্য আমার দরবারি হকিম আবদুশ শকুর খানকে (১) প্রেরণ করিলাম। এই চতুর হকিম তুর্কিস্তানে পৌঁছিয়া আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন,—"সর্দ্দার ইস্‌হাক খান যদিও ঠাট্টাচ্ছলে প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার কোন রোগই নাই—কেবলমাত্র আমার সঙ্গে শত্রুতা প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; তথাপি আমার বোধ হয় যে, তাঁহার মানসিক অসুস্থতা খুব বেশী।" প্রকৃত কথা লিখিলে নিশ্চিত ইস্‌হাকের লোকেরা পত্রখানা আটক করিয়া রাখিবে ভাবিয়া হকিম প্রবর এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

ইহাদ্বারা এবং মধ্যে মধ্যে—নানা উপায়ে আমার নিকট যে সকল রিপোর্ট আসিতেছিল, তাহা পাঠ করিয়া ইহাতে বিশ্বাস করিব কি না করিব,—তৎ-সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম!

ঠিক এই সময়েই আমি বাতরোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলাম। কয়েক মাস পর্য্যন্ত অসুস্থতা সমভাবে বর্ত্তমান রহিল। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে,—গ্রীষ্মাবাসে (২) অবস্থান কালে আমার পীড়া অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল; আমার শারীরিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত আমি পীড়িত রহিলাম। এ সময়ে দরবারী হকিম ও আমার নিজস্ব কর্ম্মচারীদের ভিন্ন অন্য কাহার ও আমার নিকট আসিবার অনুমতি ছিল না! তবে রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও যাহারা কোন কার্য্যোপলক্ষে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিত, আমি সদাসর্ব্বদা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম।

---

(১) আমিরের আত্ম-চরিত প্রণয়ন কালে ইঁনি কাবুলে বাস করিতে ছিলেন।

(২) আমিরের গ্রীষ্মাবাস কাবুল হইতে অষ্টাদশ মাইল দূরবর্ত্তী "লমগান" নামক পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

এইজন্য সকলেরই আমার নিকট আইসা সম্বন্ধে নিষেধ থাকায় দেশমধ্যে জনরব প্রচারিত হইল—আমার মৃত্যু হইয়াছে এবং এই সংবাদ সর্ব্বসাধারণের নিকট গুপ্ত রাখা হইয়াছে!! (১)

বিশ্বাসঘাতক ইস্‌হাক খান এই সংবাদ শুনিয়াই আমার উত্তরাধিকারী এবং নূতন "আমির" হইবার দাবী উপস্থিত করিল এবং আমার বিশ্বস্ত প্রজাবর্গকে এই বলিয়া ধোকা দিল যে—পরলোকগত আমির সদাসর্ব্বদা তাহার সহিত স্বীয় ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং সিংহাসন প্রাপ্তির দাবী তাহার ন্যায় আর কাহারও এত অধিক হইতে পারে না! সঙ্গে সঙ্গে সে এই বলিয়া সত্বর কাবুল যাইবার বাসনা প্রকাশ করিল যে,—রাজ্যের অধিপতি যখন বর্ত্তমান নাই, তখন কি জানি,—ইংরেজেরা যদি দেশ অধিকার করিয়া বসে!

ইস্‌হাক খান সত্য সত্যই সমুদয় আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইল। উহাতে এইরূপ লিখিত ছিল :—

"লা এলাহা এল্লাল্লাহ্‌, আমির মোহাম্মদ ইস্‌হাক খান" (২)

আমি এই সংবাদ পাইয়া জেনারেল গোলাম হায়দর খান 'আরক-জেই'—ডেপুটী প্রধান সেনাপতি, জেনারেল ওকিল খান (৩), কম্যাণ্ডাণ্ট

---

(১) মহিলা ডাক্তার মিস্ হেমিণ্টন এম, ডি, ( Miss Hamilton M. D.) বলেন—"আমির কঠিন রোগাক্রান্ত; আমি তাঁহার চিকিৎসা করিতেছি। এইরূপ অবস্থায়ও আমি প্রায়ই দেখিয়াছি, তিনি নিজের কক্ষে রাজমিস্ত্রি দিগকে রুস্‌দেশীয় চুল্লী নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা দিতেছেন। কথনো কখনো স্বহস্তে সুর্কি ও চূণ সহযোগে ইষ্টক যথাস্থানে স্থাপন করিতেছেন।"

আমিরের নিকট স্ব স্ব প্রয়োজনে যাঁহারা যাতায়াত করিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক ইউ-রোপীয়ান আমিরের অদ্ভুত কর্ম্মপরায়ণতা ও শক্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—আমিরের কার্য্য করিবার শক্তি এত অধিক ছিল যে, গুরুতর পীড়ার সময় পর্য্যন্ত তিনি নিষ্কর্ম্মা ও অলস বসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

(২) ব্যারিষ্টার সুলতান মোহাম্মদ খান স্বচক্ষে এই মুদ্রা দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৩) ইঁনি স্বীয় ভয়াতুরতা জনক কার্য্যে ও মোহাম্মদ ইস্‌হাক খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করায় কর্ম্মচ্যুত হন।

আবদুল হেকিম খান (১) ব্রিগেডিয়ার ফয়েজ মোহাম্মদ খান (২), কর্ণেল হাজি গুল খান, কর্ণেল আবদুল হায়াত খান ও অন্যান্য অফিসারদিগকে চারি রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী, তের পল্টন পদাতিক, ছাব্বিশটী কামান সহ বামিয়ানের (৩) পথে ইস্‌হাক খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে আদেশ করিলাম।

অপর দিকে 'কতাগান' ও 'বদখ্‌শানের' গভর্ণর সর্দ্দার আবদুল্লা খান 'তুখি' (৪) পূর্ব্বদিক হইতে 'বল্‌খ' এর উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর জেনারেল গোলাম হায়দর খানের সৈন্য বল্‌খ হইতে দুই 'কুচ্‌' দূরে—'হেবক' পৌছিল এবং এই মাসের ২৩এ তারিখে সর্দ্দার আবদুল্লা খানের সৈন্য ও তাঁহার সহিত যাইয়া মিলিত হইল।

২৯এ সেপ্টেম্বর 'তাশকরগান' হইতে দক্ষিণে তিন মাইল ব্যবধানে —"গজনি গক" নামক উপত্যকায় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইস্‌হাক জানিত—তাহার সমুদয় আশা-ভরসা একমাত্র এই যুদ্ধের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহাতে এক পক্ষ না এক পক্ষের চূড়ান্ত অদৃষ্ট পরীক্ষা হইয়া

---

(১) ইঁনি বিখ্যাত জেনারেল আবু আহ্‌মদের পুত্র এবং আমিরের যুদ্ধ বিভাগীয় উপদেশ দাতা ও নিজস্ব পরামর্শ দাতা জেনারেল ওমর আহ্‌মদ খানের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার পিতামহ জেনারেল শাহাব উদ্দীন খান পূর্ব্বে আফ্‌গান তোপ বিভাগীয় উপদেশ দাতা ছিলেন পরে কাবুলের হস্তী চালিত তোপ বিভাগের ( Elephant Battary ) অধ্যক্ষ হন।

(২) ইঁনি পরে আমিরের সমুদয় বডিগার্ডের উচ্চতম অফিসার পদে উন্নীত হন।

(৩) "বামিয়ান" আফ্‌গান স্থানের মধ্যবর্ত্তী অংশে অবস্থিত ও গজনির নিকটবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড শহর। বুদ্ধদেবের সময়ে ইহা একটী ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নগর ছিল বলিয়া লোকেরা মনে করিয়া থাকে।

এখনও এই নগরের বহির্ভাগে বুদ্ধদেবের একটী সুবৃহৎ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্য এশিয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজ কাল ইহা একটী প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য পদার্থ এবং প্রাচীন শিল্পকার্য্যের বিস্ময়কর আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই মূর্ত্তিটী এত বড় যে, শত শত কবুতর ইহার কর্ণের অভ্যন্তরে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে।

(৪) ইঁনি আমিরের শেষ জীবনে তাঁহার নিজস্ব কর্ম্মচারী হন।

যাইবে !! এই জন্য সে ও তদীয় পুত্র সর্দ্দার ইস্‌মাইল যথাসাধ্য বিজয় লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইসহাক খানের সৈন্য সংখ্যা ২০০০০ হাজার হইতে ২৪০০০ হাজার পর্য্যন্ত ছিল। এই বিপুল সৈন্য লইয়া সে সপুত্র আমার সৈন্যদের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ চালাইতে লাগিল—অবিরাম আক্রমণের উপর আক্রমণ করিতে লাগিল!

পাঠকগণ অবগত আছেন, সর্দ্দার আবদুল্লা খান হইতে অধিকতর বিশ্বাসী ও হিতৈষি বন্ধু আমার আর কেহ ছিল না। আর জেনারেল গোলাম হায়দর খানের চেয়ে উচ্চ শিক্ষিত ও পারদর্শী অফিসার আমার সৈন্যদলে আর কেহ ছিল না। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কাহারও সহজে পরাজিত হওয়ার কথা নহে।

পক্ষান্তরে মোহাম্মদ ইস্‌হাক খান তাহার পিতার ন্যায় ভয়াতুর ছিল; কিন্তু তাহার সৈনিক অফিসারগণ অসমসাহসী ও সমরনিপুণ যোদ্ধা ছিল। প্রয়োজন পড়িলে রুসীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমি বাছিয়া বাছিয়া ইহাদিগকে তুর্কিস্তানে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যেমন জেনারেল মোহাম্মদ হোসেন খান, কর্ণেল ফজল উদ্দীন খান প্রভৃতি।

সূর্য্যোদয় কাল হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উভয় পক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে সুন্দর প্রণালীতে ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষে অসংখ্য অসংখ্য লোক নিহত ও আহত হইল। শেষ বেলায় আমার সৈন্যদলের এক অংশ—যাহারা সর্দ্দার আবদুল্লা খান, জেনারেল ওকিল খান, কম্যাণ্ডাণ্ট মোহাম্মদ হোসেন ও আবদুল হেকিমের অধিনায়কতায় পরিচালিত হইতেছিল—মূল সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং মোহাম্মদ হোসেন খান 'হাজারার' (১) নেতৃত্বাধীনে ইস্‌হাক খানের সৈন্য দ্বারা শোচনীয় রূপে পর্য্যুদস্ত হইল।

অপর দিকে জেনারেল গোলাম হায়দর খানের সহিত শত্রুদের ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল; এই সময়ে কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক সিপাহী মোহাম্মদ হোসেন খানের সহিত মিলিয়া গেল এবং ইস্‌হাক খানের বশ্যতা স্বীকার

(১) এই জেনারেল পরে আমিরের সৈন্য কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া কাবুলে আনীত এবং তথায় রাজ-বন্দীরূপে রক্ষিত হন; কিন্তু ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে ইনি কোথায় পলাইয়া যান, আজ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

করিবার মানসে,—যে পাহাড়ের উপর সে অবস্থান করিতেছিল,—তাহার দিকে দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল!

ইস্‌হাক দেখিল,—কতকগুলি সৈন্য তাহার দিকে অতি দ্রুত বেগে ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিতেছে! ইহাতে সে স্থির করিল,- তাহার সৈন্যেরা পরাজিত হইয়াছে এবং এই সৈন্যগণ—তাহাকে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে! ইহা ভাবিয়া সে তথা হইতে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল!!

তাহার সৈন্যগণ সূর্য্যাস্তেরও বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত প্রবল বিক্রমে গোলাম হায়দর খানের সহিত যুদ্ধ চালাইল। পশ্চিম আকাশের ক্ষীণ আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ঘোর তমিস্রায় সমুদয় জগৎ ঢাকিয়া ফেলিল। আর ওদিকে ইস্‌হাক খান যথাসাধ্য দ্রুতবেগে পলাইয়া যাইতেছিল!!

যখন তাহার সৈন্যেরা শুনিতে পাইল যে, তাহাদের প্রভু পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল,—উৎসাহ লুপ্ত হইল; রণস্থল ত্যাগ করিবার জন্য তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। ফলতঃ এইবার তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ২৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে আমার জেনারেল গোলাম হায়দর খান বিরাট জয় লাভ করিলেন।

আমার যে সৈন্যদল পরাভূত হইয়াছিল, তাহারা এতই ত্রাসযুক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল যে, একেবারে কাবুলে পৌঁছিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিল। বহুসংখ্যক সিপাহী কাবুলের সান্নিধ্যে ও গমন করিল না; তাহারা আপন আপন দেশে—নিজ নিজ বাটীতে চলিয়া গেল! উহারা সমুদয় দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিল যে,—জেনারেল গোলাম হায়দর খান নিহত হইয়াছেন এবং ইস্‌হাক খানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমি যে সমস্ত সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে আমার রাজত্বের পরিসমাপ্তি হইয়াছে!!

কিন্তু আমি শের আলী খান ও আমার পিতৃব্য আজম খান প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব আফ্‌গান নরপতিদের ন্যায় এই ঘটনায় ভীত হইলাম না এবং পরাজয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও পলায়ন করিলাম না! মনকে সামলাইয়া রাখিলাম,—আরও সংবাদ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম,—একদিন এইরূপে চলিয়া গেল।

সৌভাগ্য বশতঃ উপরোক্ত পরাজিত সৈন্যদের কাবুল পৌঁছিবার পরদিন প্রাতঃকালে, আমাদের জয়লাভ ও শত্রুদিগের পশ্চাৎপদ হওয়ার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। ইহাতে প্রমাণীত হইল—জয় পরাজয় খোদাতা-লার হস্তে; যদিও প্রথমতঃ শত্রু সৈন্য জয়লাভ করে; কিন্তু খোদার ইচ্ছা ছিল যে, আমি তাঁহার সৃজিত প্রাণীর দল—অর্থাৎ আফ্‌গান স্থানের প্রজাবৃন্দের রক্ষক পদে বৃত থাকিব—এইজন্য শত্রুরা পরাজিত ও আমার অদৃষ্টে বিজয় লাভ ঘটিল!

ইস্‌হাক খানের কয়েকজন অফিসার তাহার সৈন্যের বিজয় বার্ত্তা জ্ঞাপন জন্য তাহার নিকট গমন করিল; কিন্তু সে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিল না। বলিল—"তোমরা আমাকে পলায়ন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য এইরূপ আশা দান করিতেছ; কারণ তাহা হইলে তোমরা আমাকে শত্রুদের হাতে ধরাইয়া দিতে পার!!" ইহা বলিয়াই সে তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলিল।

আমি আমার মহাবীর সেনাপতি জেনারেল গোলাম হায়দর খানের এইরূপ প্রসিদ্ধ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহাকে আরও একটা হীরক নির্ম্মিত তারকা পাঠাইয়া দিলাম এবং তুর্কিস্তানের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলাম। এই পদে এখন পর্য্যন্ত তিনি কার্য্য করিতেছেন।

ইস্‌হাক খানের এই পরাভবের পর, কতকগুলি কারণে আমি তুর্কিস্তান যাওয়া সঙ্গত ও প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলিই প্রধান ছিল; যথা:—

(১) রাজ্যের বন্দোবস্ত সুনিয়ন্ত্রিত করা; কারণ গত কয়েক বৎসর যাবৎ সেখানকার কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার ইস্‌হাক খানের উপর ন্যস্ত ছিল।

(২) সুলতান মোরাদের ন্যায় যাহারা ইস্‌হাক খানের সাহায্য করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছিল,—তাহাদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া; কারণ তাহা হইলে ক্ষতিকর বিগ্রহ পরায়ণতা ও বিদ্রোহের মূল উৎপত্তি স্থলগুলি আর থাকিবে না।

(৩) আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম, আমার প্রতিবাসী কোন শক্তি নাকি তলে তলে এই বিদ্রোহে যুক্ত ছিল এবং তজ্জন্যই ইস্‌হাক খানের বিদ্রোহী হওয়ার সাহস হইয়াছিল।

(৪) আমার তুর্কিস্তানস্থিত সৈন্যদলের কোন কোন উচ্চ পদস্থ অফিসার নাকি বিশ্বাসী ছিল না। যদি ইস্‌হাক খান এরূপ ভয়াতুর না হইত, তবে তাহারা অবশ্যই তাহার সঙ্গে যোগদান করিত। +

আমার আরও বাসনা ছিল যে,—হিরাত গমন করিয়া রুসিয়ার অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমার রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সুদৃঢ় কেল্লাশ্রেণী নির্ম্মাণ করিব; কিন্তু অর্থাভাবে আমার এই কামনা সম্পূর্ণ সফলতার সহিত সম্পাদিত হইতে পারে নাই। ভারত গভর্ণমেণ্ট এজন্য আমাকে আর্থিক সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা ছিল; কিন্তু তাহাও হয় নাই। এইজন্য আমি অন্যান্য খরচ পত্রাদি হইতে যে টাকা বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলাম,—উহা এই কার্য্যে ব্যয় করিলাম।

আমি যে সকল নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলাম, তন্মধ্যে 'মাজার-শরিফের' (১) নিকটস্থ 'দাহদাদি' নামক স্থানের কেল্লাটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও খুব প্রয়োজনীয় স্থানে অবস্থিত। আমার সমগ্র রাজ্যমধ্যে ইহাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা

---

+ আনন্দের বিষয় আমি সুযোগ মতে ব্যক্তিগত ভাবে যে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহাতে এই অপবাদ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণীত হইয়াছিল।

(১) এখানে আমাদের শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লামের ৪র্থ খলিফা ও তাঁহার একমাত্র কন্যা হজরত ফাতেমা রাজি আল্লাহ্‌ আন্‌হার স্বামী হজরত আলী করম আল্লাহ সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে মুসলমানেরা আসিয়া এই সমাধি মন্দির 'জেয়ারত' করিয়া থাকেন। মধ্য এশিয়ার প্রধান প্রধান মুসলমান নরপতিগণ এখানে আসিয়া "নজর" দিয়া থাকেন এবং ইহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহিত করেন। ইরাক আরবের 'নজফ্‌ আশরফে' ও এইরূপ একটী সমাধি মন্দির আছে। হজরত আলী (কঃ) উপাসনা কার্য্যে নিরত ছিলেন; এই অবস্থায় নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহাকে আহত করা হইয়াছিল। তৎপর তিনি পরলোক গমন করেন। বাস্তবিক তাঁহার সমাধি সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ আছে। লোকেরা বিশ্বাস করে যে, তাঁহার শরীর স্বর্গীয় দূতগণ বহন করিয়া লইয়া যায়। এক পক্ষ বলেন, তাঁহার দেহ মাজার শরীফে সমাহিত হয়। অপর পক্ষ (অধিকাংশ লোক) নজফ-আশরফের কথা প্রকাশ করেন। প্রথমোক্ত স্থানে তাঁহার পবিত্র সমাধি থাকাই সম্পূর্ণ সম্ভবপর। তদীয় বিরুদ্ধবাদিগণ কবরের অবমাননা করিতে পারে, এই আশঙ্কায় "নজফ আশরফে" গোপন ভাবে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

বৃহৎ ও অধিকতর মজবুত কেল্লা। একটা পাহাড়ের চূড়াদেশে ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পাহাড় তলী দিয়া যে বৃহৎ সড়কটী রুসরাজ্য হইতে তুর্কিস্তানের প্রধান নগর বল্‌খে আসিয়াছে, তাহা এই কেল্লা হইতে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় এবং এখান হইতে উহার তত্ত্বাবধান করা হইয়া থাকে।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে শরৎকালে আমার পুত্র হবিব উল্লা খানকে কাবুলে,—প্রতিনিধি স্বরূপে রাখিয়া "মাজার শরিফে" রওয়ানা হইলাম। ১৮৯০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত আমি আর ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হই নাই। এই সময় মধ্যে আমার নিতান্ত বিশ্বাসী ও হিতাকাঙ্ক্ষী পুরাতন কর্ম্মচারী এবং আমার ভারতস্থিত দূত জেনারেল আমির আহ্‌মদ খান পরলোক গমন করিলেন।

আমার তুর্কিস্তানে অবস্থান কালে লর্ড ডফারিণের পর লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁনি আমাকে আফ্‌গানস্থানের আভ্যন্তরীণ কতকগুলি বিষয়ের সংস্কার করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়া উপদেশ দান করেন; কিন্তু আমি তাঁহার কোন উপদেশে কর্ণপাত করি নাই! এই জন্য খুব সম্ভবতঃ তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন! পাঠকগণ ধৈর্য্য ধারণ করুন। যথাস্থলে এ সম্বন্ধে সমগ্র বিষয় বর্ণন করা হইবে।

কুন্দুজ বাসী সুলতান মোরাদ পলায়ন করিয়া রুসীয় তুর্কিস্তানে চলিয়া গেল এবং তথায় ইস্‌হাক খানের সহিত মিলিত হইল। এখনও সে সেখানে অবস্থান করিতেছে।

আমার 'মাজার শরিফে' থাকার সময় বদখশানের অধিবাসীরা বিদ্রোহাচরণ করিল। আমি তাহাদিগকে উপযুক্ত মত শাস্তি দান করিলাম। অতঃপর আর তাহারা আমাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় নাই।

তুর্কিস্তানে অবস্থান কালে আরও একটা দৈব ঘটনা ঘটিয়াছিল।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে 'মাজার শরিফে' আমার সৈন্যদল পরীক্ষা করিতেছি; অকস্মাৎ জনৈক সৈন্য আমাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। আমি যেন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেলাম!!

সেই সময়ে যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা এই ঘটনায় বিস্মিত হইয়া গেল। আমিও নিজ প্রাণরক্ষায় আজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিয়াছি!

আমার বুদ্ধিতে আসে না,—আমি যে চেয়ারে বসিয়াছিলাম, তাহার পৃষ্ঠ দেশের ঠিক মধ্যস্থলে কিরূপে ছিদ্র হইল? এবং গুলিটী আমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া—আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান এক দাস বালককে কিরূপে সাংঘাতিক ভাবে আহত করিল? এই চেয়ার খানিকে আশ্চর্য্য দ্রব্য স্বরূপ আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি।

আমি হৃষ্ট পুষ্ট দেহ মানুষ, সেই চেয়ার খানিও আমার শরীরের অনুরূপ বড় ছিল। এই জন্য ইহা ভাবিয়া আমার আরও বিস্ময়োদ্রেক হয় যে,—কেন গুলি আমার বক্ষদেশ সচ্ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া যায় নাই! আমার স্থির বিশ্বাস,—যদি খোদা কাহাকেও বাঁচাইয়া রাখিতে চাহেন, তবে তাহাকে মারিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই।

"আগর তেগে আলম্ বজুম্বদ্ জেজায়,
না বোররাদ রগেতা না খাহাদ খোদায়।"

"যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক একত্র হইয়া কাহারো উপর তরবারী উত্তোলন করে, যথন পর্য্যন্ত খোদা ইচ্ছা না করেন—তাহার একটী 'রগ' (শিরা) ও কাটিতে পারে না।"

খোদা কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন:—

"ইজা জা আ আজাবুহুম ফালা ইয়াস্তা খেরুনা সা আ তা ও অলা ইয়াস্তাক দেখুন।—"

"নির্দ্দিষ্ট কালে মৃত্যু উপস্থিত হয়। উহা এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও হইতে পারে না—এক মুহূর্ত্ত পরেও নহে।"

আমার এইরূপে অসম্ভাবিত ভাবে জীবন রক্ষার অন্য কোনও কারণ অবশ্য থাকিবার সম্ভাবনা। আমার বিশ্বাস, নিম্ন-লিখিত গল্প দ্বারা পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আমি বাল্যকালে শুনিতে পাইয়াছিলাম, জনৈক পবিত্র চেতা ব্যক্তি একটী "তাবিজ" (কবচ) জানেন; তিনি উহা একখণ্ড কাগজের উপর লিখিয়া দেন। যে কেহ এই তাবিজ অঙ্গে ধারণ করে, তাহার দেহে গুলি কিম্বা কোন প্রকার অস্ত্র বিদ্ধ হইতে পারে না!

এই কবচে এমন অভাবনীয় শক্তি নিহিত আছে, প্রথমতঃ আমি ইহা

একটুমাত্র বিশ্বাস করি নাই। এজন্য উহা একটা ভেড়ার গলদেশে বাঁধিয়া পরীক্ষা করিলাম। ভেড়াটাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ গুলি ছুড়িলাম, —আমি উহাকে বধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আমার কোন গুলিই তাহার শরীরে লাগিল না!!

এতদ্দারা ন্যায় শাস্ত্রানুসারে প্রমাণিত হইল যে, এই কবচে এইরূপ শক্তি বর্ত্তমান আছে!

আমি উহা আমার দক্ষিণ হস্তের 'বাজুতে' (বাহু মূলে) ধারণ করিলাম। শিশুকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত উহা আমার শরীরে পরিহিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গুলিটী আমার শরীরের ভিতর দিয়া পশ্চাতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমার দেহে কোন প্রকার কার্য্য করিতে পারে নাই!!

এই সিপাহী কেন আমাকে গুলি করিল, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। গুলি করিবা মাত্র আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—"উহাকে মারিওনা; অনুসন্ধান করিতে দাও।" কিন্তু আমার এই কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে,—তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনৈক জেনারেল তরবারীর এক আঘাতে তাহাকে সমন সদনে প্রেরণ করিল। আমার বিশ্বাস ছিল, —কোন প্রবল ও প্রচ্ছন্ন শত্রু এই সিপাহীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল!!

আমার তুর্কিস্তানে অবস্থান কালের দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা—আমার দুই পত্নীর গর্ভে দুই সন্তানের জন্ম লাভ। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। দ্বিতীয় খলিফার নামানুসারে ইহার নাম মোহাম্মদ ওমর রাখিলাম। দ্বিতীয় পুত্র অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করিল। চতুর্থ খলিফার নামানুসারে ইহার নাম গোলাম আলী রাখিলাম। এই বালক এখন তুর্কিস্তানে আছে। আমি নিজে তথায় অবস্থান করিতে অসমর্থ; প্রজারা তাহাকে দেখিয়া রাজদর্শনের সাধ কতকটা মিটাইতে পারিবে।

মোহাম্মদ ওমর অনেকটা শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট বালক। সে কাবুলে অবস্থান করে এবং কখনও কখনও তাহার অন্যান্য ছোট ভাইদের ন্যায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হবিব উল্লা খানের দরবারে গমন করে এবং আমার দরবারের নিয়মানুসারে তথায় আচরণাদিও করিয়া থাকে। (১)

(১) আমিরের আদেশ ছিল যে,—তাঁহার পুত্রগণকে কাবুল নগরেই ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে

২৪এ জুলাই তারিখে কাবুলে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম,—আমার পুত্র হবিব উল্লা খান আমার বিগত দুই বৎসর অনুপস্থিতি কালে এমন সুন্দর ও বুদ্ধিমত্তার সহিত এবং সম্পূর্ণ আমার প্রবৃত্তি অনুরূপ রাজ্য শাসন করিয়াছেন যে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দুইটী উপাধি দান করিলাম। একটী উপাধি রাজ্যের সুবন্দোবস্ত জন্য; দ্বিতীয়টী অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত একটী বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত। আমার "কান্দাহারী" ও "হাজারা" পণ্টনের সিপাহীরা এই বিপ্লব উৎপন্ন করিয়াছিল।

আমার পুত্র এই সময় বড়ই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় প্রাণের জন্য কিছুমাত্র ভয় না করিয়া অশ্বারোহণে একা সৈন্যদলের মধ্যে চলিয়া যান! ইহাতে সৈন্যগণ ভাবিল—তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন; নতুবা শরীর রক্ষক ভিন্ন তিনি একা তাহাদের মধ্যে গমন করিবেন কেন? তিনি সৈন্যদিগকে বলিলেন—"আমি তোমাদের সমুদয় অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিব এবং তাহার প্রতিকার করিব।" এইরূপে উপরোক্ত বিদ্রোহ দমিত হইল। "জাজী" ও "মঙ্গল" নামক স্থানে দুই একবার বিদ্রোহের যে সামান্য উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল, তাহাও তিনি এইরূপ কৌশলে দূর করিয়াছিলেন।

সেই সময় হইতে তাঁহার কার্য্য-নিপুণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর আমার এত বিশ্বাস জন্মিল যে, আমি আমার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে 'আম দরবার' করিবার অনুমতি প্রদান করিলাম। আমি কেবলমাত্র বৈদেশিক বিষয় ও রাজ্যের আভ্যন্তরিক অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর বিষয়গুলি মাত্র আমার নিজ হস্তে রাখিলাম।

---

থাকিতে হইবে। সেখান হইতে প্রতি সপ্তাহে তাঁহারা একবার আমিরকে সালাম করিতে যাইতেন। তৎপর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হবিব উল্লা খানকে (বর্ত্তমান আমির) গিয়া সালাম করিতে হইত।

এই ব্যবস্থাটী দ্বারা আমিরের অত্যন্ত চতুরতা ও সাবধানতা প্রমাণীত হয়। ইহা দ্বারা শাহ্‌জাদাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত যে,—পিতার পরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্মান প্রাপ্ত হইবার অধিকারী।

যে শাহ্‌জাদা ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন, (সর্দ্দার নসর উল্লা খান) তিনি হবিব উল্লা খানের সহোদর ভ্রাতা। অন্যান্য ভ্রাতাগণ তাঁহার বিমাতাগণের গর্ভজাত।

এই কথা কেবল যুদ্ধ ও বিপ্লবাদির সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া লিখিলাম। এই জন্য অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে, যাহাদের সহিত এই সকল বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই,—তাহা এস্থলে বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

---

## হাজারা যুদ্ধ।

আমার রাজত্ব কালে যে চারিটী বড় যুদ্ধ হয়, তন্মধ্যে ইহাই চতুর্থ ও শেষ যুদ্ধ। আমার বিবেচনায় অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় এই যুদ্ধ দ্বারা আমার গৌরব, শক্তি-ক্ষমতা এবং আমার রাজ্যের শান্তি ও নিরাপদতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(১) শত শত বৎসর যাবৎ কাবুলের অধিপতিগণ হাজারা জাতিকে ভয় করিয়া চলিতেন। বিখ্যাত পারস্য দেশীয় সম্রাট্ নাদের শাহ্ আফ্‌গানস্থান ও ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও এই দুর্ব্বিনীত জাতিকে বশীভূত করিতে পারেন নাই।

(২) ইহারা সদাসর্ব্বদা আফ্‌গানস্থানের দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমস্থ প্রদেশ-গুলিতে ভ্রমণকারীদিগকে নির্য্যাতন করিত। উহাদের লুণ্ঠন ও মারামারি কাটাকাটি বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর হইতে দেশ শান্তিময় ও নিরাপদ হইল।

(৩) ইহারা আফ্‌গানমাত্রকেই নাস্তিক বা বিধর্ম্মী বলিয়া মনে করিত। এজন্য যদি কোন বৈদেশিক শত্রু আফ্‌গানস্থান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইত, তবে উহারা সর্ব্বাগ্রে তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল।

হাজারা জাতীয় সমুদয় লোকেরাই "শিয়া" মতাবলম্বী। অন্যান্য সকল লোক "সুন্নি"।

প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ বাবর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বীয় আত্ম-চরিতে লিখিয়াছিলেন যে,—তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে এই শক্তিসম্পন্ন জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিলেন না! আমি তাঁহার নিজের কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিতেছেন :—

"আমি এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম। রাত্রিকালে অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া "মেরগ" নামক পার্ব্বত্য দরি পথ (পাস) অধিকার করিলাম এবং প্রাভাতিক উপাসনার (ফজরের নমাজের) সময় পর্য্যন্ত তাহাদের উপর আপতিত হইয়া উত্তমরূপে শাস্তি প্রদান করিলাম।"

সুলতান বাবরের আত্মচরিত পাঠে জানা যায়,—তখনও হাজারা জাতি পথিকদিগের উপর অত্যাচার করিত এবং রাস্তা-ঘাট এত বিপদ-সঙ্কুল ছিল যে, উপযুক্ত প্রহরীর হেফাজত ভিন্ন কেহই নিরাপদে ভ্রমণ করিতে পারিত না।

হাজারা জাতীয় লোকেরা আফ্‌গান স্থানের মধ্যবর্ত্তী অংশের অধিবাসী। "কাবুল", "গজনি", "কোলাতে গল্‌জেই" এর পশ্চিম দিক হইতে "হিরাত" ও "বল্‌খ" পর্য্যন্ত দুষ্প্রবেশ্য পাহাড় তলি ও পর্ব্বতের শৃঙ্গগুলি তাহাদেরই অধিকারে। পরন্তু দেশের সুবিস্তৃত অংশে প্রকৃতি নির্ম্মিত সুরক্ষিত কেন্দ্র স্থান-গুলিতে তাহারা ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেক প্রদেশ—প্রত্যেক গ্রাম ও নগরে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করে।

আফ্‌গান স্থানে এইরূপ একটা কথা প্রচারিত আছে যে, যদি গর্দ্দভ সদৃশ এই হাজারাগণ সমুদয় কার্য্য করিবার জন্য না থাকিত, তাহা হইলে আফ্‌গান দিগকে গাধার ন্যায় পরিশ্রম করিতে হইত! (১)

হাজারাগণ শঙ্কর জাতীয় লোক। মঙ্গলেরা একটী সৈনিক উপনিবেশ স্থাপন করেন; তাহা হইতে ইহাদের উৎপত্তি। ইহারা চঙ্গেজ খানের যুদ্ধাবশিষ্ট জীবিত সিপাহী বলিয়া আবুল ফজল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন। আফ্‌গান স্থানে সাধারণতঃ বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের পশ্চিমদিক হইতে আগত প্রবল আক্রমণকারীগণ পথে পথে নিজ নিজ লোকদিগকে বাড়ীঘর ও জমাজমি দিয়া স্থায়ী অধিবাসী করিয়া দিতেন। ইহাতে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ সুরক্ষিত থাকিত এবং ইহারা ভারতের পথ রক্ষণাবেক্ষণ করিত। এই কারণেই মঙ্গলজাতি আফ্‌গান স্থানের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত হাজারা জাতিকে বসবাস করাইয়া ছিলেন। এই প্রণালীতে সেকেন্দর বাদশাহ (Alexander the Great) 'কাফের' আখ্যাধারী লোকদিগকে "খোকন্দ" ও "বদখশান" হইতে চিত্রল ও পঞ্জাবের সীমান্ত পর্য্যন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার।

---

(১) আফ্‌গান স্থানে সমুদয় কঠোরতম, মলিনতম ও খুব নিম্নশ্রেণীর কার্য্য হাজারা জাতীয় মজুরেরা করিয়া থাকে। এমন কোন বাড়ী নাই, যাহাতে এই জাতীয় লোকেরা ভৃত্য, দাস অথবা সহিস রূপে বাস না করিতেছে!

পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত এই বৃহৎ, কঠোর পরিশ্রমী ও সাহসী জাতির আবাস ও উৎপত্তি বর্ণনা করিলাম। এখন ইহাদের সহিত যুদ্ধের কারণ ও ফলগুলি উল্লেখ করিব।

যদিও ইহারা পথিকদিগের উপর অত্যাচার করিত, তথাপি কেবলমাত্র এই জন্যই আমার পক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের যথেষ্ট হেতু ছিল না; দ্বিতীয়তঃ ইহাদের কোন কোন সর্দ্দার আমার সহিত বন্ধু ব্যবহার করিত; সুতরাং আমাকেও বাধ্য হইয়া তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে হইত।

কিন্তু ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে যখন আমি তুর্কিস্তানের দুর্ঘটনায় উত্তেজিত চিত্তে ও ভগ্ন মনে তুর্কিস্তানের পথে "মাজারশরিফে" যাইতেছিলাম; তখন পথে বামিয়ানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী "শেখ আলী" নামক হাজারা জাতীয় এক সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিল; আমার সিপাহী দিগকে রশদের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে দিল না। ইহাতে ভ্রমণ কালে আমি সাতিশয় কষ্ট ভোগ করিলাম।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আমি কাবুলে ফিরিয়া আসিবার কালে সর্দ্দার আবদুল কদ্দুছ খানকে "বামিয়ানের" গভর্ণর নিযুক্ত করিলাম এবং মধ্যে মধ্যে হাজারা সর্দ্দারদিগকে তাহার নিকট ডাকাইয়া আনিয়া বৃত্তি, পুরস্কার ও খেলাৎ দান করিয়া শান্তভাবে তাহাদিগকে বসবাস করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে বলিয়া দিলাম।

পুনরায় হাজারা জাতির শাখা শেখ আলী সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারাই প্রথমতঃ বিগ্রহের উৎপত্তি হইল। ইহারা মীর হোসেন ও অন্যান্য খানগণের প্ররোচনায় পুনঃ বিপ্লব উপস্থিত করিল; যাত্রীর কাফেলা লুণ্ঠন করিতে লাগিল, এমন কি আমার আফ্‌গানী সৈন্যদলের এক অংশকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল! এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলাম। উহারা যুদ্ধে পরাজিত হইল। কতক লোক নিহত হইল। অনেক লোক আমার বশ্যতা স্বীকার করিল। অবশিষ্ট লোকদিগকে বন্দী করিয়া কাবুলে আনয়ন করা হইল।

আমি কয়েদি দিগের উপর খুব অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলাম এবং তাহারা যেন ভবিষ্যতে আর এইরূপ কার্য্য না করে ও বিশ্বাসী প্রজারূপে শান্তির সহিত

বসবাস করে, তজ্জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ত্বরায় আপন আপন দেশে পাঠাইয়া দিলাম।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে,—বসন্তকালে হাজারা জাতীয় কতকগুলি লোক পুনঃরায় পথিক দিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। এই জন্য গজনি স্থিত আমার সৈনিক অফিসারগণ হাজারা জাতীর কয়েকজন খানকে এবং বিশেষভাবে 'উরজ্‌গানের' সর্দ্দারদিগকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিল যে—"তোমাদের অধীনস্থ লোকেরা নির্দ্দোষ পথিক দিগের উপর নিয়ত অত্যাচার করিতেছে। এইরূপ অশান্তি বর্ত্তমান থাকিলে আমাদের প্রতিবাসী শক্তি চতুষ্টয় মনে করিবে যে,—আমাদের প্রজাবর্গ পরস্পর শান্তিতে অবস্থান করিতে সমর্থ নহে,—তাহারা সর্ব্বদাই মারামারি কাটাকাটি করিয়া আত্ম-বিনাশ করিয়া থাকে। ইহাতে আমাদের শাসন শক্তির দুর্ণাম হইবে। শক্তি নিচয় মনে করিবে—প্রজাদিগকে শান্ত ভাবে রাখার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই! অতএব তোমরা 'আমরকে' তোমাদের অধিপতি বলিয়া স্বীকার কর এবং যুদ্ধবিগ্রহ হইতে ক্ষান্ত হও।" কিন্তু হাজারাগণ তিনশত বৎসর যাবৎ এইরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া আসিয়াছে ; তাহাদিগকে বশীভূত করিবার শক্তি কোন সম্রাটেরই হয় নাই। এই কারণ বশতঃ উহারা আপনাদিগকে বিপুল শক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত,—তাহাদের হৃদয়ে আত্ম-শক্তির খুব অহঙ্কার বিদ্যমান ছিল। সুতরাং উহারা নিম্নলিখিত ভাবে পত্রোত্তর প্রদান করিল। উহাতে ২।৩ ডজন খানের মোহর ছিল।

"হে আফ্‌গানগণ! যদি তোমাদের মনে একজন পার্থিব আমিরের অহঙ্কার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে যিনি "জুল ফুকারের" (১) মালিক,—সেই 'দিনি' ও আত্মিক আমিরের সহায়তার জন্য আমাদের আরও অধিক অহঙ্কার আছে।"

এই পত্রের ভাবার্থ এই।—ইহারা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায় হজরত আলী করমুল্লাহে অজহুকে খোদার পরবর্ত্তী স্থানীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আর হজরত আলী রাজি আল্লাহু আন্‌হু আমা হইতে অধিকতর শক্তি সম্পন্ন।

---

১। "জুলফুকার"—হজরত আলী [ রাজিঃ ] র বিখ্যাত তরবারীর নাম।

একথা নিঃসন্দেহ যে, হজরত আলী ( রাজিঃ ) আমাদের ও আত্মিক গুরু এবং হজরত রসুলে খোদা ছল্লোল্লাহ্ আলায়হে অ ছাল্লামের "সাহাবী" ( সহচর ) ছিলেন। তাঁহার পবিত্র আত্মার সহায়তা উচ্চতম; কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও সত্য যে, এই সাহায্য বিল্পব-প্রিয় লোকেরা প্রাপ্ত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত পত্রে আরও লিখিত ছিল :—

"হে আফ্গানী কর্ম্মচারিগণ! তোমরা কিরূপে চারিটী শক্তি তোমাদের প্রতিবেশী বলিয়া পত্র লিখিয়াছ? পাঁচটী কেন লিখ নাই? আমরাও ত তাহার অন্তর্ভুক্ত!

আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দান করিতেছি যে, যদি তোমরা আপনাদের মঙ্গল চাও ও নিরাপদে থাকিতে বাসনা কর, তাহা হইলে তোমরা আমাদের হইতে স্বতন্ত্র থাক এবং আমাদের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না।"

আমি এই পত্র দর্শন করিয়া ১৮৯১ খৃঃ অব্দের বসন্ত কালে সর্দ্দার আবদুল কদ্দুছ খানকে "বামিয়ান" হইতে,—জেনারেল শের মোহাম্মদ খানকে কাবুল হইতে এবং ব্রিগেডিয়ার জবরদস্ত খানকে "হিরাত" হইতে সসৈন্যে বিদ্রোহী হাজারাদিগকে শাস্তি দান করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলাম; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অফিসারগণের অধিনায়কতা ও যুদ্ধ সম্বন্ধে পূর্ণ ক্ষমতা সর্দ্দার আবদুল কদ্দুস খানের হস্তে প্রদান করিলাম।

দুরধিগম্য পাহাড়গুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় হাজারা জাতির আবাসস্থলগুলি বড়ই সুরক্ষিত ছিল। যাতায়াতের কোন সড়ক না থাকায় তাহাদের কেল্লাদি অধিকার করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য ছিল; কিন্তু সর্দ্দার আবদুল কদ্দুস খান বড়ই সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিলেন এবং বিদ্রোহী দিগকে পরাজিত করিয়া হাজারা জাতির দুর্ভেদ্য কেন্দ্র স্থল "উরজগান" হস্তগত করিলেন।

এই পরাজয়ের পর বহুসংখ্যক "খান" স্বেচ্ছায় আমার বশ্যতা স্বীকার করিল এবং পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দার প্রবর তাহাদিগকে কাবুলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

আমার নিকট যে সকল খান আসিল, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১০০ এক শত হইবে। আমি তাহাদের সহিত খুব সদয় ব্যবহার করিলাম; কারণ আমি

জানিতাম—শত শত বৎসর যাবৎ ইহারা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে। এই জন্য আমি তাহাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিলাম না; দয়া-করুণা দ্বারা তাহাদিগের হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা করিলাম।

আমি সকলকেই বহুমূল্য খেলাৎ দান করিলাম এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে ১০০০৲ এক হাজার হইতে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত নগদ প্রদান করিলাম। যুদ্ধে তাহাদের বহু শস্য নষ্ট হইয়াছিল। ইহা দ্বারা তাহারা আপন আপন বিনষ্ট শস্যের প্রচুর ক্ষতিপূরণ পাইল মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইল। অতঃপর আমি তাহাদিগকে নিজ নিজ বাটীতে চলিয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলাম।

শীত কালে হাজারাগণ শান্ত রহিল; কিন্তু ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের বসন্ত কালে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ভাবে বিপ্লব উপস্থিত করিল।

মোহাম্মদ আজম খান হাজারাকে আমি সর্দ্দার উপাধি দান করিয়া, আমাদের রাজ বংশের সমতুল্য সম্মানিত করিয়াছিলাম এবং তাহাকে হাজারা রাজ্যের "ভাইসরয়" পদে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। সে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বিদ্রোহিদের সহিত সম্মিলিত হইল। প্রকৃত পক্ষে এই দ্বিতীয় বিদ্রোহের মূল পরিচালক এই ব্যক্তিই ছিল। সে আমার এক জন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী; আমি নিজে তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। এই জন্য তাহার পরিচালন শক্তি সাধারণ হাজারাদের মধ্যে বড়ই প্রভাব বিস্তার করিল; তাহার আহ্বানে তাহাদের এক বৃহৎ লোক মণ্ডলী আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল! পূর্ব্ব বিদ্রোহের তুলনায় এবার তাহাদের বিদ্রোহাচরণের যথেষ্ট কারণ জন্মিল।

কাজী আসগর নামক এক ব্যক্তিকে হাজারা জাতীয় লোকেরা তাহাদের ধর্ম্মাচার্য্য ও পরমার্থিক নেতা বলিয়া মান্য করিত। সে এই বিদ্রোহে আজম খানের সহকারী হইল। আমার সৈন্য দলের যাতায়াতের বিঘ্ন জন্মাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা কাবুল হইতে কান্দাহার যাওয়ার ও রাজ্যের অন্যান্য অংশের রাস্তাগুলি বন্ধ করিয়া ফেলিল।

আমি জেনারেল মীর আতা খান হিরাতীকে, যিনি তখন কাবুলে ছিলেন, —প্রায় ৮০০০ আট হাজার সৈন্য সহ 'গজনি'র দিক হইতে শত্রুদিগের উপর আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ করিলাম। মোহাম্মদ হোসেন খান নামক

অনেক হাজারা জাতীয় 'খান' আমার অন্যতম নিজস্ব (খাস) কর্ম্মচারী ছিল; সে উপরোক্ত মোহাম্মদ আজম খানের শত্রু। আমি তাহাকে দক্ষিণ দিক হইতে বিশ্বাসঘাতক সর্দ্দার আজম খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলাম। বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। আজম খানকে সপরিবারে বন্দী করিয়া কাবুলে আনয়ন করা গেল। হতভাগ্য কারাগারেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মোহাম্মদ হোসেন খান হাজারা এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া কাবুলে ফিরিয়া আসিলে, আমি তাহার কৃতকার্য্যে এতই সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলাম যে, একটী হীরক নির্ম্মিত তারকা ও রাজপুত্রদের টুপী প্রদান করিয়া তাহাকে হাজারা জাতির সমুদয় লোক হইতে অধিকতর সম্মানিত করিলাম এবং হাজারা রাজ্যের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করিলাম। সর্দ্দার আবদুল কদ্দুছ খান ভয়ানক পীড়িত হইয়াছিলেন; আমি তাহাকে আমার দরবারের হাকিম দ্বারা চিকিৎসা করাই-বার উদ্দেশ্যে কাবুলে আহ্বান করিলাম।

বিশ্বাসঘাতক মোহাম্মদ হোসেনকে আমি বিগত সামরিক পরিচর্য্যার প্রতি-দান স্বরূপ হাজারা রাজ্যের এমন উচ্চ সম্মান যুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহাকে সর্ব্ব প্রকার সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলাম—সেও কি না শেষে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিল! সে কেবল নব-বিজিত হাজারা সম্প্রদায়কে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াই পরিতুষ্ট হইল না; গজনির উত্তর পূর্ব্ব দিকে "ভসুদ" ও "সোর্থ সংগের" হাজারাদিগকেও বিদ্রোহী হইবার জন্য প্ররোচনা প্রদান করিল। ইহারা সদা সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর অশান্ত প্রজা বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই সময়ে উহারা সাহস পাইয়া সরকারী গোলা, বারুদ, তরবারী ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম লুণ্ঠন করিল। সমুদয় রাজ্য মধ্যে যেখানে যত হাজারা জাতীয় লোক ছিল, সকলেই এককালে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া ফেলিল। এত দিনের নিবু নিবু আগুণ ভীষণ দাবানলের ন্যায় দেশের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া গেল!

হাজারা জাতীয় বহুসংখ্যক লোক কাবুলে বন্দী ছিল। এতদ্ভিন্ন এই জাতীয় আরও অনেক লোক আমার নিকট নিজস্ব (খাস) কর্ম্মচারী ছিল এবং আমিও তাহাদিগকে খুব বিশ্বাস করিতাম; কিন্তু ইহারাও পলাইয়া গিয়া

বিদ্রোহিদের সহিত সম্মিলিত হইল। "দহ্ আফ্‌শারের" লোকেরা এবং কাবুলের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির হাজারাগণও শত্রুদের সহিত যোগদান করিল!

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, হাজারা জাতি সমুদয় রাজ্য মধ্যে আফ্‌গানদের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাস করিতেছিল; সুতরাং এই সমগ্র জাতির বিদ্রোহ বড় ভয়ানক অনিষ্টকর ও আশঙ্কা জনক হইল!

এই সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট লর্ড রবার্টসের অধিনায়কতায় এক দল প্রবল সৈন্য সহ আমার নিকট ইংরেজ মিশন প্রেরণ করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু আমি তাহাতে সম্মতি দান করিলাম না। যদি তখন আমি ইহাতে স্বীকৃত হইতাম, তাহা হইলে আফ্‌গানগণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিত যে, আমি নিজে বিদ্রোহীদের দমনে ও শাস্তি প্রদানে সমর্থ নহি; এই জন্য ইংরেজগণ রাজ্য অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে!

অপর দিকে ময়মনারও বিদ্রোহাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল। ওমরা খান বাজুরিও আমার চিত্তোদ্বেগ বৃদ্ধি করিতে কম করিল না! সে আমার জালাল আবাদের সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল; অথচ আমি তাহাকে শাস্তি দান করিতে ইচ্ছা করিলাম; কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি প্রদান করিলেন না!

অতঃপর আমাকে বাধ্য হইয়া এই উদ্বেগ ও বিপ্লব দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতে হইল।

আমি জেনারেল গোলাম হায়দর খানকে যত সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, তাহা লইয়া তুর্কিস্তান হইতে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ করিলাম। এই সৈন্যদল উত্তর পশ্চিম দিক হইতে হাজারাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। অপর আরও একটী সৈন্যদল "হিরাত" হইতে তথাকার গভর্ণর কাজী সা-আদ উদ্দীনের অধিনায়কতায় রওয়ানা হইল। সর্দ্দার আবদুল্লা খানকে কান্দাহার হইতে ও ব্রিগেডিয়ার আমির মোহাম্মদ খান তেগাবিকে কাবুল হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে সসৈন্য প্রেরণ করিলাম। আমার এই প্রণালী অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য—চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রোহী দিগের উপর আক্রমণ করা।

অন্যান্য আফগান খানগণ কয়েকবার হাজারাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য

আমার নিকট অনুমতি চাহিয়া ছিল। উহাদিগকে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের শত্রু বলিয়া মনে করিয়া নিজ ব্যয়ে স্ব স্ব প্যারিপার্শ্বিক লোকদিগকে সমবেত করিতে চাহিয়াছিল। আমি এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে একার্য্যে অনুমতি প্রদান করি নাই। এই সময়ে সাধারণ অনুজ্ঞা প্রচার করিলাম যে, বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য সকলেই যুদ্ধে যাইতে পারে। এই উপায়ে সশস্ত্র সৈন্য ও ভলণ্টিয়ার সহ প্রায় ৩০।৪০ সহস্র যোদ্ধা সমবেত হইল। ইহাদিগকে বিশ্বস্ত "খান" ও সর্দ্দারদের অধিনায়কতায় চতুর্দ্দিক হইতে হাজারা দেশের দিকে প্রেরণ করিলাম।

এই ভলণ্টিয়ার দলের পৌছার পূর্ব্বেই তিনদিক হইতে—প্রধান সেনাপতি জেনারেল গোলাম হায়দর খান, সা-আদ উদ্দীন খান ও সর্দ্দার আবদুল্লা খান বিদ্রোহী হাজারাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল। এই অফিসারগণ ব্রিগেডিয়ার আমির মোহাম্মদ খানের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে "উরজগানের" নিকট সমবেত হইয়াছিল।

ব্রিগেডিয়ার আমির মোহাম্মদ খান বিপুল বিক্রমে ও নিপুণতার সহিত যুদ্ধ করিয়া সমবেত বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে পরাভূত করিল এবং বিশ্বাসঘাতক হাজারা সর্দ্দার মোহাম্মদ হোসেন খান,—হাজারা জাতির রাজনীতিজ্ঞ রসুল খান, হাজারা মীর তাজি খান ও মোহাম্মদ হোসেন 'হাজারাকে'—যে দুর্জ্জয় সাহসিকতার জন্য "সংগ খোর্দ" (প্রস্তর ভক্ষক) আখ্যায় অভিহিত ছিল এবং অন্যান্য কতিপয় মীর, খান ও যোদ্ধা সহ বন্দী করিল। এই সমুদয় বন্দীকে কাবুলে আনয়ন করিয়া বিদ্রোহাচারিগণ হইতে রাজ্য পরিষ্কার করা হইল। হাজারাদিগকে বিদ্রোহাপন্ন করিবার উপযুক্তলোক আর তাহাদের মধ্যে কেহ রহিল না। সকলেই শান্তি সচ্ছন্দতার সহিত বসবাস করিতে লাগিল; বিদ্রোহের আশঙ্কা স্থায়ীরূপে দূর হইল।

ব্রিগেডিয়ার আমির মোহাম্মদ খান কাবুলে ফিরিয়া আসিলে আমি তাহাকে সমর বিভাগের প্রথম জেনারেল পদে উন্নীত করিলাম এবং রাজধানী কাবুল, রাজ-প্রাসাদ ও রাজ পরিবারের রক্ষক পদে বৃত করিলাম। ইহা আফগান রাজ্যে সমর বিভাগীয় অতি উচ্চ সম্মানিত পদ। কাবুলের বাহিরের প্রধান সেনাপতিগণ হইতে ইহা প্রধানতম। তাহার এই বিরাট জয়লাভের প্রতি-

দান স্বরূপ সে এই পদ প্রাপ্ত হইবার ন্যায়তঃ অধিকারী। এই যুদ্ধে যে সকল অফিসার যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই কার্য্যের অনুরূপ পুরস্কৃত করিলাম।

হাজারা জাতীয় কতকগুলি লোক পুনঃ তাহাদিগকে তাহাদের দেশে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিল; কিন্তু সে কি আর করা যাইতে পারে? পাঠকগণ নিম্ন-লিখিত কবিতা দ্বারা আমার ও হাজারাদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

"তা তোরা দোম মোরা পেছর্ ইয়াদ আস্ত্;
দুস্তি মন্ অতু বরবাদ আস্ত্। (১)

আমার শাসন কালের প্রধানতম যুদ্ধ গুলির মধ্যে হাজারা যুদ্ধই শেষ। আমি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমি আশা করিতে পারি যে, ভবিষ্যতে আফ্‌গানস্থানে আর কখনও এমন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে না; দেশমধ্যে অব্যাহত শান্তি বর্ত্তমান থাকিবে।

---

(১) এই গল্পটী আমির বড়ই পছন্দ করিতেন এবং প্রায়ই বলিতেন। উপরোক্ত কথাগুলি একটী সর্প বলিয়াছিল। এই সর্প বাগানের মালির পুত্রকে দংশন করিয়াছিল।

একদিন মালী সাপটীকে বাগানে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইয়া মারিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সর্প তাহা টের পাইয়া স্বীয় গর্ত্তের উদ্দেশে দ্রুত পলায়ন করিল। যেই সর্প নিজের শরীরের প্রায় অর্দ্ধাংশ গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়া ফেলিয়াছে, অমনি মালী সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া হস্তস্থিত কোদালী দ্বারা বাহিরে স্থিত তাহার লেজ কাটিয়া ফেলিল। ইহাতে সর্পটী এতই ভীত হইয়া পড়িল যে,—দিনের বেলায় আর কিছুতেই গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইত না; কিন্তু মালীর ইচ্ছা,—সর্পকে কোন প্রকারে বাহির করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে!

এই উদ্দেশ্যে মালী একদিন সর্পের গর্ত্তের নিকট গিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল —"হে আমার প্রিয়বন্ধু! আমি ও বাগানের সমুদয় ফুল তোমাকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই বিচ্ছেদ-যাতনা ভোগ করিতেছি; দয়া করিয়া বাহিরে আগমন কর,—আমাদের সহিত মিলিত হও। তুমি অনুপস্থিত থাকিয়া আর আমাদিগকে দুঃখ দিও না।"

মালীর এই মধুমাখা বাক্য শুনিয়া সর্প উপরোক্ত উত্তর দিয়াছিল। ইহার অর্থ—"যতদিন পর্য্যন্ত আমার দংশনে তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তোমার স্মরণ থাকিবে এবং তুমিও আমার লেজ কাটিয়াছ—একথা আমি ভুলিতে পারিব না,—ততদিন তোমারও আমার মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের সম্ভাবনা নাই।"

আফ্গান প্রজা ও "খান"গণ সুশিক্ষিত হইয়াছে। এখন তাহারা শান্তির মাহাত্ম্য এবং অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ ও বিদ্রোহের অনিষ্টকারীতা অনুভব করিতে সমর্থ। আমি নিঃসন্দেহরূপে আশা করিতে পারি যে, আমার প্রজাদের ভবিষ্যতে যেরূপ শান্তি প্রিয় হওয়ার প্রয়োজন, তাহারা সেইরূপই হইবে।

আমি এই অধ্যায়ে কেবল বড় বড় যুদ্ধের কথাই বিবৃত করিয়াছি। "শমুয়ারী" সম্প্রদায়, ওমরা খান 'জমদলী' ও সীমান্তের অন্যান্য ডাকাতদের সহিত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি নাই; কারণ তাহা নিতান্তই সাধারণ ছিল।

পাঞ্জদহের গোলযোগ ভিন্ন রুসীয়দের সঙ্গে আমার অফিসারদের যে ২।৩ বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়, এস্থলে তাহাই উল্লেখ করিব।

১৮৯২ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে কর্ণেল ইয়ানুফ্ (১) নামক জনৈক রুস অফিসার "শগনানের" দিকে অগ্রসর হইল। তখন "ইয়াশেল কূলের" (পীত-হ্রদ) পূর্ব্ব তীরে—"সমাতাশ্" নামক স্থানে কাপ্তান শমস্ উদ্দীন খানের অধিনায়কতায় আফ্গান সৈন্যের একটী ক্ষুদ্র অংশ অবস্থান করিতেছিল। জুলাই মাসে রুসীয় কর্ণেল ইয়ানুফ্ পূর্ব্বোক্ত আফগান সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া কাপ্তান শমস্ উদ্দীনকে বলিল—"তোমরা এই স্থান আমাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাও।" কাপ্তান বলিল—"আমি কাবুলের আমিরের কর্ম্মচারী; আমি আমার প্রভুর আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত আছি; কোনও রুসীয় অফিসারের আজ্ঞা পূরণে সম্মত নহি।" এই কথা শুনিয়াই সেই রুস কর্ণেল কাপ্তানের মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিল। ইহা এতই অপমানের কার্য্য যে, আফ্গান অফিসার একটুমাত্র নড়িতে চড়িতে পারিল না; সেই মুহূর্ত্তেই কর্ণেল ইয়ানুফ তরবারী নিষ্কাষিত করিল। অমনি কাপ্তান তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তমঞ্চা ছুড়িল; কিন্তু কর্ণেলের শরীরে গুলি লাগিল না। তাহার পেটিতে লাগিয়া ছিট্‌কাইয়া গিয়া নিকটে দণ্ডায়মান একজন সিপাহীর শরীরে বিদ্ধ হইল। ইহাতেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। তখন সেখানে আফ্গানেরা মাত্র ১০।১২

---

(১) Colonel Yanoff. ইনি ১৮৯১ খৃঃ অব্দে কাপ্তান ইয়ংহাসবেণ্ডকে গ্রেফ্তার করেন।

জন লোক ছিল এবং কর্ণেল ইয়ায়ুক্কের নিকট অনেক সৈন্য ছিল। এইরূপ স্বল্প সৈন্য লইয়া প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তথাপি কাপ্তান শমস্ উদ্দীন ও তাহার সিপাহিগণ দেহে প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত সেথানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল; কিন্তু এই অবস্থায় চিরকাল যাহা হইয়া থাকে, আজও তাহাই হইল,—শত্রু পক্ষ বিজয় লাভ করিল। রুসীয়দের এই কার্য্য সম্পূর্ণ বেআইনী ও অবৈধ; কিন্তু তথাপি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কোন ফলদায়ক পথ অবলম্বন করিলেন না। সন্ধির সর্ত্তানুসারে আমি নিজেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রুস্ গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা কি বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম নহি। ইহাকেও ঠিক "পাঞ্জদহে"র ঘটনার ন্যায় বিবেচনা করা উচিত।

হাজারা যুদ্ধের সময় ও জনৈক রুসীয় অফিসার আফ্গান অধিকারে প্রবেশ করে। ইহাও সন্ধিসর্ত্তের প্রতিকূল কার্য্য; কিন্তু সে যখন দেখিতে পাইল যে, তথায় আফ্গান কর্ম্মচারীরা তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তখন সে নেশার ঝোকে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সার মার্টিমার ডুরাণ্ড সাহেবের মিশন্ কাবুলে আগমন করিতেছে শ্রবণ করিয়া, রুসীয় কর্ম্মচারীগণ একদল সৈন্য "মোরগাবে" প্রেরণ করিল। ইহা "বদখশান" স্থিত একটী আফ্গান নগর। রুস্ সৈন্যেরা এখানে আসিয়া আফ্গান সৈন্যদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।

আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে সার মার্টিমার ডুরাণ্ড ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে ইহা জানাইলাম। সার মার্টিমার তখন "জালাল আবাদে" আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি অগোণে উত্তর প্রদান করিলেন এবং অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত আমাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন যে,—"আপনি আপনার জেনারেল সৈয়দ শাহ্ খানকে—যিনি "মোরগাবের" নিকটেই অবস্থান করিতেছেন—উপদেশ দান করুন, যেন তিনি কিছুতেই রুস্ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর না হন।" এই সেনাপতি রীতিমত বলপূর্ব্বক নগরটী অধিকার করিতে বাসনা প্রকাশ করিয়াছিল।

কিন্তু আমি জানিতাম, যদি রুসগণকে বাধা না দেওয়া হয়, তবে তাহারা এইরূপে এক নগরের পর আর এক নগর অধিকার করিবে এবং ইহাতে

তাহাদের স্পর্দ্ধা এতই বৃদ্ধি পাইবে যে, শেষে সীমান্তস্থিত আমার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবে!

সৌভাগ্য বশতঃ এবার আফ্‌গান অফিসারগণ তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করিল। তাহাদিগকে দেখাইয়া দিল যে,—সদাসর্ব্বদা যাহা ইচ্ছা তাহাই করা সম্ভবপর নহে! জেনারেল সৈয়দ শাহ্‌ খান প্রবলভাবে গোলা বর্ষণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত রুসীয় কামানের উত্তর দান করিলেন। রুসীয়েরা দেখিল,—আফ্‌গান সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না এবং এবার ফাঁকি দেওয়া চলিবে না, তখন তাহারা হটিয়া গেল। আফ্‌গান সৈন্যেরা জয়লাভ করিল।

এই বিজয় হইতে আমার সৈন্যের গৌরব বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সময় হইতে রুসীয়েরা আর কখনও আফ্‌গান রাজ্য আক্রমণ করে নাই। রুসীয়দিগের অবৈধ অত্যাচারের ইহা হইতেই পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দে ডুরাণ্ড সন্ধি অনুসারে কতকগুলি প্রদেশ ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হয়; তাহার অধিবাসিগণ ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রবল ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু যাহারা আমার প্রজারূপে নির্দ্ধারিত হয়, সৌভাগ্য বশতঃ তাহারা সেই সন্ধি অনুসারে আচরণ করে এবং কোনপ্রকার বিদ্রোহাবলম্বন না করিয়া আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ‘ওজিরি’গণ তাহাদের স্বভাবানুযায়ী চাতুরী ও সৈন্য সমাবেশের চেষ্টা করিয়াছিল বটে; কিন্তু কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় নাই। কেবল কাফেরস্তানের (*) অধিবাসিগণই আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

ডুরাণ্ড সন্ধিতে কাফেরস্তান আফ্‌গান রাজ্যভুক্ত হয়। যুদ্ধ করিয়া ইহা অধিকার করার আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না; অনুগ্রহ ও সদয় ব্যবহার দ্বারা সেখানকার লোকদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলাম। এই নিমিত্ত আমি কয়েকবার তাহাদের সর্দ্দারগণকে কাবুলে আহ্বান করিলাম এবং তাহাদিগকে বোঝা বোঝা টাকা ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। উদ্দেশ্য তাহারা দেশে গিয়া স্বদেশবাসীর নিকট একথা প্রচার করিবে!

---

(*) এই রাজ্য বা পর্ব্বত-শ্রেণী আফগানস্থানের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

ইহারা এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, প্রতিবাসী আফ্‌গানদের নিকট হইতে গাভী লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে স্ব স্ব পত্নী প্রদান করিত! এই উপলক্ষে প্রায়ই গাভী কিম্বা স্ত্রীর মূল্য অধিক,—ইহা লইয়া ঝগড়া-বিবাদ হইত। তাহাদের নিকট আমার অনুগ্রহ ও সদয় ব্যবহারের কিছুমাত্র মূল্য রহিল না। আমি যে টাকা দান করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা উহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বন্দুকাদি ক্রয় করিল।

এই সময়ে রুস্ গভর্ণমেণ্ট "পামির" অধিকার করিয়া নানাদিক হইতে কাফেরস্তানের সান্নিধ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমি ইহা দেখিয়া আর অধিক গোণ করা মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করিলাম না। যে সকল কারণ বশতঃ হঠাৎ আমাকে কাফের-স্তান আক্রমণ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা এই:—

(১) আমি ভাবিলাম, কাফেরস্তান স্বাধীন রাজ্য; যদি অকস্মাৎ রুস্ গভর্ণমেণ্ট ইহা অধিকার করিয়া বসেন, তবে তাহাদের স্বত্ব প্রমাণ করিবেন। তৎপর আর তাহাদিগকে সেখান হইতে নাড়িতে পারা যাইবে না।

(২) পূর্ব্বকালে "পাঞ্জশের", "লমগান" ও "জালাল আবাদ" প্রদেশের বহু স্থান কাফেরদিগের অধীনে ছিল। রুস্ গভর্ণমেণ্ট তখন তাহাদিগকে উহা প্রাপ্তির জন্য দাবী করিতে উদ্বোধিত করিবেন এবং তাহারা উহা ফিরিয়া পাইবার জন্য দাবীও উপস্থিত করিবে। রুস্ গভর্ণমেণ্ট আফ্‌গান গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার এইরূপ একটা ছল পাইলে, আফ্‌গান-রাজ-শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবে।

(৩) এই সমর-প্রিয় জাতি আফ্‌গান স্থানের সমগ্র উত্তর পশ্চিম সীমান্তে —পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই জন্য যদি কোন সময় আফ্‌গান গভর্ণমেণ্টকে অপর কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, —তবে এই পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত জাতি সম্বন্ধে অনেক ভয় ও আশঙ্কার কারণ ছিল। এতদ্ভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি এবং "জালাল আবাদ", "আসমার" ও "কাবুল" হইতে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকস্থ আফ্‌গান সৈন্যের ষ্টেশনগুলি পর্য্যন্ত সড়ক তৈয়ার করিবার জন্য ও তাহাদিগকে জয় করিবার প্রয়োজন ছিল। শেষ ও প্রধান কারণ এই ছিল যে, উহারা সদা সর্ব্বদা আপনাদের

প্রতিবাসী আফ্‌গানগণের সহিত যুদ্ধ করিত; তাহাতে উভয় পক্ষে খুনাখুনি হইত এবং শোচনীয় দাসত্ব-প্রথা আরও উন্নতি লাভ করিত। এই সকল লোক এতই সাহসী ছিল যে,—আমি স্থির করিলাম—ইহারা কিছুকাল মধ্যে আমার অধীনে উত্তম সিপাহীরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

উপরোল্লিখিত কারণ পরম্পরায় আমি "কাফেরস্তান" জয় করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করার প্রয়োজন ছিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—কোন্ ঋতুতে আক্রমণ করিবার সুবিধা হইবে। যুদ্ধের আয়োজন করা কিছুমাত্র কষ্টকর কার্য্য ছিল না; কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টী অত্যন্ত চিন্তার কারণ ছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শীতকালে আক্রমণ করাই স্থির করিলাম। তখন প্রচুর বরফ ও তুষারে পর্ব্বতের শৃঙ্গগুলি শুভ্র হইয়া যায়।

আমার শীতকালে যুদ্ধ যাত্রার কারণগুলি এই যথা :—

( ১ ) আমি জানিতাম, আমার সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সহিত প্রকাশ্য সমর ক্ষেত্রে কাফেরগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে; যুদ্ধ করিবেও না। উহারা আত্মরক্ষার জন্য পর্ব্বতের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে; তথায় বড় বড় ভারী তোপ লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না।

( ২ ) আমি ভাবিলাম, যখন পার্ব্বত্য দরি পথ ( পাস ) গুলি খোলা থাকে, তখন আক্রমণ করিলে উহারা খুব সম্ভবতঃ রুস্‌রাজ্যে চলিয়া যাইবে এবং তৎপর তাহারা রুস্ গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে তাহাদের দেশ ফিরিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করিবে। সেই সময়ে রুস্ গভর্ণমেণ্ট নিজে তাহার অধিপতি বলি দাবী উপস্থিত করিবেন এবং তাহাতে আমার রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের সমুদয় দেশগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

( ৩ ) কাফের জাতি সাহসী ও সমর-প্রিয়। এই জন্য যদি গ্রীষ্ম কালে যুদ্ধযাত্রা করা হয়, তবে ভীষণ যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে উভয় পক্ষে প্রচুর পরিমিত লোক বিনষ্ট হইবে। এই সকল কারণে আমি শীতকালেই তাহাদিগকে আক্রমণ করা নির্দ্ধারণ করিলাম। তখন তাহারা শীতে পীড়িত হইয়া স্ব স্ব ঘরে আবদ্ধ থাকিবে, এবং অধিক যুদ্ধ করিতে সুবিধা পাইবে না।

( ৪ ) কতকগুলি খৃষ্টান পাদরির অভ্যাস,—তাহারা সুযোগ পাইলে অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। কাফেরস্তান অধিকার করার সময় ইহারা যে আমাকে অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। এই জন্য যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ শেষ করিয়া সেই রাজ্য অধিকার করার প্রয়োজন হইল; কিন্তু ইহা অতি সন্তর্পণে করিতে হইবে; যেন এই কার্য্য সমাপনের পূর্ব্বে কেহ কিছুমাত্র সংবাদ অবগত হইতে না পারে! যাঁহারা ইংরেজী সংবাদ পত্রের মন্তব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে,—আমার এই আশঙ্কা অমূলক নহে।

কাফেরস্তান আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আমি বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। শরৎকালে নিঃশব্দে চারিটী স্থলে প্রয়োজনীয় সমর-সরঞ্জাম, রশদ ও অস্ত্র শস্ত্রাদি সহ প্রচুর সৈন্য সমবেত করা হইল। তোপ খানা, রেসালা ও পদাতিক সৈন্যের কতিপয় অফিসারকে এই সৈন্যদলের নেতৃত্ব প্রদান করিলাম। সর্ব্বোপরি কাপ্তান মোহাম্মদ আলী খান রহিলেন। এই বাহিনীকে "পাঞ্জশের" দিয়া "কোল্লম" যাইবার জন্য আদেশ করিলাম। এই যায়গাটী 'কাফেরস্তানের' মধ্যবর্ত্তী; এখানে একটী সুদৃঢ় কেল্লা বর্ত্তমান। দ্বিতীয় সৈন্যদলকে জেনারেল গোলাম হায়দর খান 'চর্খির' অধিনায়কতায় "আসমার" ও "চিত্রলের" দিক হইতে অগ্রসর হইবার জন্য অনুজ্ঞা করিলাম। তৃতীয় সৈন্যদলকে বদখ্‌শান হইতে জেনারেল কেতাল খানের অধীনে এবং আর একটী ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে "লম্‌গান" হইতে স্থানীয় গভর্ণর ও ফয়েজ মোহাম্মদ চর্খির পরিচালনাধীনে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করিলাম।

এই চারিটী সৈন্যদল সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল এবং রওয়ানা হইবার জন্য কেবলমাত্র আদেশ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিল!

যে চারিটী ষ্টেশনে সৈন্যদল সমবেত করা হইয়াছিল, তাহা আফ্‌গানস্থানের সীমান্তে অবস্থিত। তথায় প্রয়োজনীয় সৈনিক চৌকি সমূহ ছিল; সুতরাং কেহই এই আয়োজনের দিকে লক্ষ্য করিল না—কিম্বা উহাকে বিশেষ অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিল না। আক্রমণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না যে, কাফেরস্তানের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করা হইবে।

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে শীতকালে উপরোক্ত চারিটী সৈন্যদলকে একসঙ্গে চতুর্দিক হইতে কাফেরস্তান আক্রমণ ও তাহা বেষ্টন করিয়া ফেলিবার জন্য আদেশ করিলাম। এই আক্রমণে অত্যন্ত সফলতা লাভ করা গেল। চল্লিশ দিনের মধ্যে রাজ্যটী অধিকার করা হইল এবং ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের বসন্ত কালে সৈন্যগণ কাবুলে ফিরিয়া আসিল।

খৃষ্টান পাদরিগণ এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ডে মহা শোর গোল আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কাফেরদিগকে তাঁহাদের সমধর্ম্মাবলম্বী বা খ্রীষ্টান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন! আমি সেই রাজ্য অধিকার করায় তাহাদের দয়ার উৎস প্রবাহিত হইল; (১) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি 'কাফের' দিগের

(১) বর্ত্তমান বিদেশী বর্জ্জনের জন্মদাতৃ কলিকাতার ব্রাহ্ম সংবাদপত্রিকা "সঞ্জীবনী" সে সময়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"হাতে হাতে ফলভোগ :—ইংরেজ-রাজ আফ্গান আমিরকে অর্থবলে হস্তগত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন,—আমির এবং তাঁহার লোকজনেরা কত অপমান, আবদার করিতেছেন, সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় ইংরেজ রাজ তাহা সহ্য করিতেছেন! —একমাত্র উদ্দেশ্য আমির অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ না হয়েন, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হস্তগত থাকেন। এই আমির-পুত্রকে ভারতের অর্থে বিলাত দেখান হইয়াছে;—ইংরেজ-শত্রু ওমরা খাঁকে আমির স্বরাজ্যে আশ্রয় দিয়াছেন, তথাপি ইংরেজ রাজ একটী কথাও বলিতেছেন না! কেবল কি তাই? পাইয়োনিয়ার বলেন, ডুরাণ্ড সাহেব ভারতবর্ষ ও আফ্গান স্থানের মধ্যে সীমা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, আমিরকে তুষ্ট করিবার জন্য, কাফ্রিস্থানের অন্তর্গত বসগোল উপত্যকাতে এবং মোহ্মন্দ প্রদেশের অর্দ্ধাংশে আমিরের আধিপত্য স্বীকার করিয়া আসেন। আমির সেই বসগোল উপত্যকাতে স্বাধীন লাভ করিয়া, এখন সমগ্র কাফ্রিস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন—কাফ্রিদিগের উপর কি অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার করিতেছেন তাহার লোমহর্ষণ বিবরণ সকলে জানেন। সমগ্র কাফ্রিস্থান হস্তগত করিয়া আমির এখন সমগ্র মোহমন্দ প্রদেশ দাবী করিয়াছেন। ডুরাণ্ড সন্ধি অনুসারে বাজোর রাজ্যে আমিরের কোনও দাবী দাওয়া ছিল না, বাজোরে ইংরেজাধিপত্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তাই চিত্রল অভিযানের সময় ওমরা খাঁকে দেশ ছাড়া করিয়া বাজোর ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আমির সন্ধির সর্ত্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া বাজোরের অন্তর্গত মিতাই প্রদেশে খাজানা আদায়ের জন্য লোক পাঠাইয়াছেন এবং তথায় একদল সৈন্য স্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে—যে ওমরা খাঁ আমিরের শরণাপন্ন হইয়া ইংরেজ রাজের দণ্ড এড়াইয়াছে, তাহাকেই আমির আবদুর রহমান নবাধিকৃত দেশসমূহের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

মধ্যে একজন লোক ও খৃষ্টান দেখিতে পাই নাই। আমি একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থে তাহাদের ধর্ম্মের বিবরণ লিখিয়াছি। পাঠকগণ তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মে প্রাচীন পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের আশ্চর্য্য মিশ্রণ দেখিতে পাইবেন।

যে সকল কাফের বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কাবুলের সন্নিকটে "পগ্‌মান" প্রদেশে বাস করিতে স্থান দান করিলাম। ইহার জলবায়ু অত্যুত্তম ; এখানকার ঋতুগুলিও সম্পূর্ণ তাহাদের দেশের অনুরূপ। ইহাদের শিক্ষার জন্য আমি কতকগুলি মাদ্রাসা স্থাপন করিলাম। তবে ইহারা অত্যন্ত শৌর্য্যবীর্য্যশালী জাতি, ইহাদের প্রায় অধিকাংশ নব্যযুবকই সৈনিক পরিচর্য্যার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। পেন্সন প্রাপ্ত আফ্‌গান সিপাহী ও অন্যান্য সমর-প্রিয় পাঠান জাতির বহু লোককে কাফেরস্তানে বসবাস করিতে দেওয়া হইয়াছে।

আমার বাসনা—উত্তর সীমান্ত সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত উহার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত মজবুত কেল্লা-শ্রেণী নির্ম্মাণ করাইব। কাফেরগণ এখানে থাকা কালে এই পার্শ্ব সম্পূর্ণ অরক্ষিত ও দুর্ব্বল ছিল। রুসীয়েরা

---

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে আমিরের সহিত বাদানুবাদ করিতেছেন বটে, কিন্তু আমির তাহাতে বড় কাণ দিতেছেন না, ধীরে ধীরে নীরবে আপন কার্য্য সাধন করিতেছেন। ইংরেজ রাজ অপেক্ষা আমির আবদুর রহমান জটিল রাজনীতিতে নিকৃষ্ট নহেন। আর এক গুজব রটিয়াছে, আমির, পারস্যের শাহ্ এবং তুরস্কের সুলতান এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। খৃষ্টান রাজাগণ চারিদিকে মুসলমান রাজ্য গ্রাস করিতেছেন, এ সময় এই তিন মুসলমান নরপতির আত্মরক্ষার প্রয়াস স্বাভাবিক। যদি এই সন্ধির কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এত কাল ইংরেজ আমিরকে যে মাসে মাসে অর্থ দিয়া পুষ্ট করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিষময় ফল হাতে হাতে পাইতে হইবে। আত্মকৃত বিধাতার দণ্ড অচিরেই ভোগ করিতে হইবে। অর্থ দিয়া আমিরকে বশীভূত রাখা অসম্ভব—ভারতের প্রাকৃতিক সীমার বহির্দ্দেশে রাজ্য বিস্তারে যে বিপদের সম্ভাবনা, আমরা চিরকাল গভর্ণমেণ্টকে তাহা বলিয়া আসিয়াছি। যাঁহার আমিরি পদলাভে ইংরেজ রাজ সাহায্য করিয়াছিলেন, যাঁহারা শত্রুদিগকে ইংরেজ রাজ নিজ অর্থে ভারতে কারাবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন—রুসীয়ার ভয়ে গভর্ণমেণ্ট যে আমিরকে এতকাল ধনবলে, অস্ত্রবলে বলীয়ান করিয়াছেন, এখন সেই আমিরই গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"—সঞ্জীবনী-কলিকাতা —৪ঠা আশ্বিন, সন ১৩০৩ সাল; ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ।

"পামির" অধিকার করায় ইহা তাহাদের মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ ছিল,—তাহাদের দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল!

"কোল্লমের" কেল্লা কাফেরস্তানের বুকের উপর অবস্থিত। প্রাকৃতিক দুর্গমতা গতিকে ইহা জয় করা এক প্রকার অসম্ভব। এই জন্য আমি তথায় আমার উত্তর সীমান্তের মূল সৈন্যদলের ষ্টেশন স্থাপন করিব। এখানে প্রচুর সমর সরঞ্জাম ও অস্ত্র শস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিব।

কোল্লমের কেল্লার দ্বারে একখণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছিল; পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলাম। উক্ত প্রস্তরখানায় এইরূপ খোদিত ছিল:—

"মোগল জাতির সর্ব্বপ্রধান বাদশাহ ও ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী প্রথম বিজেতা শাহান শাহ্ তৈমুর এই অদম্য জাতির রাজ্য এইস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন —কিন্তু কোল্লমের সুদৃঢ়তা নিমিত্ত তাহা দখল করিতে পারা গেল না।"

আমার সৈনিক অফিসার কাপ্তান মোহাম্মদ আলী খান সেই প্রস্তরের উপর এই কথা খোদিত করিয়া দিলেন:—

"১৮৯৬ খৃঃ অব্দে আমির আবদুর রহমান খান গাজীর রাজত্বকালে কোল্লম সহ সমুদয় "কাফেরস্তান" জয় করা হইল এবং সেই রাজ্যের অধিবাসিগণ সত্য ও পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। "জা আল্ হাক্কু অজাহাক্কাল্ বাতেল্ ইন্নাল্ বাতেলা কানা জাহুকা" অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠা হইল,—মিথ্যা লোপ পাইল।"

হাজারা যুদ্ধের ন্যায় ইহাতেও আফ্গান স্থানের মুসলমানগণ সানন্দে ও স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাইবার জন্য বাসনা প্রকাশ করিয়াছিল। আমার রাজত্বকালের ইহাই শেষ যুদ্ধ।

---

# দ্বাদশ অধ্যায়।

## ফেরারী ও দেশান্তরিত ব্যক্তিগণ।

আমি আমার জীবনে একটা বিষয় প্রধান বলিয়া মনে করিয়া থাকি; উহাতে আমার মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ আমার পুত্রের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইবে।

আমি সর্ব্বপ্রকার সম্ভবমত উপায়ে আফ্‌গান স্থানের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ও "খান" দিগের সংখ্যা আমার দরবারে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছি; এবং আমার বিরুদ্ধ-বাদী দিগকে তাহাদের সমুদয় প্রধান প্রধান সহচর সহ ভারতবর্ষ কিম্বা রুস্ সাম্রাজ্য হইতে আনয়ন করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক আমার আদেশে আমার পুত্রের সঙ্গে আছে এবং তাহাদের পরস্পর এমন সৌহৃত্ত জন্মিয়া গিয়াছে যে বহুসংখ্যক লোক তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রয়োজনের সময় বিজ্ঞ পরামর্শদাতার অনুরূপ কার্য্যই কেবল ইহাদের দ্বারা হইবে না; বরং তাহাদের সহবাস অত্যন্ত উপকারী বলিয়া প্রমাণীত হইবে। ভবিষ্যতেও ইহা দ্বারা অনেক সুফল লাভ করিবার আশা করা যায়। ইহাতে আমার বংশের হিতাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

এই সর্দ্দারগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) যাঁহারা আফগান স্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং রুস্ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইঁহারা আমার দরবারে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন "কোলাবের" ভূতপূর্ব্ব মীর সারাবেগ ও তাঁহার পরিবারের লোকগণ; "দরওয়াজের" ভূতপূর্ব্ব অধিপতি শের মোহাম্মদ ও তাঁহার পরিবার; তুরাহ্ ইস্‌মাইল 'রওশনী'; "বোখারা শাহের পুত্র ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি।

(২) সেই দিকস্থ কতিপয় মীর ও সর্দ্দার যেমন মীর ইউসফ আলীর

পরিবার,—মীর জাহান্দার শাহ্‌ ও মীর হকিমের পরিবার ও আত্মীয়গণ—যাঁহাদের রাজ্য আমার রাজত্বের প্রারম্ভে রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলাম।

(৩) যে সকল লোক গ্রেট্‌বিটনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কিম্বা তাঁহাদের বন্ধুত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া, আমার এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে; যেমন ওমরা খান, মীর মোরাদ আলী ও অন্যান্য সীমান্তের "খান"গণ।

(৪) যে সকল লোক আফ্‌গান স্থান হইতে নির্ব্বাসিত, কিম্বা যাহারা আমার পরিবারের কোন কোন শত্রুর সঙ্গী বা সাহায্যকারী ছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিব।

(ক) যাহাদের স্বতন্ত্র দল ছিল; যেমন সর্দ্দার নূর আলী খান এবং "কান্দাহারের" ওয়ালী শের আলী খানের অন্যান্য পুত্রগণ—ইহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া এখন আমার নিকট আছেন।

সর্দ্দার মোহাম্মদ হোসেন খান,—ইনি "শন্থয়ারী" দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেন—এখন আমার দরবারে আছেন।

আমির শের আলী খানের পুত্র সর্দ্দার ইব্রাহিম খান। ইঁনি ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছেন এবং আমার বন্ধু ও পেন্সনার।

"কুনর" বাসী সৈয়দ আহ্‌মদ খান,—ইনি এখন আমার সঙ্গে আছেন।

সর্দ্দার আলী মোহাম্মদ খান,—আমার পিতৃব্যের অন্যান্য পুত্রগণ, সর্দ্দার [illegible] মোহাম্মদ খান প্রভৃতি।

(খ) দ্বিতীয় অংশ—আইয়ুব খানের সহচর ও সাহায্যকারিগণ; আমার বিরুদ্ধ বাদীদের মধ্যে আইয়ুব খানের সহিতই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক ছিল। ইহাদের নাম একটী একটী করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কয়েক-জন লোক ভিন্ন অন্যান্য সকলেই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এই কয়েকজন লোকের মধ্যেও এমন বেশী লোক নাই,—যাহারা আমার পক্ষ হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত না হইতেছে এবং তাহার উপর অসন্তুষ্ট নহে!

(গ) যাহারা আইয়ুব খানের দলভুক্ত ছিল, ইহাদের কেহ কেহ আমার অধীনে চাকরি গ্রহণ করিয়াছে। এখন আর তাহার সহিত তেমন উপযুক্ত লোক নাই। এই প্রণালীতে সর্দ্দার হাশেম খানের সহচরগণও তাহাকে

ত্যাগ করিয়াছে। কেবলমাত্র কয়েকজন সাধারণ কর্ম্মচারী তাহার সঙ্গে আছে।

(ঘ) চতুর্থ প্রকার—যাহারা ভারতবর্ষ, রুসীয়া কিম্বা রুসীয় তুর্কিস্তানে নির্ব্বাসিত রহিয়াছে। ইহাদের নিজস্ব কোন দল নাই, অথবা উহারা অপর কোন দলেও সম্মিলিত নহে। হয় উহারা কোন কারণ বশতঃ আফ্‌গানস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে, নতুবা তাহাদের অসদাচরণ নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছি। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও এমন অল্প লোক আছে,—যাহারা প্রার্থনা করিবার পর আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা না করিয়াছি এবং দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ না করিয়াছি!

(ঙ) পঞ্চম প্রকার,—যাহারা বিশ্বাসঘাতক ইস্‌হাক খানের সঙ্গে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ভীষণ বিদ্রোহাচরণের পর ফেরার হইয়াছিল। তাহার সহোদর ভ্রাতাগণ বর্ত্তমান সময়ে আমার অধীনে চাকরি করিতেছেন। তাহার অন্যান্য সঙ্গীদের সম্বন্ধেও আমি অমনোযোগী নহি। তাহারাও ভবিষ্যতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে এবং শান্তিপ্রিয় প্রজারূপে পরিণত হইবে।

এই উপায়ে এখন কাবুলের রাজসিংহাসনের এমন কোন দাবীকারক নাই, যদ্দ্বারা আমার পুত্রের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন হইতে পারে। একথা প্রত্যক্ষ সত্য যে, যদি কোন বিপুল শক্তিশালী যোদ্ধা ও কোন বৃহৎ শক্তির প্ররোচনায় আফ্‌গানস্থানের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তবে অগণিত সৈন্য ও সঙ্গী ভিন্ন একা কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না।

আমি রাজনীতি নিপুণ শক্তিদের এই নীতির কথা উত্তমরূপে বুঝিয়া থাকি। তাঁহারা প্রতিবাসী রাজাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে কেবল এই উদ্দেশ্যে স্ব স্ব হস্তে রাখিয়া থাকেন,—যদি সেই নরপতি তাঁহাদের সহিত বাধ্যবাধকতা না রাখেন,—তবে—অন্ততঃ এই বিরুদ্ধাচারীদিগের ভয়েও তাঁহাদের হস্তে থাকিবেন; কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত—যে বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করিয়া ফেলা হইয়াছে—তাহা কখনই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না; অথবা কোন অট্টালিকা ভিত্তি ভিন্ন দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না!

আমি আশা করি, আমার পুত্রগণ এই দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিয়া—আমার এ

[illegible]তি (Policy) ও উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহ হইতে যে সকল উপযুক্ত ব্যক্তি এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিবেন। এই প্রকার লোকের দ্বারা [illegible]সর্ব্বদা তাঁহাদের সাহায্য হইবে এবং তাঁহাদের শত্রুদিগের বিপক্ষাচরণ [illegible]ও ইহা দ্বারা প্রকৃত ভাবে অনেক সুবিধা হইবে।

---

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

---